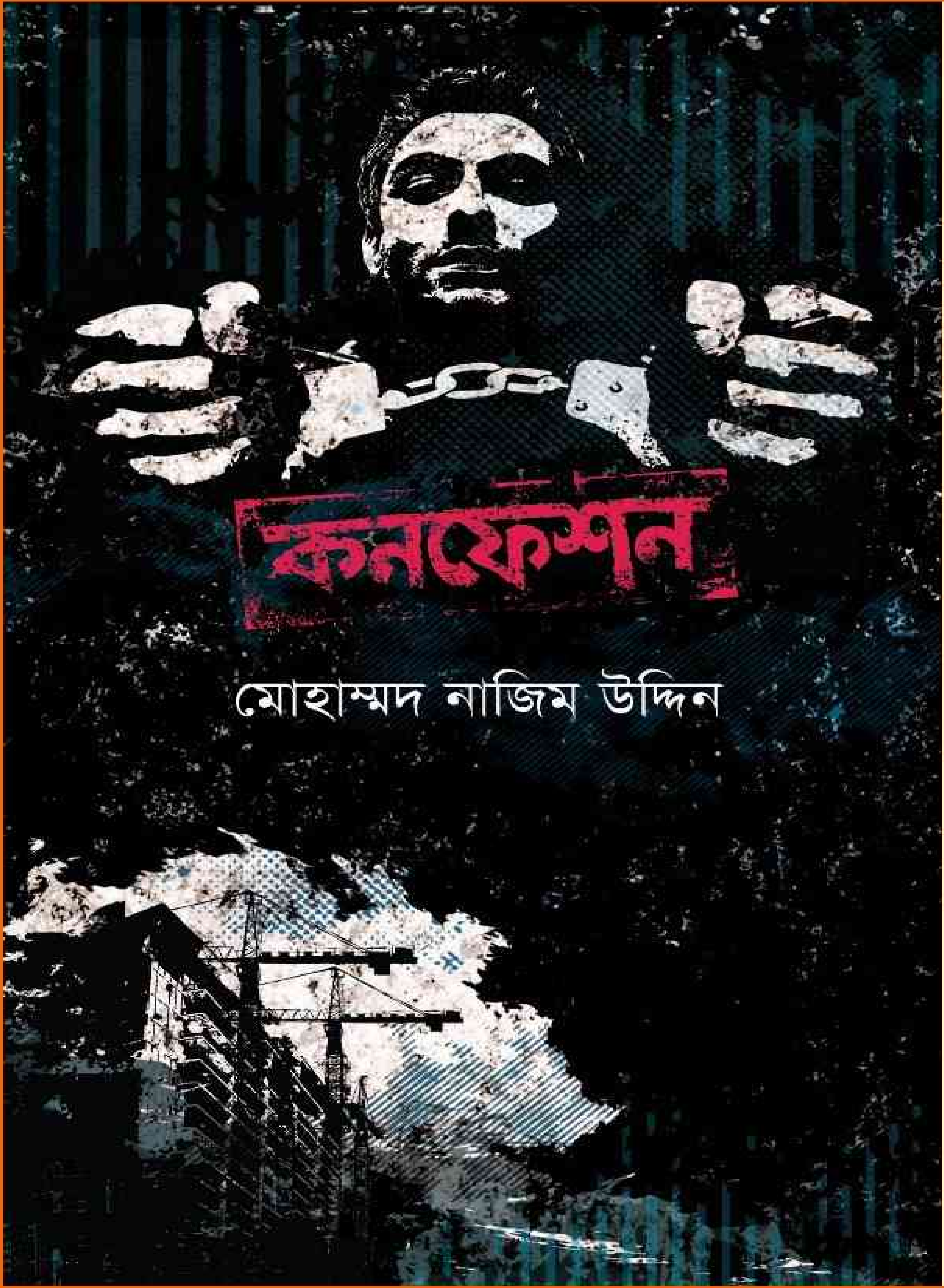
কনফেশন
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

www.BanglaBook.org

কনফেশন

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

বাতিঘর প্রকাশনী

কনফেশন
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন
Confession
copyright©2013 by Mohammad Nazim Uddin
স্বত্ব © লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১৩

প্রচ্ছদ : সিরাজুল ইসলাম নিউটন

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২০, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; অক্ষরবিন্যাস: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; অলংকরণ : লেখক

মূল্য : দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

www.BanglaBook.org

মুখবন্ধ

রাত। আকাশে পূর্ণ চন্দ্র। চারপাশের পরিবেশ কেমন এক ঘোরলাগা আবেশে ডুবে আছে। ইঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জনটা সম্মোহনের মতো কাজ করছে যেনো। কালো রঙের প্রাইভেটকারটি ছুটে চলেছে মহাসড়ক ধরে। স্থিরচোখে সামনের দিকে চেয়ে আছে গাড়ির একমাত্র যাত্রি। এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে রেখেছে, তার ভাবনার জগত জমে আছে বরফের মতো। নিজের ভেতরে জমাটবাধা ক্রোধ সযত্নে আগলে রেখেছে সে, একটু পরই সেটার বিস্ফোরণ ঘটবে। বিস্ফোরণ ঘটার আগে বরাবরের মতো একেবারে ধীরস্থির থাকছে। এটাই তার স্বভাব। এভাবেই সে কাজ করে।

কাজ!

কথাটা তার মধ্যে একটু আলোড়ন তুললো। দু'তিন দিন আগেও সে নিশ্চিত ছিলো এ জীবনে এরকম কাজ আর কখনও করবে না। কিন্তু সময় কতো দ্রুতই না সব হিসেব পাল্টে দেয়! তার সুকঠিন প্রতীজ্ঞা, দৃঢ়তা, মনোবল এক নিমেষে উবে গেলো। ফিরে এলো আগের সবকিছু। আমূল পাল্টে যাওয়ার পর আবার ফিরে যাওয়া–হ্যা, এভাবেই সে পরিণত হয়েছে আগের মানুষটিতে। এই মানুষটাকেই সবাই চেনে। এর কথাই সবাই জানে।

নিরিবিলি মহাসড়কের চারপাশটা শব্দহীন এক জগতে নিপতিত হয়েছে। মাঝেমধ্যে সেই নিঃশব্দে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে দূরপাল্লার বড় বড় বাস-ট্রাক। ঢাকার বাইরে এ জায়গাটি সে বেছে নিয়েছে অনেক ভেবেচিন্তে। তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আদর্শ একটি জায়গা।

একটু পর যে কাজটা করবে সেটা নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে যাচ্ছিলো এতোক্ষণ কিন্তু চাপা গোঙানিটা আবারো তার মনোযোগে বিঘ্ন ঘটালো। আওয়াজটা পেছন থেকে আসলেও সেদিকে ফিরে তাকালো না। তার ঠোঁটে দেখা গেলো এক চিলতে বাঁকা হাসি। সঙ্গে সঙ্গে সেটা মিলিয়ে গেলো। চোখের সামনে ভেসে উঠলো বীভৎস একটা মুখ। কতোই না ফুটফুটে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ছিলো। হ্যা, সে নিশ্চিত। যদিও ফুটফুটে চেহারাটা কখনও দেখা হয় নি, তারপরও সে নিশ্চিত। যে ছবিটা দেখেছে সেটা পৈশাচিক কোনো তৈলচিত্রের মতো। যেনো শিল্পীর হাতেসৃষ্ট অপূর্ব সুন্দর একটা ভাস্কর্যের উপর জঘন্য কোনো লোক নির্মমতার সাথে কাদামাটি লেপ্টে দিয়েছে। সুন্দরের সবকিছু বিনাশ করে জান্তব উল্লাসে মেতেছে পশুটা।

পশু!

না। পশুর সাথেও পাশবিকতা করা চলে না। এ হলো দানব। দানবের সাথে তুমি এটা করতে পারো।

দানবটাকে তুলে আনতে খুব একটা বেগ পেতে হয় নি। পত্রিকায় তার নাম-ঠিকানা সবই দেয়া ছিলো। রিপোর্টার বলেছে, এই দানব নারকীয় কাজটা করার পরও দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ নাকি তাকে খুঁজে পাচ্ছে না।

এমনই হয়, ভাবলো সে। ক্ষমতাসীন দলের পরিবহণ শ্রমিকদের এক অঙ্গ সংগঠনের পুচকে নেতা–পুলিশ তাকে দেখেও না দেখার ভান করতে পারে। পুলিশের হাতে-পায়ে ডাণ্ডাবেরি পরিয়ে রাখে ক্ষমতাসীন রাজনীতিকেরা। তাদেরকে ব্যবহার করে পোষা গুণ্ডাবাহিনী হিসেবে। তাদের এতো সাহস হয় নি ঐ শ্রমিক নেতাকে ঘাটাবে। এখন সে পুলিশের চোখে অদৃশ্য। থানার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করলেও পুলিশ তাকে খুঁজে পাবে না।

তার অবশ্য এ সমস্যা নেই। সে ঠিকই খুঁজে বের করতে পারবে।

~~পরিকল্পনাটা মাথায় আসতেই সোজা বাইক নিয়ে ঢাকায় চলে যায়।~~ তারপর বাচ্চু নামের চোরাই গাড়ির ব্যবসা করে যে ছেলেটা তার কাছে বাইকটা রেখে এই গাড়িটা নিয়ে নেয়। এটার লাইসেন্স, নাম্বারপ্লেট সব ভুয়া।

গাড়িটা নিয়ে চলে যায় দানবটার এলাকায়। মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যেই কিছু লোককে টাকা দিয়ে জেনে নেয় এর অবস্থান। রাত বারোটার পর নেশাগ্রস্ত দানব নিজের ডেরায় ঢোকার আগেই মুখোমুখি হয় এক আগন্তুকের। ল্যাংড়া বুদ্দিনের বাড়িটা খুঁজে পাচ্ছে না সে। ল্যাংড়া বুদ্দিন?! দানবটা যারপরনাই বিস্মিত হয়েছিলো। ধুর মিয়া, এই নামের কেউ এইহানে থাকে নি! বিরক্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই পেছন থেকে সজোরে আঘাত করে পিস্তলের বাট দিয়ে। নেশাগ্রস্ত দানবটা টলে যায়। তাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঝাপটে ধরে দ্রুত গাড়িতে তুলে নেয় সে। হাত-পা-মুখ বেঁধে পেছনের সিটে ফেলে গাড়ি নিয়ে চলে আসে। এক নির্জন রাস্তায় এসে দানবটাকে গাড়ি থেকে তুলে পেছনের বুটে রেখে আবার চলতে শুরু করে। মৃত্যুর আগে কবরের বিভীষিকা মনে করিয়ে দেবার জন্য বুটে রাখে তাকে।

ইটভাটাটা দূর থেকে দেখতে পেলো। চাঁদের আলোয় নিষ্প্রাণ চিমনিটা যেনো ঝিমুচ্ছে।

সমস্ত ক্রোধ আর হিংস্রতা উগলে দেবার সময় এসে গেছে এখন। গাড়ির হেডলাইট বন্ধ করে দিলো। বাকি পথটা চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মহাসড়ক থেকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে মাটির তৈরি একটি রাস্তা। সেই রাস্তার দু'পাশে নীচু জমি আর জলাশয়। গাড়ির গতি কমিয়ে এগিয়ে চললো সে। ভালো করেই জানে এখানে কোনো লোকজন নেই।

চারদিকে ক্ষেত আর বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝখানে মাটি ফেলে বেশ উঁচু একটি জায়গায় বানানো হয়েছে এই ইটের ভাটাটি। এক সময় যেখানে ছাঁচে ফেলে মাটি দিয়ে ইট তৈরি করা হতো সেই চত্বরটি এখন বিরান পড়ে আছে। অবৈধভাবে গড়ে তোলা এই ভাটাটি এক মাস আগে আদালতের নির্দেশে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অবশ্য এর মালিক বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের লোক হলে এটা কোনোদিনও বন্ধ হতো না। এ ব্যাপারে সে একদম নিশ্চিত।

ইটভাটার খোলা চত্বরে এসে গাড়িটা থামালো। এখনও কিছু ইটের স্তুপ এদিক ওদিক পড়ে আছে। নিঃসঙ্গ আর পরিত্যক্ত চিমনিটা দাঁড়িয়ে আছে নির্বিকার ভঙ্গিতে। এঞ্জিন বন্ধ করে কিছুক্ষণ চুপ মেরে বসে রইলো সে। বেশ কয়েকবার ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিয়ে নিজেকে আরো ধীরস্থির করে নিলো শেষবারের মতো। খুন করার ব্যাপারে তার দক্ষতা প্রশ্নাতীত কিন্তু আজকের কাজটা নিছক কোনো খুনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। আজকের জন্য তাকে অন্যরকম কিছু করতে হবে। দানবের জন্য দানবীয় কিছু!

আবারো তার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটালো সেই চাপা আর্তনাদ। এবার পেছনে ফিরে তাকিয়ে আওয়াজটা ভালো করে শোনার চেষ্টা করলো। প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে সংকীর্ণ পরিসরে ছোটার চেষ্টা করছে। দেখতে না পেলেও দৃশ্যটা কল্পনা করতে পারলো সে। দানবটার গোঙানি তার কানে সুমধুর শোনালো! মস্তিষ্কে আলোড়ন তুলে কিছু একটা উস্কে দিলো যেনো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবারো এক চিলতে হাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটে। একটা চনমনে ভাব বিরাজ করলো মুহূর্তে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে গেলো। আশেপাশে কেউ নেই, তারপরও একটু সময় নিয়ে ভালো করে দেখে নিলো চারপাশটা। গ্রামের বখাটে আর নেশাখোরেরা রাতেরবেলা এরকম পরিত্যক্ত জায়গায় আস্তানা গাড়ে, মদ-জুয়া আর মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করে।

কেউ নেই। এমনটা যে থাকবে সে জানতো। গত সপ্তাহে এখানে দু'জনকে ক্রশফায়ারে দিয়েছিলো র‍্যাব। সুতরাং আরো দু'এক সপ্তাহ জায়গাটা এরকম ভুতুড়ে থাকবে। আশেপাশে কেউ এখানে টুঁ মারতেও আসবে না। এটি এখন নিষিদ্ধ আর অভিশপ্ত একটি জায়গা। যতোদিন স্থানীয়দের স্মৃতিতে ক্রশফায়ারের ঘটনাটা থাকবে ততোদিন এরকম পরিত্যক্তই থাকবে। তবে সে জানে বাঙালির স্মৃতি কতোটা দুর্বল। স্মৃতি দুর্বল বলেই চারিত্রিক দৃঢ়তাও কম। বড়জোর মাসখানেক পরই বেশিরভাগ লোক এটা ভুলে যাবে।

না, ভুলবে না। নিজেকে সুধরে দিলো সে। আজকের পর তাদের দুর্বল কাদামাটির স্মৃতিতে আরেকটি বীভৎস ঘটনা প্রোথিত হবে। আর সেটা ভুলতে একটু বেশিই সময় নেবে।

ইটভাটার দিকে তাকালো ভালো করে। চাঁদের আলোয় এরকম জায়গাও সুন্দর আর মায়াবি হয়ে উঠেছে। একটু চোখ বুলিয়ে নিতেই যেটা খুঁজছিলো সেটা পেয়ে গেলো। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলো সেদিকে।

ইটভাটাগুলো সব সময়ই পরিবেশ অধিদপ্তরের আইন ভঙ্গ ক'রে পুরাতন আর অচল টায়ার ব্যবহার করে জ্বালানী হিসেবে। এই ভাটায় এখনও পরিত্যক্ত অবস্থায় বেশ কিছু টায়ার স্তুপাকারে পড়ে আছে। এগুলো কেটে টুকরো টুকরো করে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করার কথা ছিলো।

বেশ কিছু টায়ার স্তুপ করে রাখা হয়েছে এক জায়গায়। স্তুপটার উচ্চতা আনুমানিক চারফুটের মতো হবে। তার পরিকল্পনার জন্য একদম উপযুক্ত। ফিরে এলো গাড়ির কাছে। পকেট থেকে চাবি বের করে পেছনের বুটটা খুলে ফেলতেই একটা জান্তব গোঙানি শোনা গেলো। হাত-পা-মুখ বাধা অবস্থায় পড়ে আছে দানবটা। চোখ দুটো ভয়ে বিস্ফোরিত হয়ে আছে। প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে এই সংকীর্ণ জায়গায় নরকযন্ত্রণা ভোগ করেছে। মুক্ত বাতাস পেয়ে নাক দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে এখন। দানবের নাকের ছিদ্র

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুটো রেসের ঘোড়ার মতো ফুলে উঠেছে। জ্বলজ্বলে চোখে চেয়ে আছে নিজের মৃত্যুদূতের দিকে।

কোনো কথা না বলে দানবের মাথার চুল মুঠো করে ধরলো সে, অন্যহাতে শার্টের কলারটা খামচে ধরে জোরে হ্যাচকা টান মারতেই দানবটা বুট থেকে মাটিতে পড়ে গেলো। হাত-পা-মুখ বাধা অবস্থায়ই ছোটার জন্য দাপাদাপি করার চেষ্টা করলো সে। সঙ্গে সঙ্গে সজোরে একটা লাথি বসালো তার তলপেটে। ইঙ্গিতটা সুস্পষ্ট : সুবোধ বালকের মতো থাকো, নইলে...

দানবটার মাথার চুল শক্ত করে ধরে টেনে হিচড়ে নিয়ে গেলো টায়ারের স্তূপের কাছে। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করার চেষ্টা করলেও চাপা গোঙানি আর ঘোৎঘোৎ শব্দ ছাড়া কিছুই বের হলো না। দাবনটা শারিরীকভাবে খুব বেশি শক্ত-সামর্থ্যের নয়, উচ্চতায় বড়জোর পাঁচ ফিট দুই ইঞ্চির মতো হবে। পেছনমোড়া করে হাত বাধা, পা আর মুখও দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেধে রাখার কারণে খুব সহজেই তাকে তুলে টায়ারের গর্তে ঢুকিয়ে দিতে পারলো সে।

দানবটা এখন দাঁড়িয়ে আছে টায়ারের স্তূপের মাঝখানে। চার ফুট উঁচু কুয়োর মতো দেখাচ্ছে সেটা। আরো দুটো টায়ার এনে বদমাশটার চারপাশে টায়ারের দেয়াল আরেকটু উঁচু করে দিলো। এখন শুধু বুক আর মাথাটা দেখা যাচ্ছে, বাকি শরীর ডুবে আছে টায়ারের গর্তে। দানবটা বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে এমন একজনের দিকে যাকে এর আগে কখনও দেখে নি। যার সাথে তার কোনো শত্রুতাও ছিলো না। পুরো ব্যাপারটা কোনোভাবেই তার মাথায় ঢুকছে না। তবে একটা জিনিস বুঝতে পারছে, এই মৃত্যুদূত তার সাথে এখন কি করবে!

এতোক্ষণ ছোটার জন্য হাসফাস করলেও এ মুহূর্তে চেহারায় করুণ ভাব আনার চেষ্টা করছে। যেনো তার সামনে থাকা আজরাইলটার হৃদয়ে একটু দয়ামায়া হয়।

আবারো গাড়ির কাছে গেলো সে। নিজের কাজে বেশ সন্তুষ্ট। পেছনের দরজা খুলে একটা অয়েলক্যান নিয়ে ফিরে এলো টায়ারের স্তূপের কাছে। অয়েলক্যানের মুখ খুলে নীচের দিকে টায়ারগুলো পেট্রলে ভিজিয়ে দিলো। এ দৃশ্য দেখে দানবটার নিঃশ্বাস বন্ধ হবার জোগার হলো, দম আটকে বার বার হেচকি দিতে লাগলো সে।

সবগুলো তেল ঢেলে দেবার পর ক্যানটা ছুড়ে ফেলে দিলো ইটভাটার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মধ্যে। তারপর পকেট থেকে দেয়াশলাইয়ের বাক্সটা বের করে আস্তে করে তাকালো টায়ারের গর্তে দাঁড়িয়ে থাকা দানবটার দিকে। দেড় ঘন্টার মধ্যে এই প্রথম মুখ খুললো সে।

"আগুনের মৃত্যু খুব কষ্টের হয়!" তার কণ্ঠ একদম শান্ত। যেনো আগুনে পুড়িয়ে মারার অনেক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা তার রয়েছে। সত্যি বলতে, কয়েক মাস আগে দিল্লির এক বাড়িতে কুখ্যাত সন্ত্রাসী ব্ল্যাকরঞ্জুকে হুইলচেয়ারে বসিয়ে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে সে। চোখের সামনে দেখেছে রঞ্জুর জ্বলন্তচিতা। আগুনের নির্মমতা তার চেয়ে ভালো কে বোঝে। "এতো কষ্টের যে তুই নিজেই দ্রুত মরে যেতে চাইবি!"

দানবটা চোখমুখ খিচে কিছু বলার চেষ্টা করছে কিন্তু বৃথাই সে চেষ্টা। তার মুখের ভেতর একটা ময়লা কাপড় দলা পাকিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। তার উপর শক্ত করে গামটেপ লাগানো।

"ভাবছিস এই আইডিয়াটা কোত্থেকে পেলাম?" কথাটা বলেই মুচকি হাসলো। "কলম্বিয়ার ড্রাগলর্ডরা এভাবে প্রতিপক্ষ আর বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দেয়," একটু থেমে আবার বললো, "শাস্তি! বুঝতে পেরেছিস?"

দানবটা উদভ্রান্তের মতো দু'পাশে মাথা দোলাতে লাগলো।

"আমার মনে হয় তুই বুঝতে পেরেছিস," একটু থেমে চারপাশটা আবার দেখে নিলো। "ঐটুকু একটা ফুটফুটে মেয়ের সাথে তুই কী জঘন্য কাজটাই না করেছিস!" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে।

দানবটার চোখ এবার বিস্ফোরিত হলো। এতোক্ষণ ধরে মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছে সে।

"তুই হয়তো ভাবছিস আমি কে?" মুচকি হাসলো। "আমাকে তুই চিনবি না। চেনার কোনো দরকারও নেই।"

উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে এক ঘষাতেই আগুন ধরিয়ে ফেললো ম্যাচের কাঠিতে। জ্বলন্ত কাঠিটা দানবের মুখের কাছে এনে একটু দোলালো। ছোট্ট অগ্নি শিখার দিকে দাবনটার দু' চোখের মণি উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ালো কয়েক মুহূর্ত। তারপরই জ্বলন্ত কাঠিটা ফেলে দিলো টায়ারের নীচে। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠলো আগুন। কয়েক পা পিছিয়ে গেলো সে। পকেট থেকে মোবাইলফোনটা বের করে ছবি তুলতে শুরু করলো।

নীচের দিকে টায়ারগুলো দাউ দাউ করে জ্বলছে এখন। দানবটা উন্মাদগ্রস্তের মতো চিৎকার করার চেষ্টা করছে। তার গলার রগ ফুলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উঠেছে ভয়ঙ্করভাবে। যেনো ব্রণগুলো ফেটে যাবে। আকাশের দিকে মুখ করে বোবা আর্তনাদ করছে সে।

গাড়ির কাছে যখন ফিরে এলো দেখতে পেলো পুরো টায়ারের স্তুপটা জ্বলতে শুরু করেছে। আগুনের শিখার মাঝে দানবটার চেহারা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন। আরো কিছুক্ষণ বেঁচে থাকবে সে, তবে সেজন্যে নিজেকে দুর্ভাগা মনে করবে। এটা হলো নরক যন্ত্রণা। এটাই সে চেয়েছিলো-দানবের জন্য দানবীয় কিছু!

গাড়িতে উঠে বসলো, শেষবারের মতো ফিরে তাকালো জ্বলন্ত টায়ারের দিকে। জ্যোৎস্নার আলোয় প্রজ্জ্বলিত আগুন আরো বেশি অদ্ভুত লাগছে।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গাড়িটা আস্তে করে ঘুরিয়ে মাটির তৈরি ঢালু রাস্তা দিয়ে উঠে এলো মহাসড়কে। এবার পূর্ণ গতিতে ছুটে চললো পূর্ব দিকে। তার গন্তব্য এখন ঢাকা। যদিও বিগত তিনমাস ধরে এই শহরে বাস করে না। আরো দু'এক মাস পর এ শহরে মুক্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে পারবে। কিছু দরকারি কাজ সেরে আগামীকাল দুপুরের আগেই ফিরে যাবে নিজের গোপন ঠিকানায়।

কালো রঙের প্রাইভেটকারটা যখন মহাসড়ক ধরে পূর্ণগতিতে ছুটে চলেছে তখন তার মধ্যে অদ্ভুত এক অনুভূতি বয়ে গেলো। এরকম অভিজ্ঞতা কখনও হয় নি। সে খুব অবাক হলো।

এ জীবনে খুন করে কখনও এতোটা ভালো লাগে নি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১

সকালের এ সময়টাতে কোনো ট্রাফিক পুলিশ থাকে না, যানবাহনের ভীড়ও নেই, তারপরও গাড়ি থামালো জেফরি বেগ। ট্রাফিক সিগন্যালে লালবাতি জ্বলছে। তাকে পাশ কাটিয়ে পর পর বেশ কয়েকটি গাড়ি চলে গেলো। সবগুলোই প্রাইভেটকার, দামি দামি মডেলের। গাড়ির লোকগুলো বেশ ধনী, হয়তো শিক্ষিতও, কিন্তু লাল বাতিকে তারা থোরাই কেয়ার করে! সে জানে, ঐ গাড়ির যাত্রিরা তাকে কি ভাবছে–আস্ত একটা গর্দভ!

আইন ভাঙার এই দেশে আইনমান্যকারীরা গর্দভই বটে!

আজব একটি দেশ, যেখানে আইন ভঙ্গ করে লোকজন অনুশোচনা আর অপরাধবোধে ভোগা তো দূরের কথা বরং গর্ব বোধ করে।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার ভেতর থেকে। কবে যে এ দেশের মানুষ বুঝবে আইন না মানলে, আইনকে শ্রদ্ধার চোখে না দেখলে প্রকারান্তরে তাদের জীবনটাই অনিরাপদ হয়ে ওঠে, অযাচিত সব দুর্ভোগ নেমে আসে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জন্ম থেকে দেশটা এভাবেই চলছে। যেটা হওয়া উচিত সেটা হচ্ছে না, যেটা হওয়া মোটেও কাম্য নয় সেটাই হচ্ছে সব সময়।

তার ভাবনায় বিঘ্ন ঘটালো একটা শব্দ। চেয়ে দেখলো জানালার কাঁচে এক বৃদ্ধ টোকা মারছে। নোংরা জামাকাপড় পরা, মাথায় চুলের জট। বাড়ন্ত দাড়ি। তার সাথে চোখাচোখি হতেই হেসে ফেললো সে। কাঁচটা নামিয়ে দিয়ে পকেট থেকে দু' টাকার একটি নোট বের করে বাড়িয়ে দিলো লোকটার দিকে।

এ পথ দিয়ে অফিসে যাবার সময় প্রতিদিনই এই ভিক্ষুকের সাথে তার দেখা হয়। আশেপাশে সবাই একে 'আঙ্কেল' বলে ডাকে। তার জন্য প্রতিদিন দু' টাকার বাজেট বরাদ্দ রাখে জেফরি। আজ একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলো তাই আঙ্কেল রাস্তার আইল্যান্ড থেকে নেমে এসে তাকে তাড়া দিতে বাধ্য হয়েছে। অন্যসব দিনে লোকটা আইল্যান্ডে দাঁড়িয়ে দু'হাত ছুড়ে বিভিন্ন ধরণের ভঙ্গি করতে থাকে। তাকে দেখলে মনে হবে কোনো স্ট্রিট-মাইম আর্টিস্ট বুঝি নিজের শিল্পকর্ম প্রদর্শন করছে। সব সময়

www.BanglaBook.org

জেফরি চুপচাপ তার দিকে টাকা বাড়িয়ে দিয়ে চলে যায়।

টাকাটা জেফরির হাত থেকে ছোঁ মেরে নিয়েই নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে উঠলো : "যা!" ভিক্ষুকটি ডান হাত সামনের দিকে ইঙ্গিত করে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকলো কিছুক্ষণ।

সবুজ বাতি জ্বলে উঠতেই হোমিসাইডের চিফ ইনভেস্টিগেটরের গাড়িটা এগিয়ে গেলো সামনের দিকে।

সকালের এ সময়টাতে যানবাহনের ভীড় কম থাকায় গাড়ি চালিয়ে অনেক মজা। নইলে জ্যামের এই শহরে গাড়ি চালানোটা যেনো ড্রাইভিং পরীক্ষা দেয়ার মতো ব্যাপার হয়ে ওঠে।

অফিসের খুব কাছে আসতেই তার সেলফোনটা বেজে উঠলো। ড্রাইভিং করার সময় কখনও ফোনকল রিসিভ করে না সে। দেশের আইনও তাকে সেটা করতে নিষেধ করে। গাড়িটা রাস্তার একপাশে থামিয়ে কলটা রিসিভ করলো।

"বলো?"

"তুমি কোথায়?" রেবা জানতে চাইলো।

"এই তো অফিসে যাচ্ছি...খুব কাছেই আছি এখন।"

"আজকে অফিসে না গেলে হতো না?" একটু অভিমানী সুরে বললো। "এই একটা দিনেও কি তোমাকে অফিস করতে হবে?"

জেফরি বেগের মনে পড়ে গেলো, কাল রাত বারোটার পরই শুভ জন্মদিন জানিয়ে রেবা তাকে এসএমএস করেছিলো। ফাদার মারা যাবার পর এই দিনটি আর ওভাবে পালন করে না। যদিও রেবা সব সময় চেষ্টা করে কিছু একটা করতে।

"তুমি তো জানোই আমি এসব সেলিব্রেট করি না।" যেনো একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। "এটা আমার সত্যিকারের জন্মদিন না," বললো সে। "রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া একজনের জন্মদিন থাকে নাকি!"

ফোনের অপরপ্রান্তে রেবা চুপ মেরে থাকলো কিছুক্ষণ।

ফাদার হোবার্ট কখনও নিজের জন্মদিন পালন করতেন না কিন্তু জেফরির জ্ঞান হবার পর থেকে নিজের এবং দত্তক ছেলের জন্মদিন পালন করা শুরু করেন তিনি। ছোট্ট জেফরিকে বলতেন, তাদের দু'জনের জন্ম একই দিনে হয়েছে। কৈশোর পর্যন্ত জেফরি মনে করে এসেছে, এ পৃথিবীর সব ছেলে আর বাবাদের জন্ম একই দিনে হয়ে থাকে!

সত্যি বলতে, রেবা বাদে তার ঘনিষ্ঠ কেউ জানেও না কবে তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জন্মদিন। ফাদার মারা যাবার পর থেকে নিজের জন্মদিন পালন একটা কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দেয় সে : সকালে উঠে সেমেট্রিতে গিয়ে ফাদার হোবার্টের কবরে ফুল দিয়ে আসা।

আজো তাই করেছে। বাড়ি থেকে বের হয়ে সোজা চলে গেছিলো সেমিট্রিতে। ফাদারের কবরে একগাদা ফুল দিয়ে সেখানে কিছুটা সময় কাটিয়ে এসেছে। ফাদার হোবার্টকে তার কখনওই মানুষ বলে মনে হয় না। তার কাছে এই লোকটা স্বর্গ থেকে আসা দেবদূত। ঈশ্বর তার বাবা-মাকে পৃথিবী থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে হয়তো অনুশোচনায় আক্রান্ত হয়েছিলো! অবশেষে ফাদার হোবার্টের মতো দেবদূতকে পাঠিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছে!

"এ কথাটা কেন যে তুমি বলো বুঝি না," অনেকক্ষণ পর ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে রেবা বলে উঠলো। তার কণ্ঠ গম্ভীর।

জেফরি বুঝতে পারলো এভাবে কথাটা বলা উচিত হয় নি। রেবা খুব কষ্ট পেয়েছে। আস্তে করে বললো, "সরি।"

"ছোট্ট করে সরি বলে দিলে তো হবে না। আমার মনটা খুব খারাপ করে দিয়েছো।"

"সরি সরি সরি!" আন্তরিকমাখা কণ্ঠে বললো সে। "হয়েছে এবার?"

"না।"

"না?"

"শুধু সরিতে হবে না। কঠিন শাস্তি পেতে হবে তোমাকে।"

হেসে ফেললো জেফরি। "কী শাস্তি দেবে?"

রেবা কিছু বললো না।

"যে শাস্তি দেবে মাথা পেতে নেবো। তবে একটা রিকোয়েস্ট আছে আমার।"

"কি?"

"সশ্রম কারাদণ্ড দিও না। বিনাশ্রম হলে ভালো হয়!"

"মনে হচ্ছে না বিনাশ্রম দিতে পারবো।"

"প্লিজ, চেষ্টা করো।"

"এখন আর চেষ্টা করে লাভ নেই। যা হবার তা হয়ে গেছে।"

কথাটা কেমন জানি শোনালো জেফরির কাছে। "যা হবার হয়ে গেছে মানে?"

রেবা একটু চুপ থেকে বললো, "আমার পিরিয়ড বন্ধ হয়ে গেছে।"

"কি!?" আৎকে উঠলো সে। "মাই গড!"

"বুঝতে পারছি না এরকম কেন হলো," অসহায় কণ্ঠে বললো রেবা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমিও তো বুঝতে পারছি না," উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো জেফরি। "এরকম তো হবার কথা না, তাই না?"

"হুমম...সেটাই তো ভাবছি। এখন কি করি?"

"অন্য কোনো কারণেও কি এরকম হতে পারে না?"

"হতে পারে...ডাক্তার দেখালে হয়তো সে বলতে পারবে।"

"তাহলে দেরি না করে আজই ডাক্তার দেখাও," তাড়া দিয়ে বললো হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর।

ফোনের ওপাশে রেবা চুপ মেরে রইলো কিছুক্ষণ। "আমার খুব লজ্জা লাগছে।"

জেফরি কী বলবে বুঝতে পারলো না। কাচুমাচু করে বললো অবশেষে, "ইয়ে...মানে...ডাক্তার তো দেখানো উচিত, তাই না?"

"যদি সত্যি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাহলে?"

জেফরি বেগ দু'চোখ বন্ধ করে ফেললো।

"কী লজ্জার ব্যাপার!" আস্তে করে বললো রেবা।

"তুমি এ নিয়ে চিন্তা কোরো না," রেবাকে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বললো সে। "ওরকম কিছু হলে আমরা দ্রুত বিয়ে করে ফেলবো।"

জেফরির মনে হলো ফোনের ওপাশ থেকে ফিক্ করে চাপা হাসির শব্দ হয়েছে।

"বিপদে না পড়লে আপনি আমাকে বিয়ে করবেন না দেখছি," রেবার কণ্ঠে কৃত্রিম অভিমান।

"কি!" দারুণ অবাক হলো জেফরি।

"স্টুপিড!" কপট ভর্ৎসনার সুরে বললো রেবা।

"তুমি আমার সাথে..." আর বলতে পারলো না। তার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে রেবার মতো শান্ত একটা মেয়ে এরকম একটা তামাশা করেছে! তাও আবার তার জন্মদিনের দিন।

"সকাল সকাল ঘাবড়ে দিলাম মনে হয়," রেবা হাসছে।

"তুমি আমাকে মোটেও ঘাবড়ে দাও নি, শুধু..." বেশ শান্তকণ্ঠে বললো সে।

"শুধু কি?"

"কয়েক মুহূর্তের জন্য বাবা বানিয়ে দিয়েছিলে," হেসে বললো এবার। "আমি তো রীতিমতো ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলাম ছেলে হবে না মেয়ে হবে। ছেলে হলে কি নাম রাখবো? মেয়ে হলেই বা–"

"অ্যাই চুপ! একদম চুপ!" ধমকের সুরে বললো রেবা। "এখন আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাথে ফাজলামি করা হচ্ছে?"

"আমার তো কোনো শালি থাকবে না সুতরাং ফাজলামি করতে হলে তোমার সাথেই করতে হবে।"

ফোনের ওপাশ থেকে রেবার হাসি শোনা গেলো। "আফসোস হচ্ছে নাকি?"

"একটু...তবে বেশি না।"

"আহা রে!"

"আজ কি আমাদের দেখা হচ্ছে?" জেফরি অন্য প্রসঙ্গে চলে এলো।

"আমি তো বিকেলে ফ্রি-ই আছি কিন্তু..."

"কিন্তু কি?"

"এ শহরে কোথায় আবার খুনখারাবি হয়ে যাবে, দেখা যাবে তুমি সেটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছো। গত জন্মদিনে কতো প্ল্যান করেছিলাম তার কিছুই তো করতে পারি নি। চলে গেলে ক্রাইম সিনে।"

মুচকি হাসলো জেফরি। "আজ যদি খুনখারাবি কিছু না হয় তাহলে শুধু প্রেম হবে, ঠিক আছে?"

"শুধু প্রেম। আর কিছু না।"

"সবই প্রেম। সবকিছুই প্রেম। আমরা যা করবো তা-ই প্রেম।"

আবারো রেবার মিহি হাসির শব্দ। "না। শুধু প্রেম। আক্ষরিক অর্থে।"

"আহ্, প্রেমকে তুমি ব্যাকরণে ফেলে দিলে!"

"দিলাম," হেসে বললো রেবা। "আজ অন্তত ব্যাকরণ মেনে চোলো একটু?"

"ও-কে," একটু টেনে বললো কথাটা। "সন্ধ্যার আগে আমি তোমাকে পিক করছি। বাই।"

জেফরি বেগ গাড়িটা আবার স্টার্ট দিলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২

অন্ধকার ঘরে টিভি চলছে। অ্যানিমেল প্লানেট। একটা চিতা ঘাপটি মেরে বসে আছে লম্বা লম্বা আফ্রিকান ঘাসের মধ্যে। তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। বহু দূরে এক ঝাঁক হরিণ নিশ্চিন্তে ঘাস খেয়ে যাচ্ছে। একটা অগভীর জলাশয়ের চারপাশ ঘিরে প্রচণ্ড গরমে তৃষ্ণা মেটাচ্ছে আরেক পাল হরিণ।

একটু উঠে কয়েক পা এগিয়ে আবার থমকে গেলো চিতা। শিকার নির্বাচন করে ফেলেছে। এখন কাজে নেমে যাবার পালা।

রিমোটটা হাতে নিয়ে সাউন্ডের ভলিউম কমিয়ে দিলো সে। শিকারের আর্তনাদ শুনতে চাচ্ছে না।

শিকারী পশুদের এই দিকটা তার ভালো লাগে। সামনে অসংখ্য শিকার ঘুরে বেড়ালেও তারা যেকোনো একটাকে বেছে নেয়। বিক্ষিপ্তভাবে অনেকগুলোর পেছনে লাগে না। ঐ একটাই তাদের ধ্যানজ্ঞান। সবগুলোকে বাদ দিয়ে ঐটাকেই ধরা চাই। মানুষের ক্ষেত্রে এরকম একাগ্রতা খুব কমই দেখা যায়। একাগ্রতার চেয়ে তার বুদ্ধি অনেক বেশি। এই বেশি বুদ্ধি ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারে না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। সময়মতো ব্যবহার করতে পারে না অনেকেই। একাগ্রতার সাথে, নিষ্ঠার সাথে বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে পারলে মানুষ হয়ে উঠতে পারে অনেক বেশি অসাধারণ।

চিতাসহ শিকারী পশুদের বুদ্ধি খুবই সাধারণ কিন্তু তাদের একাগ্রতা সেই ঘাটতি পূরণ করে দেয়। শিকারের প্রতি, নিজেদের কাজের প্রতি এই একাগ্রতা তাদেরকে জঙ্গলের মতো নির্মম পরিবেশে বাঁচিয়ে রাখে দিনের পর দিন।

চিতাটা এখন দৌড়াচ্ছে। তার শিকার হরিণটি প্রাণপনে চেষ্টা করছে নিজেকে বাঁচানোর। সে জানে এই চেষ্টা বৃথা। কয়েক মুহূর্ত পরই চিতা তার লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।

চিতা আর হরিণের মধ্যে দূরত্ব কমে আসছে এখন। আর মাত্র কয়েক ফিট দূরত্ব ঘুচে গেলেই...

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফোনের রিং বেজে উঠলো এ সময়। বেডসাইড টেবিলে রাখা ফোনটার দিকে তাকালো বিরক্তি নিয়ে। এই বিরক্তির সাথে মিশে আছে কিছুটা বিস্ময়। এখানে তাকে কেউ ফোন করার কথা নয়—শুধু একজন ছাড়া!

ডিসপ্লের দিকে চোখ যেতেই সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা তুলে নিলো হাতে।

"কখন ফিরেছো?" ওপাশের ভারি আর শান্ত কণ্ঠটা বললো।

নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো সে। অমূল্য বাবুর সাথে মিথ্যে বলা যায় না। এই লোকের অনেক ক্ষমতার মধ্যে একটি হলো শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব। সেই ব্যক্তিত্বের সামনে মিথ্যেগুলো এলোমেলো হয়ে যায়। ছেলেমানুষী বলে মনে হয় নিজেকে।

"গতকাল দুপুরে," আস্তে ক'রে বললো বাবলু।

একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেলো অপর প্রান্তে। "ঐ মেয়েটার সাথে দেখা করতে গেছিলে?" কণ্ঠটার চাপা ক্ষোভ সুস্পষ্ট।

বাবলু চুপ মেরে রইলো। বাবু কি ভাবছে সে জানে। কিন্তু পরিহাসের বিষয় হলো দেশে ফিরে আসার পর উমার সাথে মাত্র একবারই দেখা হয়েছে তার। সেটাই তাদের মধ্যে শেষ দেখা। হয়তো এ জীবনে আর দেখা হবে না।

"কাজটা তুমি ঠিক করো নি," বাবু বললো।

"আমি ওর সাথে দেখা করতে যাই নি," তার কণ্ঠের দৃঢ়তা প্রশ্নাতীত।

"তাহলে?"

"অন্য একটা কাজ ছিলো।"

~~"কাজ!" বিস্মিত হলো অমূল্য বাবু।~~

"আপনি যা ভাবছেন তা নয়," শুধরে দিলো বাবলু। ভালো করেই জানে ফোনের অপরপ্রান্তের লোকটি 'কাজ' বলতে কি ধরে নিচ্ছে। অবশ্য ভদ্রলোকের ধারণা বরাবরের মতোই সঠিক। গত পরশু রাতে সে যা করেছে সেটা 'কাজ'-এর মধ্যেই পড়ে।

"আমি এখন কি ভাবছি, জানো?" কণ্ঠটা আরো বেশি শীতল শোনালো।

এ কথার কোনো জবাব দিলো না সে।

"আমি ভাবছি, তোমার মতো একজন হয়তো গত পরশু রাতে কোনো এক এসিড-সন্ত্রাসীকে নির্জন ইটখোলায় নিয়ে গিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওহ্! বাবলু একটু অবাক হলো কথাটা শুনে। যদিও সে জানে অমূল্য বাবু অনেক খবর রাখে, ভদ্রলোকের ক্ষমতার পরিধি আঁচ করাই অসম্ভব, তারপরও গত পরশু রাতের ঐ ঘটনাটা কিভাবে জেনে গেলো সেটা তার মাথায় ঢুকছে না। এ ঘটনা তো বাবুর পক্ষে জানা অসম্ভব! কিন্তু আবারো অসম্ভবকে সম্ভব করলো ভদ্রলোক।

"তোমার স্যাথে ঐ মেয়েটার কি কানেকশান?" অমূল্য বাবু একটু থেমে আবার বললো, "আমি নিশ্চিত টাকার বিনিময়ে তুমি এ কাজ করো নি।"

"লম্বা গল্প," বললো বাবলু।

"তাহলে পরে শুনবো। এখন সময় নেই।"

হাফ ছেড়ে বাঁচলো সে।

"ছবি তুলে পত্রিকা অফিসে পাঠানোর কি দরকার ছিলো?"

চুপ মেরে থাকলো সে। এই ব্যাপারটা এখন তার নিজের কাছেই পাগলামি ব'লে মনে হচ্ছে। টায়ারের স্তুপের মধ্যে এক এসিড সন্ত্রাসী জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হচ্ছে—এরকম ছবি কয়েকটি পত্রিকা অফিসে বেনামে পোস্ট করে দিয়েছে সে। সাথে এও জানিয়ে দিয়েছে, ভবিষ্যতে সব এসিড সন্ত্রাসীকে এরকম পরিণাম ভোগ করতে হবে।

"আর মাত্র এক মাস...তারপরই তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। এই একটা মাস সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। কোনো রকম ছেলেমানুষী আচরণ করা যাবে না।"

কিছু বললো না বাবলু। অমূল্য বাবু চেষ্টা করে যাচ্ছে তার মামলাগুলো যাতে রাজনৈতিক হয়রানি মামলা হিসেবে তুলে নেয়া হয়। নতুন সরকার এখনও এই প্রক্রিয়াটি শুরু করে নি। তবে সামনের মাসে এটা শুরু হতে পারে।

"আমি চাই না এই সময়ের মধ্যে তুমি এমন কিছু করো যাতে সব ভেস্তে যায়। ঐ ইনভেস্টিগেটর কিন্তু তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। ব্ল্যাকরঞ্জুর দলের ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হবে।"

চুপ মেরে থাকলো সে। যদিও তার ধারণা জেফরি বেগ মোটেও তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে না। এই তিন মাসে সেরকম কিছু টের পায় নি। আর রঞ্জুর দলটি ভেঙে গেছে। দলছুট কোনো সন্ত্রাসী মৃত বসের জন্য জানবাজি রাখবে ব'লে তার মনে হয় না।

"কথাটা মনে রেখো।" শান্তকণ্ঠে বলেই লাইনটা কেটে দিলো বাবু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুক্ষণ চুপ মেরে রইলো বাবলু। অমূল্য বাবু কি ক'রে এটা জানতে পারলো—এই প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে লাগলো তার মাথায়। কিছুক্ষণ পরই জবাবটা পেয়ে গেলো সে।

প্রায় সবগুলো পত্রিকায় আজ খবরটা বেরিয়েছে। সংবাদপত্র আর ইলেক্ট্রনিকস মিডিয়ার জন্য এটি দারুণ একটি আইটেম ছিলো। কিছু সংবাদপত্র কাজটাকে র‍্যাবের 'ক্রশফায়ার'-এর নতুন সংস্করণ বলে চিল্লাফাল্লা করতে শুরু করে দিয়েছে। টিভি চ্যানেলগুলো 'অদৃশ্য একজন'-এর পরিচয় জানার জন্য হন্যে হয়ে দৌড়ঝাপ শুরু করে দিলেও সফল হতে পারে নি এখন পর্যন্ত। কেউ কেউ আবার নিজের ডেস্কে বসে এসির ঠাণ্ডা বাতাস খেতে খেতে মনের মাধুরি মিশিয়ে গল্প তৈরি করে ফেলেছে।

বাবুর চোখেও খবরটা নিশ্চয় পড়েছে। তারপর যখন জানতে পেরেছে গত পরশুরাতে সে রিসোর্টে ছিলো না তখনই দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে নিয়েছে ভদ্রলোক।

সম্ভবত এই রিসোর্টের মালিকদের একজন সে। দিল্লি থেকে ফিরে আসার পর এখানকার একটি লজে তার থাকার ব্যবস্থা করে দেয় বাবু। এটা এখন তার গোপন আশ্রয়। রিসোর্টের ম্যানেজার নিশ্চয় বাবুকে তার ব্যাপারে সব খবরাখবর জানিয়ে দেয় নিয়মিত।

আরো একটা কারণে বাবু নিশ্চিত হতে পেরেছে, সে ভাবলো। যে ইটভাটায় ঘটনাটা ঘটেছে সেটা এই রিসোর্ট থেকে খুব কাছে।

স্বস্তির ব্যাপার হলো বাবু তার কাছ থেকে পুরো ঘটনাটা জানতে চায় নি। এই লোক খুব অল্প কথা বলে। হয়তো এরপর রিসোর্টে যখন আসবে তখন ঘটনাটা জানতে চাইবে। কিংবা আর কখনও এ নিয়ে তাকে কোনো প্রশ্নই করবে না। লোকটার মধ্যে অসম্ভব নির্লিপ্ততা রয়েছে। যেনো নিজের মধ্যে একটি জগত বানিয়ে রেখেছে। চারপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেই জগতে ডুব মেরে থাকতেই বেশি পছন্দ করে।

অবশ্য এই গল্পটা বলতে খুবই সংকোচ হতো। তার ধারণা এটা শোনার পরও অমূল্য বাবু পুরোপুরি বিশ্বাস করতো না। শুধু এ কারণে নিজের নিরাপত্তার কথা ভুলে, আর কখনও এমন কাজ করবে না সেই সুদৃঢ় প্রতীজ্ঞা ভঙ্গ করে সে এমন একটা কাজ করতে পারলো?

জবাবটা তার নিজেরও জানা আছে।

উমার সাথে হঠাৎ করে ওভাবে বিচ্ছেদ না হলে সে কি প্রতীজ্ঞা ভঙ্গ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে এমন একটা কাজ করতে পারতো?

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। যার জন্য এই কঠিন প[illegible] সে-ই এখন নেই তখন...

হ্যা, উমা তার জীবন থেকে এক পশলা বৃষ্টির মতোই হারিয়ে গেছে।

দিল্লি থেকে একটা স্বপ্ন নিয়ে ফিরে এসেছিলো। একেবারে স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবনযাপন করবে। উমাকে নিয়ে বাকি জীবনটা খুব স্বাচ্ছন্দেই কাটিয়ে দেবে। জীবনধারণের জন্য যতোটুকু টাকা থাকা দরকার তারচেয়ে বেশিই আছে তার কাছে। অমূল্য বাবুও তাতে আপত্তি করে নি। ব্ল্যাকরঞ্জুর দলকে মোকাবেলা করতে গিয়ে যা করেছে তারপর আর ওখানে থাকা সম্ভব ছিলো না। দেশে ফিরে আসার পর অমূল্য বাবু তার কাছ থেকে কয়েক মাসের সময় চেয়ে নেয়। এই সময়ের মধ্যে তার বিরুদ্ধে যতোগুলো মামলা আছে সবগুলো তুলে নেয়া হবে। সরকারের উঁচুমহলের সাথে এ নিয়ে একটা সমঝোতা হয়ে গেছে। শুধু একটু অপেক্ষা করতে হবে, এই যা।

তারপর থেকেই নদীতীরের এই মনোরম রিসোর্টের একটি নির্জন লজে তার ঠাঁই হয়। কারো সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। একদম একা। সর্বগ্রাসী একাকীত্ব। দরকার না পড়লে রিসোর্টের কারো সাথে খুব একটা কথাবার্তাও হয় না। এই রিসোর্টে একজন রহস্যময় অতিথি সে। এখানকার অনেকেই তার ব্যাপারে কৌতুহলী কিন্তু অমূল্য বাবুর কড়া নির্দেশের কারণে নিজেদের সমস্ত কৌতুহল দমিয়ে রাখে।

ব্ল্যাকরঞ্জুর দলের হাত থেকে উমা উদ্ধার পাবার পরই ওর বাবা-মা ওদের সম্পর্কের কথা জেনে যায়। খুব নাটকীয় প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলো তারা। এরকমটি যে হবে সেটা আন্দাজ করতে পারে নি তাদের কেউ। উমার ঘরে ঢুকে বিষের শিশি নিয়ে তারা তাদের একমাত্র সন্তানের কাছে জানতে চায় নিজের জাতধর্ম বিসর্জন দিয়ে, বাবা-মা'র মুখে চুনকালি মেখে ঐ মুসলিম ছেলের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে নাকি চোখের সামনে নিজের মা-বাবার আত্মহনন দেখবে?

সব সন্তানের যেমনটি করা উচিত উমা ঠিক তাই করেছে। এজন্যে মেয়েটাকে মোটেও দোষ দেয় না বাবলু, শুধু নিজের দুর্ভাগ্যকে ছাড়া।

যে জীবন সে বেছে নিয়েছে, যে জীবন সে যাপন করে এসেছে দীর্ঘদিন, সেই জীবনে উমার মতো কাউকে জড়ানোই উচিত হয় নি।

www.BanglaBook.org

আন্ডারওয়ার্ল্ডে থাকাকালীন এক পোড় খাওয়া বড়ভায়ের কাছ থেকে শুনেছিলো : খুনি অবশ্যই খুন হবে! যারা খুন করে তাদের নিয়তি একটাই–খুন হওয়া। কথাটা তার জন্যে মিথ্যে হবে কেন? সেও জানে যেকোনো দিন যে কারো হাতে তার মৃত্যু অবধারিত। সেটা ঐ ইনভেস্টিগেটর হতে পারে, হতে পারে পুলিশের কেউ কিংবা তার মতোই একজনের হাতে। এটাই ঘটবে, এটাই তার নিয়তি। মাঝখান থেকে অবুঝের মতো নিজেকে পাল্টানোর যতো ব্যর্থ চেষ্টা করে গেছে।

এখন তার কিছু নেই। সুতরাং হারাবারও ভয় নেই। যতোদিন বাঁচবে নিজের ভেতরে ঘাপটি মেরে বসে থাকা ঐ মানুষটার কথামতোই চলবে। শুধু তার কথাই শুনবে, আর কারোর নয়। গতপরশুর ঘটনাটির মধ্য দিয়ে ঐ মানুষটার দাবিই মিটিয়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, কাজটা করার পর থেকে সুকঠিন প্রতীজ্ঞা ভঙ্গ করার অনুশোচনার বদলে তার মধ্যে অন্য রকম এক সুখানুভূতি বয়ে যাচ্ছে। খুব হালকা বোধ করছে এখন। মনে হচ্ছে এক ধরণের প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে আছে সে।

ঘরে থাকতে ইচ্ছে করছে না। বাইরের মুক্ত বাতাসে ঘুরে বেড়ানোর তাড়া দিচ্ছে ভেতরের মানুষটি। কোনো কিছু না ভেবেই ঘর থেকে বের হয়ে গেলো সে। লজের বাইরে তার বাইকটা স্ট্যান্ড করা আছে। এখানে আসার পর এটা কিনেছে। রিসোর্টে থাকতে থাকতে যখন হাঁপিয়ে ওঠে তখন বাইকে করে ঘুরে বেড়ায় আশেপাশে। কখনও কখনও ঢাকার ত্রিসীমানায়ও চলে যায়। বহুদিনের চেনা শহরটা দূর থেকে দেখে আবার ফিরে আসে।

বাইকের কাছে আসতেই থমকে দাঁড়ালো।

এক অল্পবয়সী ফুটফুটে মেয়ে তার বাইকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আগ্রহভরে বাইকটা নেড়েচেড়ে দেখছে সে। তার এক হাতে একটি টেডি বিয়ার। মিনিস্কার্ট আর গেঞ্জিতে দারুণ স্মার্ট লাগছে। মেয়েটির বয়স ছয়-সাত বছরের বেশি হবে না।

বাবলু অবাক হলো। রিসোর্টে অনেক লোকজনই পরিবার-পরিজন নিয়ে বেড়াতে আসে, দু'একদিন থেকে চমৎকার সময় কাটিয়ে চলে যায়। তাদের সাথে বাচ্চা-কাচ্চাও থাকে কিন্তু এভাবে কোনো বাচ্চা একা একা রিসোর্টে ঘুরে বেড়ায় না। বিশেষ করে তার লজের আশেপাশে তো নয়ই। এই লজটা রিসোর্টের দক্ষিণ-পূর্ব সীমানায় যে লেক আছে সেটার শেষ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রান্তে অবস্থিত। এখানে যে কয়টা লজ আছে তার প্রায় সবগুলোই মালিকপক্ষের ব্যবহারের জন্য। বেশিরভাগ সময় লজগুলো খালিই পড়ে থাকে।

বাচ্চা মেয়েটা তাকে দেখেই থমকে গেলো, হয়তো কিছুটা ভয় পেয়েছে।

বাবলু হেসে ফেললো। "কি করছো তুমি?"

মাথা দোলালো মেয়েটি। কিছু করছে না সে!

"বাইকটা তোমার পছন্দ হয়েছে?"

মাথা দোলালো আবার।

"পছন্দ হয় নি?" বসে পড়লো বাবলু। "কেন?"

"এটার কালার আমার ভালো লাগছে না," বেশ স্পষ্ট উচ্চারণে বললো।

আবারো হেসে ফেললো সে। "তুমি ব্ল্যাক কালার পছন্দ করো না?"

মাথা দোলালো মেয়েটি।

"তাহলে তোমার কোন্ কালার ভালো লাগে?"

একটু ভেবে বললো, "রেড, ইয়েলো, ব্লু..." খেই হারিয়ে ফেললো অল্পবয়সী বাচ্চাটা।

"গুড," বললো বাবলু। "তাহলে আমি এটার কালার চেঞ্জ করে রেড কালার করবো, ঠিক আছে?"

মাথা দোলালো বাচ্চাটি। "রেড না...ইয়েলো," বেশ জোর দিয়েই বললো।

মুচকি হাসলো সে। মেয়েটার গেঞ্জির রঙও হলুদ। "ওকে, ইয়েলো।" বলেই মেয়েটার মাথার উপর আলতো করে হাত বুলিয়ে দিলো। "তোমার আব্বু-আম্মু কোথায়?"

"ওরা ঝগড়া করছে," আস্তে ক'রে বললো ফুটফুটে মেয়েটি।

হা হা হা করে হেসে ফেললো বাবলু।

"হাসছো কেন?" কিছুটা অবাক আর বিরক্ত হয়ে বললো।

"এমনি।"

"জানো না, বড়রা যখন ঝগড়া করে তখন ছোটদের থাকতে নেই," বড়দের মতো করে বললো মেয়েটি।

"আচ্ছা," বাবলু তার হাসিটা জোর করে চেপে রাখলো। "সেজন্যে

www.BanglaBook.org

তুমি ওদের ছেড়ে চলে এসেছো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো এবার।

"এতোক্ষণে নিশ্চয় তোমার আব্বু-আম্মু-"

কথাটা শেষ করতে পারলো না বাবলু। একটা পুরুষ কণ্ঠ বলে উঠলো দূর থেকে : "দিহান!"

বাবলু আর মেয়েটি একসঙ্গে তাকালো সেদিকে। ত্রিশ-পয়ত্রিশ বছরের এক ভদ্রলোক ছুটে এলো তাদের দিকে। একটু পেছনে এক ভদ্রমহিলা। বরফের মতো জমে গেলো বাবলু। ভদ্রলোক দৌড়ে এসে নিজের মেয়েকে কোলে তুলে নিলো।

"আম্মু, তুমি এভাবে আমাদেরকে না বলে...উফ! জানো আমরা কতো টেনশনে পড়ে গেছিলাম!" ভদ্রলোক মেয়ের গালে চুমু খেলো।

"দিহান!" উদ্বিগ্ন এক মা ছুটে এলো এবার। ভদ্রমহিলা ইতিমধ্যেই বিপর্যস্ত। চোখেমুখে কান্নাকাটি করার সুস্পষ্ট চিহ্ন। কাছে এসে বাবলুকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। কয়েক মুহূর্ত সময় নিলো নিজেকে সামলে নিতে। তারপর কিছুটা দ্বিধার সাথে মেয়েকে বাবার কাছ থেকে অনেকটা ছিনিয়ে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলো। বড় একটা নিঃশ্বাস নিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললো সে।

"আম্মু, তুমি এভাবে একা একা চলে আসলে কেন? আমি কতো ভয় পেয়ে গেছি, জানো?"

"তোমরা ঝগড়া করছিলে তাই আমি চলে এসেছি...তুমি না বলেছিলে, বড়রা যখন ঝগড়া করে তখন ছোটদের সেখানে থাকতে নেই?" মায়ের কথার জবাবে হরবর করে বললো দিহান।

মেয়েটার বাবা-মা দু'জনেই বিব্রত হলো কথাটা শুনে। দিহানকে নীচুস্বরে তার মা কিছু বললেও বাবলু সেটা শুনতে পেলো না।

মেয়ের বাবা বাবলুর দিকে ফিরলো। "সরি, আপনাকে ডিস্টার্ব করলাম মনে হয়।"

"আরে না। ইটস ওকে," স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো সে। অনেক বেগ পেতে হলো নিজের অভিব্যক্তি লুকিয়ে রাখতে গিয়ে।

"আমরা লেকের ঐদিকটায় ঘুরছিলাম...হঠাৎ খেয়াল করলাম দিহান নেই। খুব ঘাবড়ে গেছিলাম..."

"এই রিসোর্টে বাচ্চা হারানোর ভয় নেই। জায়গাটা খুব সিকিউর্‌ড।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তা ঠিক। তবে আমরা ভয় পেয়ে গেছিলাম অন্য এটা কারণে..." ভদ্রলোক চুপ মেরে গেলো। যেনো অপ্রিয় কথাটা বলতে তার বাধছে।

বাবলু কিছু বললো না।

"মানে লেকের পানিতে পড়ে যেতে পারতো...বুঝতেই পারছেন...খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম।"

ভয় পাবারই কথা। এই রিসোর্টের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সুদীর্ঘ একটি লেক রয়েছে। ওটা বেশ গভীর। রিসোর্টের শেষ সীমানার পর মাত্র কয়েক শ' গজ দূরে মেঘনা নদীর সাথে যুক্ত এটি। এখানে আসার পর বাবলু প্রায়ই লেকের পানিতে সাঁতার কাটে। এভাবে সাঁতার কাটতে কাটতে দক্ষ সাঁতারু হয়ে উঠেছে সে। এক দমে পানির নীচে বেশ খানিকটা সময় থাকতে পারে এখন।

"হুম, তা ঠিক..." বললো বাবলু।

মেয়ের মা বাবলুর দিকে তাকালেও চোখে চোখ পড়তেই দৃষ্টি সরিয়ে নিলো।

"যাইহোক, আপনাকে অনেক থ্যাঙ্কস," কথাটা বলেই হাত বাড়িয়ে দিলো মেয়ের বাবা। "আমি এহ্সান চৌধুরি..."

করমর্দন করতে করতে বললো বাবলু, "আমি তওফিক আহমেদ।"

"নাইস টু মিট ইউ," বলেই পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়ের মায়ের দিকে তাকালো। "ও আমার মিসেস, দিহানের মা।"

বাবলু কোনোরকমে একটা হাসি দিতে পারলো শুধু। মেয়ের মা অবশ্য কিছুই করলো না। নির্বিকারভাবে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত।

"আজ সকালে এসেছি...কাল বিকেলেই চলে যাবো। আমরা উঠেছি ঐ লজটায়," একটু দূরে জারুল গাছের পাশে যে লজটা আছে সেটার দিকে আঙুল তুলে দেখালো। "যদি থাকেন তো আবার দেখা হবে," হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললো এহ্সান চৌধুরি।

জবাবে শুধু হাসি দিলো বাবলু।

মেয়েকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই চলে গেলো নিজেদের লজের দিকে।

একটি সুখি পরিবার।

বাবলু অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইলো সেদিকে। তার নিজের জীবনটাও এরকম হতে পারতো। প্রেমময়ী স্ত্রী আর সন্তান নিয়ে...আট-দশটা সাধারণ মানুষের মতো...একেবারে স্বাভাবিক একটি জীবন!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দূরের রাস্তা দিয়ে শব্দ করে একটা প্রাইভেটকার চলে যেতেই অন্যমনস্ক ভাবটা কেটে গেলো।

হেলমেট না পরেই বাইকটা নিয়ে বের হয়ে গেলো সে। জানে না কোথায় যাবে–কী করবে। শুধু জানে এখন তাকে যেতে হবে। এই রিসোর্ট থেকে বহু দূরে, হয়তো কিছুক্ষনের জন্য! কিন্তু যেতেই হবে।

দ্রুত গতিতে বাইকটা নিয়ে রিসোর্ট থেকে বের হবার সময় তার সামনে পড়ে গেলো ম্যানেজার ভদ্রলোক। হেলেদুলে বিশাল বপু নিয়ে মেইনগেট থেকে রিসোর্টের বারের দিকে যাচ্ছিলো, তাকে যেতে দেখে থমকে দাঁড়ালো। অন্যসব দিনের মতো হাই-হ্যালো না বলে সোজা মেইনগেট দিয়ে বের হয়ে গেলো বাবলু। ভালো করেই জানে, কিছুক্ষণ পরই অমূল্য বাবুর কাছে এই খবরটা পৌঁছে দেবে ম্যানেজার।

রিসোর্ট থেকে বের হয়ে মহাসড়কে উঠতেই ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা এসে লাগলো তার মুখে। গতপরশু রাতে ঐ খুনটা করার পর থেকে যে ভালো লাগার অনুভূতিতে ডুবে গিয়েছিলো তার সাথে যোগ হলো বহু পুরনো একটি স্মৃতি।

মেয়েটি ঠিক তার মায়ের মতো হয়েছে!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

এক সপ্তাহ পর

হোমিসাইডের নিজের অফিসে বসে আছে জেফরি বেগ। কয়েকটি পুরনো কেসের অগ্রগতি খতিয়ে দেখছে। তার সামনে ল্যাপটপে কেসগুলোর বিস্তারিত রিপোর্ট রয়েছে। সকাল থেকে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে আর ভাবছে নতুন কিছু ইনভেস্টিগেটিভ টুল্‌স দরকার। কিন্তু হোমিসাইডের মহাপরিচালককে রাজি করানো যাচ্ছে না। ডিভাইসগুলো যে খুব বেশি দামি তা নয়, বরং সরকারী কেনাকাটার জটিল প্রক্রিয়ায় যেতে বড্ড অনীহা ফারুক সাহেবের। এতো বেশি পেপারওয়ার্ক আর জবাবদিহিতা করতে হয় যে, মনে হয় এই জিনিসগুলো বুঝি ভদ্রলোক নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই কিনছে।

জেফরিও ব্যাপারটা বোঝে, তাই বলে উন্নত প্রযুক্তি থেকে এখানকার ইনভেস্টিগেটররা বঞ্চিত হবে সেটা মেনে নিতে পারে না। এ দেশে অপ্রয়োজনে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হয়ে যায় আর হোমিসাইড, পুলিশ, ফায়ারসার্ভিসের মতো জনগনের সরাসরি সেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের জন্য শত কোটি টাকার বরাদ্দ দিতে গেলেই 'গরীব দেশ-টাকা নেই-বাজেট কম' বলে জ্ঞান দেবে রাজনীতিকেরা।

বায়োমেট্রিক্স, ফেসক্যাম, রেটিনা রিডার, এসব প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আর সফটওয়্যার ছাড়া আধুনিক ক্রাইমের ইনভেস্টিগেশন সত্যি দুরূহ। পৃথিবী প্রতিদিনই এগিয়ে যাচ্ছে, আর অপরাধীরা এগিয়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। তার সাথে তাল মিলিয়ে না চললে শুধু পেছনে পড়েই থাকবে না, মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হবে।

"স্যার?"

কণ্ঠটা শুনে মুখ তুলে দেখতে পেলো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে জামান। হেসে বললো, "আসো।"

একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো জেফরির সহকারী। "কিছুক্ষণ আগে কাকরাইল মোড়ে একটা প্রাইভেটকারে ড্রাইভার খুন হয়েছে," একটু থেমে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবার বললো সে, "লোকাল থানা ক্রাইমসিনটা প্রটেক্ট করে রেখেছে...ওরা আমাদেরকে যেতে বলছে।"

"কাকরাইল মোড়ে," আপন মনেই বললো কথাটা। হোমিসাইডের প্রধান কার্যালয় থেকে খুব বেশি দূরে নয় জায়গাটা।

"ডাকাতির কেস হবার সম্ভাবনাই বেশি," জামান মন্তব্য করলো।

"এভিডেন্স ভ্যানটা পাঠিয়ে দিয়েছো?"

"জি স্যার।"

"গুড," ল্যাপটপটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালো সে। "চলো।"

গাড়িটা রাস্তা থেকে সামান্য সরে আছে। বেশ দামি গাড়ি। খুব বেশি হলে কয়েক মাস আগে কেনা। ড্রাইভিং সিটের দরজাটা পুরোপুরি খোলা। ড্রাইভারের নিথর দেহ পড়ে আছে সিটের উপর। হলুদ রঙের পুলিশ-টেপ দিয়ে পুরো জায়গাটা কর্ডন করে রাখা হয়েছে। চারপাশে অসংখ্য লোকজন জড়ো হয়েছে দৃশ্যটা দেখার জন্য। এভিডেন্স ভ্যানটা রাস্তার একপাশে পার্ক করা। হোমিসাইডের টিম কাজে নেমে পড়েছে দ্রুত। কৌতুহলী লোকজন তাদের হাতে থাকা যন্ত্রপাতি আর কাজকর্ম দেখছে বিস্ময় নিয়ে।

এডলিনকে দেখা গেলো গাড়ির বিভিন্ন জায়গা থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট কালেক্ট করার কাজে ব্যস্ত। জেফরির গাড়িটা ঘটনাস্থলে পৌঁছাতেই চোরাচোখে একবার তাকালো সেদিকে। গাড়ির ভেতর থেকেই সেটা দেখতে পেলো জেফরি বেগ। কিন্তু তার মেজাজ বিগড়ে গেলো অন্য একটা কারণে।

এরইমধ্যে পাঁচ-ছয়জন এসে গেছে!

জেফরির গাড়িটা কাছে আসতেই কাকরাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এগিয়ে এলো। তাকে এগিয়ে যেতে দেখে পিছু নিলো পাঁচ-ছয়জন রিপোর্টার। এদের মধ্যে একজন টিভি রিপোর্টারও আছে।

জেফরি বেগ একবার ভাবলো গাড়ির ভেতরেই বসে থাকবে কিন্তু সেটা করা ঠিক হবে না। অগত্যা গাড়ি থেকে নামতেই হলো তাকে। সহকারী জামান ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তার আগেই নেমে এলো রিপোর্টারদের সামলানোর জন্য।

কাকরাইল থানার ওসি স্যালুট দিয়ে যে-ই না হাত মেলাতে যাবে অমনি তাকে পাশ কাটিয়ে চলে এলো সেই টিভি রিপোর্টার।

BanglaBook.org

"এটা কি ডাকাতির ঘটনা নাকি অন্য কিছু?" মাইক্রোফোনটা বাড়িয়ে দিয়ে মেয়েটা জানতে চাইলো।

মাইক্রোফোনের হ্যান্ডেলে লোগোটা দেখে বুঝতে পারলো চ্যানেল এইট। অল্পবয়সী ক্যামেরাম্যান ছেলেটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো জামান। তার ভাবভঙ্গি বেশ আগ্রাসী।

প্রশ্ন শুনে জেফরি যারপরনাই বিরক্ত, তবে সে মোটেও অবাক হলো না। প্রায়ই ক্রাইমসিনে এরকম বালখিল্য প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। যে কেসের কিছুই তারা জানে না, মাত্র তদন্তে নেমেছে, সেই কেসের ব্যাপারে মতামত জানতে চায়! যেনো আধুনিককালের ইনভেস্টিগেটররা এক একজন শার্লক হোমস। আসবে, দেখবে আর ঘোষণা করবে খুনটা কে করেছে। তার উচ্চতা কতো। গায়ের রঙ কেমন। এক পা খোড়া কিনা। কোন ধরণের গাড়িতে করে এসেছিলো।

যত্তোসব!

আরে বাবা, শার্লক হোমসেরও কিছু সময় লাগতো চারপাশ অবজার্ভ করতে, পুরো ক্রাইমসিনটা খতিয়ে দেখতে। কে বোঝাবে এদের!

কাকারাইল থানার ওসির সাথে করমর্দন করলো জেফরি। যেনো মেয়েটার প্রশ্ন তার কানেই যায় নি। "কি অবস্থা, ওসি সাহেব?" প্রশ্নের জন্যই প্রশ্নটা করা।

"আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম আপনাকে," মেয়েটা এবার তার খুব কাছে এসে জবাবদিহি চাইবার ভঙ্গিতে বললো।

এই প্রথম মেয়েটার দিকে ভালো ক'রে তাকালো সে। সবার আগে চোখে পড়লো কটকটে লাল রঙের ফ্রেমের হালফ্যাশনের চশমাটা। একটা ফতুয়া আর জিন্স প্যান্ট পরা। "আই অ্যাম নট ইন অ্যা পজিশন টু কমেন্ট," শান্তকণ্ঠে বললো জেফরি বেগ। "মাত্র এলাম, অপেক্ষা করেন, কয়েক দিন পর সব জানতে পারবেন।"

মেয়েটা ভুরু নাচালো। কাকরাইল থানার ওসির হাতটা ছেড়ে দিলো জেফরি।

"স্যার, ড্রাইভার ছাড়া গাড়িতে আর কেউ ছিলো না। আমি একটু আগে গাড়ির মালিকের সাথে কথা বলে–"

ওসির কথার মাঝখানে বাধা দিলো মেয়েটা। "দেখুন, আপনার লোক আমার ক্যামেরাম্যানের সাথে মিস বিহেভ করছে।"

জেফরি ফিরে তাকালো। জামান ক্যামেরার লেন্সে হাত দিয়ে রেখেছে। চাপাকণ্ঠে কিছু একটা বলছে ক্যামেরাম্যানকে। জেফরি জানে পুরো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যাপারটা এখন বেগতিক হয়ে যেতে পারে। এসব সাংবাদিক সামান্য ঘটনাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে সেটা তার ভালোই জানা আছে। ঠাণ্ডা মাথায় সামলাতে হবে। মনোযোগ দিতে হবে কাজে। উটকো কোনো ঝামেলা হোক সেটা সে চায় না।

"ওসি সাহেব," বেশ জোরেই বললো কথাটা।

"জি স্যার?" নড়েচড়ে উঠলো ভদ্রলোক।

"আপনি তো ক্রাইমসিনটা পুরোপুরি প্রটেক্ট করেন নি," চারপাশে তাকালো একটু। "শুধু গাড়ির চারপাশটা ঘিরে রাখলে হবে না। অনেক মূল্যবান এভিডেন্স থাকতে পারে এখানে, ওখানে..." বলে আঙুল তুলে নিজের চারপাশটা দেখালো। "আপনার উচিত ছিলো এই এলাকাটাও ঘিরে রাখা। এখানে এতো লোকজন থাকলে সব আলামত নষ্ট হয়ে যাবে।"

"জি, স্যার," ওসি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। "এক্ষুণি ক্লিয়ার করছি।"

নিজের লোকজনকে ডেকে সব ক্লিয়ার করে দিতে বললো ভদ্রলোক। একজন এসআই'র নেতৃত্বে কয়েকজন কনস্টেবল এসে লোকজনকে সরিয়ে দিলো, সেই সাথে সাংবাদিক আর টিভি রিপোর্টারকেও। জেফরির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি সরে যেতে বাধ্য হলো এবার।

গুড, মনে মনে বললো সে। একটু দূরে থেকে ঐ মেয়েটিসহ টিভি রিপোর্টাররা তাকে কিছু বললেও সেদিকে না তাকিয়ে সোজা গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলো। এখন সব কিছু বাদ দিয়ে মনোযোগ দিতে হবে। ক্রাইমসিন হলো ইনভেস্টিগেটরদের জন্য সত্যিকারের একটি পরীক্ষা। এখানে ফেল করা মানে পুরো কেসটা তালগোল পাকিয়ে ফেলা। স্থায়ীত্বের দিকে থেকে ক্রাইমসিন অনেকটা মাছের মতো–দ্রুত পচে যায়। ফরমালিন দিয়ে মাছের পচন প্রলম্বিত করা গেলেও ক্রাইমসিন সুরক্ষা করা সহজ কাজ নয়।

মৃত ড্রাইভারের কাছে এগিয়ে গেলো জেফরি বেগ। কপালের ডান দিকে গুলি করা হয়েছে। মাথার ঘিলু ছিটকে বের হয়ে লেগে আছে গাড়ির ভেতরে বিভিন্ন জায়গায়। জামান এসে দাঁড়ালো তার পাশে।

"মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করেছে, স্যার।"

সহকারীর দিকে না তাকিয়েই মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি।

গুলির স্পটের চারপাশে একটু পোড়া দাগ দেখা যাচ্ছে। অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করলে চামড়ায় এরকম পোড়া দাগের সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত গান-পাউডারের কারণে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ঐ রিপোর্টার কি এখনও আছে?" জামানের দিকে না তাকিয়েই বললো সে।

"আছে, স্যার। রাগে গজগজ করছে আর আমাদের গুষ্টি উদ্ধার করছে।"

সহকারীর দিকে তাকালো জেফরি। "আমাদেরকে ক্যামেরায় কতোটুকু শুট করতে পেরেছে?"

মুচকি হাসলো জামান। "একটুও পারে নি।"

জেফরি আবারো গাড়ির ভেতরে তাকালো উপুড় হয়ে। "তুমি নিশ্চিত?"

"জি, স্যার।"

"গুড," ছোট্ট করে বলেই সোজা হয়ে দাঁড়ালো এবার। রাস্তার চারপাশটা দেখে নিলো। এখনও প্রচুর লোকজন জড়ো হয়ে দেখছে। যে দেশে ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে রাখা হলে পঞ্চাশ-ষাটজন লোক জড়ো হয় সেখানে দিনে দুপুরে একটা প্রাইভেটকারের ড্রাইভারের খুনের দৃশ্য দেখতে কয়েক শ' লোকের ভীড় হওয়াটাই স্বাভাবিক।

"আমি নিশ্চিত এটা ডাকাতির ঘটনা," জামান আবারো বললো।

"ড্রাইভারের কাছে কী এমন ছিলো যে ডাকাতি হবে?" বললো হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর।

"ডাকাতরা হয়তো জানতো না গাড়িতে শুধু ড্রাইভার আছে?" অনুমাণ করে বললো জামান।

জেফরি একটু ভেবে আঙুল দিয়ে গাড়ির দিকে ইঙ্গিত করলো। "আমার তা মনে হচ্ছে না।"

আইন অমান্য করে অনেকেই গাড়িতে ঘোলা কিংবা কালো কাঁচ ব্যবহার করে। তবে এই গাড়িতে আইন অমান্য করার কোনো নিদর্শন নেই। স্বচ্ছ কাঁচের কারণে বাইরে থেকে ভেতরের সবকিছু স্পষ্ট দেখা যায়।

জামান কিছু বললো না। বসের কথা মেনে নিলো।

এমন সময় জেফরি টের পেলো পারফিউমের মৃদু গন্ধ। পাশ ফিরে তাকাতেই দেখতে পেলো এডলিন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

"স্যার, ফিঙ্গারপ্রিন্টগুলো কালেক্ট করেছি," জেফরির সাথে চোখাচোখি হতেই বললো মেয়েটি।

"গুড।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমাদের কাজ শেষ। এখন এভিডেন্স ভ্যানে গিয়ে কি ম্যাচিং করা শুরু করবো নাকি অফিসে গিয়ে করবো?"

একটু ভাবলো জেফরি। ব্যস্ততম সড়কের পাশে এভিডেন্স ভ্যানটা বেশিক্ষণ পার্ক করে রাখা ঠিক না। "আপনারা অফিসে চলে যান। ওখানে গিয়েই ম্যাচিং করুন। আমি অফিসে এসে রেজাল্ট দেখবো।"

"ওকে, স্যার।" এডলিন তার কিটবক্স নিয়ে চুপচাপ চলে গেলো এভিডেন্স ভ্যানের দিকে।

জেফরি এবার রাস্তার চারপাশে তাকালো।

ব্যাপারটা জামানের চোখ এড়ালো না। "কিছু খুঁজছেন, স্যার?"

ফিরে তাকালো সহকারীর দিকে। "হ্যা।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো জামান।

"ওখানে," হাত দিয়ে আইল্যান্ডের দিকে ইঙ্গিত করলো সে। "আমি এ পথ দিয়ে প্রতিদিনই আসি...ওখানে একজন ভিক্ষুক থাকে সব সময়।"

জামানও এ পথ ব্যবহার করে, সেও জানে ওখানে একজন ভিক্ষুক থাকে। "জি, স্যার।"

"সে এখন কোথায়?"

জামান চারপাশটা ভালো করে দেখলো। ভিক্ষুককে আশেপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। "খুনখারাবির ঘটনায় ভয় পেয়ে চলে গেছে মনে হয়।"

"হুম, তাই হবে," বলেই গাড়ি থেকে সরে এলো জেফরি বেগ। "লাশটা মর্গে পাঠিয়ে গাড়িটা থানায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো।"

"জি, স্যার," বলেই জেফরি আরো কাছে এসে বললো, "আমরা কি এখন অফিসে ফিরে যাবো?"

"না।"

কিছু জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে গেলো জামান, কারণ জেফরি চোখের ইশারায় কাকরাইল থানার ওসিকে ডাকলো।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিজের লোকজনকে এটা ওটা করতে বলছিলো সে। জেফরির আহ্বানে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো সে। "জি, স্যার?"

"ওসি সাহেব, গাড়ির মালিকের বাসার ঠিকানা আর ফোন নাম্বারটা জামানকে দিন...আমি এক্ষুণি উনার সঙ্গে কথা বলবো।"

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪

দরজায় জোরে জোরে আঘাতের শব্দ শুনে লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসলো বাবলু। কয়েক সেকেন্ড লাগলো ব্যাপারটা বুঝে উঠতে। জানালার পর্দা ভেদ করে সকালের রোদ ঢুকে পড়েছে কিন্তু কয়টা বাজে বুঝতে পারলো না। সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ায় বেডসাইড ড্রয়ার থেকে পিস্তলটা হাতে তুলে নিয়ে চেক করে দেখলো ম্যাগাজিন লোড করা আছে কিনা। আছে। তারপর দ্রুত উঠে দাঁড়ালো সে। তার পরনে শুধু একটা ট্রাউজার। খালি গা। পা টিপে টিপে দরজার কাছে চলে এলো। এখনও দরজায় জোরে জোরে আঘাত করা হচ্ছে।

এই রিসোর্টে তার ঘরের দরজা কেউ এভাবে ধাক্কা দেবে না। অসম্ভব! এখানকার ম্যানেজার পর্যন্ত তাকে সমীহ করে, তার সাথে ভেবেচিন্তে কথা বলে। আজ এতোদিন ধরে এখানে আছে কোনোদিন কেউ তার দরজায় ভুলেও টোকা মারে নি। আর এখন তো রীতিমতো ধাক্কাচ্ছে!

পুলিশ!

কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব? অমূল্য বাবু ছাড়া কেউ জানে না সে এখানে আছে। রিসোর্টের ম্যানেজার অবশ্য জানে কিন্তু সে তার পরিচয় সম্পর্কে কিছুই জানে না।

মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিলো। মাত্র ঘুম থেকে উঠেছে। এখনও পুরোপুরি ধাতস্থ হয় নি। নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলো, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। কিন্তু বাইরে যদি পুলিশ থেকে থাকে তাহলে মাথা ঠাণ্ডা রেখেই বা কী লাভ। এরকম একটা ঘরে বন্দী হয়ে কীইবা করতে পারবে সে? যদি পুলিশ হয়ে থাকে নিশ্চয় তারা প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে। এই লজের চারপাশ ঘিরে রেখেছে তারা।

পিস্তলটার দিকে তাকালো। এটা দিয়ে কি করবে এখন? পুলিশ তার হাতে পিস্তল দেখলেই গুলি চালাবে। একা, একটা পিস্তল দিয়ে কয়জনকে ঘায়েল করতে পারবে? আক্ষেপে মাথা দোলালো। ওভাবে ঐ এসিড

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সন্ত্রাসীকে ইটভাটায় পুড়িয়ে মারাটা ঠিক হয় নি। ব্যাপারটার মধ্যে অতিনাটকীয়তা ছিলো, আবেগের উৎকট প্রকাশ থাকলেও বিচক্ষণতার লেশমাত্র ছিলো না। অন্য সময় এরকম কাজে যতোটুকু সাবধানতা অবলম্বন করে তার কিছুই করে নি ওইদিন। হয়তো শক্ত কোনো আলামত নিজের অজান্তে রেখে এসেছে আর সেই আলামতের সূত্র ধরে পুলিশ চলে এসেছে এই রিসোর্টে।

দরজার ধাক্কাটা এখন আরো প্রকট হলো। যে ধাকাচ্ছে সে অধৈর্য হয়ে উঠেছে এতোক্ষণে। বাবলু জানে না দরজার ওপাশে কারা আছে, কয়জন আছে। তবে একটা ব্যাপার খুব দ্রুত ধরতে পারলো, যে দরজা ধাক্কাচ্ছে সে মুখে কোনো শব্দ করছে না। শুধু ধাক্কা মেরে যাচ্ছে। এটা তো পুলিশের স্বভাবের সাথে যায় না। এরা দরজা ধাক্কাবে আর বস্তির ভাষায় গালাগালি করবে।

তবে কি র‍্যাব!

সম্ভবত। বাবলু টের পেলো তার হাত-পা একটু ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। অনেক বছর পর এই প্রথম এরকম হলো। আন্ডারওয়ার্ল্ডে থাকার সময় একবার প্রতিপক্ষের লোকেরা এভাবেই তাকে একটা ঘরে ঘিরে ফেলেছিলো, তবে সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত বেঁচে যেতে পেরেছিলো কারণ যে ঘরে আটকা পড়েছিলো সেটা ছিলো পুরনো ঢাকার দুশ' বছরের পুরনো একটি দোতলা বাড়ি। জানালা দিয়ে অন্য বাড়ির ছাদে লাফিয়ে, ছাদ থেকে ছাদ পেরিয়ে চলে যেতে পেরেছিলো বহু দূর। কিন্তু এখানে এই রিসোর্টে সে-সুযোগ নেই।

আবারো গভীর করে দম নিলো বাবলু। এরকম পরিস্থিতিতে কি করতে হবে সেটা নিয়ে দ্রুত ভেবে গেলো, তারপর দরজার হাতলে হাত রাখলো সে। ডান হাতটা রাখলো দরজার আড়ালে, যাতে পিস্তলটা দেখা না যায়। বুকভরে নিঃশ্বাস নিয়ে দরজাটা আস্তে করে খুললো।

দরজার সামনে কেউ নেই!

কয়েক মুহূর্তের জন্য পুরো ব্যাপারটা তার কাছে দুঃস্বপ্নের মতো মনে হলো। টের পেলো নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আছে। ডানে-বামে তাকালো দ্রুত। কেউ নেই। তারপরই দেখতে পেলো রিসোর্টের ম্যানেজার রীতিমতো দৌড়ে ছুটে আসছে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বারিধারার লেকের পাশে যে বাড়িটায় জেফরি বেগ আর জামান ঢুকলো সেটা কোনো অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং নয়। রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের আগ্রাসনের আগে অভিজাত এলাকায় যেরকম বাড়ি দেখা যেতো এই বাড়িটা ঠিক সেরকম। বিশ কাঠার উপর একটি ডুপ্লেক্স বাড়ি। সামনে বিরাট লন–সম্ভবত মোট আয়তনের অর্ধেক আকারের হবে।

ড্রইংরুমটা বিশাল, কম করে হলেও তিন জোড়া সোফা আছে সেখানে। একজন কাজের লোক তাদেরকে বসতে দিয়ে ভেতরে চলে গেছে। এখানে আসার আগেই এই বাড়ির মালিকের সাথে ফোনে কথা হয়েছে তার।

প্রায় পাঁচ মিনিট বসে রইলো, কারোর কোনো সাড়া-শব্দ নেই। জেফরি তার অভিজ্ঞতা থেকে জানে, যতো বড় বাড়ি ততো কম লোক বাস করে। আর ছোটো বাড়িতে গাদাগাদি করে থাকে লোকজন। দেশগুলোর বেলায়ও এ কথা প্রযোজ্য। সুইডেন, কানাডা আর অস্ট্রেলিয়ার মতো আস্ত একটি মহাদেশের লোকসংখ্যা এ দেশের চেয়ে কতো কম। আর ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলে বাস করে...

জেফরির ভাবনায় ছেদ পড়লো একটা শব্দে। ড্রইংরুমের এককোণের দরজা বন্ধ করে মাঝবয়সী এক লোক তাদের দিকে চেয়ে আছে। পরনে খুবই সাদামাটা নাইটড্রেস। তবে লোকটার ভাবভঙ্গি বেশ অভিজাত। জেফরি বুঝতে পারলো এই ভদ্রলোকই বাড়ির মালিক হবে। শান্তভঙ্গিতে এগিয়ে এসে তাদের সামনে দাঁড়ালো সে। জেফরি আর জামান উঠে দাঁড়ালো।

"আমি জেফরি বেগ, একটু আগে আপনার সাথে আমার ফোনে কথা হয়েছিলো, মিঃ চৌধুরি," বললো হোমিসাইডের চিফ ইনভেস্টিগেটর।

এহ্সান চৌধুরি করমর্দন করে দু'জনকে বসার জন্য ইশারা করলো। "ঘণ্টাখানেক আগে কিন্তু পুলিশের সাথে আমার কথা হয়েছে, মিঃ বেগ," কথাটা বলেই সোফায় বসে পড়লো বাড়ির মালিক।

"হ্যা, কাকরাইল থানার ওসি আপনার সঙ্গে কথা বলেছে," জেফরি একটু হেসেই বললো। ভদ্রলোক যেনো পুলিশের লোক ভেবে আড়ষ্ট হয়ে না যায় সে-চেষ্টা করলো।

"তাহলে বলুন, আপনারা কি জানতে চান," কথাটা বলেই ছোট্ট করে দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। "সকাল থেকেই মনটা খুব খারাপ। বাতেন আমাদের অনেক পুরনো ড্রাইভার ছিলো।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি। "কতোদিন ধরে কাজ করছিলো ও?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"দশ বছর তো হবেই," ছোট্ট করে বললো।

"গাড়িটা যাচ্ছিলো কোথায়?"

একটু বেবে নাক চুলকে নিলো এহ্‌সান চৌধুরি। "আমার মেয়েকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে বাসায় ফিরে আসছিলো।"

"আপনার মেয়ে কোন্ স্কুলে পড়ে?"

"উইল্‌স লিটলে..."

"আচ্ছা," একটু থেমে কথাগুলো গুছিয়ে নিলো জেফরি। "গাড়িতে কি মূল্যবান কিছু ছিলো?"

"না," বেশ জোর দিয়েই বললো ভদ্রলোক। আবারো নাক চুলকালো। "গাড়িতে ওরকম জিনিস থাকবে কেন।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি। "আপনার সাথে কি কারো কোনো ব্যবসায়িক দ্বন্দ্ব আছে, মি: চৌধুরি?"

"অবশ্যই আছে। বিজনেস আর পলিটিক্সে কনফ্লিক্ট থাকবেই। এটাই ন্যাচারাল। এ কথা জানতে চাচ্ছেন কেন?"

"নির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই। আসলে কেসটা তদন্ত করতে হলে আমাদেরকে সবকিছুই জানতে হবে। যতো বেশি তথ্য আমাদের হাতে থাকবে তদন্তের কাজে ততো বেশি সাহায্য হবে।"

"ও," আল্‌তো করে মাথা নেড়ে সায় দিলো ভদ্রলোক। "কিন্তু আমার সাথে যাদের ব্যবসায়িক দ্বন্দ্ব আছে তারা আমাকে খুন করার মতো কোনো স্টেপ নেবে না...দ্যাটস ফর শিওর।"

মুচকি হাসলো জেফরি। "অতোটা নিশ্চিত হবেন না...আফটার অল সিদ্ধান্তটা নেবে আপনার প্রতিপক্ষ। সেটা তো আপনার পক্ষে জানা সম্ভব নয়।"

"ওকে, তর্কের খাতিরে আপনার কথা মেনে নিচ্ছি," বললো ভদ্রলোক। "কিন্তু তারপরও আমি বলবো, আমার ওরকম কোনো শত্রু নেই। তাছাড়া আমাকেই যদি মারার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তাহলে ড্রাইভারকে মারবে কেন?" কথাটা বলে জেফরির দিকে স্থির চোখে তাকালো। "তাও আবার বাতেনকে...যে কখনও আমার ড্রাইভারই ছিলো না।"

"মানে?" বুঝতে না পেরে বললো জেফরি। "বাতেন আপনার ড্রাইভার ছিলো না?"

"বাতেন যে গাড়িটা চালাতো ওটা আমার স্ত্রী ব্যবহার করে।"

"ও," তারপর বললো, "একটু আগে কিন্তু বলেছিলেন আপনার মেয়েকে স্কুলে দিয়ে আসছিলো ওই ড্রাইভার?"

ভদ্রলোক কয়েক মুহূর্ত চুপ মেরে রইলো। "হুম...আমার স্ত্রীর গাড়িটাই মেয়েকে স্কুলে আনা-নেয়ার কাজ করে। আমার আরেকটা গাড়ি আছে। ওটা আমি নিজেই ড্রাইভ করি।"

"আপনার স্ত্রী কোথায়?" প্রশ্নটা করলো জামান। এতোক্ষণ সে চুপ মেরে বসেছিলো জেফরির পাশে।

"ও বাসায় নেই। একটু আগে আমার শ্বশুড়বাড়িতে গেছে।" জেফরি সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চেয়ে থাকলে ভদ্রলোক আবার বললো, "বাতেনের খুন হবার কথা শুনে আমার মেয়েটা খুব কান্নাকাটি করছিলো। ও বাতেনকে মামা বলে ডাকতো। আমার স্ত্রী বাতেনকে বড় ভায়ের মতো দেখতো। মেয়েটা খুব কান্নাকাটি করছিলো বলে ওর নানুর বাড়িতে নিয়ে গেছে।"

"আচ্ছা," জেফরি আর কিছু বললো না।

"আমার শ্বশুড়বাড়ি এখান থেকে খুব কাছেই, গুলশান এক নাম্বারে..."

একটু চুপ থেকে বললো জেফরি, "বাতেনের বাড়ির লোকজন ঘটনাটা জানে?"

আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ভদ্রলোক। "হ্যা। ওই কঠিন কাজটা আমাকেই করতে হয়েছে। একটু আগে ওর ছোটো ভাইকে জানিয়েছি।"

"বাতেনের নিজের পরিবার আছে?"

"ওরা দেশের বাড়িতে থাকে।"

"বাতেন কোথায় থাকতো?" জামান বললো।

"এখানেই...এই বাড়ির ছাদের উপর একটা ঘর আছে...সেখানে..."

একটু চুপ থেকে জেফরি বেগ বললো, "ইদানিং কারো সাথে বাতেনের কি কোনো ঝামেলা হয়েছিলো?"

"না," সঙ্গে সঙ্গেই নাকচ করে দিলো ভদ্রলোক। "ওর সাথে কার ঝামেলা হতে যাবে?"

"আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে, মিঃ চৌধুরি?"

জেফরির এমন প্রশ্নে ভদ্রলোক চেয়ে রইলো। "বুঝলাম না?"

"মানে ড্রাইভার খুন হবার সম্ভাব্য কি কারণ থাকতে পারে? কোনো আইডিয়া?"

নাক চুলকেই বললো, "কোনো আইডিয়া নেই, তবে আমার মনে হচ্ছে এটা গাড়ি ছিনতাইচক্রের কাজ।"

জেফরি আর জামান একে অন্যের দিকে তাকালো। এটা তাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাথায়ও এসেছিলো কিন্তু খুব একটা আমলে নেয় নি। ড্রাইভারকে খুন করার পর খুব সহজেই গাড়িটা নিয়ে চম্পট দিতে পারতো তারা কিন্তু সে-রকম কিছু করে নি।

~~"আপনার কেন এটা মনে হচ্ছে?" প্রশ্নটা করলো জামান।~~

"ঐ গাড়িটা মাত্র গত সপ্তাহে কিনে দিয়েছিলাম আমার স্ত্রীকে। লেটেস্ট মডেল...বেশ দামি গাড়ি...ঢাকা শহরে তো এমন ছিনতাইর ঘটনা ঘটে, তাই না?"

"তা তো ঘটে-ই," বললো জেফরি।

"হয়তো গাড়িটা ছিনতাইয়ের সময় বাতেন বাধা দিয়েছিলো..."

জেফরি এ নিয়ে আর কিছু বললো না। বাতেন যে খুব বেশি বাধা দিতে পারে নি তা সে জানে। নিজের সিট থেকেই উঠতে পারে নি বেচারা।

"ঠিক আছে, আজকে আর বেশি সময় নষ্ট করবো না, পরে দরকার হলে আবার আসবো," বলেই উঠে দাঁড়ালো সে, তার দেখাদেখি জামানও।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালো না। সোফায় বসে রইলো। "বাতেনের লাশটা কখন পাবো?"

"আশা করছি বিকেলের মধ্যেই পেয়ে যাবেন," কথাটা শেষ করেই হাত বাড়িয়ে দিলো জেফরি। "আজ তাহলে আসি, মিঃ চৌধুরি।"

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে তার হাতটা ধরলো, তবে কিছু বললো না।

"থ্যাঙ্কস ফর ইউর কো-অপারেশন," বললো জেফরি বেগ তারপর জামানকে নিয়ে চলে গেলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫

"আমার ফোন?" যতোটা না বিস্ময় তারচেয়েও বেশি চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো বাবলু।

"আমি কিন্তু প্রথমে স্বীকার করি নি...উনি আপনার নাম বললো, তাই..." অনেকটা কাচুমাচু ভঙ্গিতে জানালো ম্যানেজার।

কিছুক্ষণ আগে এক ভদ্রমহিলা ফোন করেছে ম্যানেজারের কাছে। তওফিক আহমেদকে চায় সে। খুব জরুরি। ম্যানেজার প্রথমে অবাক হলেও মহিলার চাপাচাপিতে অবশেষে তাকে ফোনে অপেক্ষা করতে বলে। রিসোর্টের এক বোবা ছেলেকে পাঠায় বাবলুর রুমে। ছেলেটা তার দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে চলে যায় ম্যানেজারের কাছে। অবশ্য ম্যানেজারের ভুল ভাঙতে দেরি হয় নি। সে বুঝতে পারে একজন বোবাকে দিয়ে তাকে ডেকে পাঠানোটা ঠিক হয় নি, তাই নিজেই চলে আসে ডাকার জন্য। অবশ্য তার আগেই বাবলু দরজা খুলে দেয়।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো বাবলু। তার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। এই রিসোর্টে অমূল্য বাবু ছাড়া আর কেউ তাকে ফোন করে না। রাতে ঘুমাতে যাবার আগে তার মোবাইলফোনটা অফ করে রেখেছিলো সুতরাং বাবু তার ফোন বন্ধ পেয়ে ম্যানেজারের কাছে ফোন করতেই পারে, সেটা অস্বাভাবিক নয়। অথচ এই লোক বলছে বাবু না, কোনো এক ভদ্রমহিলা তাকে ফোন করেছে। প্রথমেই উমার কথা মনে হলেও পরক্ষণেই সেটা বাতিল করে দিলো। ম্যানেজারের ফোন নাম্বার তো দূরের কথা, উমা জানেই না সে এই রিসোর্টে আছে।

তাহলে কে?

"মনে হলো ভদ্রমহিলা খুব তাড়ার মধ্যে আছেন...আমাকে বললেন জরুরি দরকার," ম্যানেজারের কথায় ভাবনায় ছেদ পড়লো। "নাকি বলে দেবো আপনি আর এখানে থাকেন না?"

"মহিলার নাম কি?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ম্যানেজার কাচুমাচু খেলো। "সেটা তো জিজ্ঞেস করি নি...মানে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছিলাম।"

বাবলু কিছু না বলে সোজা হাটা ধরলো ম্যানেজারের রুমের দিকে। ভুড়ি নিয়ে তার পিছু নিলো ভদ্রলোক।

রুমে ঢুকতেই থমকে দাঁড়ালো সে, ঘুরে তাকালো ম্যানেজারের দিকে। ভদ্রলোক থতমত খেলো প্রথমে তারপর বুঝতে পেরে দাঁত বের করে হাসলো। "আপনি কথা বলুন, আমি রিসেপশনে আছি।"

ম্যানেজার চলে যাবার পর বাবলু ঘরে ঢুকলো। বিশাল ডেস্কের উপর ফোনের রিসিভারটা তুলে রাখা হয়েছে। লাইনে যে আছে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে সে। কে জানে এরইমধ্যে লাইন কেটে দিয়েছে কিনা। গভীর করে দম নিয়ে রিসিভারটা তুলে নিলো। স্বভাববশত নিজে থেকে কিছুই বললো না। ওপাশেও সাড়াশব্দ নেই। কয়েক সেকেন্ড পর একটা উদ্বিগ্ন নারীকণ্ঠ বলে উঠলো : "হ্যালো...হ্যালো...বাবলু?"

কণ্ঠটা শুনে সে বিশ্বাসই করতে পারলো না। এতোকাল পরেও কণ্ঠটা চিনতে তার একমুহূর্তও দেরি হয় নি। যদিও আগের চেয়ে কিছুটা ভারি আর শান্ত হয়ে গেছে।

"মেঘলা!"

শান্তিনগর মোড়ে বিশ্রী ট্রাফিকজ্যামে বসে আছে জেফরি বেগ আর জামান। স্টিয়ারিংয়ের উপর অলসভঙ্গিতে একটা হাত রেখে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে জেফরির সহকারী। বারিধারা থেকে তারা চলে আসে কাকরাইলের ক্রাইমসিনে। সেখানকার লোকজনকে জিজ্ঞেস করে আক্কেল নামে পরিচিত ভিক্ষুকের ডেরার খবর জেনে নিয়েছে। এখন ছুটছে সেই গন্তব্যে। জামানের মাথায় কিছুই ঢুকছে না। গাড়ির মালিকের সাথে কথা বলার পর রাস্তার এক ভিক্ষুকের কাছে যাচ্ছে তারা! ওই বেচারার কাছ থেকে কী এমন তথ্য জানতে পারবে তার বস্?

"ঐ ভিক্ষুককে বস্তিতে গিয়ে পাওয়া যাবে ব'লে মনে হয় না, স্যার," বললো জামান।

এতোক্ষণ উদাস হয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলো সে, এ কথায় ফিরে তাকালো। "কেন পাওয়া যাবে না?"

www.BanglaBook.org

"হয়তো অন্য কোথাও ভিক্ষা করছে এখন। ভিক্ষুকরা একটা দিন মাটি করে ঘরে বসে থাকার লোক না।"

কিন্তু জেফরি জানে ঐ আক্কেলকে বস্তিতেই পাওয়া যাবে। ইচ্ছে করলেই কোনো ভিক্ষুক ঢাকা শহরের যেকোনো জায়গায় গিয়ে ভিক্ষা করতে পারে না। পুরো শহরটাকে ভিক্ষুকের দল বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিয়েছে, ঠিক যেমন পুরো দেশটা ভাগ করে নিয়েছে রাজনীতিকেরা! তবে জামানের কথার কোনো জবাব দিলো না সে।

আধঘণ্টার পথ পাড়ি দিতে একঘণ্টারও বেশি সময় লাগলো। আগারগাঁওয়ের বস্তির সামনে গাড়িটা রেখে নেমে পড়লো জেফরি। জামানকে গাড়ির কাছেই থাকতে বললো। জায়গাটা সুবিধার নয়, খালি গাড়ি রেখে চলে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

বস্তির সামনে তিন-চারটা টং দোকান আছে, চা-বিস্কিট, সিগারেটসহ নানান জিনিসপত্র বিক্রি করে। এরকম এক দোকানির কাছে গিয়ে জানতে চাইলো আক্কেল নামের ভিক্ষুক কোথায় থাকে। প্রথম দোকানদার চিনতে পারলো না। সে এখানে বেশিদিন হয় নি এসেছে। তবে লেদু মিয়া নামের এক দোকানি জানালো আক্কেল নামে কোনো ভিক্ষুক এখানে থাকে না। সে একদম নিশ্চিত। এই বস্তির সবাইকে চেনে, কোনোদিন এ নামের কাউকে এখানে থাকতে দেখে নি।

আরো কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো জেফরি।

"পেলেন না?" গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা জামান বললো।

"ওরা তো বলছে এ নামের কেউ এখানে থাকেই না।"

"তা হতে পারে, স্যার। আক্কেল নামটা হয়তো বস্তির কেউ জানে না। লোকটার আসল নাম জানা গেলে ভালো হতো।"

জেফরিও জানে জামানের কথা ঠিক। কিন্তু লোকটার আসল নাম কাকরাইল এলাকার কেউ জানে না।

গাড়িতে উঠে বসতেই ইঞ্জিন স্টার্ট দিলো জামান। "স্যার, দুপুর তো হয়ে গেলো, লাঞ্চ করবেন না?"

"হুম, বাইরে কোথাও খেয়ে নেই, চলো।"

"ওকে স্যার।"

তাদের গাড়িটা ঘুরে রাস্তায় নামতেই সামনে পড়ে গেলো এক বৃদ্ধ লোক। হনহন করে বস্তির দিকে যাচ্ছিলো সে। জামান সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথলে লোকটা অল্পের জন্য বেঁচে গেলো এ যাত্রায়, নইলে নির্ঘাত আহত হতো।

"ওই মিয়া, দেইহা চালান না?" রেগেমেগে বললো বৃদ্ধ। "এরহম জায়গায় এতো জোরে কেউ গাড়ি চালায়, অ্যা?"

জামান কিছু বলতে যাবে অমনি জেফরি তার হাতটা ধরে থামিয়ে দিলো। "কি খবর আঙ্কেল, কেমন আছেন?"

ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে জানালা দিয়ে মাথা বের করে আছে জেফরি বেগ। বৃদ্ধ লোকটি তার দিকে পিটপিট করে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। একটু ঘাবড়ে গেছে মনে হলো।

"আ-আপনে?" তোতলালো সে। এমনিতে ভিক্ষা করার সময় আধাপাগল সেজে যাকে তাকে তুই তোকারি করে এ লোক কিন্তু এখন বেশ কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছে!

"হুম, আপনাকেই খুঁজছিলাম," হেসে বললো জেফরি। "কিন্তু এখানে তো কেউ আপনাকে আঙ্কেল নামে চেনে না।"

লোকটা ধন্দে পড়ে গেলো। "আমারে খুঁজতাছেন ক্যান, স্যার?" ভয়ে ভয়ে জানতে চাইলো সে।

"জরুরি একটা দরকার আছে।" কথাটা বলেই গাড়ি থেকে নেমে এলো হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর।

মনে হলো ভিক্ষুক লোকটি ঢোক গিললো। না পারছে দৌড়ে পালাতে, না পারছে জেফরি বেগের মুখোমুখি হতে। সে ভালো করেই জানে এই লোক পুলিশের একজন বড় কর্মকর্তা।

"আঙ্কেল," কাছে এসে বললো জেফরি বেগ। "আজ এতো তাড়াতাড়ি চলে এলেন যে?"

ভিক্ষুক ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো। "আইজ...আ-আইজকা আমার শরীলটা ভালা না," আমতা আমতা করে বললো সে। "আইজকা আমি কামে—"

জেফরি তার কাঁধে হাত রেখে তাকে থামিয়ে দিলো। "আজ সকালেও আপনাকে আমি দেখেছি, দু' টাকাও দিয়েছি। ভুলে গেছেন?"

আবারো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো ভিক্ষুক। এ সময় জামানও গাড়ি থেকে নেমে এলো। আঙ্কেল একবার জেফরি আরেকবার জামানের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিললো আস্তে করে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ভয় পাচ্ছেন কেন?" জেফরি বললো তাকে। "আপনি যা দেখেছেন শুধু তা-ই বলবেন। ভয়ের কিছু নেই।" কথাটা বলে আবারো ভিক্ষুকের কাঁধে হাত রাখলো সে। তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো। "আমি জানি আপনি পুরো ঘটনাটি দেখেছেন। এখন বলুন, ওখানে আসলে কি হয়েছিলো?"

একটু সময় নিলো ভিক্ষুক, তারপর মিনমিনে গলায় বললো, "ওরা গাড়িটারে আটকাইয়া ড্রাইভারেরে গুলি করলো।"

"হুম।" জেফরি আরো বেশি আন্তরিকমাখা কণ্ঠে বললো, "তারপর?"

বৃদ্ধ ঢোক গিলে বললো, "মাইয়াটারে মুখ চাইপ্যা ধরলো...গাড়িতে তুইল্যা নিয়া গেলো গা..."

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

বাবলু বুঝতে পারলো না কী করবে। টেলিফোনের ওপাশ থেকে কেঁদে যাচ্ছে মেঘলা। পুরো ঘটনাটি এক নিঃশ্বাসে বলার পর তার এই কান্না যেনো বাধ ভেঙে যাওয়া প্লাবনের মতো তীব্রতা নিয়ে হাজির হয়েছে।

আজ এতোকাল পরে মেঘলার সাথে তার কথা হলো। অবশ্য সপ্তাহখানেক আগে রিসোর্টে তার লজের সামনেই দেখা হয়ে গিয়েছিলো আচম্বিত। সেদিন কোনো কথা হয় নি। সঙ্গত কারণেই তারা এমন ভান করেছিলো যেনো কেউ কাউকে চেনে না।

আট-দশ বছর আগের কথা, আন্ডারওয়ার্ল্ডে কাজ করার সময় দীর্ঘদিন পর মেঘলার সাথে তার দেখা হয়েছিলো একবার, তখনও মেয়েটা তার জন্য অপেক্ষা করছিলো। মেঘলার অশ্রু ভেজা চোখ দুটো এখনও তার মনে পড়ে। কতোটা আকুতি নিয়েই না তাকে ফিরে আসতে বলেছিলো স্বাভাবিক জীবনে, কিন্তু তার পক্ষে সেটা সম্ভব হয় নি। ভালো করে জানতো, যে পথে চলে গেছে সেখান থেকে হুট করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব। চেষ্টা করে হয়তো দেখা যেতো কিন্তু তাতে মেঘলার জীবনটাই তছনছ হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিলো।

সে এটা চায় নি। বরং বাস্তবতা বুঝে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। এরপর রিসোর্টে দেখা হবার আগে মেঘলার সাথে তার আর দেখা হয় নি। একই শহরে থাকার পরও তারা হয়ে যায় দুই ভুবনের বাসিন্দা।

উমার সাথে সম্পর্ক হবার পর অনেকটা সচেতনভাবেই মেঘলাকে ভুলে থাকতে চেয়েছিলো সে। হয়তো পেরেওছিলো।

মেঘলার সাথে বিচ্ছেদের পর সে চেয়েছিলো মেয়েটা তাকে ভুলে যাক, ভালো একজন মানুষের সাথে ঘর বাধুক। তার জীবনটা সুন্দর হোক। কোল জুড়ে আসুক ফুটফুটে বাচ্চা।

তাই হয়েছে। মেঘলার বিয়ে হয়েছে বেশ ধনী পরিবারের এক ভদ্রলোকের সাথে। দিহানের মতো ফুটফুটে একটি মেয়েও আছে তার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্বাভাবিক একটি জীবন। যে-জীবন থেকে যোজন যোজন দূরত্বে বাস করে বাবলু। কিন্তু এখন তার সেই জীবনটা তছনছ হয়ে যাচ্ছে। বাবলুর যে অন্ধকার জীবনটা মেঘলা ঘৃণা করতো, সেই জীবনের কাছেই ছোট্ট একটা দাবি নিয়ে এসেছে আজ নিরুপায় হয়ে।

"তুমি আমার দিহানকে আমার কাছে এনে দাও, বাবলু..." কান্না চেপে কোনোরকমে বললো মেঘলা। "ওরা আমার মেয়েটাকে মেরে ফেলবে..."

শেষ কথাটা বলার সময় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। নির্মম বাস্তব হলেও নিজের নাড়িছেঁড়া সন্তানের অমন পরিণতির কথা কোনো মা সহজে বলতে পারে না।

"যতো টাকা লাগে আমি তোমাকে দেবো...তুমি শুধু আমার দিহানকে উদ্ধার করে দাও।" আবারো কান্নায় ভেঙে পড়লো সে।

"মেঘলা," আস্তে করে বললো বাবলু। "প্লিজ, কেঁদো না!"

বাবলু টের পেলো তার নিজের গলা বাষ্পরুদ্ধ হয়ে গেছে। অনেকদিন আগে, ঠিক এভাবে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলো মেঘলা। তার মনের পর্দায় সেই দৃশ্যটা ভেসে উঠলো। মেঘলার ফোলা ফোলা ভেজা চোখ, তীব্র মায়াভরা মুখটা বাবলুর হৃদয় দুমড়েমুচড়ে দিয়েছিলো। ঐদিনের মতো অনুভূতি হলো তার। হুবহু একই রকম।

"আমি তোমার দিহানকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবো," শান্তকণ্ঠে বললো সে।

কথাটার মধ্যে যে দৃঢ়তা আছে সেটা যেনো ফোনের ওপাশ থেকে মেঘলাও টের পেলো।

"কিন্তু আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে।"

মেঘলা জোর করে কান্না থামালো। "বলো আমাকে কি করতে হবে? আমি সব করতে রাজি আছি...টাকাপয়সা নিয়ে তুমি ভেবো না...আমাকে শুধু বলো কি করতে হবে।"

মেঘলা জানে কিডন্যাপাররা টাকা পাবার পরও তার সন্তানকে জীবিত ফেরত দেবে না। আজকাল তো এরকমই হয়ে আসছে। কিডন্যাপারদের দাবি মোতাবেক এক কোটি টাকা দিয়ে দেয়াটা তার জন্য খুব বেশি কঠিন কাজ নয়। দিহানের বাবা, মেঘলার স্বামীও টাকা দিতে রাজি আছে কিন্তু টাকা দিয়ে দিলেই যে মেয়েকে জীবিত ফিরে পাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাবলুও সেটা জানে। দিহানকে যারা কিডন্যাপ করেছে তারা পেশাদার লোকজন। এরা কখনও মুক্তিপণ পাবার পর জিম্মিকে বাঁচিয়ে রাখবে না। কারণটা খুব সহজ–জিম্মিকে আটকে রাখার মতো নিরাপদ জায়গার অভাব এবং জীবিত ফেরত দেয়ার ঝুঁকি। আর যদি ঘনিষ্ঠ বা পরিচিত কেউ অপহরণের সাথে জড়িত থাকে তাহলে জিম্মির অনিবার্য পরিণতি একটাই–মৃত্যু!

"কোনো টাকা লাগবে না। এখন কান্না থামাও। তোমাকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। আমি যা যা বলবো তা করতে হবে, ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে, বাবলু," কান্না চেপে বললো মেঘলা।

গভীর করে দম নিয়ে নিলো সে। তার নিজের মাথাটাও এলোমেলো হয়ে গেছে মেঘলার ফোন পাবার পর থেকে। এখন দরকার ঠাণ্ডা মাথায় দ্রুত একটা পরিকল্পনা করে ফেলা। তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে কি করা দরকার।

"বলো বাবলু?" ওপাশ থেকে তাড়া দিলো মেঘলা। "আমাকে কি করতে হবে, বলো?"

"বলছি..." আস্তে করে বললো সে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

"ওরা কয়জন ছিলো?"

"তিন-চাইরজন তো অইবোই," জেফরির প্রশ্নের জবাবে বেশ জোর দিয়ে বললো ভিক্ষুক। পুরো ঘটনাটি সে খুব কাছ থেকে দেখেছে তাই ভুল হবার কথা নয়। "মাইয়াটার মুখে রুমাল চাইপ্যা ধরছিলো একজন...তারপর কোলে কইরা গাড়িতে নিয়া চইলা যায়..."

"ওদের গাড়িটা কি রঙের ছিলো?"

"কালা রঙ্গের একটা গাড়ি..."

জামানের দিকে তাকালো জেফরি। বৃদ্ধের মুখ থেকে এ কথা শুনে ছেলেটা নড়েচড়ে উঠেছে। এবার বুঝতে পারলো, তার বস কেন এখানে এসেছে।

"মেয়েটার বয়স কতো হবে?"

জেফরির এ প্রশ্নে ভিক্ষুক একটু ভেবে নিলো। "পিচ্চি মাইয়া...বয়স আর কতো অইবো...ধরেন সাত-আট?"

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো জেফরির ভেতর থেকে। এটা সে তখনই আঁচ করতে পেরেছিলো যখন এহ্‌সান চৌধুরি বলেছিলো বাতেন তার মেয়েকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরছিলো। কিন্তু ক্রাইমসিনে গাড়িটার অভিমুখ ছিলো স্কুলের দিকে! ছোট্ট এই অসঙ্গতিটা জেফরির চোখে ধরা পড়লে পুরো ব্যাপারটা অন্যভাবে খতিয়ে দেখতে শুরু করে সে। তাছাড়া কথা বলার সময় মেয়েটার বাবা বার বার নাক চুলকাচ্ছিলো। এটা মিথ্যে কথা বলার লক্ষণ। এফবিআই'তে ট্রেনিঙের সময় তাদেরকে ছোট্ট কোর্স করানো হয়েছিলো–কিভাবে মানুষের মিথ্যে কথা ধরা হয়। তাদের ইন্সট্রাক্টর এ বিষয়ে উদাহরণ দিতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টনের ঐ ঘটনাটি উল্লেখ করেছিলেন, যেখানে মনিকা লিউনিস্কির সাথে নিজের সম্পর্কের কথা জোর দিয়ে অস্বীকার করেছিলেন। টেলিভিশনে কোটি কোটি দর্শক দেখেছে, মিঃ ক্লিন্টন অস্বীকার করার মুহূর্তে বার বার নাক চুলকেছিলেন। একই কাজ করেছে মিঃ চৌধুরি। সেও মিথ্যে বলেছে।

www.BanglaBook.org

তবে ভদ্রলোক কেন এটা করেছে সেটা বুঝতে অসুবিধা হলো না তার।

আবারো একটা অপহরণ–তবে এবার কোনো হোমমিনিস্টারের ছেলেকে করা হয় নি, এক ধনীপরিবারের আদরের সন্তানকে কেউ অপহরণ করেছে সম্ভবত মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ আদায় করার জন্য।

আক্কেল নামের ভিক্ষুকের কাছ থেকে এর বেশি জানা গেলো না কারণ ড্রাইভার খুন হবার সাথে সাথে সে ভয় পেয়ে ওখান থেকে চলে আসে। পুলিশ এসে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে, হেনস্তা করতে পারে এরকম আশঙ্কা ছিলো তার।

জেফরি আর জামান আগারগাঁওয়ের বস্তি থেকে সোজা চলে এলো হোমিসাইডে। পুরো কেসটা অন্য দিকে মোড় নিয়েছে এখন। ড্রাইভারের খুনের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে একটি শিশুর জীবন।

অফিসে এসে জানতে পারলো ডাটা ব্যাঙ্ক সার্চ করার কম্পিউটারটা সমস্যা করছে। সেজন্যে সংগৃহীত ফিঙ্গারপ্রিন্টগুলো ম্যাচিং করা সম্ভব হচ্ছে না। আইটি সেকশনের লোকজন দ্রুত সারিয়ে তোলার চেষ্টা করছে এখন।

খবরটা শুনেই জেফরির মেজাজ বিগড়ে গেলো। নিশ্চয় এডলিন আবারো ওটার মধ্যে ফালতু কোনো সফটওয়্যার ইন্সটল করেছে। এই মেয়েটা ওরকম দরকারি একটা পিসিতে হোরোস্কোপসহ হাবিজাবি অনেক গেমও ইন্সটল করে রাখে।

জামানকে নিয়ে নিজের অফিসে চলে এলো সে। ডেস্কে বসতে বসতে বললো, "আমাদেরকে খুব সাবধানে কাজ করতে হবে," বলেই আনমনা হয়ে গেলো। "এবং দ্রুত।"

"তাহলে এখন কি করবেন, স্যার?" বললো সহকারী। কিন্তু তার বস্ ফাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। "মেয়েটার বাবা-মায়ের সাথে যোগাযোগ করা দরকার না?"

তার দিকে তাকালো জেফরি। "না," বেশ দৃঢ়ভাবেই বলো সে। "আপাতত দরকার নেই।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো সহকারী কিন্তু মনে হলো সে কিছু ভেবে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর বললো, "একটা বিষয় আমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।"

"কি, স্যার?"

"ওরা যদি টাকা দিতে রাজিও হয় তারপরও মেয়েটাকে জীবিত ফেরত পাবে কিনা সন্দেহ।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জামান বুঝতে পারলো কথাটার অর্থ। সাম্প্রতিক সময়ে এ দেশে কিডন্যাপিং হয়ে গেছে শাখের করাতের মতো। টাকা না দিলে অপহৃত ব্যক্তিকে জীবিত ফেরত পাওয়া যায় না, আবার টাকা দিলেও ফেরত পাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা থাকে না। যাদের নিকটজন অপহরণ করা হয় তাদের পক্ষে এই পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেয়াটা সহজ হয় না। তাদের মনে আশংকা থাকলেও নিরুপায় হয়ে অপহরণকারীদের দাবি মিটিয়ে থাকে। আর শতকরা নিরানব্বইটি ঘটনায় দেখা যায় অপহরণকারীরা জিম্মিকে খুন করে সটকে পড়ে।

"রাজি হলেও মনে হয় না এতো তাড়াতাড়ি মুক্তিপণের টাকা দিতে পারবে," বললো জামান।

"মেয়ের বাবা খুব ধনী। একমাত্র সন্তানের জন্য সবই করতে পারে। দ্রুত টাকা জোগার করে দিয়ে দেয়াটা অস্বাভাবিক হবে না।"

"টাকার পরিমাণ যদি বেশি হয় তাহলে এতো দ্রুত দেয়া সম্ভব হবে না। ওরা নিশ্চয় অতো টাকা বাড়িতে রাখে না।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি। "টাকার পরিমাণ কতো হতে পারে?"

"আমার তো মনে হয় না কোটি টাকার নীচে।"

"এ পরিমাণ টাকা পরিচিত বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকেও জোগার করতে পারে তারা।"

জেফরির এ কথায় সায় দিলো জামান।

"আমাদের নিশ্চিত হতে হবে ওরা কখন টাকা দেবে।"

"ওদের সাথে যোগাযোগ না করে এটা কিভাবে জানতে পারবো আমরা?"

সহকারীর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকালো জেফরি বেগ। "খুব সহজেই সেটা জানা যাবে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

বাবলুর বাইকটা ছুটে চলছে দ্রুতগতিতে কিন্তু তারচেয়েও দ্রুত চলছে মাথার ভেতরকার চিন্তাভাবনা। তার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে মেঘলার একমাত্র সন্তান ছোট্ট দিহানকে একদল পেশাদার সন্ত্রাসী অপহরণ করেছে। ছোট্ট মেয়েটার মুখ স্পষ্ট মনে আছে তার। বড়দের মতো করে কথা বলে। দেখতে একেবারে মেঘলার মতোই হয়েছে।

দিহানের মুখটা তার মনের পর্দায় ভেসে উঠতেই বাইকের গতি আরো বাড়িয়ে দিলো। তাকে এখন যতো দ্রুত সম্ভব ঢাকায় যেতে হবে। যারা ঐ নিষ্পাপ শিশুটিকে অপহরণ করেছে তাদেরকে খুঁজে বের করাটা তার জন্য অসম্ভব কাজ নয়। আজ হোক কাল হোক এটা সে করতে পারবে কিন্তু তার আসল লড়াইটা সময়ের সাথে। খুব দ্রুত ওদের খুঁজে বের করতে না পারলে মেয়েটার পরিণতি কি হতে পারে সেটা সে ভালো করেই জানে।

মেঘলা যা বলেছে তাতে মনে হচ্ছে অপহরণকারীরা আগামীকালের মধ্যে টাকা না দিলে দিহানকে মেরে ফেলবে। মা হিসেবে মেঘলা প্রচণ্ড ভেঙে পড়েছে–সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ভঙ্গুর মানসিক অবস্থায়ও এটা ভুলে যায় নি, অপহরণকারীরা টাকা পাবার পরও তার মেয়েকে জীবিত ফেরত দেবে না। অসহায় মেঘলা এমন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে বাবলুর শরণাপন্ন হয়েছে।

কয়েক দিন আগে এই রিসোর্টেই তাদের দেখা হয়ে গেলে দু'জনেই চমকে গিয়েছিলো। শুধু কয়েক পলকের দৃষ্টি বিনিময় ছাড়া তাদের মধ্যে কোনো কথাবার্তা হয় নি সেদিন। তবে মেঘলার স্বামীর কাছে নিজেকে তওফিক আহমেদ হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলো সে। এটা যে বাবলুর আসল নাম মেঘলা সেটা জানতো। এ নামটাই কলেজে ব্যবহার করেছিলো, যদিও সবাই তাকে বাবলু বলেই ডাকতো।

রিসোর্টে ফোন করে মেঘলা এ নামে কাউকে চাইলে ম্যানেজার প্রথমে অস্বীকার করেছিলো। কিন্তু সে যখন জানায় ব্যাপারটা খুবই জরুরি, তওফিক সাহেব তার ঘনিষ্ঠজন, জরুরি একটা প্রয়োজনে তাকে দরকার,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনেকবার কল করেছে, তার মোবাইলফোনটা বন্ধ, তখন ম্যানেজার বাবলুকে ডেকে আনতে পাঠায়।

হেলমেটের আড়ালে বাবলুর মুখে ফুটে উঠলো বাঁকা হাসি। জীবন আসলেই বিচিত্র। উমা তার জীবন থেকে চলে যেতে না যেতেই পুণরায় মেঘলার আর্বিভাব হলো, তাও এভাবে! সে কখনও ভাবে নি মেঘলার সাথে এ জীবনে আবার দেখা হবে। মেয়েটাকে সে অনেক দুঃখ দিয়েছে। এজন্যে তার মধ্যে অপরাধবোধ কাজ করে সব সময়।

বাবলুর জীবনটাই পাল্টে দিয়েছিলো এই মেয়ে। পাগলের মতো তাকে ভালোবাসতো। অতীতকে পেছনে ফেলে নতুন করে তাকে বাঁচতে শিখিয়েছিলো অমূল্য বাবু কিন্তু মেঘলা তার জীবনে না এলে সেটা আদৌ সম্ভব হতো না। সেই মেঘলার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙেচুড়ে একাকার করে দিয়েছে বাবলু। এখন সময় এসেছে তার জন্যে কিছু করার। অন্তত তার অপরাধের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত যদি হয় তাতে!

খেয়াল করলো ঢাকা শহরের খুব কাছে এসে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মাথা থেকে সমস্ত চিন্তা ঝেড়ে ফেললো বাবলু। তাকে এখন দ্রুত কাজে নেমে পড়তে হবে। মেঘলার কাছ থেকে অপহরণকারীদের সম্পর্কে যতোটুকু জানতে পেরেছে তা দিয়েই শুরু করবে। অপ্রতুল হলেও ওইটুকু তথ্য দিয়েই কাজ হবে কারণ তার বাড়তি একটা সুবিধা আছে—আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার মতো তার হাত-পা বাধা নেই। নিজের লক্ষ্য পূরণের জন্য যা যা করা দরকার সবই করতে পারবে।

রাস্তার পাশে বাইকটা থামিয়ে একটু জিরিয়ে নিলো। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। প্রথমে কোথায় যাবে, কিভাবে শুরু করবে ভেবে নিলো আবার। মেঘলার সাথে কথা বলার পর কোনো কিছু না ভেবেই বাইকটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। সে জানতো দীর্ঘ পথে পরিকল্পনা করার যথেষ্ট সময় পাবে, ছোট্ট দিহানকে বাঁচানোর জন্য খুব বেশি সময় যে তার হাতে নেই।

হ্যা, ঠিক আছে। গভীর করে দম নিয়ে মনে মনে বললো সে। তারপরই বাইকটা নিয়ে ছুটে গেলো পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৯

এহ্সান চৌধুরি ড্রইংরুমের সোফায় বসে আছে। মাথাটা এলিয়ে দিয়ে সিলিংয়ের দিকে ফাঁকা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে অনেকক্ষণ ধরে। নীরবে অশ্রুপাত করছে সে। বার বার দিহানের মুখটা ভেসে উঠছে আর ভেতর থেকে কান্নার দলা বেরিয়ে আসছে বিনা বাধায়।

তার এতো আদরের মেয়েটা এখন একদল কুৎসিত আর জঘন্য লোকজনের হাতে বন্দী। ওরা দিহানের সাথে কেমন ব্যবহার করছে কে জানে। বাবা হিসেবে যে চিন্তাটা কোনোভাবেই ভাবনায় ঠাঁই দিতে চাচ্ছে না সেটাই যেনো বার বার ফিরে আসছে-টাকা দেবার পর দিহানকে ওরা ফেরত দেবে তো?

নীরব অশ্রুপাত এবার ফোপানিতে পরিণত হলো। কিছুক্ষণ এভাবে কেঁদে যাবার পর টের পেলো ফোন বাজছে। দিহান কিডন্যাপ হবার পর থেকেই এই ল্যান্ডফোনটার সামনে বসে থাকে সে। চোখ দুটো মুছে নিয়ে ফোনটা তুলে নিতে যাবে ঠিক তখনই টের পেলো কেউ তার কাঁধে হাত রেখেছে।

"এখন থেকে ওদের সাথে আমি কথা বলবো," বেশ দৃঢ়তার সাথে বললো তার স্ত্রী আনিকা। এহ্সান চৌধুরি কিছু বলতে পারলো না। চুপচাপ বসে রইলো সোফায়।

তার স্ত্রী, দিহানের মা ভীষণভাবে মুষড়ে পড়েছিলো মেয়ের অপহরণের পর থেকে, হঠাৎ তার মধ্যে যেনো বিরাট একটা পরিবর্তন এসে গেছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কান্নাকাটি করা, বার বার তার কাছে ছুটে এসে অবুঝের মতো বলা "আমার দিহানকে এনে দাও! যেভাবে পারো আমার কাছে এনে দাও!"-সবটাই যেনো উধাও হয়ে গেছে এখন।

শান্ত ভঙ্গিতে রিসিভারটা তুলে নিলো আনিকা। "বলুন।"

এহ্সান চৌধুরি চেয়ে রইলো স্ত্রীর দিকে। যা ভেবেছিলো তাই, অপহরণকারীদের কেউ ফোন করেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমি দিহানের মা।"

আনিকা তার স্বামীর দিকে তাকাচ্ছে না। তার দৃষ্টি ড্রইংরুমের বিশাল ফ্রেঞ্চ জানালার ওপাশে ছোট্ট বাগানের দিকে।

"ওর শরীর খুব খারাপ, প্রেসার হাই...ডাক্তার এসে ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে গেছে...যা বলার আমাকে বলুন।"

দিহানের বাবা মাথা নীচু করে মেঝের দিকে তাকালো এবার। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। বার বার শুধু মনে হচ্ছে এতো কিছু না ভেবে ওদেরকে মুক্তিপণের টাকা দিয়ে দিলেই বরং ভালো। দেরি করলে বিরাট সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।

"পুলিশ কেন এসেছে মানে?...আশ্চর্য, আমরা কেন ওদের ডাকবো?...ড্রাইভারের খুনের ব্যাপারে এসেছিলো.."

আনিকার ঝাঁঝালো কণ্ঠ শুনে আবার তাকালো তার দিকে। বাড়িতে যে পুলিশ এসেছিলো সে খবরও জেনে গেছে ঐ বদমাশগুলো। তার মানে বাড়ির আশেপাশে ওদের লোকজন আছে। *সর্বনাশ!*

"দিহানের বাবা তো বলেছেই, আমরা টাকা জোগার করার চেষ্টা করছি...এক কোটি টাকা কেউ বাড়িতে রাখে না...ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করুন।" কথাটা শেষ করে আনিকা ওপাশ থেকে কিছু শুনে গেলো। "যতো দ্রুত সম্ভব টাকা পেয়ে যাবেন...দয়া করে টাকা নিয়ে তাড়া দেবেন না..."

এহ্‌সান চৌধুরির বলতে ইচ্ছে করছিলো, ওদের সাথে এভাবে কথা না বলাই ভালো কিন্তু কিছুই বলতে পারলো না।

"আমি নিজে চেষ্টা করছি কতো দ্রুত টাকাটা দিয়ে দেয়া যায়...ঠিক আছে?" নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো আনিকা। অনেক কষ্টে নিজেকে দৃঢ় রাখতে হচ্ছে। "আমার মেয়েকে একটু দিন, কথা বলবো ওর সাথে...কি?...আশ্চর্য, একবার কথা বলেছি বলে আর বলতে পারবো না?...হুম..." ওপাশে থেকে কিছু শোনার পর চোখেমুখে কালো ছায়া নেমে এলো তার। "ঠিক আছে।"

রিসিভার রাখার শব্দে ফিরে তাকালো এহ্‌সান চৌধুরি। "দিহানের সাথে কথা বললে না যে?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোফায় বসে পড়লো আনিকা। "জানোয়ারটা বলছে ও নাকি অন্য জায়গা থেকে ফোন করেছে...পরে দিহানের সাথে কথা বলিয়ে দেবে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আর কি বললো?"

"এই তো, পুলিশ কেন এসেছিলো, ওরা কি কিডন্যাপের কথা জানতে পেরেছে, এইসব।"

"মনে হচ্ছে আমাদের বাড়ির সামনে ওদের লোকজন আছে," বললো দিহানের বাবা।

এর কোনো জবাব দিলো না আনিকা। তাকে দেখে মনে হলো কিছু একটা ভাবছে।

"আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না। এতো ঝামেলা না করে টাকাগুলো ওদের দিয়ে দিই, কি বলো?"

মাথা দোলালো দিহানের মা। "না।"

স্ত্রীর দৃঢ়তায় আবারো অবাক হলো সে। কোত্থেকে এরকম দৃঢ়তা পেলো এই মেয়েটি, ভেবে পেলো না। একটু আগেও ভীষণভাবে মুষড়ে পড়েছিলো। একেবারে ছেলেমানুষের মতো আচরণ করছিলো সে, অথচ আচমকাই যেনো তার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন চলে এসেছে। এতো বছর ধরে সংসার করার পরও নিজের স্ত্রীকে ঠিকমতো চিনতে পারে নি। সাধে কি আর বলে, নারীর মন দেবতারাও বুঝতে পারে না।

"তাহলে এখন কি করবো?"

এবার সরাসরি তাকালো স্বামীর চোখের দিকে। "তুমি কিচ্ছু করবে না...যা করার আমি করবো। আর এখন থেকে ওদের সাথে শুধু আমিই কথা বলবো।"

কথাটা বলেই উঠে দাঁড়ালো, কিছু একটা বলতে গিয়েও বললো না। সোজা চলে গেলো উপরতলায়।

এহ্‌সান চৌধুরি স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো হঠাৎ করে বদলে যাওয়া স্ত্রীর দিকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

অনেকদিন পর বাবলুকে দেখে খুশিই হলো গুটার সামাদ। সে অবশ্য জানতো না বাবলু 'কাজ' ছেড়ে দিয়েছিলো। ধারণা করেছিলো পুলিশি ঝামেলার কারণে আত্মগোপন করে আছে। আজকে হঠাৎ করে তার আগমন এবং অস্ত্র চাওয়ার কারণে কিছুটা অবাক হলেও বেশি অবাক হয়েছে ডাকাইত শফিকের মতো নিম্নমানের কোনো সন্ত্রাসীর খবর জানতে চাইছে বলে।

একেবারে ছিচকে এক সন্ত্রাসী এই ডাকাইত শফিক। বিক্রমপুর লাইনের কিছু লঞ্চ ডাকাতি করে অপরাধ জগতে হাতেখড়ি হয়। পরবর্তীতে ঢাকায় চলে এলে ছিনতাই, চাঁদাবাজির সাথে জড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় এক রাজনৈতিক নেতার ছত্রছায়ায় কিছুদিন কাজ করার পর নিজেই একটি বাহিনী গড়ে তোলে। অপরাধ জীবনের প্রথম দশ বছর সে বেশ কয়েকজন বড় বড় সন্ত্রাসীর সাথে কাজ করেছে। মাথামোটা, বদমেজাজি আর খুনখারাবিতে ওস্তাদ এই লোক। তার ডানহাত হিসেবে পরিচিত দুদু মামুই তাকে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে থাকে। ডাকাইত শফিক নিজে দুদু মিয়াকে মামু সম্বোধন করে তাই দলের সবাই তাকে দুদু মামু বলেই ডাকে। ইদানিং ব্ল্যাকরঞ্জুর কারণে চাঁদাবাজিতে কুলিয়ে উঠতে না পেরে ডাকাতি আর ফেন্সিডিলের ব্যবসায় মনোযোগ দিয়েছিলো। যদিও ব্ল্যাকরঞ্জু খুন হয়েছে বেশ কয়েক মাস আগে, ওর দলটাও ভেঙে গেছে, তারপরও ঢাকা শহরেরচাঁদাবাজি করার মতো লোকবল আর নেটওয়ার্ক এখনও গড়ে তুলতে পারে নি ডাকাইত।

"মজার ব্যাপার কি জানো," বললো গুটার সামাদ। বাবলু বসে আছে তার সামনে। চায়ে চুমুক দিচ্ছে সে। "ডাকাইত শফিক এক সময় ব্ল্যাকরঞ্জুর দলেও কাজ করেছে।"

কথাটা শুনে একটু অবাক হলো বাবলু। "তাই নাকি।" আর কিছু বললো না।

www.BanglaBook.org

"কিন্তু টিকতে পারে নি," চেয়ারে হেলান দিলো অস্ত্র ব্যবসায়ি। "স্বভাব খুবই খারাপ। একেবারে গ্রামেগঞ্জের ডাকাতদের মতো। তার বদমেজাজ স্বভাবের কারণে রঞ্জু তাকে দল থেকে বের করে দেয়।" শুটার সামাদ একটু থামলো, তারপর আস্তে করে জানতে চাইলো, "আচ্ছা, ঘটনাটা কি আমাকে বলা যাবে? যদিও আমি জানি তুমি এসব বিষয় নিয়ে কারো সাথে কথা বলো না।"

চায়ের কাপটা রেখে দিলো বাবলু। "ওরা আমার এক ঘনিষ্ঠ লোককে কিডন্যাপ করেছে," অবলীলায় বলে দিলো সে।

শুটার সামাদ মাথা নেড়ে সায় দিলো শুধু, নিজের বিস্মিত ভাবটা লুকানোর চেষ্টা করলো। সে জানে বাবলুর কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। ঘনিষ্ঠ বলতে যা বোঝায় সেরকম কোনো লোকের কথাও তার জানা নেই। বলতে গেলে এ দুনিয়ায় একদম একা সে। কাজও করে একা একা। অবশ্য অমূল্য বাবুর কথা তার জানা নেই।

"যতো দ্রুত সম্ভব ওর নাগাল পেতে হবে," বললো বাবলু। "আমার হাতে খুব বেশি সময় নেই।"

একটু ভাবলো সামাদ। "ডাকাইত শফিকের ব্যাপারে আমি যা জানি তা তো বললামই, এর বেশি কিছু জানি না। মানে, বর্তমানে কোথায় থাকে, কিভাবে কাজ করে, দলে কতোজন লোক আছে, কিচ্ছু জানি না।"

বাবলুও জানে কাজটা সহজ নয়। এসব সন্ত্রাসী কোথায় থাকে সেটা সবার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তাকে খুঁজে বের করাও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। সমস্যা হলো অতো সময় তার হাতে নেই।

"দুদু মামু আগে আমার কাছ থেকে অস্ত্র ভাড়া নিতো এখন আর নেয় না। মনে হয় ওদের ভাণ্ডারে ভালো অস্ত্রই আছে। তবে মাঝেমধ্যে গুলিটুলি কিনতে এলে একটু আধটু কথা হয়।"

বাবলু সিদ্ধান্ত নিলো, ঐ দুদু মামুই হবে তার প্রথম টার্গেট।

"মামুর বয়স হয়েছে, তিন-চারটা ছেলেমেয়ের বাপ। বড় মেয়েটা নাকি কলেজে পড়ে কিন্তু এখনও ডাকাইতের দলে কাজ করে। তার আসল ধান্দা ফেন্সিডিলের ব্যবসা।"

"সে কোথায় থাকে?" আস্তে করে জিজ্ঞেস করলো বাবলু।

"এখন কোথায় থাকে জানি না। আগে থাকতো স্বামীবাগে। হাতকাটা বুদ্দিনের সাথে ঝামেলা হবার পর অন্য কোথাও চলে গেছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই হাতকাটা বুদ্দিনকে বাবলু চেনে। স্বামীবাগ এলাকায় ফেন্সিডিলের ব্যবসায়ি। সন্ত্রাসী জীবনের শুরুতে বোমা বানাতে গিয়ে ডান হাতের কব্জি উড়ে গেছিলো।

"তার খোঁজ পাবো কিভাবে?"

বাবলুর কথায় চুপ মেরে গেলো শুটার সামাদ। বাবলুর ধারণা, শুটার সামাদ হয়তো ভাবছে তার কাছে দুদু মামুর খোঁজ দেয়া মানে ঐ লোকের মৃত্যুপরোয়ানা জারি করা।

"আমি জানি কোনো ক্লায়েন্টের ব্যাপারে কাউকে কোনো তথ্য দেন না কিন্তু আজকে আমি কাজের প্রয়োজনে এখানে আসি নি। আমি এসেছি ছয়-সাত বছরের একটি শিশুর জীবন বাঁচাতে।" এক দমে কথাগুলো বলে চুপ মেরে গেলো বাবলু।

ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো সামাদ। "শিশু?" আর কিছু বললো না।

মাথা নেড়ে সায় দিলো বাবলু। "ছয়-সাত বছরের একটি মেয়ে।"

"ওহ্," হামিদের বুকের ভেতর থেকে কথাটা বেরিয়ে এলো যেনো। তার নিজেরও ঠিক একই বয়সের কন্যাসন্তান রয়েছে।

"ঐ মেয়েটার সাথে আমার কি সম্পর্ক সেটা জিজ্ঞেস করবেন না, প্লিজ," বললো বাবলু।

আবারো মাথা নেড়ে সায় দিলো সামাদ। অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললো, "তুমি এখন মেয়েটাকে উদ্ধার করতে চাইছো ওদের হাত থেকে?"

"হুম।"

"কঠিন কাজ," বললো সাবেক শুটার। "মেয়েটাকে ওরা কোথায় আটকে রেখেছে কে জানে।"

"আমাকে আজ রাতের মধ্যেই সেটা জানতে হবে।"

"হায় হায়, বলো কি," শুটার সামাদের কপালে ভাঁজ পড়লো। "এতো তাড়াতাড়ি কিভাবে সম্ভব!"

"দেরি করলে ওরা মেয়েটাকে মেরে ফেলবে।" কথাটা বলতে একটু কষ্টই হলো তার।

স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো সামাদ। সেও জানে কিডন্যাপাররা আজকাল জিম্মিদের সাথে কি রকম ব্যবহার করে। "মেয়েটা যে এখনও বেঁচে আছে সে-ব্যাপারে কি তুমি নিশ্চিত?"

"হ্যা।" মেঘলাকে বাবলু যা যা করতে বলেছে তা যদি ঠিকমতো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতে পারে তাহলে ছোট্ট দিহান অন্তত আরো একটা দিন বেঁচে থাকবে

"মুক্তিপণের টাকা কবে চাইছে তারা?"

"আগামীকাল সকালের মধ্যে।"

আবারো চিন্তার ভাঁজ পড়লো গুটারের কপালে। "তাহলে তো হাতে একদম সময় নেই।"

আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিলো বাবলু।

"মেয়েটার বাবা-মা নিশ্চয় পুলিশকে জানায় নি?"

"পুলিশ এখনও কিচ্ছু জানে না।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

হোমিসাইডের কমিউনিকেশন্স রুমে বসে আছে জেফরি বেগ আর জামান। কিছুক্ষণ আগে এহ্‌সান চৌধুরির বাসার ল্যান্ডফোন ট্যাপ করে তারা মিসেস চৌধুরি আর অপহরণকারীদের কথাবার্তা শুনেছে। ইতিমধ্যে জামান অপহরণকারীদের সেলফোন নাম্বারটি ট্র্যাকডাউন করে জেনে গেছে কোত্থেকে কলটা করা হয়েছিলো।

অনেকক্ষণ ধরে ডেস্কের উপর পড়ে থাকা কফির মগটা তুলে নিলো জেফরি। আনমনে চুমুক দিতেই বুঝতে পারলো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মগটা নামিয়ে রেখে জামানের দিকে ফিরলো সে। ছেলেটা কাজ করে যাচ্ছে। যে কিডন্যাপার একটু আগে ফোন করেছিলো সে ঘটনাস্থলে নেই। কলটা করা হয়েছে চৌধুরি সাহেবের বাড়ির খুব কাছ থেকে। অপহরণকারীরা ঐ বাসার আশেপাশেই আছে! হয়তোপুলিশ কিংবা মেয়েটার বাবা-মায়ের গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখছে তারা।

"খুব সহজেই কিন্তু ওই ব্যাটাকে ধরা সম্ভব," তাকে চুপ থাকতে দেখে জামান বললো।

"না। ওকে ধরে লাভ হবে না।"

জেফরির এ কথায় জামান কিছুটা নিরাশ হলো। এমন সহজ সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হচ্ছে না। কিডন্যাপিং দলের একজনকে ধরলেই তো খোলাসা হয়ে যাবে সব। তারপর ঝটিকা অভিযান চালালেই সব ব্যাটাকে ধরে ফেলা যাবে, উদ্ধার করা যাবে মেয়েটাকেও।

"আমার ধারণা ওকে ধরলে কিডন্যাপাররা টের পেয়ে যাবে," আস্তে করে বললো জেফরি বেগ। যেনো সহকারীর মনোভাব বুঝতে পেরেছে। "আমরা অপেক্ষা করবো...মেয়েটার সাথে তার মায়ের কথা হলেই লোকেশনটা জানতে পারবো। মেয়েটার লোকেশন না জানা পর্যন্ত মুভ করা ঠিক হবে না।"

জামান বুঝতে পারলো তার বস্‌ একদম নিশ্চিত হতে চাইছে। একটি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শিশুর জীবন জড়িয়ে আছে এ ঘটনায়। তাই বাড়তি সতর্কতা নিচ্ছে।

"সম্ভবত কিডন্যাপাররা এমন একজনকে বাড়ির আশেপাশে রেখেছে, যে মেয়েটার অবস্থান সম্পর্কে কিছুই জানে না," বললো হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর। ইদানিং অনেকগুলো কিডন্যাপিং কেসে এরকম ঘটতে দেখা গেছে। কিডন্যাপাররা বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করছে আজকাল। হয়তো আগের চেয়ে অনেক বেশি স্মার্ট হয়ে গেছে তারা।

জামান মাথা নেড়ে সায় দিলো। হতে পারে। ওরা নিশ্চয় এতোটা বোকা নয়। এ কাজে এমন একজনকে নিয়োজিত করেছে যে ধরা পড়লেও তেমন কিছু জানাতে পারবে না।

"তাহলে আমরা অপেক্ষা করবো, স্যার?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি। "আশা করছি একটু পরই মেয়েটার সাথে তার মায়ের কথা হবে...হোপ ফর দি বেস্ট।"

নবাবপুরের আড়াইতলার একটি রুমে বসে আছে বাবলু আর ওটার সামাদ। একটু আগে তাদের কথাবার্তা মোড় নেয় ব্ল্যাকরঞ্জুর হত্যার ঘটনায়। যদিও গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য দিয়ে বাবলুকে তখন সাহায্য করেছিলো সামাদ, তাকে ফোন করে জানিয়েছিলো ব্ল্যাকরঞ্জু মরে নি, বেঁচে আছে; কোলকাতায় যাকে সে খুন করেছে সে অন্য কেউ, কিন্তু পুরো ঘটনাটি বিস্তারিত শোনা হয় নি তার। আজ সুযোগ পেয়ে অনেক কিছু জেনে নিলো। বাবলু অবশ্য বার বার হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলো। নষ্ট করার মতো সময় তার নেই। ব্যাপারটা ধরতে পেরে ওটার সামাদও আর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করলো না।

"এখন বলো আমি তোমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?" সরাসরি কাজের কথায় চলে এলো সে।

"দুদু মামুর খোঁজ কিভাবে পাবো?" বাবলু বললো।

ওটার সামাদ বন্ধ দরজার দিকে তাকালো তারপর বাবলুর দিকে ফিরে বললো, "একজন ফেন্সিডিলের ব্যবসায়িকে খুঁজে বের করাটা কঠিন কিছু হবে না। আমার ধারণা ওকে তুমি সহজেই পেয়ে যাবে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছে। বুঝতে পারলো দুদু মামু যেহেতু ওটার সামাদের ক্লায়েন্ট তাই নিজে তার খোঁজ দেবে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এটা তার নিজস্ব নিয়ম। তবে কিভাবে খোঁজ পাবে সেটা বুঝে গেলো বাবলু।

"তাহলে এখন কি করবে? জিনিস-টিনিস কিছু নেবে না?"

বাবলু জানে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো এখান থেকে দ্রুত নিয়ে নিতে হবে। একটু ভেবে বললো, "দুটো পিস্তল...একটা ভারি ক্যালিবারের, অন্যটা হালকা। প্রত্যেকটার জন্য বাড়তি ম্যাগাজিন লাগবে।"

"আমার মনে হয় অটোম্যাটিক নাইন এমএম আর পয়েন্ট টু ফাইভ হলেই ভালো হবে। ওগুলোর গুলি আমার স্টকে বেশি আছে। বাড়তি ম্যাগাজিনও আছে বেশ কয়েকটি...কয়টা দেবো?"

"প্রত্যেকটার জন্য তিনটা করে," বললো বাবলু।

"গুলি?"

"তিনটা ম্যাগাজিনে যে কয়টা লাগে।"

"আলগা গুলি নেবে না?"

"না।" বাবলুর ধারণা ম্যাগাজিনে গুলি লোড করার মতো সময় আর সে পাবে না। তিনটি ম্যাগাজিনই যথেষ্ট। কাজ হলে এতেই হবে নইলে শত রাউন্ড নিয়েও লাভ নেই।

"আমার মনে হয় তোমার আরেকটা জিনিস দরকার হবে।" কথাটা বলেই গুটার সামাদ মুচকি হাসলো।

"কি?"

"তোমার খুব প্রিয় জিনিস," রহস্য করলো অস্ত্র ব্যবসায়ি।

বাবলু বুঝতে পারলো না। অনেক জিনিসই তার প্রিয়, কোনটার কথা বলছে কে জানে।

"বুলেটপ্রুফ ভেস্ট," নিঃশব্দে হাসতে লাগলো সামাদ।

ও, মনে মনে বললো সে। দীর্ঘদিন এ লাইনে কাজ করে নি, তাই এটার কথা ভুলেই গেছিলো। "এরকম কিছু আছে নাকি?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সামাদ। "আছে। এবারেরটা আরো বেশি সফিসটিকেটেড। খুবই পাতলা। মেইড ইন জার্মানি। এসব জিনিস আমি যাকে তাকে ভাড়া দেই না।"

মুচকি হাসলো বাবলু। "তাহলে ওটা আমার লাগবে।"

"অবশ্যই লাগবে," বেশ জোর দিয়ে বললো সামাদ। "আচ্ছা, দুটো অস্ত্রের জন্যেই সাইলেন্সার লাগবে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"না," একটু ভেবে নিলো সে। "নাইন এমএমের জন্যে একটা সাইলেন্সার দিলেই হবে। টু ফাইভের জন্য লাগবে না।"

"ওকে।" শুটার সামাদ উঠে ভেতরের ঘরে চলে গেলো।

পেছন ফিরে বন্ধ দরজার দিকে তাকালো বাবলু। ভালো করেই জানে ওপাশে কেউ একজন আছে। তার ঠোঁটে এক চিলতে হাসি দেখা দিলো।

কিছুক্ষণ পর একটা বাক্স নিয়ে ফিরে এলো সামাদ। দুটো পিস্তল, ম্যাগাজিন আর বুলেটপ্রুফ ভেস্টটা বের করে বাবলুর সামনে রাখলো। "ম্যাগাজিনগুলো ফুল লোড করা আছে, চাইলে তুমি চেক করে দেখে নিতে পারো।"

বাবলু চেক না করেই চারটা ম্যাগাজিন পকেটে ভরে পিস্তল দুটো কোমরে গুঁজে নিলো। তারপর শার্ট খুলে বুলেটপ্রুফ ভেস্টটা পরে নিলো শুটার সামাদের সামনেই। পকেট থেকে টাকার বান্ডিল বের করে ডেস্কের উপর রাখলো সে। "ষাট হাজার আছে।"

সামাদ বান্ডিলটা নিয়ে ড্রয়ারে রেখে দিলো।

এবার অন্য পকেট থেকে কিছু ডলার বের করে সামাদের দিকে বাড়িয়ে দিলো বাবলু। দিল্লি থেকে দেশে ফেরার পর এগুলো আর ভাঙানো হয় নি। "তিন শ' ডলার আছে।"

একটু অবাক হয়ে ডলারগুলোর দিকে তাকালো শুটার।

"অনেকদিন ধরে আমার কাছে পড়ে আছে, কাজে লাগছে না। আপনি ভাঙিয়ে নিয়েন।"

ডলারগুলো হাতে নিয়ে সামাদ বললো, "এটার তো কোনো দরকার ছিলো না, পরে দিলেও চলতো।"

মুচকি হাসলো বাবলু। "বলা তো যায় না, হয়তো দেখা গেলো আমি আর ফিরে এলাম না!"

শুটার সামাদ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো তার দিকে। কথাটার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার চেয়ে বাস্তবতার উপলব্ধিই বেশি আছে বলে মনে হলো।

অবশ্য বাবলুও জানে না কেন তার মুখ দিয়ে কথাটা বের হয়ে গেলো। "আপনার কাছে আর ঋণী থাকতে চাই না।"

"ধুর, তুমি যে কী বলো না," কথাটা বলেই সামাদ হেসে ফেললো। "ঐসব থার্ডক্লাস ছ্যাচরদের সাফ করে সহিসালামতে ফিরে আসবে। শুধু একটু সাবধানে থাকতে হবে তোমাকে। আবেগের বশে কাজ কোরো না। এটা আমার অনুরোধ।"

মুচকি হাসলো বাবলু। পুরো ব্যাপারটাই তো আবেগের তোড়ে করছে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবেগ ছাড়া কেউ কি তার ভালোবাসার মানুষটির জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করে? তাও যদি সে মানুষটা তার হতো!

হাত বাড়িয়ে দিলো বাবলু।

"দাঁড়াও," সামাদ তার হাতটা না ধরে বাক্স থেকে একটা গ্রেনেডজাতীয় জিনিস বের করে আনলো।

অবাক চোখে জিনিসটার দিকে চেয়ে রইলো বাবলু।

"এটা কিন্তু গ্রেনেড না। একধরণের টিয়ারগ্যাস সেল...গ্রেনেডের মতো পিন খুলে ব্যবহার করা হয়।"

"এ জিনিস আপনি পেলেন কোথায়?"

এবার দাঁত বের করে হাসলো সামাদ। "পুলিশের এক লোকের কাছ থেকে কিনেছিলাম। সম্ভবত এরকম কিছু গ্যাস-গ্রেনেড স্যাম্পল হিসেবে তাদের কাছে ছিলো, ওখান থেকে একটা বেহাত হয়ে আমার কাছে চলে আসে।"

বাবলু জানে গুটার সামাদ অসৎ পুলিশদের কাছ থেকে জব্দ করা গুলি আর অস্ত্র কেনে।

"আমার কাছে যারা আসে তাদের তো এ জিনিসের দরকার পড়ে না। খালি খালি পড়ে ছিলো।"

আর কথা না বাড়িয়ে জিনিসটা পকেটে ভরে নিলো বাবলু।

"এর জন্য অবশ্য তোমাকে কোনো দাম দিতে হবে না," হেসে বললো সামাদ। "ওটা আমি গিফট হিসেবে দিলাম।"

"থ্যাঙ্কস ভাই," বললো বাবলু।

"আমার মনে হয় ওটার দরকার হবে তোমার।"

গুটার সামাদের সাথে হাত মিলিয়ে বেরিয়ে এলো সে। যেমনটি ভেবেছিলো, সিঁড়ির কাছে দেখা হয়ে গেলো বোবা ছেলেটার সাথে। সামাদের এই ভবনের সবকিছু দেখাশোনা করে এই ছেলে। বোমা বানাতে গিয়ে এক দুর্ঘটনায় তার ভোকাল কর্ড নষ্ট হয়ে গেলে চিরতরের জন্য বোবা হয়ে যায়। ছেলেটাকে খুব স্নেহ করে বাবলু। যখনই আসে বখশিস দেয়। ব্ল্যাকরঞ্জুর দলের নাগাল পেতে এই ছেলেটা বেশ সাহায্য করেছিলো। সম্ভবত আজকেও কিছু সাহায্য পাবে এর কাছ থেকে। একটু আগে কথা বলার সময় গুটার সামাদ সেটার ইঙ্গিত দিয়েছিলো তাকে।

পকেট থেকে দুটো এক হাজার টাকার নোট বের করে ছেলেটার হাতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধরিয়ে দিলে সে মুচকি হেসে একটা চিরকুট ধরিয়ে দিলো বাবলুর হাতে। চিরকুটটা পকেটে ভরে নেমে এলো আড়াইতলা থেকে।

একটু হেটে পকেট থেকে চিরকুটটা বের করে পড়লো :

মালিটোলার ফেলি পলাশের কাছে যান। মনিরের ক্যারামবোর্ডে পাবেন। আমার নাম বলবেন। দুদু মামু কোথায় আছে সে জানে।

চিরকুটটা পেয়ে বাবলুর মধ্যে একটু উত্তেজনা তৈরি হলো। ফুটপাতের একপাশে দাঁড় করানো বাইকটায় উঠে বসলো সে। ঠিক এভাবেই বোবা ছেলেটার কাছ থেকে ছোট্ট একটি সূত্র পেয়ে ব্ল্যাকরঞ্জুর দলের পেছনে লেগেছিলো সে। খুব দ্রুতই নাগাল পেয়ে গেছিলো শীর্ষসন্ত্রাসীর ঘনিষ্ঠজনদের। এবারও তাই হবে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলো, ঐ দুদু মামুকে খুব বেশি সময় দেবে না। তার কাছ থেকে খুব দ্রুত জেনে নেবে সব।

বাবলুর বাইকটা যানবাহনের ভীড়ের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটে চললো পরবর্তী গন্তব্যের দিকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

অন্ধকারে বসে আছে দিহান। ঘুমে ঢলে পড়ছে সে। আজ সকাল থেকেই ঘুমের মধ্যে আছে। এতো লম্বা সময় ধরে কখনও ঘুমায় নি। শরীরটা কেমন জানি করছে এখন। সে বুঝতে পারছে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। হৃদস্পন্দন যে একটু ধীরগতির হয়ে গেছে সেটা অবশ্য ধরতে পারছে না।

এক অজানা আশংকায় জোর করে জেগে থাকার চেষ্টা করছে ছোট্ট মেয়েটি। তার কোলে প্রিয় টেডিবিয়ারটা। বদমাশগুলো তাকে তুলে আনার সময় এটাকে আকড়ে ধরে রেখেছিলো বুকের কাছে। ড্রাইভার মামার খুন হবার দৃশ্যটা তার চোখে বার বার ভাসছে। ভয়ঙ্কর দেখতে এক লোক পিস্তল বের করে সোজা গুলি করে বসে বাতেন মামার মাথায়। তারপর তাকে পাজাকোলা করে তুলে নেয়া হয় কালো রঙের একটি মাইক্রোবাসে। একজন শক্ত করে তার মুখটা চেপে রেখেছিলো। কানে কানে ভয় জাগানিয়া কণ্ঠে বলেছিলো, একদম চুপ থাকতে। টু শব্দ করলে তাকেও মেরে ফেলা হবে। দিহান অবশ্য কোনো শব্দ করতে পারে নি। এতোটাই ভয় পেয়েছিলো যে নিঃশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছিলো। খারাপ লোকগুলো যা যা করতে বলেছে সে তা-ই করেছে। ওদের অবাধ্য হওয়ার কোনো চেষ্টাই করে নি। তারপরও সে ভয় পাচ্ছে এই লোকগুলো হয়তো তাকে মেরে ফেলবে।

কথাটা ভাবতেই হাত-পা কেঁপে উঠলো। সারাদিন সে কিছুই খায় নি কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, তার কোনো ক্ষিদেও নেই। শুধু গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। ভয়ে এতোটাই আড়ষ্ট হয়ে আছে যে একটু পানিও চাইছে না কারো কাছ থেকে। ঢোক গেলার মতো ক্ষমতাও নেই এখন। ঢোক গিলতে গেলে গলার ভেতরে জিভটা কেমন জানি আটকে আসে।

চারপাশে তাকানোর চেষ্টা করলো না দিহান। তার চোখ শক্ত করে কাপড় দিয়ে বাধা। তবে সে টের পাচ্ছে উঁচু একটা কিছুর উপরে বসে আছে। এখানে তাকে নিয়ে আসার সময় চোখ আর মুখ বাধা ছিলো। একটু

www.BanglaBook.org

আগে মুখের বাধন খুলে দিয়ে গেছে একজন। ধমকের সুরে শাসিয়ে দিয়ে বলেছে কোনো শব্দ না করতে। তারপর একটা ইনজেকশন দিয়েছে তাকে। ইনজেকশন খুব ভয় পায় দিহান, যতোবার আম্মু-আব্বু তাকে ইনজেকশন দিতে নিয়ে গেছে ততোবারই সে খুব কান্নাকাটি করেছে, কিন্তু আজ একটুও শব্দ করে নি। এই লোকগুলো তো ডাক্তার না তবুও কেন তাকে ইনজেকশন দিলো?

ছোট্ট দিহান এই প্রশ্নের জবাব জানে না। এক অজানা আশংকায় কেঁপে উঠলো। ঐ বদমাশগুলো হয়তো তাকেও মেরে ফেলবে!

দিহান বুঝতে পারছে সে এমন একটা ঘরে আছে যেখানে কোনো দরজা নেই। দরজা খোলা কিংবা বন্ধ করার কোনো শব্দ শুনতে পায় নি। আরো বুঝতে পারছে তার পেছনে আস্তরবিহীণ একটি ইটের দেয়াল রয়েছে। জোর করে জেগে থাকার চেষ্টা করলো। তার ধারণা ঘুমিয়ে পড়লেই সে মারা যাবে।

টেডিবিয়ারটা বুকের সাথে চেপে ধরে ফোপানো কান্না দমিয়ে রাখলো সে। বিড়বিড় করে বললো, "মন্টি, কেঁদো না। তোমাকে ওরা কিচ্ছু করতে পারবে না! আমি আছি না!"

মালিটোলার একটি সংকীর্ণ গলিতে ঢুকলো বাবলু। এখানে ঢুকতেই দেখতে পেলো একটা চুল কাটার সেলুন। এই এলাকায় মনির নামে কেউ যদি ক্যারামবোর্ড ভাড়া দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে তো সেলুনের নাপিতের কাছ থেকে সেটা জানা যাবে খুব সহজেই।

তাই হলো। অল্পবয়সী এক নাপিত বয়স্ক একজনের আধো কাঁচা-পাকা চুলে কলপ লাগাচ্ছে। বাবলুকে দেখে একগাল হেসে ইশারা করলো পাশের চেয়ারে বসে পড়তে।

"এই তো হয়া গেছে...একটু বহেন," বললো সে।

কিন্তু বাবলু চেয়ারে না বসে নাপিতের কাছে জানতে চাইলো মনিরের ক্যারামবোর্ডটা কোথায়।

অল্পবয়সী নাপিত একটু হতাশ হলো। তার দিকে না তাকিয়ে কিছুটা বিরক্ত হয়েই বলে দিলো, একটু সামনে গিয়ে ডাইনে মোড় নিলেই পেয়ে যাবে মনিরের ক্যারামবোর্ড।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাইক নিয়ে সংকীর্ণ গলি দিয়ে কিছুটা পথ এগোবার পর ডান দিকে মোড় নিতেই দেখতে পেলো পাঁচ-ছয়জন লোক জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা বড়সড় ক্যারামবোর্ড ঘিরে। জটলার দিকে এগিয়ে গেলো বাবলু। এক পাশে বাইকটা রেখে নেমে গেলো সে। যে লোকগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে তারা লম্বায় বাবলুর চেয়ে খাটো, খুব সহজেই তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলো লুঙ্গি পরা দু'জন ক্যারাম খেলছে। একজনের মুখে সিগারেট। ঠোঁটের এককোণে চেপে রেখে সমানে গুটি ফেলে যাচ্ছে এক এক করে। মনে হচ্ছে বোর্ডের সবগুলো গুটিই সে ফেলে দেবে এক দানে। লোকটার খেলার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় দিনরাত এই ক্যারাম নিয়েই পড়ে থাকে। দু'হাতে বোর্ডের উপর মাখানো বোরিক পাউডার লেগে আছে। ঠোঁটে চেপেই সিগারেট টেনে যাচ্ছে সে।

বাবলুকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। নিমেষে সবগুলো গুটি ফেলে দিয়ে সিগারেটে লম্বা টান মারলো। তার প্রতিপক্ষ দারুণ হতাশ হয়ে বোর্ডে গুটি সাজাতে শুরু করলো আবার।

খেলা শেষ হবার আগেই বাবলু জেনে গেছে এই পাকা খেলোয়াড়টিই হলো ফেন্সি পলাশ। তার চারপাশে জড়ো হয়ে থাকা দুএকজন এ নামেই তাকে সম্বোধন করছিলো, বাহ্বা দিচ্ছিলো।

বাবলু তার কাছে এসে বললো, "আপনার নাম কি পলাশ?"

ভড়কে গেলো ক্যারাম খেলোয়াড়। এতোক্ষণ বাবলুকে সে খেয়ালই করে নি। যখন খেয়াল করলো তখন বাবলু ঠিক তার বাম দিক ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে।

"আ-আপনে?..."

বাবলু আর কথা না বলে বোবার কথা বললো। হাফ ছেড়ে বাঁচলো ফেন্সি ব্যবসায়ি।

"আরে মিয়া, আমি তো ডরায়া গেছিলাম," বলেই সিগারেটটা ফেলে দিলো পলাশ। "আপনেরে দেইহা তো ভাবতাছিলাম ডিবি'র লোক কিনা।" দাঁত বের করে হেসে বললো, "লোকাল থানা আমার ম্যানেজ করা আছে মাগার ডিবি হালার পোলারা মাজেমইদ্যে জ্বালায়া খায়।" একটু থেমে প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড়কে ইশারা করলো সে। "ওই, তরা খ্যালতে থাক...আমি আইতাছি।"

বাবলুকে নিয়ে একটা চিপা গলিতে ঢুকলো সে। একেবারে নিরিবিলি।

গলিটা বড়জোর চার-পাঁচ ফুট চওড়া হবে। একপাশে সরু ড্রেন চলে গেছে। ওখানে মাঝবয়সী এক লোক লুঙ্গি তুলে হাটু ভাঁজ করে প্রশ্রাব করছে।

লোকটার দিকে বিরক্ত হয়ে তাকিয়ে গজগজ করতে করতে বললো ফেন্সি পলাশ, "ওই মিয়া, আর জায়গা পান না...গল্লিটারে তো পায়খানা বানায়া ফালাইছেন।"

লোকটা তার আকামের মাঝখানে উঠে কাচুমাচু খেয়ে চলে গেলো গলির ভেতরে।

"এইবার কন, কামটা কি?"

বাবলু আস্তে করে বললো, "আমি দুদু মামুকে খুঁজছি।"

একটু অবাক চোখে তাকালো বাবলুর দিকে। আপাদমস্তক আরেকবার দেখে নিলো তাকে। "তারে খুঁজতাছেন ক্যান?"

"আছে একটা দরকার," কথাটা বলেই পাঁচ শ' টাকার একটি নোট বাড়িয়ে দিলো পলাশের দিকে।

নোটটা হাতে নিলো না ফেন্সিডিল ব্যবসায়ি। তার দিকে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। "আপনে কোন্ লাইনের লোক বুঝবার পারতাছি না।"

"আপনার অতো কিছু বোঝার দরকার নেই। শুধু বলেন দুদু মামুকে কোথায় পাওয়া যাবে," বাবলু বেশ কাটাকাটাভাবে বললো।

"অই মিয়া, আমারে কি ইনফরমার মনে অয় নি?" চটে গেলো পলাশ। "চিপার মইদ্যে নিয়া একটা নোট দিয়া কইবেন দুদু মামু কই আর আমি তোতাপাখির মতো কইয়া দিমু?"

পাঁচ শ' টাকার নোটটা পকেটে রেখে দিলো বাবলু। "তাহলে আমাকে কি করতে হবে?" শান্তভঙ্গিতে বললো সে।

"আপনেরে কইতে অইবো দুদু মামুর লগে আপনের কারবারটা কি...ঘটনা যাইহোক, কইতে অইবো। আমি কুনো রাস্তার পোলাপান না। একটা নোট ধরাইয়া কইবেন আর আমি তোতা পাখির মতো কইতে লাগুম, অ্যা?" তিক্তমুখ করে বললো সে। "আপনে যদি আমারে বিশ্বাস করবার না পারেন তো ফোটেন।"

ফেন্সি পলাশের কথা শেষ হলে বাবলু মুচকি হাসি দিলো। ছেলেটাকে খুব ভালোভাবে বিচার না করেই টাকা দেয়াটা ঠিক হয় নি। যাইহোক, সে এবার অন্য পথে এগোলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"বিশ্বাস না করলে তো আর আপনার কাছে আসতাম না। বোবাও আপনার কাছে আমাকে পাঠাতো না..."

"ওইটা ঠিকই কইছেন, মাগার আপনেরে কইতে অইবো কামটা কি।" নাছোড়বান্দা পলাশ।

একটু চুপ থেকে আস্তে করে বললো বাবলু, "দুদু মামু আমার এক ঘনিষ্ঠ লোকের সাথে খুব খারাপ কাজ করেছে।"

"ঐ হালায় খারাপ কাম করবো না তো ক্যাঠায় করবো?" বাঁকা হাসি দিলো পলাশ। "ইবলিশের ছোটো ভাই খান্নাসৃরে চিনেন?" বাবলু মাথা দোলালো। সে খান্নাস চেনে না। "ঐ হালার বুইড়ারে দেখলে খান্নাস কারে কয় বুঝবার পারবেন। বয়স অইতাছে মাগার আকাম-কুকাম ছাড়ে না। হালায় তো সন্ত্রাসী বানাইবার কারখানা! কব্বরে যাওনের আগে শয়তানি ছাড়বোও না মনে অয়।"

"চিন্তার কোনো কারণ নেই," বললো বাবলু। "খুব জলদি সে কবরে চলে যাবে।"

কথাটা শুনে পলাশ চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। "লগে মাল-টাল কিছু আছে নি?" তর্জনী দিয়ে পিস্তলের ট্রিগার টেপার ভঙ্গি করলো সে। মাথা নেড়ে সায় দিলো বাবলু। "তাইলে সোজা চইলা যান দক্ষিণ মুসুন্দি...বড় মসজিদের উল্টা দিকে যে মুদি দোকানটা আছে, ওইটার পিছনে একটা লাল রঙের তিনতলা দালানের উপরে থাকে। একলাই থাকে। কোনো সমস্যা নাই। এহন মনে অয় ঘুমাইতাছে। সারা রাইত মাল টানে আর জুয়া খেলে।"

হাত বাড়িয়ে দিলো বাবলু। "অনেক উপকার করলেন, ভাই।"

ফেন্সি পলাশ তার হাতটা ধরলো। "সাবধানে থাইকেন। বুইড়া অইলেও জিনিস কিন্তু কড়া।"

মুচকি হেসে বাবলু গলি থেকে বেরিয়ে এসে বাইকে চড়ে বসলো। তার গন্তব্য এখন খুব কাছের একটি মহল্লা দক্ষিণ মৈষণ্ডি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৩

কমিউনিকেশন্স রুমে বসে আছে জেফরি বেগ। তার মেজাজ খারাপ। একটু আগে রেবা ফোন করেছিলো। দেখা করতে চায়, কিন্তু পরিস্থিতি এমনই যে রুম থেকে বের হতে পারছে না। যে-কোনো মুহূর্তে টেলিফোনে অপহরণকারীদের হাতে জিম্মি হওয়া বাচ্চা মেয়েটির সাথে তার মায়ের কথা হবে। সেই ফোনটার জন্যেই জেফরির যতো অপেক্ষা। ফোনটা আসামাত্র কাজে নেমে যেতে পারবে তারা।

রেবাকে পুরো ব্যাপারটি খুলে বলে নি, শুধু বলেছে জরুরি একটা কাজে আটকে গেছে। সম্ভবত আজ দেখা হচ্ছে না। এ কথা শুনেই ফোন রেখে দেয় রেবা। এরপর জেফরি কয়েকবার কল করেছে কিন্তু ফোন ধরে নি। একটা মেসেজও প্যাঠিয়েছে, তারও কোনো জবাব পায় নি। এদিকে অপহরণকারীরাও ফোন করছে না। নিষ্ফল একটা মুহূর্ত কাটছে। কিছুই করার নেই। না পারছে রেবার সাথে দেখা করতে না পারছে নতুন কোনো পদক্ষেপ নিতে। চুপচাপ কমিউনিকেশন্স রুমে বসে মগের পর মগ কফি খেতে কতোক্ষণই বা ভালো লাগে। কড়া কফির কারণে মুখটাও বিস্বাদ হয়ে গেছে এরইমধ্যে।

তার সহকারী জামান মোবাইলফোনে গেম খেলে সময় পার করছে। জেফরি জানে রেবার সাথে একটু আগে যে মনোমালিন্য হয়েছে সেটা আঁচ করতে পেরেছে সে।

"স্যার?"

জামানের কথায় মুখ তুলে তাকালো জেফরি বেগ।

"মনে হচ্ছে ওরা এতো তাড়াতাড়ি ফোন করবে না।"

জেফরি কিছু বললো না। সহকারীর আসল কথাটার জন্য অপেক্ষা করলো।

"এই ফাঁকে আপনি বাইরে থেকে ঘুরে আসতে পারেন, আমি তো এখানে আছিই, নতুন কোনো আপগ্রেড পেলে আপনাকে ফোনে জানিয়ে দেবো?"

ছেলেটা মন্দ বলে নি, মনে মনে বললো জেফরি। এখানে বসে থাকতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকতে একঘেয়েমিতে আক্রান্ত হয়ে গেছে। বাইরে থেকে একটু ঘুরে এলে ভালোই হয়, রেবার অভিমানও ভাঙানোর সুযোগ পাওয়া যাবে। মেয়েটা নিশ্চয় মন খারাপ করে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে শুয়ে আছে।

তাছাড়া জেফরিরও মনে হচ্ছে অপহরণকারীরা এতো ঘনঘন ফোন করবে না। যদি করেও জামান সেটা মনিটর করবে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানতে পেলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেবে। ঠিক করলো, বাসায় গিয়ে শাওয়ার নেবে তারপর রেবাকে নিয়ে একটু ঘুরে বেড়াবে কাছে কোথাও।

জামানকে রেখে চুপচাপ রুম থেকে বের হয়ে গেলো সে।

দক্ষিণ মৈষণ্ডির চিপা গলিতে বাইক নিয়ে ঢুকে পড়লো বাবলু। সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে গলিগুলো। কিছু কিছু গলি এতোটাই সরু যে বাইক নিয়ে ঢোকাও মুশকিল। বাবলু এসব অলি-গলি ভালো করেই চেনে। তার আন্ডারওয়ার্ল্ডের জীবনের পুরোটা সময় এসব এলাকায়ই কেটেছে। আজ অনেকদিন পর এলেও সবকিছু আগের মতো চেনা চেনাই মনে হলো তার কাছে। সে জানে ফেন্সি পলাশ যে মসজিদের কথা বলেছে সেটা কোথায়। তিন-চারটা গলি পেরিয়ে চলে এলো মসজিদের সামনে।

মসজিদের উল্টো দিকে মুদির দোকানটা চোখে পড়লো। বাইকটা রাখলো দোকানের পাশে। মাঝবয়সি দোকানি এক কাস্টমারকে পেঁয়াজ মেপে দিচ্ছে। বাবলু গিয়ে দাঁড়ালো তার দোকানের সামনে।

"একটা হাফ লিটারের স্প্রাইট আর এক প্যাকেট বেনসন সিগারেট দিন," বললো সে।

ক্রেতার কাছ থেকে পেঁয়াজের দাম নিয়ে বাবলুর দিকে একটা স্প্রাইট আর বেনসনের প্যাকেট বাড়িয়ে দিলো মুদি।

স্প্রাইটটার মুখ খুলে এক ঢোক পান করলো সে। এই দুটো জিনিস কিনেছে যাতে করে মহল্লার লোকজনের কাছে তাকে বহিরাগত বলে মনে না হয়। বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কোল্ডড্রিঙ্কস খেতে খেতে বাড়ি ফিরছে একজন–দৃশ্যটা এমন ধারণা দেবে যে, বাবলু এই মহল্লারই কোনো বাসিন্দা। সেই সাথে দোকানির সাথে একটু আলাপ জমিয়ে তথ্য জানার সুযোগও পাওয়া যেতে পারে। বাবলু মনে করছে এই মুদির কাছ থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছু জানা গেলেও জানা যেতে পারে।

"আর কিছু লাগবো?" দোকানি জানতে চাইলো।

পকেটে বেনসনের প্যাকেটটা রেখে এক হাজার টাকার নোট বের করে দিলো সে।

"ভাঙতি নাই?" বললো দোকানি।

মাথা দুলিয়ে জবাব দিলো। তার কাছে কোনো ভাঙতি নেই। "সমস্যা নেই। আপনি টাকাটা রাখেন, একটু পরে দিলেও হবে। আমি দুদু মামুর বাসায় যাচ্ছি। ফেরার সময় ভাঙতি নিয়ে যাবো, ঠিক আছে?"

"আচ্ছা," বলেই দোকানি টাকাটা রেখে দিলো।

"মামু তো বাড়িতেই আছে, না?" আরেক ঢোক স্প্রাইট খেয়ে বললো সে।

"হ...মনে হয় ঘুমাইতাছে।"

যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো দুদু মামু বাসায় আছে। "মামু কি সব সময় এতো দেরি করে ঘুম থেকে উঠে?" ক্যানটার মুখ লাগাতে লাগাতে বললো বাবলু।

"না, মাজেমইদ্যে সকালেও উঠে। কামকুম থাকলে আর কি।"

"ঠিক আছে, এইটা একটু দেখে রাখবেন," বাইকটা দেখিয়ে বললো। "দুদু মামুর ওখানে তো কেউ নেই, থাকলে একজনকে পাঠাতাম এটা দেখে রাখার জন্য।"

"সমস্যা নাই, আপনে যান," বললো দোকানি।

বাবলু স্প্রাইটের ক্যানটা হাতে নিয়ে সোজা চলে গেলো দোকানের পাশ দিয়ে যে সরু গলিটা চলে গেছে সেখানে। গলিটা লম্বায় একশ' ফুটের মতো হবে। দু'পাশে বেশ কয়েকটি একতলা-দোতলা বাড়ি। তবে শেষ মাথায় যে বাড়িটা আছে সেটা তিনতলা এবং লাল রঙের। এটার কথাই ফেন্সি পলাশ তাকে বলেছে।

পুরনো ঢাকার বেশিরভাগ বাড়ির মতো এই বাড়ির সদর দরজাটাও খোলা, পাহারা দেবার জন্য কেউ নেই। বিনা বাধায় সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলো সে। তিনতলায় থাকে দুদু মামু। কিন্তু কোন্ পাশের ঘরে থাকে সেটা ফেন্সি পলাশও জানে না। জানলে তাকে বলতো। এটা অবশ্য বড় কোনো সমস্যা নয়।

তিনতলায় উঠে দেখতে পেলো ডানে-বামে দুটো দরজা। একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খোলা, আরেকটা বন্ধ। সময় নষ্ট না করে ডান দিকের বন্ধ দরজায় টোকা মারলো সে।

ভেতর থেকে বয়স্ক একটা কণ্ঠ জবাব দিলো "ক্যাঠা রে?"

বাবলু আবারো টোকা দিলো।

সশব্দে দরজাটা খুলে গেলে লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরা মাঝবয়সি এক লোককে দেখা গেলো।

দুদু *মামু?* সম্ভবত। তবে নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। "স্লামালেকুম," বললো বাবলু। এক পলকে ভেতরের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো আর কেউ নেই। তাহলে এটাই দুদু *মামু!*

"ওয়ালাইকুম..." মাঝবয়সি লোকটা তার দিকে ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো। চোখেমুখে সন্দেহ। বাবলুকে পরখ করে নিচ্ছে দ্রুত।

"সালাম মিস্ত্রিকে চাচ্ছিলাম, উনি কি–"

বাবলুর কথার মাঝখানে বাজখাই গলায় বলে উঠলো স্যান্ডো গেঞ্জি আর লুঙ্গি, "এইহানে কুনো সালাম মিস্ত্রি থাহে না।"

অবশ্যই থাকে না! মনে মনে বললো সে। "কিন্তু নীচের মুদি দোকানদার যে বললো তিনতলার ডান দিকের–"

আবারো কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠলো সম্ভাব্য দুদু মামু, "ওই মুদি হালায় এইটা কইছে নি?" মাথা নেড়ে সায় দিলো বাবলু। "চুদানিমাগির পুতের খায়াদায়া আর কাম নাই...মাইনষেরে উল্টাপাল্টা ঠিকানা দেয়।"

"তাহলে সালাম মিস্ত্রি এখানে থাকে না?"

"কইলাম না থাহে না," যারপরনাই বিরক্ত মাঝবয়সি খিটখিটে মেজাজের লোকটা।

"মুদি হয়তো ভুলে ডান দিকের ঘরের কথা বলেছে," একটু হেসে বললো সে।

"ঐ হালারপুতে আফনেরে পুরাটাই ভুল ঠিহানা দিছে...এইহানে সালাম মিস্ত্রি বইলা কেউ থাহে না।"

"সরি, আপনাকে ডিস্টার্ব করলাম।"

আর কোনো কথা না বলে বিরক্ত হয়ে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিলো মাঝবয়সি লোকটি।

বাবলু চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। স্প্রাইটের ক্যানটা দরজার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাশে রেখে চারপাশটা একটু দেখে নিলো। তারপর কোমর থেকে নাইন এমএম-এর সাইলেন্সার পিস্তলটা বের করে আবারো দরজায় টোকা মারলো সে।

"আবার ক্যাঠা?" বাজখাই গলাটা বলে উঠলো ভেতর থেকে।

কোনো জবাব না দিয়ে টোকা মারলো আবার।

ধপাস করে দরজাটা খুলে গেলো এবার। চোখেমুখে প্রচণ্ড ক্রোধ নিয়ে বাবলুর দিকে তাকাতেই জমে গেলো লোকটা। তার কপাল বরাবর পিস্তল তাক্ করে রাখা।

"দুদু মামু, কোনো আওয়াজ করবেন না," শান্তকণ্ঠে বললো বাবলু।

লোকটা এক পা পিছু হটে গেলে আস্তে করে দরজার ভেতরে ঢুকে পড়লো বাবলু। চোখ সরালো না তার দিক থেকে, একহাতে দরজাটা বন্ধ করে দিলো এবার।

"আপনে ক্যাঠা?" শান্তকণ্ঠেই বললো মামু। মনে হচ্ছে যথেষ্ট ভয় পেয়ে গেছে।

বাবলু ঘরের ভেতরটা চকিতে দেখে নিলো। একটা আমকাঠের খাট, আলমিরা, কাপড় রাখার আলনা আর মাঝারি সাইজের রেফ্রিজারেটর ছাড়া আর কিছু নেই। ঘরটার আয়তন বড়জোর বারো বাই পনেরো ফিট হবে। ডান দিকে একটা অ্যাটাচড বাথরুমের দরজা দেখতে পেলো।

দুদু মামুর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে খাটের উপর বসতে ইশারা করলো তাকে। চুপচাপ বসে পড়লো ডাকাইত শফিকের মন্ত্রণাদাতা। বাবলুর পিস্তলের সাইলেন্সারের দিকে চেয়ে আছে সে। এরকম জিনিস জীবনে দেখে নি।

"আমি যা জানতে চাইবো সত্যি সত্যি বলবি, নষ্ট করার মতো সময় আমার হাতে নেই," কথাটা বলেই পিস্তলের নল ঠেকালো মামুর কপালে। "এটা দিয়ে গুলি করলে কোনো শব্দ হয় না। বুঝলি?"

মামু কিছু বললো না, শুধু ঢোক গিললো।

"মেয়েটাকে কোথায় আটকে রেখেছিস?"

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো দুদু মামু, তারপরই ভুরু কুচকে ফেললো সে।

" 'আমি কিছু জানি না,' 'ডাকাইতকে চিনি না'...এরকম কথা বলবি না।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ডাকাইতরে চিনি না হেইটা আমি কমু না, কিন্তু মাইয়াটার ব্যাপার বুঝলাম না?" ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো মামু।

"ছয়-সাত বছরের একটা মেয়ে, ডাকাইতের লোকজন তাকে কিডন্যাপ করেছে।"

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো মামু। "ডাকাইত হেরে কিডন্যাপ করছে!?" চোখেমুখে অবিশ্বাস।

মাথা নেড়ে সায় দিলো বাবলু।

"কি কন! এইটা কেমনে সম্ভব!" বেশ জোর দিয়ে বললো এবার।

"কেমনে সম্ভব মানে?" চোখমুখ কুচকে জানতে চাইলো সে। বাম হাতে মামুর চুলের মুঠি ধরে কানে নল ঠেকালো। "আমি তো বলেছি, আমার হাতে বেশি সময় নেই। ডাকাইতকে বাঁচানোর চেষ্টা করবি না। কোনো লাভ হবে না। যেভাবেই হোক ডাকাইতকে আমি চাই।"

দু'পাশে মাথা দোলালো মামু। তার ঠোঁটে বাঁকা হাসি। "আপনে ডাকাইতরে চাইতাছেন?"

বাবলু কিছু বললো না। স্থিরচোখে চেয়ে রইলো শুধু।

"এটটু দেরি কইরা ফালাইছেন, ভাইজান।"

"কি!"

দুদু মামুর ঠোঁটে দুর্বোধ্য হাসি দেখা দিলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

সকাল থেকে যে মানসিক চাপ শুরু হয়েছে সেটা আর সহ্য করতে পারলো না এহ্‌সান চৌধুরি। উপরতলায় নিজের একটি ছোট্ট বার আছে। এমন নয় যে নিয়মিত মদ্যপান করা তার স্বভাব, এ কাজটা সে খুব কমই করে, তবে তার ব্যবসায়িক জগতে যেসব বন্ধুবান্ধব রয়েছে তাদের জন্যে বাড়িতে এরকম আপ্যায়নের ব্যবস্থা রাখতেই হয়।

বারের রেফ্রিজারেটর খুলে জ্যাক ড্যানিয়েলের বোতলটা বের করে নিলো। গ্লাস নিয়ে কিছুটা ঢালতেই টের পেলো কেউ তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘুরে তাকানোর আগেই কণ্ঠটা শুনতে পেলো সে।

"আমার জন্যেও একটু দিও," তার স্ত্রী আনিকা বলে উঠলো দরজার সামনে থেকে।

হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলো এহ্‌সান চৌধুরি। অন্যসব ধনী পরিবারের মেয়েদের মতো তার স্ত্রীর মদ্যপানের অভ্যাস নেই। কখনও এ জিনিস ছুঁয়েও দেখে না সে, তবে স্বামীকে পানাহারের ব্যাপারে বাধাও দেয় না। বিয়ের পর ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছে। এই মেনে নেয়ার পেছনে তার পারিবারিক মূল্যবোধও কিছুটা কাজ করেছে–আনিকার বাবা আর ভায়েরা বাড়িতে পানাহার করে।

বিস্মিত হলেও চুপচাপ আরেকটা গ্লাস নিয়ে কিছুটা মদ ঢেলে দিলো এহ্‌সান। "র খেতে পারবে?" জিজ্ঞেস করলো স্ত্রীকে।

এখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আনিকা, কোনো কথা না বলে গ্লাসটা হাতে নিয়ে চলে গেলো ঘরের এককোনে সোফার দিকে।

"কখনও খাও নি তো তাই বলছিলাম একটু সফট ড্রিঙ্ক মিশিয়ে দিলে ভালো হতো," নিজের গ্লাসটা নিয়ে স্ত্রীর পাশে এসে বসলো এহ্‌সান।

এক ঢোকে মদটুকু পান করে চোখমুখ বিকৃত করে ফেললো আনিকা।

এহ্‌সান চৌধুরি অবাক হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলো। এতোদিন যে মেয়েটাকে চিনতো সে উধাও হয়ে গেছে। এখন তার সামনে যে বসে আছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে যেনো অন্য কেউ। গ্লাসে একটা ছোটো চুমুক দিলো সে। আনিকা এখনও তেতো স্বাদটা হজম করতে পারছে না। চোখমুখ কেমন কুঁচকে আছে তিক্ততায়।

"খারাপ লাগছে?" জিজ্ঞেস করলো দিহানের বাবা।

মাথা দোলালো দিহানের মা।

"তোমাকে একটা কথা বলি?"

"বলো," নিস্পৃহ গলায় বললো আনিকা।

"ঝামেলা না করে টাকাগুলো ওদের দিয়ে দেই..."

চোখ বন্ধ করে মাথা দোলালো আবার। "টাকা দিলে আমি আমার মেয়েকে ফেরত পাবো না।"

হা করে চেয়ে রইলো এহ্সান। "তাহলে কী করবো?" অসহায়ের মতো বললো সে। "পুলিশকেও বলতে পারছি না, আমরাও কিছু করছি না...আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না। এ ঘটনার শেষ কিভাবে হবে?"

স্বামীর দিকে স্থিরচোখে তাকালো সে। "আমার মেয়েকে ফিরে পাবার জন্য যা করার দরকার সবই আমি করবো।"

স্ত্রীর এমন দৃঢ়তায় মুগ্ধ না হয়ে আশ্বস্ত না হয়ে এহ্সান চৌধুরি বরং আরো বেশি বিস্মিত হলো। "ঠিক আছে," সায় দিয়ে বললো সে। "যা করার করো কিন্তু কি করছো সেটা আমাকে বলবে না?"

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো আনিকার ভেতর থেকে।

"ওরা কি বলেছে মনে আছে?...পুলিশ জেনে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

আনিকা বুঝতে পারলো এহ্সান কেন এ কথা বলছে। তার আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে পুলিশের অনেক বড় কর্তা রয়েছে। তার এক ফুপা বর্তমানে ডিআইজি হিসেবে কর্মরত। এক চাচাতো ভাই পুলিশ সুপার। সে হয়তো মনে করছে আনিকা গোপনে ওদের কারো সাথে যোগাযোগ করছে।

"ওরা যেভাবে সব কিছু জেনে যাচ্ছে...বুঝতেই পারছো, যদি টের পেয়ে যায় আমরা পুলিশকে সব জানিয়ে–"

"পুলিশ কিছু জানে না, জানবেও না," স্বামীর কথার মাঝখানে বলে উঠলো আনিকা।

কিছু একটা বলতে যাবে এহ্সান চৌধুরি অমনি ইন্টারকমটা বেজে উঠলো। বারের এককোণে গিয়ে সেটার রিসিভার তুলে নিলো সে। ওপাশ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে কিছুক্ষণ শুনে গেলো। "হ্যা...একটু ধরো," বলেই আনিকার দিকে তাকালো। একদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে আছে সে। রিসিভারে হাতচাপা দিয়ে বললো এহ্সান, "সবুজ বলছে, ওরা ফোন করেছে।"

সবুজ ওদের বাড়ির কাজের লোক।

"লাইনটা উপরে দিতে বলো সবুজকে," কথাটা বলেই আনিকা সোফার পাশে সাইডটেবিলের উপর রাখা ফোনটার দিকে তাকালো।

এহ্সান কথাটা সবুজকে বলে দেবার কয়েক সেকেন্ড পরই ফোনের রিং হতেই আনিকা রিসিভারটা তুলে নিলো।

"হ্যালো?" আনিকা ওপাশের কথা শুনে গেলো।

"আমি মিথ্যে বলি নি..." স্বামীর দিকে তাকালো সে। এখন দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে।

"বললাম তো মিথ্যে বলি নি...হ্যা...শুনুন, আপনাদের দরকার টাকা। সেটা আপনারা আগামীকাল পেয়ে যাবেন। দিহানের বাবা সুস্থ আছে নাকি অসুস্থ আছে সেটা নিয়ে আপনাদের ভাবার দরকার নেই। ওর নার্ভ খুব দুর্বল...এখন থেকে আপনাদের সাথে আমিই কথা বলবো...হ্যা...ও সুস্থ থাকুক আর না থাকুক, আমিই কথা বলবো...আপনাদের কোনো সমস্যা আছে?...ঠিক আছে, দিহানকে একটু দিন," আনিকার চোখমুখ আবারো শক্ত হয়ে গেলো।

"আপনি কিন্তু বলেছিলেন একটু পর ওর সাথে আমাকে কথা বলিয়ে দেবেন..." কিছুক্ষণ ওপাশ থেকে শুনে গেলো সে।

"ঠিক করে বলুন কখন...ও...আপনি কি সব সময় আমাদের বাড়ির আশেপাশে থাকেন নাকি?...খুব নজরদারি করছেন?..." বাঁকা হাসি হাসলো সে। "এর তো কোনো দরকার দেখছি না। পুলিশকে আমরা কিছু বলি নি, বলবোও না...ঠিক আছে..."

ফোনটা রেখে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো আনিকা।

"ঘটনা কি?" এহ্সান চৌধুরি জানতে চাইলো।

"তুমি যে অসুস্থ নও সেটা ওরা জেনে গেছে," চেহারায় রাগের ছাপ প্রকট। "বলছে, 'আপনার স্বামী তো অসুস্থ না...কেন মিথ্যা বলেছেন'...'কোনোরকম চালাকি করার চেষ্টা করবেন না'...এইসব," নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো সে। "আমি বুঝতে পারছি না ওরা এসব কিভাবে জেনে যাচ্ছে!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্ত্রীর কাঁধে একটা হাত রাখলো সে। "আনি, প্লিজ...আমার কথা শোনো। সময় নষ্ট না করে টাকাগুলো ওদের দিয়ে দেই।"

উঠে দাঁড়ালো আনিকা। "না।"

দৃঢ়তার সাথে বলে ঘর থেকে চলে গেলো সে। দরজার কাছে আসতেই টের পেলো মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠেছে। *মদের নেশা তাহলে এমন?* মনে মনে ভাবলো আনিকা। কিছু একটা গড়বড় হচ্ছে। কিডন্যাপাররা সব কিছু জেনে যাচ্ছে দ্রুত। এই ব্যাপারটা একজনকে জানাতে হবে। এ মুহূর্তে ঐ একজনের উপরেই সে পুরোপুরি নির্ভর করে আছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৫

সাপ-লুডু খেলায় সাপে খেলে যেভাবে সোজা তলানিতে চলে যায়, বাবলুর অবস্থা এখন ঠিক তেমন। আকস্মিক এই পতনের ধাক্কা সামলে উঠতে পারছে না। মাথাটাও ঠিকমতো কাজ করছে না তার।

"ভাইগনা শামসু কাইল রাইতে হেরে মাইরা ফালাইছে!" একটু আগে দুদু মামুর বলা কথাটা তার কানে বাজছে এখনও।

ডাকাইত শফিক নাকি খুন হয়েছে কাল রাতে! তারই দলের ভাইগনা শামসু তাকে গুলি করে হত্যা করেছে। এখনও তার লাশ পড়ে আছে মেডিক্যালের মর্গে। চাইলে সে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারে।

দুদু মামুর এসব কথা শোনার পর কোণঠাসা রাজার মতো জমে আছে সে। এখন সে কী করবে? দুদু মামুর কথাটা যে সত্যি সেটা খোঁজ করতে হলে তাকে মর্গে যেতে হবে। কিন্তু মামুকে জীবিত রেখে এ কাজ করতে পারবে না। আবার এই বুড়ো বদমাশটাকে খুন করে মর্গে গিয়ে দেখলো তার বলা কথাগুলো একদম মিথ্যে, তখন সে কী করবে? ডাকাইত শফিকের দলের নাগাল পাবার জন্য তার হাতে তো এই একটা সূত্রই আছে।

ডাকাইতের দলের অন্য কারোর নাগাল পেতে হলে অনেক সময় লাগবে, আর সেটাই বিরাট সমস্যা। সময় ক্রমশ কমে আসছে। সকাল থেকে দুপুর, এখন প্রায় বিকেল হতে চলেছে। সে জানে আজকের মধ্যেই তাকে ডাকাইতের নাগাল পেতে হবে। ঠিক করে বললে পেলে আজকের রাতের মধ্যেই।

এর আগে ব্ল্যাকরঞ্জুর নাগাল পাবার জন্য যখন মাঠে নেমেছিলো তখন তার হাতে বেশ সময় ছিলো। মাঠে নামতেই দ্রুত ফল পেতে শুরু করে সে। অতোটা দ্রুত কাজ হবে সে ভাবেও নি। পরিহাসের বিষয় হলো, এখন তার হাতে একদম সময় নেই, অথচ কাজের কাজ কিছুই এগোচ্ছে না।

দুদু মামুর দিকে তাকালো। লোকটা নির্বিকার ভঙ্গিতে বসে আছে

www.BanglaBook.org

খাটের উপর।

"মিথ্যে বলছিস, বানচোত," দাঁতে দাঁত পিষিয়ে বললো বাবলু। সব শোনার পর শুধু এটাই বলতে পারলো।

মুচকি হাসলো মামু। "দলের সবাই জানে হে মইরা গেছে, আফনে খবর নিলেই বুঝবার পারবেন আমি মিছা কইছি কিনা।"

বাবলু কী বলবে বুঝে উঠতে পারলো না।

"ভাইগনা শামসু আমারে ম্যানেজ করবার চেষ্টা করতাছে, ও চাইতাছে আমি যেন্ ওর লগে থাহি।"

এ কথাটা শোনার পরই বাবলুর মাথায় চট করে একটা আইডিয়া চলে এলো। এক চিলতে হাসি দেখা দিলো তার ঠোঁটে। তার মাথাটা যখন কাজ করতে শুরু করে তখন সে নিজেই অবাক হয়ে যায়। দ্রুত আর কার্যকর সব আইডিয়া আসতে থাকে তখন।

"তার সাথে থাকতে তোর কী সমস্যা?"

স্থিরচোখে চেয়ে রইলো দুদু মামু। "হেরে আমি বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করার কুনো কারণও নাই। হে মানুষ ভালা না।"

"তোদের মধ্যে আবার ভালো মানুষও আছে নাকি?" ব্যঙ্গ করে বললো সে।

ইঙ্গিতটা ধরতে পারলো দুদু মামু। "জানি, আমরা সবাই খারাপ কিন্তু হের মইদ্যে বেশি খারাপও আছে। বেঈমান আর মীরজাফরগো বিশ্বাস করন যায় না। হেরে আমি দুই পয়সা দিয়াও বিশ্বাস করি না।" বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "শফিক ওরে রাস্তা থেইকা তুইলা আনছিলো...খুব আদর করতো ওরে। শফিকরে হে মামা কইয়া ডাকতো...আর দেহেন, কামটা কি করলো..." একটু চুপ থেকে আবার বললো, "আমি শফিকরে কইছিলাম ভাইগনার মতিগতি ভালা না, হের দিকে একটু নজর দিতে, কিন্তু আমার কথা হুনলো না।" যেনো একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার ভেতর থেকে।

"শামসু কেন শফিককে খুন করলো?" জানতে চাইলো বাবলু।

"মনে হয়, ভাইগনা হইয়া আর থাকতে চায় না, ডাকাইত হইতে চায়," বিজ্ঞের মতো বললো মামু। "যে কারণে রাজাবাদশাগো ভাইবেরাদর আর পোলারা নিজের বাপ-ভাইরে খুন করতো হেই কারণেই শফিকরে খুন করছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটু ভেবে নিলো বাবলু। "ডাকাইতের দলের বাকিদের কি অবস্থা? ওরা কি ভাইগনাকে মেনে নিয়েছে?"

"বেশির ভাগই মাইনা নিছে, খালি আমি আর নাটকা শামীম বাদে..."

"নাটকা শামীম এখন কোথায়?"

আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো মামু। "নাটকারে ওরা আটকাইয়া রাখছে, এতোক্ষণে মনে অয় মাইরাও ফালাইছে।"

"তাহলে তো ওর সাথে যোগ না দিলে তোকেও মেরে ফেলবে?" বললো বাবলু। "অথচ তুই নিজের ঘরে দুপুর পর্যন্ত ঘুমাচ্ছিস! ব্যাপারটা ঠিক মিলছে না। তোর তো পালিয়ে যাওয়া উচিত ছিলো।"

"আমি কুনো ক্যাডার না, কামলাও না," শান্তকণ্ঠে বললো মামু। "আমারে শামসু কিচ্ছু করবো না। ওর লগে থাকলে আমার লাভ হইবো, না থাকলে হইবো না। আমি অন্য তরিকার মানুষ। ওর কুনো ক্ষতি আমি করুম না, হেইটা অয় ভালা কইরা জানে।"

"তাহলে তোকে দলে টানতে চাইছে কেন?"

"আমি দলে থাকলে ওর সুবিধা হইবো, তাই।"

"তুই ওর দলে থাকলে ওর সুবিধা, তোরও সুবিধা, তাহলে এখানে পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছিস কেন, বানচোত?" পিস্তলের নল দিয়ে দুদুর কাঁধে একটা খোচা দিলো সে।

"শফিক আমার লাইগা অনেক কিছু করছে, ওর রক্তের লগে বেঈমানি করি কেমনে?"

"না," মাথা দুলিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলো বাবলু। "তোর কথাবার্তা আমার কাছে সুবিধার মনে হচ্ছে না। তুই এতো ভালো মানুষ না যে, মৃত মানুষের সাথে বেঈমানি করতে তোর বিবেকে বাধবে।"

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো মামু। সে বুঝতে পারছে না তার সামনে এই যুবকটি আসলে কী চায়। দেবদূতের মতো দেখতে, কথাও বলে শুদ্ধভাবে। দেখলেই বোঝা যায় শিক্ষিত। এই লোকের ধারণা ডাকাইত শফিক একটা পিচ্চি মেয়েকে কিডন্যাপ করেছে। হয়তো ঐ মেয়েটার বাবা হবে এই যুবক।

"তোর ফোন কোথায়?" জানতে চাইলো বাবলু।

"ঐ যে," ঘরের এককোণে ইশারা করলো মামু। আলমিরার কাছে একটা চেয়ারের উপর রাখা। "চার্জে দিছি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ওটা দিয়ে ভাইগনাকে ফোন দে," বললো বাবলু। "ওকে বলবি তুই ওর সাথে আছিস।"

দুদু মামু বুঝতে পারলো না তাকে দিয়ে এটা কেন করাতে চাচ্ছে এই অজ্ঞাত যুবক। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সে জানে অস্ত্রধারীর কথা বিনাবাক্যে মেনে নিতে হয়। মাথা ঠাণ্ডা না রাখলে বিপদ নেমে আসতে পারে। অস্ত্র যার হাতে থাকে তার মাথা মোটেও স্বাভাবিকভাবে কাজ করে না। যদিও দুদু মামু জানে না, তার সামনে যে আছে সে একদম ব্যতিক্রম। অস্ত্র হাতেও তার মাথা ভীষণ ঠাণ্ডা থাকে।

চুপচাপ ফোনটা তুলে নিয়ে এসে আবার খাটের উপর বসলো সে।

"শর্ত দিয়ে বলবি শফিকের লাশ মর্গ থেকে তুলে এনে দাফনের ব্যবস্থা করতে," আদেশ করলো বাবলু।

মামু এবার বুঝতে পারলো তাকে দিয়ে কেন ফোন করানো হচ্ছে। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ভাইগনা শামসুকে ডায়াল করলো সে।

"লাউডস্পিকারে দিয়ে কথা বল্," নির্দেশ দিলো বাবলু।

দুদু মামু কথামতোই কাজ করলো। বোঝা গেলো ফোনের অপর প্রান্তে ভাইগনা শামসু কল পেয়ে অবাক হয়েছে।

"আরে মামু দেহি আমারে ফোন দিছে!" হাসিমুখে বললো সে। "আমার কপাল!" খুশি হবার অতি নাটকীয় অভিনয় করলো ভাইগনা। "মত পাল্টাইছো নি, মামুজান?"

দুদু মামু বাবলুর দিকে তাকালো। তার পিস্তলের নল আবারো কপাল বরাবর তাক্ করা। "শামসু, আমি তোর লগে আছি কিন্তু একটা শর্তে..."

"কি কইলা?"

"আমার একটা শর্ত আছে।"

"কি শর্ত, কইয়া ফালাও মামু?"

উদ্যত পিস্তলের দিকে চেয়ে ঢোক গিলে বললো দুদু, "শফিকের লাশটা এহনও মেডিকেলে পইড়া আছে...আমি চাই ওর লাশটা তুই দাফনের ব্যবস্থা করবি।"

একটু চুপ থেকে বললো ভাইগনা শামসু, "মামু, এইটা বাদে অন্য কিছু কও...এইটা তো করন যাইবো না।"

"ক্যান যাইবো না?" জানতে চাইলো দুদু।

"আরে মামু তুমি বুজো না?...পুলিশ কেস হইছে, হের লাশটা তো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেওয়ারিশ লাশ অয়া পইড়া আছে...কেউ কেলেম করতাছে না।"

বাবলুর দিকে তাকালো মামু। সে ইশারা করলো কথা চালিয়ে যেতে।

"তুই চাইলে পারবি।"

"না, মামু, এইটা করন যাইবো না। ওই লাশ কেলেম করলেই ফাইস্যা যামু। তুমি খামোখা এইসব কইতাছো," ভাইগনা শামসু অপারগতা জানালো। "হের লাশ আঞ্জুমানে পাঠায়া দিবো...ভালামতোই দাফন অইবো। এইটা নিয়া তুমি চিন্তা কইরো না।"

শামসুর কথা মেনে নেবার জন্য বাবলু ইশারা করলো এবার।

"তাইলে কি আর করা," আস্তে করে বললো মামু। "ঠিক আছে। আমি আছি তোর লগে। কিন্তু শফিকরে মাইরা তুই ঠিক করোস নাই..."

"আরে মামু, এইসব কথা বাদ দাও," ওপাশ থেকে বললো ভাইগনা শামসু। "হেরে না মাইরা আমার উপায় আছিলো না। তুমারে সব খুইলা কমু নে।"

বাবলু এবার দুদু মামুর বাম কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো, "ওরা কোনো বাচ্চামেয়েকে কিডন্যাপ করেছে কিনা জিজ্ঞেস কর্।"

"শামসু, একটা কথা সত্যি কইরা ক তো, তুই কি কোনো বাচ্চামাইয়ারে কিডন্যাপ করছোস?"

"কি!" দারুণ বিস্মিত হলো শামসু। "বাচ্চামাইয়ারে কি করছি?!"

"...কিডন্যাপ করছোস নি?"

"এই সব ফালতু কথা তুমারে কে কইলো, অ্যা?"

"না, হুনলাম আর কি।"

"ধুর, কি যে কও। আমি কতো পেরেসানের মইদ্যে আছি তুমি জানো না?"

"ঠিক আছে, পরে কথা অইবো, রাখি," বাবলুর ইশারা পেয়ে বললো দুদু মামু।

"কুন হালায় এই কথা তুমারে কইছে, অ্যা?" ভাইগনা শামসু তাড়া দিলো। বোঝাই যাচ্ছে সে একটু চটে গেছে কথাটা শুনে।

"আরে বাদ দে...কথাটা কানে গেলো তাই তরে জিগাইলাম..."

"ও," একটু চুপ থেকে আবার বললো ভাইগনা, "কাইল বিকালে আমার ওইখানে আয়ো তো, মামু। কথা আছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ও," যেনো হঠাৎ করে কিছু একটা মনে পড়ে গেছে। "আরেকটা কথা..."

"কও।"

"নাটকারে কি করছোস?"

"আছে আমার কাছে...ওরে নিয়া চিন্তা কইরো না...ওরে আমি মারুম না। একটু টাইট দিতাছি, বুজলা?"

"আর কুনো খুনখারাবি করিস না, ভাইগনা। কাইল আমি আমু নি," বলেই ফোনটা রেখে দিলো দুদু মামু।

বাবলু এবার অনেকটাই নিশ্চিত ডাকাইত শফিকের দল দিহানকে কিডন্যাপ করে নি। তার মনে হচ্ছে কানাগলিতে ঢুকে পড়েছে সে। সামনে শুধুই দেয়াল। কোণঠাসা রাজার চেয়েও খারাপ অবস্থা তার। ডাকাইত শফিকের দলটি যদি সত্যি সত্যি মেঘলার মেয়েকে অপহরণ করে থাকতো তাহলে এই দুদু মামু হতো তার জন্যে মোক্ষম একটি সিঁড়ি। এক লাফে পৌঁছে যেতো ডাকাইতের ডেরায়। কিন্তু সেটা আর সম্ভব হচ্ছে না। স্বয়ং ডাকাইত গতকাল রাতে তার ঘনিষ্ঠ লোকজনের হাতে নিহত হয়েছে।

তাহলে দিহানকে কারা অপহরণ করলো?

প্রশ্নটা অসহ্যরকম যন্ত্রণা নিয়ে তার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো। সময় ঘনিয়ে আসছে আর সে পিছিয়ে পড়ছে। মেঘলাকে যে-কথা দিয়েছে সেটা কিভাবে রাখবে বুঝতে পারলো না। মেয়েটা অনেক আশা নিয়ে তার শরণাপন্ন হয়েছে। তাকে কোনোভাবে বিমুখ করতে পারবে না।

মাথা থেকে যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতিটা ঝেটিয়ে বিদায় করতে চাইলো সে।

"আপনেরে ক্যাঠায় কইছে শফিক কিডন্যাপ করছে?" দুদু মামুর এই প্রশ্নে সম্বিত ফিরে পেলো বাবলু।

মোক্ষম প্রশ্ন। এটা নিয়ে সে একটুও ভাবে নি। মেঘলার কাছ থেকে কথাটা জানার পর এ নিয়ে কোনো প্রশ্নও জাগে নি তার মধ্যে। এখন মনে হচ্ছে বিরাট বোকামি হয়ে গেছে।

"যারা কিডন্যাপ করেছে তারাই বলেছে," কথাটা বলতে বাধ্য হলো সে।

মাথা দোলালো মামু। যেনো ছেলেমানুষির মতো একটা কাজ করে ফেলেছে বাবলু। "কিডন্যাপাররা কহনও নিজেগো আসল পরিচয় দেয়?" আবারো মাথা দোলালো সে। "বাপের জনমে হুনি নাই এরহম কথা।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাবলুও শোনে নি। সময় আর পরিস্থিতির কারণে সে পুরো ব্যাপারটা সূক্ষ্মভাবে না ভেবেই মাঠে নেমে পড়েছে। দীর্ঘদিন পর তার জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া মেঘলা একমাত্র সন্তানের জীবন বাঁচাতে তার দ্বারস্থ হওয়ার কারণে আবেগেরবশে কোনো কিছু না ভেবে নেমে পড়েছে কাজে। সময় আর পরিস্থিতি এমনই, ভাবার মতো সময়ও তার হাতে ছিলো না। শুধুমাত্র মেঘলার কাছ থেকে শোনা, কাজটা ডাকাইত শফিকের লোকজন করেছে। ব্যস! এইটুকু তথ্য নিয়েই মাঠে নেমে গেছে। আর কিছু ভাবার ফুরসতই পায় নি। তার মনে হয়েছিলো এটুকুতেই কাজ হবে। কিন্তু তথ্যটা সত্যি হলেও না হয় কথা ছিলো!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৬

রেবার মেজাজ এখন বেশ ফুরফুরে। রিক্সায় করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার পাশে জেফরি বেগ। ধানমণ্ডি চার নাম্বার দিয়ে যাবার সময় ফুটপাতে ফুচকার দোকানটা পড়লো। ফুচকা খাবার ইচ্ছে করলেও মুখে বলতে পারলো না সে। কয়েক মাস আগে এই ফুচকার দোকানে ভয়াবহ এক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলো। প্রচণ্ড মানসিক চাপ আর ভীতির মধ্যে পড়ে জ্ঞান হারিয়েছিলো রেবা। সে-যাত্রায় অল্পের জন্য বেঁচে গেলেও ফুচকার দোকানে আসা তো দূরের কথা, তারপর থেকে তার প্রিয় ফুচকা আর চটপটিও খাওয়া হয় নি।

"ফুচকা খাবে?" যেনো তার মনের কথা পড়ে ফেলেছে জেফরি।

রেবা হ্যা-না কিছু বলতে পারলো না, শুধু চেয়ে রইলো।

"ঐ ঘটনার পর আর এখানে আসা হয় নি," বললো জেফরি বেগ। "চলো, ফুচকা খাই।"

রেবা কিছুই বললো না। নীরবতা যদি সম্মতির লক্ষণ হয়ে থাকে তাহলে সেই সত্যটা আবারো প্রমাণিত হলো।

রিক্সাওয়ালাকে ঘুরে ফুচকার দোকানের কাছে চলে আসতে বললো হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর।

"আমি চটপটি খাবো, তুমি?"

ফুটপাতের উপর রাখা কয়েকটি চেয়ারের মধ্যে দুটোতে বসলো তারা।

"আমিও চটপটি," হেসে বললো রেবা।

জেফরি দোকানিকে অর্ডার দিয়ে দিলো।

"ঠিক এখানেই আমরা বসেছিলাম, না?"

রেবার কথায় মুচকি হাসলো সে। যদিও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। "হ্যা।"

"জানো, ঐ ঘটনার পর আমি আর এ রাস্তা দিয়ে কখনও আসা-যাওয়া করি নি," বললো রেবা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমি অবশ্য কাজের প্রয়োজনেই অনেকবার এসেছি কিন্তু ফুচকা-চটপটি খাই নি।"

"খেলেও কি আমাকে এখন বলবে?" বাঁকা হাসি দিয়ে বললো রেবা। "হয়তো অন্য কারোর সাথে?..."

জেফরি ভুরু কুচকে তাকালো তার দিকে। "তুমি কিন্তু ইদানিং বেশ ঠাট্টা-তামাশা করতে শিখে গেছো।"

নিঃশব্দে হেসে ফেললো রেবা। "এখন কিন্তু ঠাট্টা করছি না।"

"সত্যি?" জেফরি অবাক হলো।

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

"তুমি কি আমাকে সন্দেহ করছো?" জেফরির চোখেমুখে কৃত্রিম অভিব্যক্তি।

"হুমমম," রেবার মুখে এখনও সেই হাসি লেগে রয়েছে।

"মাইগড," মাথায় হাত দিলো জেফরি বেগ। "এসব সন্দেহ তোমার মধ্যে ঢুকলো কবে থেকে?"

"আমার কি দোষ, যার সাথে প্রেম করি সে তো মারাত্মক সন্দেহপ্রবণ। আর সন্দেহ হলো ছোঁয়াচে রোগ, বুঝলে?"

"আরে বাবা, সেটা তো আমার পেশার কারণে...সন্দেহের সিঁড়ি বেয়ে আমি সত্যের কাছে পৌঁছাতে চাই।"

"আমিও তো তাই করছি।" রেবার চোখেমুখে দুষ্টুমির ছাপ।

"তাই নাকি," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার ভান করলো সে। "ম্যাডাম কোন্ সত্যের কাছে পৌঁছাতে চাইছেন?"

একটু ভাবলো রেবা। "অফিসে সারাক্ষণ এডলিনের মতো হট অ্যান্ড স্পাইসি একটা চিজ থাকলে তার সাথে পুরুষ-মানুষ তো একটু লাইন মারবেই, তাই না?"

ভেতরে ভেতরে বিষম খেলো জেফরি। *এ মেয়ে বলে কী! এডলিনের কথা জানলো কিভাবে?*

"কি ভাবছো?"

"না, কিছু না," বললো জেফরি বেগ। "এসব তুমি কী বলছো? আমি ঐ মেয়ের সাথে লাইন মারবো? আজব!"

"আজব হবে কেন, মেয়েটা তো দেখতে দারুণ, তাই না? আমার তো মনে হয় ও তোমাকে খুবই পছন্দ করে।"

BanglaBook.org

আবারো বিষম খেলো মনে মনে। তার এতোদিন ধারণা ছিলো, এডলিন যে তার প্রতি দুর্বল সেটা তার অফিসের আর কেউ জানে না। রেবার তো জানার প্রশ্নই আসে না।

"ধ্যাত্," এবার সত্যি সত্যি রেগে গেলো জেফরি। "কী সব বলছো? কোথায় একটু রোমান্টিক কথা বলবে, না...হাবিজাবি সব গালগল্প বলছো। মুডটাই খারাপ করে দিলে।"

"ওরে বাবা, ইনভেস্টিগেটররের মুড দেখি সামান্য কারণেই খারাপ হয়ে যায়।"

রেবার দিকে সিরিয়াস চোখে তাকালো সে। "এসব ফাজলামি আমার সাথে করবে না। ভালো লাগে না।"

জেফরির থুতনিটা ধরে বললো রেবা, "আচ্ছা করবো না। এবার একটু হাসো?"

মুখটা সরিয়ে নিয়ে বললো সে, "আরে কি শুরু করলে!"

হেসে ফেললো রেবা। "একটা কথা বলবো?"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো জেফরি। "বলো।"

"আমার সাথে যদি তোমার সম্পর্ক না থাকতো তাহলে নির্ঘাত ঐ মেয়েটার সাথে..." কথাটা শেষ করার আগেই হেসে ফেললো সে।

"উফ!" বলে উঠলো জেফরি। "আজ তোমার কি হয়েছে? যা-তা বলছো। মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেলো। তোমার সাথে দেখা করাটাই ভুল হয়ে গেছে। অফিসে থাকলেই ভালো হতো।"

দু' প্লেট চটপটি এসে পড়লো এমন সময়।

রেবা এক চামচ চটপটি নিয়ে জেফরির মুখের কাছে ধরলো।

"কি শুরু করলে?"

"খাও। আদর করে দিচ্ছি।"

"গাছের আগা কেটে এখন গোড়ায় পানি ঢালা হচ্ছে?" চটপটি মুখে নিয়ে বললো জেফরি বেগ।

রেবার ঠোঁটে হাসি লেগেই আছে। "আরে, রাগ করো কেন? আমার তো বোন-টোন নেই...মানে তোমার কোনো শ্যালিকা হবে না। তাই ভাবছি, এখন থেকে মাঝেমধ্যে আমি তোমার শ্যালিকা হয়ে সেই খামতিটা পূরণ করার চেষ্টা করবো।"

"শালি!" রেগেমেগে বললো জেফরি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তা মুখ থেকে কথাটা শুনে হা-হা করে হেসে ফেললো রেবা। তার হাসির শব্দটা বাধাগ্রস্ত হলো একটা রিং বাজার শব্দে। জেফরি বেগ পকেট থেকে মোবাইলফোনটা বের করে কল রিসিভ করলো। চুপ মেরে গেলো রেবা।

"হ্যা, জামান, বলো।" ও পাশ থেকে জামানের কথা শুনে অবশেষে বললো সে, "ঠিক আছে। আমি আসছি।"

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো রেবার ভেতর থেকে। "কেন যে পুলিশের লোকের সাথে প্রেম করতে গেছিলাম," বোঝা গেলো না কথাটা সত্যি সত্যি বলছে নাকি এটাও ঠাট্টা-তামাশার অংশ। "ডেটিং করারও কোনো উপায় নেই।"

মুচকি হাসলো জেফরি। "সরি।"

"এই লোককে বিয়ে করলে তো আমার জীবনটা তেজপাতা হয়ে যাবে। বুঝতে পারছি, আমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।"

জেফরি বেগ দ্রুত চটপটি খেতে শুরু করলো। "জলদি খাও, আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে।"

"আবার একটা খুন হয়েছে, না?"

"খুন না, কিডন্যাপ...ছয়-সাত বছরের এক মেয়ে," চটপটি মুখে দিতে দিতে বললো সে।

"কিডন্যাপ?" অবাক হলো রেবা। "তাহলে তোমাকে ডাকছে কেন? তুমি তো শুধু মার্ডার কেস নিয়ে কাজ করো, তাই না?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি। "এই কেসের শুরুটা মার্ডার দিয়েই হয়েছে...তদন্ত করতে গিয়ে দেখি ঘটনা আসলে কিডন্যাপিংয়ের।"

"ও," রেবা আর কিছু বললো না।

"মেয়েটার বাবা-মা অবশ্য স্বীকার করে নি তাদের মেয়ে কিডন্যাপ হয়েছে। আমি নিশ্চিত, কিডন্যাপাররা তাদের শাসিয়েছে, পুলিশকে জানালে তাদের মেয়েকে মেরে ফেলা হবে।" অর্ধেক খাওয়া চটপটির প্লেটটা সরিয়ে রাখলো সে। "আমরা এখন চেষ্টা করছি ওই কিডন্যাপারদের ট্র্যাকডাউন করতে।"

"মেয়েটার বাবা-মা খুব কষ্টের মধ্যে আছে, না?" বললো রেবা।

"হুমম। আমার আশংকা, আজকের মধ্যে ওদের ধরতে না পারলে, দ্রুত উদ্ধার করতে না পারলে সম্ভবত ওরা মেয়েটাকে মেরেই ফেলবে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথাটা শুনে অস্থির হয়ে উঠলো রেবা। "আমি দোয়া করি মেয়েটার যেনো কিছু না হয়। তুমি যেভাবেই পারো মেয়েটাকে উদ্ধার করো। কথাটা শুনে আমার খুব খারাপ লাগছে।"

"চিন্তা কোরো না, মনে হয় ওদের নাগাল আমরা পেয়ে যাবো।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো রেবা। জেফরির উপর যতোটুকু অভিমান ছিলো সব যেনো এক নিমেষে উবে গেলো। এখন বরং তাকে নিয়ে গর্ব হলো তার। সে এমন একটা পেশায় আছে যেখান থেকে সরাসরি মানুষের সেবা করা যায়। বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করা যায়। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেয়ে মহৎ কাজ আর কী হতে পারে?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৭

আজ একটা নিয়মের ব্যতিক্রম করলো বাবলু। এরকম কাজে যখন সে নামে তখন কোনো লিঙ্ককে জীবিত রাখে না, বিশেষ করে তার কাছ থেকে তথ্য পাবার পর। কিন্তু দুদু মামুকে কিছু করে নি। যখনই নিশ্চিত হয়েছে, দিহানকে ডাকাইত শফিক অপহরণ করে নি, এর সাথে দুদু মামুও জড়িত নেই, তখনই সময় নষ্ট না করে দক্ষিণ মৈষণ্ডি থেকে চলে আসে। খামোখা খুনখারাবি করার কোনো মানে হয় না। তাছাড়া, দুদু মামু লোকটা তার জন্য হুমকিও নয়। বরং এই লোকের কারণেই সে একটা সত্য দেরিতে হলেও উপলব্ধি করতে পেরেছে–কিডন্যাপাররা নিজেদের ভুয়া পরিচয় দিয়েছে মেঘলার স্বামীর কাছে। এটা তারা করেছে কৌশল হিসেবে। তাদের দিক থেকে তারা যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেও বাবলু একটা ভুল করে ফেলেছে। কোনো কিডন্যাপার গ্রুপ যে নিজেদের সত্যিকারের পরিচয় দেবে না, এই সহজ ব্যাপারটা তার মাথায়ই ঢোকে নি।

বাইকটা নিয়ে উদভ্রান্তের মতো পুরনো ঢাকার অলিগলি ঘুরে বেড়ালো কিছুক্ষণ। তার মাথাটা কাজ করছে না। সময় যতো দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে ততোই ঘনিয়ে আসছে ব্যর্থতা। সে ভালো করেই জানে, ছোট্ট দিহানের জন্য সময় কতোটা মূল্যবান। ওয়ারির লারমিনি স্ট্রিটের একটি চায়ের টঙের সামনে এসে থামলো। গলা শুকিয়ে গেছে। তার ভেতরে ক্রমবর্ধনাম দুশ্চিন্তার ঘূর্ণিপাক আরো প্রকট হচ্ছে। মাথাটা একদম কাজ করছে না। এ মুহূর্তে এটাই তার কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা। মাথাটা কাজ না করলে পরবর্তী পদক্ষেপ কিভাবে নেবে?

পুরনো ঢাকার অলিগলি দিয়ে বাইক নিয়ে ছুটে চলার সময় তার মনে হচ্ছিলো কোনো গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়েছে। এ থেকে বের হবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

"চা দিমু?"

দোকানির কথায় মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। কাস্টমার বলতে কেউ

www.BanglaBook.org

নেই। ছোট্ট দুটো বেঞ্চির একটাতে বসে পড়লো।

"সিগারেট?"

"না।" তার পকেটে এক প্যাকেট সিগারেট আছে। যে জন্যে কিনেছিলো তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। মনে মনে ভাবলো ওখান থেকে একটা নিয়ে ধরাবে কিনা। পরক্ষণেই সেটা বাতিল করে দিলো।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভাবলো মেঘলা যদি ফোন করে কী বলবে? কতো আশা নিয়ে তার কাছে ধর্ণা দিয়েছে মেয়েটা। কতোটা অসহায় আর নিরুপায় হয়ে তার শরণাপন্ন হয়েছে বাবলু সেটা জানে।

ঘড়ির দিকে তাকালো। সাড়ে ছ'টা বাজে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আগামীকালের মধ্যে মুক্তিপণের টাকা দিতে হবে। তা না হলে ওরা দিহানকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে। কিন্তু বাবলু ভালো করেই জানে, আজ রাতের মধ্যে মেয়েটাকে উদ্ধার করতে না পারলে তার পরিণতি কি হবে—অপহরণকারীরা মুক্তিপণ পাবার আগেই জিম্মিকে হত্যা করবে। আরেকটু সময় দরকার তার। কিন্তু যে কানাগলিতে ঢুকে পড়েছে সেখান থেকে বের হবার জন্য কতোটা সময় লাগবে সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। ঠিক যেমনটি নেই পরবর্তী গন্তব্য কোথায় হবে।

মাথা ঝাঁকিয়ে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেললো বাবলু। চেষ্টা করলো শ্বাসপ্রশ্বাস ধীরস্থির করতে। গভীর করে দম নিলো চার-পাঁচবার। তারপর চোখ দুটো বন্ধ করে চায়ে চুমুক দিলো আবার। এ মুহূর্তে তার দরকার একটা আইডিয়া। কোণঠাসা রাজার মতো বোর্ডের এক কোণে জমে আছে সে।

যেকোনো পরিকল্পনা করার সময় সে বিকল্প একটি পরিকল্পনা মাথায় রাখে। আজকে অবশ্য সেটা করা হয় নি। করার মতো সময়ও তার ছিলো না। এখন বসে বসে ভাবতে লাগলো সেটা।

কিছুক্ষণ পর তার মনোযোগ ভাঙলো ফোনের রিঙে। চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে পকেট থেকে মোবাইলফোনটা বের করলো। কিছু না দেখেই সে বুঝতে পারলো কে কল করেছে। তার এই ফোন আর সিমটা শুধুমাত্র মেঘলার সাথে যোগাযোগ করার উদ্দেশ্যেই কেনা হয়েছে। সেলফোন ব্যবহারের বেলায় সে খুব সাবধানী। এটা শুধু মানুষের অবস্থানই জানিয়ে দেয় না, ফাঁস করে দেয় তার অনেক গোপনীয়তা। যদিও মেঘলার সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে অতোটা সতর্কতার দরকার নেই, তারপরও এটা সে করছে কারণ সতর্কতা এক ধরণের অভ্যেস। সেই অভ্যেস তার রয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কলটা রিসিভ করতে গিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেলো সে। কী বলবে মেঘলাকে? বলার মতো কোনো অগ্রগতি তো নেই। অবশেষে তৃতীয়বার রিং হবার পর রিসিভ করলো কলটা।

"হ্যা, বলো।" তার কণ্ঠটা নিজের কাছেই কেমন ম্রিয়মান শোনালো।

"ওরা আবার ফোন করেছিলো," বললো মেঘলা।

"কি বললো?"

"তোমার কথামতো একটু আগে আমি ওদেরকে বলেছিলাম দিহানের বাবা অসুস্থ...এখন থেকে আমিই ওদের সাথে যোগাযোগ করবো..."

"হ্যা, তারপর?"

"কিন্তু ওরা জেনে গেছে দিহানের বাবা অসুস্থ নয়।"

বাবলু চুপ মেরে থাকলো।

"চিন্তার কিছু নেই, ওদেরকে আমি ম্যানেজ করেছি।" একটু থেমে আবার বললো সে, "এখন বলো, তোমার কি খবর?"

কী বলবে ভেবে পেলো না বাবলু। কয়েক সেকেন্ড নীরবতা। তারপর বললো, "শোনো, ওরা যদি আবার ফোন করে ওদেরকে বলবে কাল সকালেই টাকাগুলো দেয়া যাবে। আর সেই টাকাগুলো নিয়ে যাবো আমি।"

"কি!" দারুণ অবাক হলো মেঘলা। "তুমি নিয়ে যাবে?"

"হুমম।" মেঘলাকে সে বলেছিলো কিডন্যাপারদের মুক্তিপণ দেবার জন্য টাকা জোগার করার চেষ্টা করছে তারা। এতে করে কিছুটা সময় পাওয়া যাবে।

"আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না?"

"ওদেরকে বলবে কাল সকালে তোমার এক কাজিন টাকাগুলো ওদের হাতে পৌছে দেবে।"

"কাজিন?" মেঘলার বিস্মিত ভাব এখনও কাটে নি।

"হ্যা। ক'টার সময় কোথায় দিয়ে আসতে হবে সব জেনে নিও।"

"সত্যি সত্যি টাকা নিয়ে যাবে?"

"হ্যা।"

"এতো টাকা তুমি পাবে কোথায়?"

"তোমাকে এসব ভাবতে হবে না। আমি যা বললাম তাই করো।"

"ঠিক আছে।"

"তোমাকে আরেকটা কাজ করতে হবে," অবশেষে বললো সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কি কাজ?"

"ওদেরকে একটা শর্ত দিতে হবে। বলবে কাল সকালে আমি যখন টাকাগুলো ওদের দিতে যাবো তখন তুমি দিহানের সাথে ফোনে কথা বলে নিশ্চিত হতে চাইবে।"

"নিশ্চিত মানে? বুঝলাম না?" মেঘলা বললো।

কথাটা বলতে বাধলো তার। তবুও বলতে হলো। "মানে...দিহান...বেঁচে আছে কিনা..."

চুপ মেরে রইলো মেঘলা। কথাটা হজম করতে বেগ পেলো সে। মনে হলো বাবলু যে তার মেয়েকে শেষ সময় পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই কৌশলটা করেছে তা বুঝতে পেরেছে। "বুঝেছি," ছোট্ট করে বললো সে।

"যেভাবেই হোক এটা তোমাকে করতেই হবে। তুমি জোর দিয়ে বলবে, দিহানের সাথে ফোনে কথা না হলে তুমি শেষ মুহূর্তে টাকাগুলো ওদের হাতে পৌঁছে দেবে না।"

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা গেলো ফোনের অপর প্রান্ত থেকে।

"আমি জানি কাজটা তোমার জন্যে খুব কঠিন কিন্তু এটা তোমাকে করতেই হবে।"

কিছুক্ষণ পর বেশ দৃঢ়ভাবে বললো মেঘলা, "আমি পারবো, বাবলু।"

"ওরা কি বলে আমাকে জানিও।"

"আচ্ছা।"

আর কোনো কথা না বলে ফোনটা রেখে দিলো। মেঘলার সাথে বেশি কথা বলতে ইচ্ছে করছিলো না তার। পরিস্থিতিটা এমনই, তার সাথে দরকারি কথা ছাড়া অন্য কিছু বলার উপায়ও নেই। সত্যি বলতে, মেয়েটার সাথে দীর্ঘদিন পর কথা বলতে গিয়ে অসংকোচ বোধ করছে সে।

ফোনে যা বলেছে সেটা বিকল্প একটি পরিকল্পনা, হঠাৎ করেই তার মাথায় চলে এসেছে। কিডন্যাপারদের নাগাল না পেলে এটা করা ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না। তাছাড়া মেঘলা যদি কোনোভাবে শেষ শর্তটা আদায় করে নিতে পারে তাহলে দিহান বেঁচে থাকবে, অন্তত টাকাগুলো হাতে পাবার আগ পর্যন্ত।

চায়ের বিল দিয়ে বাইক নিয়ে চলে গেলো সে। এখন অন্য একটা জায়গায় যেতে হবে তাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৮

সারা রাত সারা দিন 'কাজ' করার পর বিকেলের দিকে গোসল করে গরম গরম ভাত আর মুরগির ঝালফ্রাই খেয়ে একটু বিশ্রাম নেয় তনাই। তারপরই কৌশল করে তার দীর্ঘদিনের সঙ্গি আমিনুলকে বাইরে পাঠিয়ে দেয় কিছু জরুরি মাল ডেলিভারি দিতে। যদিও এ কাজটা দু'এক ঘণ্টা পর করলেও হতো কিন্তু তার অন্য একটি উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য আমিনুলকে বাইরে পাঠানোর দরকার ছিলো।

আমিনুল বাইরে বেরুবার আগেই মাল নেবার জন্য তসলিমা এসেছিলো। এই মেয়েটা তাদের লাইনে কাজ করে। এরকম প্রায় সাত-আটজনের একটি দল আছে তাদের। ওরাই মালগুলো বিভিন্ন জায়গায় ডেলিভারি দিয়ে থাকে। আমিনুল চলে যেতেই তসলিমার সাথে লীলাখেলা শুরু করে দেয় সে। যদিও মেয়েটা চাচ্ছিলো একটু ধীরে ধীরে এগোতে কিন্তু তনাই সেসব আমলেই নেয় নি।

এই মেয়েটার সাথে কয়েকদিন ধরেই চোখের ইশারায়, ভঙ্গিতে বেশ চালাচ্ছিলো। দেখতে তেমন সুন্দর না হলেও শরীরটা মাশাল্লাহ্। স্বামী নেই। বাচ্চা-কাচ্চাও হয় নি। অন্যসব মেয়েদের মতো ঘরে বসে থাকে না বলে তার শরীরে কোনো মেদও জমে নি। তসলিমাসহ তাকে ঘরে রেখে চলে যাবার সময় আমিনুলের চোখেমুখে এক ধরণের সন্দেহ দেখেছিলো তনাই। সে হয়তো বুঝতে পেরেছে তার মতিগতি।

সমস্যা নেই। সেও পুরুষমানুষ। তারও এরকম মেয়েমানুষের দরকার আছে। ইচ্ছে করলে সে অন্য একজনকে বেছে নিতে পারে। কিন্তু এখন তসলিমা শুধুই তার।

প্রায় চার মাস ধরে নারীসঙ্গ থেকে বঞ্চিত তনাই দেরি করে নি তসলিমার শরীরের স্বাদ নিতে। প্রথমবার তাড়াহুড়া করতে গিয়ে দ্রুত নিঃশেষ হয়ে গেছে। তসলিমা মিটি মিটি হেসে বলেছে, এরপর একটু রয়েসয়ে করতে। তনাইও হেসে মেনে নিয়েছে। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটু আদর সোহাগ করার পর দ্বিতীয়বার শুরু করতে যাবে তখনই হঠাৎ কলিংবেলটা বেজে উঠলো।

তসলিমাকে ঘরে রেখে লুঙ্গি আর টি-শার্ট পরে দরজার কাছে গিয়ে সতর্ক হয়ে উঠলো সে। *পুলিশ তো না?* সঙ্গে সঙ্গে ধুকফুকানি শুরু হয়ে গেলো। একটু সময় নিয়ে নিজেকে ধাতস্থ করার চেষ্টা করলো তনাই। পুলিশের কাছে এর আগে দু'তিন বার ধরা পড়েছে সে, পিটুনিও খেয়েছে কিন্তু খুব বেশি দিন জেলে থাকতে হয় নি তাকে। ইউসুফ খন্দকারের মতো জাঁদরেল উকিল রয়েছে তার। ঐ খচ্চরটা হাইকোর্ট থেকে জামিনের ব্যবস্থা করে দিতে পারে অনায়াসে, শুধু একটু টাকা ঢালতে হয়, এই যা।

দরজার পিপহোল দিয়ে তাকালো সে। *আমিনুল!* এতো তাড়াতাড়ি মাল ডেলিভারি দিলো কিভাবে? বড়জোর দশ মিনিট হয়েছে। তার তো ফেরার কথা কমপক্ষে এক ঘন্টা পর। *তাহলে?* তসলিমার সাথে তাকে হাতেনাতে ধরতে চলে এসেছে? না। তার ধারণা আমিনুল ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। তনাইকে এভাবে বিব্রত করার সাহস দেখাবে না সে। হয়তো ভুলে মানিব্যাগ কিংবা মোবাইলফোন ফেলে চলে গেছিলো। এই ছেলেটার সব ভালো শুধু এই একটা দিক বাদে–একটু ভুলোমনা।

তারপরই দেখতে পেলো আমিনুলের পাশে এসে আরেকজন দাঁড়িয়েছে। *হারামজাদা সঙ্গে করে অচেনা লোক নিয়ে এসেছে! নাকি পুলিশ?*

এই ফ্ল্যাট থেকে পালাবার কোনো পথই নেই। তাই কয়েকবার টোকা মারার পর উপায়ন্তর না দেখে দরজাটা খুলে দিলো সে। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলো আমিনুলের পাশে দাঁড়ানো অচেনা যুবকের দিকে।

তনাই একে জীবনেও দেখে নি।

BanglaBook.org

হোমিসাইডের কমিউনিকেশন্স রুমে ফিরে এসেছে জেফরি। অপহরণকারীদের একজনের সাথে মিসেস চৌধুরির ফোনালাপের রেকর্ড শুনে চুপচাপ বসে আছে সে। জামান ইতিমধ্যে ইনকামিং কলটার লোকেশন ট্র্যাকডাউন করতে পেরেছে। ফলাফল আগের মতোই–এহ্‌সান চৌধুরির বাড়ির খুব কাছ থেকেই কলটা করা হয়েছে। এটা এখন স্পষ্ট,

www.BanglaBook.org

অপহরণকারীদের মধ্যে কমপক্ষে একজন এহ্সান চৌধুরির বাড়ির আশেপাশে ওৎ পেতে আছে। কড়া নজর রাখছে মেয়েটার বাবা-মার গতিবিধির উপর। হয়তো পাশের কোনো ভবন থেকে ঐ ডুপ্লেক্স বাড়িটার অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছে তারা। অপহৃত মেয়েটার মা বলেছিলো তার স্বামী অসুস্থ, যা কথা বলার তার সাথেই বলতে হবে। কিডন্যাপাররা সেটাও জেনে গেছে। ভদ্রমহিলা কেন মিথ্যে বলেছে সে কৈফিয়ত চেয়েছে। অবশ্য বেশ ভালোমতোই সেটা সামাল দিতে পেরেছে মিসেস চৌধুরি।

জামান আবারো বলেছিলো, ঐ বাড়ির আশেপাশে থাকা কিডন্যাপারদের গ্রেফতার করলে জানা যেতো মেয়েটাকে কোথায় আটকে রেখেছে ওরা। জেফরি এ প্রস্তাবে রাজি হয় নি। হোমিসাইডের ক্রাইম-লাইব্রেরি থেকে সাম্প্রতিক সময়ের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ধরণ, পদ্ধতি, পরিবর্তন আর অপরাধীদের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণা রয়েছে তার। ওখান থেকেই জানে, আজকাল অপহরণের কেসে কিডন্যাপাররা কতোটা সতর্ক থাকে। দু'একটি বোকামিপূর্ণ ঘটনা বাদ দিলে প্রায় সব ক্ষেত্রেই এটা লক্ষ্য করা যায়। বোকামির ঘটনাগুলো আবার ঘটিয়ে থাকে অপেশাদাররা—যারা জীবনে প্রথমবারের মতো এ কাজে নেমেছে। সুতরাং কিডন্যাপারদের একজন যদি ঐ বাড়ির আশেপাশে থেকেও থাকে তাকে ধরে কোনো লাভ হবে না। এক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা আছে। ওখানে ঠিক কতোজন আছে সে সম্পর্কে তারা নিশ্চিত নয়। ফোনে একজন কথা বললেও একাধিক লোক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

এমনও হতে পারে, ওদেরকে গ্রেফতার করার অভিযান চালিয়ে একজনকে ধরা হলেও অন্যেরা সটকে পড়তে সক্ষম হলো, তখন কি হবে? অপহরণকারীরা জেনে যাবে পুলিশ মাঠে নেমেছে। ছোট্ট মেয়েটাকে হত্যা করে যে যেদিকে পারে সেদিকে চলে যাবে।

তার এই কেসের মূল লক্ষ্য এখন—বাতেন নামের এক ড্রাইভারের খুনিকে ধরা নয়—অপহৃত একটি বাচ্চামেয়েকে জীবিত উদ্ধার করা।

মিসেস চৌধুরির সাথে অপহরণকারীদের ফোনালাপ শোনার পর থেকে জেফরির মনে একটা আশংকা দানা বাঁধছে। এই ব্যাপারটা নিয়েই সে চিন্তিত।

অপহরণকারীরা বাচ্চামেয়েটার সাথে তার মায়ের কথা বলিয়ে দিচ্ছে না। মিসেস চৌধুরি বার বার তাগাদা দেয়া সত্ত্বেও তারা বলছে একটু পর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথা বলিয়ে দেবে। এরইমধ্যে মেয়েটাকে ওরা খুন করে ফেলে নি তো? জেফরির মনে বার বার এই প্রশ্নটা উঁকি দিচ্ছে।

"স্যার?" জামান বললো তার আনমনা বসকে।

"কি?"

"ঐ ফোনটা তো আর ইউজ হচ্ছে না।"

"হুমম," আর কিছু বললো না। একটু আগে জামানকে আরেকটা কাজ দিয়েছে সে। মিসেস চৌধুরির সাথে যে লোক ফোনে যোগাযোগ রাখছে তার মোবাইলফোনটাও এখন মনিটর করছে জামান। জেফরির ধারণা ঐ ফোন দিয়ে দলের বাকিদের সাথে সে যোগাযোগ করবে। আর সেটা করলেই লোকেশনটা তারা জেনে যাবে। কিন্তু মিসেস চৌধুরির সাথে কলটা শেষ হতেই ফোনটা বন্ধ করে রাখা হয়।

"মনে হয় ওরা মোবাইলফোনের ট্র্যাকিং করার ব্যাপারটা জানে," বললো জামান।

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি। এটার জন্য কিছু পত্রপত্রিকা আর টিভি চ্যানেল দায়ি। তারা সংবাদ পরিবেশনের নামে, এক্সক্লুসিভ কিছু দেবার তাড়না থেকে এমন সব তথ্যও উপস্থাপন করে প্রকারান্তরে যা সন্ত্রাসীদেরই উপকারে আসে।

আসমান-জমিন! একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো জেফরির ভেতর থেকে। এরাই প্রথম জানায় হোমিসাইডসহ এ দেশের কিছু আইন-শৃঙ্খলা রাক্ষাকারী বাহিনীর কাছে মোবাইলফোন ট্র্যাক-ডাউন করার অত্যাধুনিক ডিভাইস রয়েছে। ব্যাপারটা এ পর্যন্ত জানালেও কোনো ক্ষতি ছিলো না কিন্তু কিভাবে এই ট্র্যাক-ডাউনের কাজ করা হয় সেটাও বিস্তারিত ছাপিয়ে দেয় তারা।

"মনে হচ্ছে পেশাদার কিডন্যাপার। অনেক বেশি সতর্ক," চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো সহকারী ইনভেস্টিগেটর।

"কিন্তু সবাই ভুলে করে," আস্তে করে বললো জেফরি বেগ। "এরাও ভুল করবে।"

জামান কিছু বললো না, তবে তার কাছে মনে হচ্ছে এরা সে-রকম কোনো ভুল করবে না। এভাবে ফোনকল ট্র্যাকিং করে ওদের না ধরে ঐ বাড়ির আশেপাশে যারা 'ডিউটি' দিচ্ছে তাদেরকে ধরলেই কাজটা অনেক সহজে করা সম্ভব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আচ্ছা স্যার, মিঃ চৌধুরিকে বাদ দিয়ে মিসেস চৌধুরি কেন কিডন্যাপারদের সাথে ডিল করছেন এখন?" প্রসঙ্গ পাল্টে বললো জামান।

"সম্ভবত মিঃ চৌধুরি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন।"

"এসব ক্ষেত্রে তো বাবার চেয়ে মায়েরাই বেশি ভেঙে পড়ে, তাই না?"

জেফরিও জানে কথাটা সত্যি। সন্তানের ব্যাপারে মায়ের উদ্বেগ বাবার চেয়ে অনেক বেশি থাকে। এরকম ঘটনায় মানসিকভাবে সবার আগে ভেঙে পড়ে মায়েরাই। কিন্তু আরেকটা সত্য আছে যেটা তার সহকারী জানে না।

"হুম, তা ঠিক," সায় দিলো হোমিসাইডের চিফ ইনভেস্টিগেটর। "জানো, মুরগির বাচ্চাদের যখন কাক কিংবা চিল ছোঁ মেরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে তখন মা-মুরগি কি করে?" জামান সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো তার বসের দিকে। "রেগেমেগে গায়ের পালক ফুলিয়ে শিকারীকে তাড়া করে। দারুণ দুঃসাহসের পরিচয় দেয় তখন। এমনিতে একটা চিল কিংবা ঈগলের সাথে লড়াই করার চিন্তাও করবে না, কিন্তু নিজের বাচ্চাদের জীবন হুমকির মুখে পড়লে একদম বদলে যায় ওরা।"

জামান কিছু বললো না।

"সন্তানের মা হিসেবে মিসেস চৌধুরির এমন আচরণে আমি মোটেও অবাক হই নি।"

"স্যার, আপনার কি মনে হয় ওরা মুক্তিপণের টাকা আগামীকাল সকালের মধ্যে দিতে পারবে?"

"বুঝতে পারছি না। ঐ পরিমাণ টাকা তো কারোর বাসায় থাকে না। হয়তো সকালে মিঃ চৌধুরি ব্যাঙ্ক থেকে তুলে দিতে পারে।"

"আপনার কি মনে হয়, টাকাটা কে নিয়ে যেতে পারে?"

জেফরি একটু ভেবে নিলো। জামান ভালো একটি প্রশ্ন করেছে। তার ধারণা এহ্‌সান চৌধুরি এ কাজ করবে না। "হয়তো তৃতীয় কেউ টাকাগুলো দিয়ে আসার কাজটা করবে," বললো সে।

"আমার মনে হয়, মিসেস চৌধুরিই টাকাগুলো দিয়ে আসবেন।"

মাথা দোলালো হোমিসাইডের চিফ ইনভেস্টিগেটর। তার দৃঢ় বিশ্বাস মিসেস চৌধুরি এ কাজ করবে না। কিডন্যাপিং কেসে মুক্তিপণ দেবার বেলায় নারীদের অংশগ্রহণের কোনো রেকর্ড পুলিশের খাতায় আপাতত নেই।

"তাহলে কে নিয়ে যাবে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"বুঝতে পারছি না। সম্ভবত এটা আমরা ওদের ফোনালাপ থেকেই জানতে পারবো।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জামান, তারপর একটু ভেবে আবার বললো, "আজকের রাতের মধ্যে যদি ওদের ট্র্যাক করা না যায় তাহলে মেয়েটার জীবন বাঁচানো সম্ভব হবে না।"

সহকারীর দিকে চেয়ে থাকলো জেফরি। কথাটা অমোঘ সত্য। সেক্ষেত্রে মুক্তিপণ নিতে আসা অপহরণকারীদের ধরা ছাড়া আর কিছু করা সম্ভব হবে না। কিন্তু জেফরি চাচ্ছে অপহৃত বাচ্চামেয়েটাকে জীবিত উদ্ধার করতে।

"আমরা কি তাহলে আজ রাতটা এখানেই থাকবো, স্যার?"

"হ্যা," ছোট্ট করে বললো জেফরি বেগ। একটা নিষ্পাপ শিশুর জীবন এখন হুমকির মুখে। তাদের কর্মতৎপরতার উপর নির্ভর করছে সবকিছু। সকালের আগেই উদ্ধার করতে না পারলে মেয়েটার জীবন বাঁচানো যাবে না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৯

তনাইর ধরে যেনো প্রাণ ফিরে এলো। আমিনুলের সাথে বাবলুকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছিলো কিছুক্ষণের জন্য। আরেকবার বুঝি সবকিছু নিয়ে ধরা পড়ে গেলো। কিন্তু আমিনুল যখন তাকে বললো ভয়ের কিছু নেই, এই লোককে সে ভালো করে চেনে, তখন হাফ ছেড়ে বাঁচলো। তবে তার পার্টনার তাকে আরো একটা কথা বলেছিলো, সেটা শোনার পর থেকে আগন্তুকের সাথে বুঝেশুনে কথা বলছে সে। দেবদূতের মতো দেখতে এই যুবক নাকি ভয়ঙ্কর পেশাদার খুনি। পাশের ঘরে যখন মালগুলো হিসেব করে দেখার জন্য তারা দু'জনে গেলো তখনই তার বন্ধু এটা বলেছিলো তাকে। পরিচিতজনেরা নাকি একে বাস্টার্ড নামে চেনে। আজব নাম, বাস্টার্ড! মনে মনে ভেবেছিলো তনাই।

আমিনুল আর বাস্টার্ড নামের লোকটা ঘরে ঢোকার পর তসলিমার ব্যাপারটা আর লুকাতে পারে নি তনাই। তার পার্টনার ঠিকই বুঝে যায়। অবশ্য সে মুখে কিছু বলে নি। শুধু মুচকি হেসে বলেছিলো, "তসলিমারে চইলা যাইতে কও এহন, ওরে পরে আইতে কইও।"

তনাই আর কিছু না বলে তসলিমাকে চলে যেতে বলে। মেয়েটাও খুব ভয় পেয়ে গেছিলো, ঘর থেকে চলে যেতে পেরে যেনো বেঁচে যায়।

তনাই একটু চিন্তায় পড়ে গেছে, বাস্টার্ড নামের লোকটা নাকি এখানে এসেছে মাল কিনতে, আমিনুল তাকে এই কথাই বলেছে। একজন পেশাদার খুনি কেন তাদের মাল কিনবে? তাও আবার এতো বিশাল পরিমাণে!

যাইহোক, তনাই মুখে কিছু না বলে কাজে নেমে পড়েছে। হিসেব করে দেখলো এই পেশাদার খুনি যা চাইছে তার অর্ধেক মাল আছে তার স্টকে।

"ভাই, পঞ্চাশ আছে, বাকিটা বানাইতে অইবো," আমিনুল বললো বাবলুকে।

সে বসে আছে তাদের অ্যাপার্টমেন্টের ড্রইংরুমে। এটা আসলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমিনুলের শোবার ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বেডরুমটা ব্যবহার করা হয় তাদের কাজের জন্য, গেস্টরুমে থাকে তনাই। কিচেন আর স্টোররুম দুটোতে মাল স্টক করে রাখে তারা।

"বাকিটা আজরাতের মধ্যে বানিয়ে দাও," বাবলু বললো। "আমি কাল সকাল আটটার মধ্যে পুরোটা চাই।"

আমিনুল তাকালো তনাইর দিকে। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে বাস্টার্ডকে। "সারা রাইত কাম করলে তো সম্ভব, তাই না?"

তনাই মাথা নেড়ে সায় দিলো শুধু।

"তাহলে আমি আসবো ঠিক আটটার দিকে। একটা ব্যাগে ভরে রেখে দিও। ঠিক আছে?"

বাবলুর কথায় তারা দুজনেই মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"এর জন্য কতো দিতে হবে?" জিজ্ঞেস করলো সে।

আমিনুল বুঝতে পারলো না কী বলবে। বাস্টার্ডের সাথে তার পরিচয় আন্ডারওয়ার্ল্ডে থাকার সময়। দীর্ঘদিন তারা একসাথেই কাজ করেছে। পরে তনাইর সাথে এই পেশায় যোগ দেয় সে।

"আপনে যা দেয়ার দিয়েন," বললো আমিনুল। সে নিজেও বাস্টার্ডকে ভয় পায়। এই লোক কি করতে পারে সেটা ভালো করেই জানে। আন্ডারওয়ার্ল্ডে থাকার সময় তাকে দলের সবাই বেশ সমীহ করতো।

"আমি শুধু খরচটা দেবো, হয়তো সামান্য লাভও থাকবে, কিন্তু মার্কেটে যে রেট আছে তা দিতে পারবো না।"

তনাই কিছু বললো না। তারা যে কাজ করে সেখানে এরকম কারোর সাথে দামাদামি করাটা ঝুঁকিপূর্ণ। মনে মনে আমিনুলকে গালি দিলো সে। কী দরকার ছিলো এই লোককে এখানে নিয়ে আসার! সব তো চিনে গেলো। এখন যদি এই লোক উল্টাপাল্টা কিছু করে বসে তাহলে তাদের কী করার থাকবে?

"একেকটা নোট তৈরি করতে কতো খরচ হয়, বলো?" জানতে চাইলো বাবলু।

তনাইর দিকে তাকালো তার পার্টনার। জালটাকার এই ব্যবসার সবকিছু জানে তনাই। সে কিছু বললো না। তার চোখের ভাষা পড়ে ফেললো আমিনুল। এ মুহূর্তে কথা বলতে চাইছে না, হয়তো পেশাদার খুনি শোনার পর থেকে একটু ভয়ের মধ্যে আছে সে। আমিনুল ইচ্ছে করেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাস্টার্ডের পরিচয়টা জানিয়ে দিয়েছে তাকে। নইলে দেখা যেতো তার উপর রাগ ঝাড়তো। হয়তো বেমক্কা উল্টাপাল্টা কিছু বলে বাস্টার্ডকে রাগিয়েও দিতো সে।

"খরচ তো পড়ে...এই ধরেন, বিশ ট্যাকা..." আন্দাজে বললো আমিনুল। বলেই তনাইর দিকে তাকালো। সে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালো না।

"বিশ?" বাবলু একটু হিসেব করে নিলো। প্রতিটি এক হাজার টাকার নোট বানাতে বিশ টাকার মতো খরচ হয়। "আমি তোমাদেরকে সব মিলিয়ে পাঁচলক্ষ টাকা দেবো, চলবে?"

তনাই যেনো হাফ ছেড়ে বাঁচলো। সে ভেবেছিলো বিশাল লোকসান হবে আজ।

"ঠিক আছে, ভাই," বললো আমিনুল। এরপর তাকালো তনাইর দিকে। সেও মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"তাহলে কাল সকালে আমি টাকা নিয়ে আসবো, ওগুলো রেডি রেখো। ভালো দেখে একটা ব্যাগে ভরে দিও সবগুলো।"

"জি, ভাই," হাসিমুখে বললো আমিনুল।

উঠে দাঁড়ালো বাবলু। "কাল সকাল আটটায় আসবো।" আমিনুলের কাঁধে চাপড় মেরে চলে গেলো সে।

"এইহানে নিয়া আইলা ক্যান?" বাবলু ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পর দরজা বন্ধ করে বললো তনাই। "আমাগো জায়গাটা চিনা গেলো না?"

মুচকি হাসলো তার পার্টনার। "সমস্যা নাই। ভায়ে লোক ভালা। আমাগো কোনো ক্ষতি করবো না।"

"করে তো খুনখারাবি, লোক আবার ভালা হয় কেমনে?" তনাই অবাক হয়ে জানতে চাইলো।

"তুমি হেরে চিনো না, আমি চিনি। হে আমাগো কোনো ক্ষতি করবো না। কিন্তু..." মুখে একটু বাঁকা হাসি দেখা গেলো।

"কি?" উৎসুক হয়ে উঠলো তনাই।

"তুমি যদি হের লগে উল্টাপাল্টা কিছু করো তাইলে তোমার খবর আছে। তুমি যেইহানে যাও না ক্যান, তোমারে খুঁইজ্যা বাইর করবো, তারপর ঠুস," আঙুল দিয়ে পিস্তলের ট্রিগার টেপার ভঙ্গি করলো সে।

একটু ভয় পেলো তনাই। "এই চিজটার লগে তোমার খাতির হইলো

www.BanglaBook.org

কেমনে?"

মুচকি হাসলো আমিনুল। "তুমি তো জানো আমি আন্ডারওয়ার্ল্ডে আছিলাম...ওইহানে ভায়েও আছিলো।"

তনাই আর কিছু বললো না। জাল টাকার ব্যবসা করলেও আন্ডারওয়ার্ল্ডের লোকজনদের সে ভয় পায়। এরা কথায় কথায় খুন খারাবি করতে পারে।

"চলো," তাড়া দিলো সে। "মাল বানানো শুরু করি, হাতে তো টাইম নাই।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো তার পার্টনার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২০

হোমিসাইডের কমিনিউকেশন রুমে জেফরি বেগ আর জামান অলস সময় পার করছে। জামানের কাছে মনে হচ্ছে এই কেসে টেলিফোন কল ট্র্যাকডাউন করে খুব বেশি ফলাফল পাওয়া যাবে না। তারচেয়ে বরং মিঃ চৌধুরির বাড়ির সামনে যেসব কিডন্যাপার নজরদারি করছে তাদের ধরে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই জানা যাবে মেয়েটাকে ওরা কোথায় আটকে রেখেছে। কিন্তু অতিরিক্তি সতর্কতার কারণে তার বস্ এটা করতে রাজি হচ্ছে না। জামানও স্বীকার করে কাজটাতে একটু ঝুঁকি আছে, এটা করতে গেলে হয়তো বাচ্চামেয়েটার জীবন বিপন্ন হতে পারে, তারপরও কথা থাকে। ঝুঁকি নেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় কি আছে? সব কাজেই একটু ঝুঁকি থাকে। ঝুঁকির ভয়ে পদক্ষেপ না নিলে তো সব স্থবির হয়ে পড়ে থাকবে। ঠিক এখন যেমন তাদের অবস্থা।

জেফরি বেগকে দেখলে মনে হবে সুস্থির হয়ে চুপচাপ বসে আছে কিন্তু ভেতরে ভেতরে এক ধরণের অস্থিরতার মধ্যে আছে সে। একটা আশংকা ক্রমশ দানা বাঁধছে তার ভেতরে। মিসেস চৌধুরি বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও অপহরণকারীরা তার মেয়ের সাথে কথা বলিয়ে দিচ্ছে না। দিচ্ছি-দেবো করে টালবাহানা করছে। ওরা মেয়েটাকে মেরে ফেললো না তো?

মনে মনে আশা করলো মেয়েটা যেনো বেঁচে থাকে। এই নিষ্পাপ মেয়েটাকে জীবিত উদ্ধার করতে পারলে তার যে কী ভালো লাগবে সেটা অন্য কেউ বুঝবে না। একটা জীবন রক্ষা করার মতো সফলতা আর হয় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেয়েটাকে যদি জীবিত উদ্ধার করা না যায় তাহলে অপহরণকারীদের কাউকে সে ছাড়বে না। একটা কঠিন আর অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো : অপহরণকারীদের নাগাল পেলে একটাকেও গ্রেফতার করবে না!

সে যে নিয়মে চলে, যে নীতিতে অটল থাকে এবার তার ব্যত্যয় ঘটবে, এটা নিশ্চিত। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালো। সাড়ে

www.BanglaBook.org

সাতটার বেশি বেজে গেছে।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালে জামান তার দিকে ফিরে তাকালো।

"বাইরে যাবেন, স্যার?"

"না, ওয়াশরুমে যাচ্ছি।"

কমিউনিকেশন্স রুমের অ্যাটাচড ওয়াশরুমটার দরজার হাতলে হাত রাখতেই পেছন থেকে জামান বলে উঠলো, "স্যার!"

ফিরে তাকালো সহকারীর দিকে।

"কিডন্যাপাররা আবার ফোন করেছে।"

আনিকার মনে হচ্ছে তার ব্লাড প্রেসার বেড়ে গেছে। যদিও এর আগে কখনও তার এই সমস্যা ছিলো না, তারপরও মনে হচ্ছে আকস্মিক এক দুর্যোগে তার শরীরের অনেক কিছুই বিগড়ে যাচ্ছে. এতোটা চাপ সহ্য করার মতো মেয়ে নয় সে। নিজেকে জোর করে দৃঢ় আর অটুট রেখেছে, আসলে সময় যতোই গড়াচ্ছে ভেতরে ভেতরে তার সমস্ত জগতটা ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে। একটু আগে বাবলুর সাথে ফোনে কথা বলার পর থেকে তার মধ্যে নতুন একটি ভীতি জেঁকে বসেছে হয়তো বাবলুও কিছু করতে পারছে না। অন্তত তার ম্রিয়মান কণ্ঠ শুনে আনিকা বুঝতে পেরেছে এটা। টেলিফোনে খুব বেশি কথাও বলে নি সে। যেনো তার সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলো না পাছে যদি মিথ্যে বলতে হয়।

বাবলু জানে আনিকা তার মিথ্যে কথা ধরে ফেলবে, হয়তো সে কারণেই বেশি কথা বলে নি। তবে আনিকার ভয় অন্য জায়গায়। বাবলুর কণ্ঠে কেমন জানি অসহায়ত্ব ছিলো। হঠাৎ করেই সে এখন চাচ্ছে কিডন্যাপারদের মুখোমুখি হতে। ওদের মুক্তিপণের এক কোটি টাকা নিয়ে যাবে সে। এতোগুলো টাকা সে কোথায় পাবে আনিকা জানে না। কিডন্যাপারদের ধোকা দিতে গেলে ঘটনা আরো খারাপ হতে পারে। বাবলু নিশ্চয় এটা বোঝে। আর যদি সত্যি সত্যি টাকাগুলো ওদের দিয়ে আসে তাহলেই বা কী লাভ? বাবলু কি জানে না কিডন্যাপাররা টাকা পাবার আগেই জিম্মিকে...

আনিকা আর ভাবতে পারলো না। ওদের দাবি অনুযায়ী টাকাগুলো যদি দিতেই হয় তাহলে সে-কাজটা তারা যেকোনো সময় করতে পারে। নিশ্চয়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাবলুর মাথায় অন্য কোনো পরিকল্পনা আছে। এ মুহূর্তে তার উপর বিশ্বাস রাখা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

বাবলুর সাথে কথা বলার পরই কিডন্যাপারদের ফোনে বেশ কয়েক বার কল করার চেষ্টা করেছে সে, পায় নি। ওদের ফোনটা বন্ধ। তাকে এখন জানতে হবে টাকাগুলো কোথায় আর কখন দিয়ে আসতে হবে। কাজটা যে বাবলু করবে সেটাও নিশ্চিত করতে হবে, কিন্তু বদমাশগুলোর ফোন বন্ধ। অস্থির হয়ে উঠেছে আনিকা। সে এখন বসে আছে ড্রইংরুমের সোফায়। তার স্বামী একটু আগে শোবার ঘরে চলে গেছে। পুরো বাড়িটা জুড়ে আছে অদ্ভুত এক ভুতুরে পরিবেশ। কারোর কোনো সাড়া শব্দ নেই। অথচ এই বাড়িতে কম করে হলেও পাঁচজন মানুষ আছে। তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জন ছাড়াও রয়েছে দু'জন কাজের বুয়া আর একজন কাজের ছেলে। কাজের লোকগুলোও শোকগ্রস্ত। যে যার ঘরে চুপ মেরে বসে আছে। তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে কাউকে যেনো কিচ্ছু না বলে। বাড়ির একমাত্র মেয়ে দিহান যে অপহৃত হয়েছে সেটা যেনো ঘুণাক্ষরেও কেউ না জানে।

আনিকা অবশ্য ওদের নিয়ে চিন্তিত নয়। ওরা তিনজনই খুব বিশ্বস্ত। যা বলবে তা-ই শুনবে, অবাধ্য হবে না।

হঠাৎ নীরবতার মধ্যে একটা গোঙানি শুনতে পেলো সে। কান পেতে বোঝার চেষ্টা করলো। সোফা থেকে উঠতে গিয়েও উঠলো না। "সবুজ?" কাজের ছেলেটাকে ডাকলো।

সবুজ হয়তো ধারেকাছেই ছিলো তার ডাকের অপেক্ষায়, সে ড্রইংরুমে ঢুকলো। "জি, আপা?"

"এটা কিসের আওয়াজ?"

সবুজ নামের কাজের ছেলেটা কাচমাচু খেলো। "ভাইজানে..." আর কিছু বললো না।

আনিকা বুঝতে পেরে তাকে চলে যেতে ইশারা করলো। চুপচাপ কথা না বলে ঘর থেকে চলে গেলো ছেলেটা।

দিহানের বাবা শোবার ঘরে ঢুকে কাঁদছে। নিজের কান্না জোর করে আটকে রাখার চেষ্টা করাতে সেটা কেমন জানি শোনাচ্ছে। আনিকার একবার ইচ্ছে হলো স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে আসবে কিন্তু পরক্ষণেই সেটা বাতিল করে দিলো। হয়তো দেখা যাবে স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেই ভেঙে পড়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কপালের বাম পাশটা ধরে আবারো একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সে।

ছবির মতো সুন্দর তার সংসারটা এক নিমেষে এলোমেলো হয়ে গেছে!

এমন সময় ফোনের রিং বাজতে শুরু করলে নড়েচড়ে বসলো আনিকা।

"হ্যালো?" রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললো সে।

"ফোন দিছিলেন ক্যান?" ওপাশ থেকে কিডন্যাপারদের একজন বললো তাকে। "মিসকল অ্যালার্টে দেখি আপনার নাম্বার...ঘটনা কি?"

"একটা দরকারে ফোন দিয়েছিলাম," বললো সে।

"বলেন?"

"টাকাগুলো কোথায় দেবো, কখন দেবো?"

একটু ভাবলো কিডন্যাপার তারপর বললো, "টাকা জোগার হয়া গেছে?"

"সকালে ব্যাঙ্ক থেকে তুলে দিতে পারবে ওর বাবা।"

"ও," বললো ওপাশ থেকে। "আমি বসের সাথে কথা বইলা আপনারে জানাইতাছি।"

"আপনি বলেছিলেন আমার মেয়ের সাথে কথা বলিয়ে দেবেন...কখন দেবেন?"

"একটু পর।"

"যখনই বলি, বলেন একটু পর, কখন দেবেন ঠিক করে বলুন," একটু কাঁঝের সাথেই বললো দিহানের মা।

"আমি তো অন্য জায়গা থিকা কথা বলতেছি–"

"এ-কথা বার বার বলছেন," কিডন্যাপারের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললো আনিকা। সে কোনো জবাব দেবার আগেই বললো আবার, "আমার মেয়ের কাছে যারা আছে তাদের সাথে তো আপনারা ফোনে যোগাযোগ হচ্ছেই। তাদেরকে বলুন আমি আমার মেয়ের সাথে কথা বলতে চাই।"

"ঠিক আছে, বলতেছি।"

"কখন দেবেন?"

"আমি একটু পর ফোন দিয়া জানাইতাছি।"

"একটু পর কখন–" তার কথা শেষ হতে না হতেই ওপাশ থেকে লাইনটা কেটে দেয়া হলো।

রিসিভারটা অনেকক্ষণ কানের কাছে ধরে রাখলো আনিকা। সে বুঝতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারছে না তার মেয়ের সাথে একটু কথা বলিয়ে দিতে এতো অনীহা কেন ওদের। প্রথমবার কিডন্যাপাররা যখন ফোন করে জানায় দিহানকে তারা অপহরণ করেছে, এককোটি টাকা না দিলে তার মেয়েকে জীবিত পাবে না, তখন কয়েক সেকেন্ডের জন্য মেয়ের সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলো–এরপর আর কথা হয় নি।

তার মনে খারাপ একটি আশংকা দানা বাঁধতে শুরু করলো। কখন যে দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো টেরই পেলো না।

আমার আম্মুটা!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২১

বাচ্চুর গ্যারাজের সামনে বাইকটা থামাতেই ভেতর থেকে ছেলেটা বের হয়ে এলো। তার হাতে-পায়ে কালি লেগে রয়েছে। ডান হাতে সাদা রঙের জুট, কালি লেগে একাকার। বাবলুকে দেখে খুশি হলেও কিছুটা চিন্তিতও মনে হলো তাকে।

"কিছু হইছে নি, বস্?" বললো সে।

"আমার আবারো গাড়ি লাগবে," বাইক থেকে নেমে বললো বাবলু।

বাচ্চু অবাক। মাত্র গত সপ্তাহে তার কাছ থেকে একটা গাড়ি নিয়ে গেছিলো, এক রাত পরই সেটা ফেরত দিয়েছিলো একেবারে অক্ষত অবস্থায়। এখন আবারও গাড়ি চাচ্ছে। এতো ঘনঘন তো কখনও গাড়ির জন্যে আসে না।

"একটু পুরনো হলেও সমস্যা নেই কিন্তু ইঞ্জিন হতে হবে ফিট। গাড়িটা হয়তো তুই আর ফিরে নাও পেতে পারিস," বললো বাবলু।

বাচ্চু অবাক হলো না। অনেক আগে একবার এরকম হয়েছিলো। বাবলু তার কাছ থেকে গাড়িটা নেবার পর আর ফেরত দেয় নি। হয়তো কাজ শেষে সেটা কোথাও ফেলে চলে এসেছিলো। গাড়ি নিয়ে ফিরে আসার মতো পরিস্থিতি ছিলো না। তাতে কোনো সমস্যা হয় নি বাচ্চুর। ওটা ছিলো মান্ধাতা আমলের টয়োটা কোরোলা। গাড়িটা বেচে দিলে যে দাম পেতো তারচেয়ে বেশিই পেয়েছিলো। বাবলুর সাথে টাকা-পয়সা নিয়ে তার কোনো ঝামেলা হয় নি কোনোদিন। কয়েক মাস আগে ঝকঝকে নতুন আর বেশ দামি একটি গাড়ি তাকে দিয়ে দিয়েছিলো। গাড়িটার সামনের ডান দিক ভচকানো থাকলেও বাচ্চু সেটা ঠিকঠাক করে, ইঞ্জিনে নতুন নাম্বার পাঞ্চ করে বেশ ভালো দামে বিক্রি করে দিয়েছে উঠতি এক ছাত্রনেতার কাছে।

"এখন তো ব্যাঙ্ক বন্ধ, আর বুথ থেকে অতো টাকা তোলাও যাবে না," বাবলু বললো, "কাল সকালে তুই টাকা পাবি।"

"আমি কি আপনেরে ট্যাকার কথা কইছি?" বাচ্চু রাগ দেখিয়ে

www.BanglaBook.org

বললো। "আপনের যহন খুশি দিয়েন।"

বাবলু তার কথা শুনে শুধু হাসলো।

"কবে লাগবো?" জুট দিয়ে হাতের কালি মুছতে মুছতে বললো সে।

"এখনই।"

"এহনই?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো বাবলু। "কেন, সমস্যা আছে?"

বাচ্চু দাঁত বের করে হেসে উঠলো। "বিরাট সমস্যার মইদ্যে আছি, বস্।"

"কেন?"

আবারো সাদা ঝকঝকে দাঁতগুলো প্রদর্শন করলো মোটর মেকানিক্স। "আর কইয়েন না, আমার পোলাটায় আইজকা ফাঁকি মারছে। ফোন কইরা কয়, ওর নাকি জ্বর। আইবার পারবো না। কন দেহি, একলা একলা এতো বড় গ্যারাজ চালানো যায়?"

বাবলু কিছু বললো না। মাথা নেড়ে সায় দিলো শুধু। আরো কিছুক্ষণ বকবক করে চললো ছেলেটা।

"দুনিয়ার কাম হাতে, আমি তো সারাদিন খাইট্টা মরতাছি। তিনটা গাড়ি ডেলিভারি দেওন লাগবো কাইলকা..." একটু থেমে আবার বললো সে, "স্টিশনওয়াগনটা দিবার পারুম। ওইটা ফিট আছে। চলবো?"

এই স্টেশনওয়াগনটাই গত সপ্তাহে নিয়েছিলো সে। ওটার কাঁচগুলো কালো। বাইরে থেকে ভেতরের কিছু দেখা যায় না। তার কাজের জন্যে উপযুক্ত জিনিস। "ঠিক আছে, ওটাই দে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২২

ফোনসেটের সামনে অধীর অপেক্ষায় বসে আছে আনিকা। বাবলু যা যা বলেছে, যেভাবে সব করতে বলেছে সবই করবে। অনেক কষ্টে নিজের ভেতরে জমে থাকা উদ্বেগ আর অস্থিরতা দমন করে ঝিম মেরে বসে আছে সে।

দিহানের বাবার কান্না থেমে গেছে অনেক আগে। এখন হয়তো আবার পান করছে। তার জন্যে খুব মায়া হলো। একেবারে ঝামেলামুক্ত একজন মানুষ। সামান্য ঝক্কি পোহাতেও রাজি নয়। অনেক বড় ব্যবসা করলে কি হবে, মানসিক দৃঢ়তা শিশুদের মতো, আনিকা ছাড়া এটা আর কে বেশি জানে। দেখতে দেখতে প্রায় আট-নয় বছর হয়ে গেলো তাদের বিয়ের। লোকটাকে সে ভালো করেই চেনে।

বাবলু এখন কি করছে কে জানে, ভাবলো সে। ঐসব কিডন্যাপারদের হাত থেকে তার মেয়েকে উদ্ধার করতে পারবে তো? এ প্রশ্নের জবাব তার জানা নেই, তারপরও এক ধরণের নির্ভরতা তৈরি হয়েছে, মনের গহীনে বিশ্বাস জন্মেছে, বাবলু তার দিহানকে তার কাছে ঠিকই ফিরিয়ে দেবে।

তার ভালোবাসার মানুষটি তো বহুকাল আগেই অপরাধজগতে ঢুকে পড়েছে। সেই জগতে দীর্ঘদিন ধরে বিচরণ করে আসছে সে। ওখানকার অলিগলি ভালো করেই চেনে। হয়তো তার পক্ষে এটা করা সম্ভব।

ফোনের রিং বাজার শব্দে চমকে উঠলো আনিকা। রিসিভারটা তুলে নেবার আগে গভীর করে দম নিয়ে নিলো।

"হ্যালো?"

"হুম বলেন," ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে অন্য একটা কণ্ঠ বললো। *কিডন্যাপারদের বস্?* হতে পারে। "টাকা নাকি রেডি করছেন?"

"এখনও রেডি হয় নি...কাল সকালে জোগাড় করতে পারবো।"

"আচ্ছা, তাইলে আপনের জামাইরে বলবেন–"

কিডন্যাপারের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললো আনিকা, "আমার স্বামী না...টাকা নিয়ে যাবে আমার এক কাজিন।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কাজিন?"

"হুম। আমার এক খালাতো ভাই।"

"না, না। কোনো খালাতো ভাই-টাই চলবো না। আপনের জামাইরে বলবেন টাকা নিয়া আসতে, উনার ফোন নাম্বারটা দিয়া দিবেন, আমি বইলা দিমু কোথায় আসতে হইবো," ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো কিডন্যাপার।

গভীর করে আবারো দম নিলো আনিকা। "আমার স্বামী প্রচণ্ড ভীতু মানুষ, ও এসব করতে পারবে না। তারচেয়ে ভালো হয়-"

এবার তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললো বাজখাই কণ্ঠটা, "আরে না। যা কইলাম তা-ই করেন। বাইরের কুনো মানুষরে ইনভলভ করন যাইবো না। আপনার হাজব্যান্ডরে কইবেন, কুনো ঝামেলাই হইবো না। যেইখানে বলবো সেইখানে টাকা নিয়া আসবো...ব্যস, হয়া গেলো। ভয়ের কিচ্ছু নাই।"

একটু গুছিয়ে নিলো আনিকা। "আপনি বুঝতে পারছেন না, আমার হাজব্যান্ড অনেক ভীতু...ও এটা করতে পারবে না।"

"মন দিয়া শুনেন...অন্য কুনো লোক অ্যালাউ করন যাইবো না। ওর বাপেরেই কইবেন টাকা নিয়া আসতে।"

আনিকা আর কিছু বলতে পারলো না কারণ লাইনটা কেটে দেয়া হলো ওপাশ থেকে।

কান থেকে ইয়ারফোনটা খুলে রাখলো জেফরি বেগ।

"তাহলে আগামীকাল সকালে..." কিডন্যাপারদের একজনের সাথে মিসেস চৌধুরির ফোনালাপ শোনার পর আপন মনে বলে উঠলো সে। "কিন্তু টাকাটা কে নিয়ে যাবে সেটা তো নিশ্চিত হওয়া গেলো না।"

"এহ্‌সান সাহেবই নিয়ে যাবেন," জামান বললো। "মনে হয় না কিডন্যাপাররা অন্য কাউকে অ্যালাউ করবে। ওরা তো তাই বললো।"

"হুম," মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি। "তাই তো মনে হচ্ছে।"

"স্যার, আমার ভয় হচ্ছে অন্য একটা ব্যাপার নিয়ে," বললো জামান।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো তার বস্‌।

"মিসেস চৌধুরি বার বার তার মেয়ের সাথে কথা বলতে চাইছে অথচ কিডন্যাপাররা দিচ্ছি দেবো করে ঘোরাচ্ছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই ব্যাপারটা নিয়ে জেফরিও চিন্তিত। তার মনে খারাপ আশংকাটি ক্রমশ দানা বাঁধছে। কিডন্যাপারদের প্রবণতা খুবই মারাত্মক রকম হয়ে উঠেছে আজকাল। অপহৃত মেয়েটির বাবা-মা যে এ কথা জানে না তা নয়। কিন্তু জানলেও এক্ষেত্রে তারা নিরুপায়। তাদের কিছু করারও নেই।

"আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ওরা মেয়েটাকে এরইমধ্যে মেরে ফেলেছে।"

জামানের এ কথায় চুপ মেরে গেলো জেফরি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, "সেটা এখনও নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।"

"কিন্তু ওরা মেয়েটার সাথে যা-ই করুক, আমাদের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না," জামান বেশ দৃঢ়ভাবে বললো কথাটা। "আমরা সব ব্যাটাকে ধরবো।"

"আমি কাউকেই ধরবো না," আস্তে করে বললো জেফরি বেগ।

অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলো জামান। "ধরবেন না!"

মাথা দোলালো সে। "না!"

"কী বলেন, স্যার!" জামানের বিস্ময় আরো বেড়ে গেলো। "তাহলে কি করবেন?"

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো জেফরি। "আমি ওয়াশরুম থেকে আসছি।"

হতভম্ব জামান একটু পরই বুঝতে পারলো তার নিয়মনিষ্ঠ বস কি করবে ওদের সাথে। *ঠিকই আছে*, মনে মনে বললো সে। *মাসুম-বাচ্চাদের সাথে যারা এমন কাজ করে তাদের সাথে আবার কীসের নিয়ম-কানুন?*

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৩

বাবলুর ফোনটা আবারো বিপ্ করে উঠলো। মেঘলা ফোন করেছে। এখনও বাচ্চুর গ্যারাজে আছে সে। তার ফোনালাপ যাতে কেউ শুনতে না পায় সেজন্যে একটু সরে গেলো।

"হ্যালো?"

"ওদের সাথে কথা হয়েছে," বললো মেঘলা।

"কি বললো?"

"ওরা কোনোভাবেই রাজি হচ্ছে না...বলছে দিহানের বাবাকেই টাকা নিয়ে যেতে।"

"আচ্ছা।" দ্রুত মাথা খাটাতে লাগলো সে। কিডন্যাপারদের সাথে মেঘলার মতো এক মেয়ে কথা বলে খুব একটা সুবিধা করতে পারবে না। অন্য কিছু করা দরকার, আর সেটাই দ্রুত তার মাথায় চলে এলো। "ড্রাইভারের খুনের ব্যাপারে তোমাদের বাড়িতে পুলিশ এসেছিলো না?"

"হ্যা। তোমাকে তো বলেছি সেটা।"

"তুমি ওদেরকে বলবে, ড্রাইভারের খুন হওয়ার ব্যাপারে পুলিশ কিছু একটা সন্দেহ করছে। সম্ভবত সাদা পোশাকের পুলিশ তোমাদের বাড়ির আশেপাশে নজরদারি করছে। এ অবস্থায় দিহানের বাবা টাকা নিয়ে গেলে পুলিশ হয়তো টের পেয়ে যেতে পারে। বুঝতে পেরেছো, কি বললাম?"

মেঘলা বুঝতে পেরেছে। "কিন্তু ওরা যদি তাতেও রাজি না হয়?"

এইমাত্র পাওয়া আইডিয়াটা গুছিয়ে নিলো সে। "ওদের সাথে যখন কথা বলবে তখন এক কানে ইয়ারফোন দিয়ে তুমি আমার সাথে লাইনে থাকবে। ওদের কথাগুলো যেনো আমি শুনতে পাই, মানে স্পিকার অন করে কথা বলবে। বুঝতে পেরেছো?"

"হ্যা।"

"খুবই শান্তভাবে, আস্তে আস্তে ওদের সাথে কথা বলবে। আমি তোমাকে বলে দেবো কখন কি বলতে হবে?"

"ঠিক আছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাবলু লাইন কেটে দিলো না কিন্তু কথাও বলছে না।

"হ্যালো?" মেঘলা বললো।

"হুম, বলো।"

কিন্তু মেঘলা কোনো কথা খুঁজে পেলো না। আজ এতোদিন পর বাবলুর সাথে কী নিয়ে কথা বলবে, তাও আবার এরকম পরিস্থিতিতে।

"ঠিক আছে, যা বললাম তা করো।"

মেঘলা যে কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছে না সেটা বাবলুও বুঝতে পেরেছে। লাইন কেটে দিলো সে। ফোনটা রেখে তাকালো বাচ্চুর দিকে। একটু দূরে বসে থেকে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে।

"কিছু খাবারের ব্যবস্থা কর। খুব ক্ষিদে পেয়েছে।" সকাল থেকে চা ছাড়া আর কিছু খায় নি।

বাচ্চু উঠে ভেতরে যেতে নিলে বাবলু তাকে টাকা নিয়ে যেতে বললো।

"কী যে কন ভাই। একটু মেহমানদারিও করবার দিবেন না!" কপট রাগ দেখিয়ে বললো সে।

হেসে ফেললো বাবলু। "ঠিক আছে। মেহমানদারি কর।"

বাচ্চু এবার হেসে ভেতরে চলে গেলো। একটু পরই তার দোকানের এক পিচ্চি চলে গেলো খাবার আনতে।

বাবলু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো কাল সকালে কি করবে। এই প্ল্যানটা তার একদম পছন্দ হচ্ছে না। এটা অনেকটা সিনেমাটিক। চলচ্চিত্রেই এরকম ঘটনা মানায় অপহরণকারীদের কাছে মুক্তিপণ নিয়ে যাবে হিরো, তারপর সব ব্যাটাকে শেষ করে জিম্মি উদ্ধার করে ফিরে আসবে বীরদর্পে।

অবশ্য, তার পরিকল্পনাটি অতোটা সিনেমাটিক নয়। সে আসলে কিডন্যাপারদের ধোকা দেবে নকল টাকা দিয়ে। ওই মুহূর্তে টাকাগুলো আসল না নকল সেটা চেক করে দেখার কোনো সুযোগ থাকবে না ওদের। তনাইয়ের কাজের উপর তার যথেষ্ট আস্থা রয়েছে। খালি চোখে তার নকল টাকা ধরার উপায় নেই।

মুক্তিপণের টাকা লেনদেনের চেয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়েই সে বেশি চিন্তিত। টাকাগুলো হস্তান্তর করার পর ওরা যদি দিহানকে ফেরত না দেয় তাহলে কী করবে? সরাসরি অ্যাকশনে চলে যাবে? কিভাবে সেটা করলে দিহানের কোনো ক্ষতি হবে না? এ প্রশ্নগুলো তার মাথায় ঘুরপাক খেতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাগলো।

পরিকল্পনা অনুযায়ী সব কিছু এগোলে টাকা হস্তান্তর করার কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া যাবে দিহান বেঁচে আছে। কিন্তু কোথায় আছে, কার কাছে আছে সেটা নিশ্চিত করে জানা সম্ভব হবে না।

একটা কাজ করা যেতে পারে। কিডন্যাপারদের সংখ্যা যদি দু'তিনজন হয় তাহলে একজনকে বাঁচিয়ে রেখে বাকিদের মেরে ফেললে জীবিতজনের কাছ থেকে দিহানের ব্যাপারে তথ্য পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এটা ভাবা যতোটা সহজ বলে মনে হচ্ছে আদতে কাজটা ততো সহজ হবে না।

সব সময় তুমি আশা করতে পারো না, তোমার মতো করেই ঘটনা ঘটবে।

একটু এদিক ওদিক হলেই আসল উদ্দেশ্য—দিহানের জীবনটা—ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যেতে পারে।

মাথা দোলালো বাবলু। এই দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি তার পছন্দ না হলেও এখন আর কিছু করার নেই। ডাকাইত শফিকের ব্যাপারটা ছিলো ধোঁকা। অপহরণকারীরা বেশ ভালোমতোই সেটা করতে পেরেছে। তার ভাগ্য কিছুটা ভালো, ডাকাইত তার নিজের লোকের হাতে গতকাল রাতে খুন হয়ে গেছে, নইলে এখন হয়তো ওর নাগাল পাবার জন্যেই হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াতো সে।

ফোনটা আবার বিপ্ করতেই অন্যমনস্ক ভাব কেটে গেলো বাবলুর।

"বলো?"

"ওরা ফোন করেছে," ওপাশ থেকে বললো মেঘলা।

"ঠিক আছে, তুমি কথা বলো।"

কয়েক মুহূর্ত পরই স্পিকার ফোনে একটা কণ্ঠ শুনতে পেলো বাবলু।

অপহরণকারীদের একজন বললো : "বলেন।"

"ড্রাইভারের খুনের ব্যাপারে বাড়িতে পুলিশ এসেছিলো, সেটা তো জানেন?" বললো মেঘলা।

"হ, জানি।"

"আমরা ওদের কিছু বলি নি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ওরা কিছু একটা সন্দেহ করছে..."

"কি সন্দেহ করতাছে?"

"ঠিক জানি না। তবে আমার ধারণা ওরা সাদা পোশাকে বাড়ির বাইরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নজরদারি করছে। সেজন্যেই বলছিলাম, দিহানের বাবাকে দিয়ে টাকা পাঠানোটা ঠিক হবে না। ওরা ওকে ফলো করতে পারে।"

কিডন্যাপার চুপ মেরে গেলো।

"ওড, ঠিক আছে," বললো বাবলু। মেঘলার বাম কানের ইয়ারফোনে প্রতিধ্বনি করলো সেটা। কিডন্যাপারের ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো ধরণের শব্দ কিংবা নয়েজ হচ্ছে কিনা শোনার চেষ্টা করলো।

"আমি কোনো ঝামেলা চাই না বলেই অন্য কাউকে দিয়ে টাকাটা পাঠাতে চাচ্ছি।"

"হুম।" মনে হলো অপহরণকারী ভাবছে। "ঠিক আছে, তাইলে উনারে পাঠানোর দরকার নাই।"

মেঘলার মতো বাবলুও আশান্বিত হয়ে উঠলো।

"তাহলে আমার কাজিনকে সকালে টাকা দিয়ে—"

"না, না..." মেঘলার কথা শেষ করতে দিলো না বাজখাই গলাটা। "ওইসব কাজিন-টাজিন পাঠানোর কাম নাই। আপনে এক কাজ করেন, বাড়ির কাজের লোকরে দিয়া পাঠায়া দেন।"

"কাজের লোক!" মেঘলার মুখ দিয়ে অস্ফুট কথাটা বের হয়ে গেলো।

শিট! মনে মনে বলে উঠলো বাবলু।

"ক্যান, আপনেগো বাড়িতে কাজের লোক নাই?"

"তুমি বলো কাজের লোক ভয় পাবে। রাজি হবে না।" মেঘলাকে তাড়া দিয়ে বললো বাবলু।

সে-মতোই বললো মেঘলা।

"ভয় পাইবো ক্যান...ভয়ের কিছু নাই। ওরে একটা ফোন দিয়া দিবেন...তারপর আমি কইলা দিমু কুনখানে আসতে হইবো।"

"বলো, কাজের ছেলেটা যদি এ কাজ করতে রাজি না হয়?" বাবলু বলে দিলো মেঘলাকে।

মেয়েটা বাবলুর কথা হুবহু বললো।

"রাজি না হওনের কী আছে, আজব!" কিডন্যাপার নাছোড়বান্দা। "মনিবের জন্য এইটা করবার পারবো না?"

"না, মানে..." মেঘলা বুঝতে পারলো না কী বলবে।

"বলো কাজের ছেলে রাজি হবে না, ও খুব ভীতু।"

"মনে হয় না ও রাজি হবে...খুব ভীতু টাইপের ছেলে..."

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আপনেগো বাড়ির সবাই কি ভীতু নাকি?" টিপ্পনি কাটলো কিডন্যাপার।

মেঘলা কিছু বললো না।

"ওরে চাপ দেন, ও রাজি হইবো। ভয় পাইবো না। গেরাম দ্যাশের পোলা...আপনাগো মতো ডরফুক না।"

মেঘলাকে আবারো চুপ থাকতে দেখে বাবলু বলে উঠলো "বলো, ঠিক আছে। ওকে রাজি করাবে। এখন জানতে চাও কখন, কোথায় টাকা নিয়ে যাবে।" কিডন্যাপার এ ব্যাপারে অনমনীয় বলে ও আর চাপাচাপি করতে চাইলো না।

"আচ্ছা, আমি ওকে বলে দেখি।"

"হ, তাই করেন।"

"টাকাগুলো কোথায় দেয়া হবে? কখন দিতে হবে?"

"কাইল সকালে সবুজ্রে বইলা দিমু কুথায় কখন আসতে হইবো।"

"ঠিক আছে।"

"কুনো রকম দুই নাম্বারি করবেন না। করলে কি হইবো জানেনই তো?"

"এরকম কিছু হবে না। নিশ্চিত থাকতে পারেন," জোর দিয়ে বললো মেঘলা। "এখন আমার মেয়ের সাথে আমাকে কথা বলতে দিন।"

"এখন তো সম্ভব না," কাচুমাচু খেয়ে বললো কিডন্যাপার।

"আশ্চর্য, আপনি একটু আগে কিন্তু বলেছেন কথা বলিয়ে দেবেন?"

"হ, কইছিলাম, কিন্তু..."

"কিন্তু কি?" উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো আনিকা।

"না, মানে...কিছু না।" কিডন্যাপারের কণ্ঠে দ্বিধাগ্রস্ততা সুস্পষ্ট।

কয়েক মুহূর্ত ধরে বাবলু অন্য একটা চিন্তায় ডুবে গেছিলো, হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে শুনতে পেলো মেঘলা তার মেয়ের সাথে কথা বলতে চাইছে।

"বার বার বলছেন একটু পর দেবেন, দিচ্ছেন না। ঘটনা কি?" অস্থির হয়ে উঠলো মেঘলা। "সত্যি করে বলেন, আমার মেয়ের কি করেছেন?" তার কণ্ঠটা কেঁপে উঠলো।

"আপনের মাইয়া ভালা আছে। চিন্তার কুনো কারণ নাই।"

"তাহলে ওর সাথে আমাকে কথা বলতে দিচ্ছেন না কেন?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কাইল সকালে কথা কইলেন," বললো অপহরণকারীদের নেতা।

"দিহানের সাথে কথা বলার জন্য জোরাজুরি করো," তাগাদা দিলো বাবলু।

"আমি ওর সাথে এখনই কথা বলবো। আর কোনো ধানাইপানাই শুনবো না।"

"কইলাম তো এখন সম্ভব না।"

"এখন দিতে সমস্যা কি?...আশ্চর্য, আপনারা এমন করছেন কেন?"

"আছে একটা সমস্যা। বুঝবেন না।"

"আমার অতো কিছু বোঝার দরকার নেই। আমার মেয়েকে দিন। ওর সাথে আমি কথা বলবো," রেগেমেগে বললো সে।

"না দিলে কী করবেন?" কিডন্যাপারও রেগে গেলো এবার।

চুপ করে থাকলো মেঘলা। সঙ্গে সঙ্গে বাবলু বলে দিলো তাকে কি বলতে হবে। তার কথাটা শুনে থ বনে গেলো সে। "প্লিজ বলো!" তাড়া দিলো। সেও জানে কোনো মায়ের পক্ষে এটা বলা কতোটা কঠিন।

গভীর করে দম নিয়ে নিলো মেঘলা। "তাহলে আমার কথাটা মন দিয়ে শুনুন, আমি আমার মেয়ের সাথে কথা না বললে কোনো টাকা দেবো না।"

"টাকা দিবেন না?"

"না।" দৃঢ়ভাবে বললো সে। "মনে করবো..." কথাটা বলতে গিয়ে তার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে গেলো। "...আমার মেয়েকে আপনারা মেরে ফেলেছেন!"

"কি?" মনে হলো কিডন্যাপার ভড়কে গেছে। "এমন মা তো জীবনে দেখি নাই। কি কয়!" যেনো পাশের কাউকে বললো।

মেঘলা অপেক্ষা করলো কিডন্যাপারদের নেতা কী বলে।

"শুনেন, আপনার মাইয়া বাঁইচা আছে...ভালা আছে। এর বেশি কইতে পারুম না এখন।"

লাইনটা কেটে গেলো।

"হ্যালো? হ্যালো?" হতাশায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো দিহানের মায়ের।

"মেঘলা, শান্ত হও," ওপাশ থেকে বললো বাবলু।

"এখন কি করবে?" উতলা হয়ে জানতে চাইলো সে।

বাবলু এখন জানে তাকে কি করতে হবে। "তুমি কোনো চিন্তা কোরো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না। আমি একটু পর তোমাকে ফোন করছি।"

ফোনটা পকেটে রেখে বাচ্চুকে ডাকলো সে।

"কি হইছে?"

"গাড়িটা জলদি বের কর।"

একটু অবাক হলো মেকানিক্স। "খাইবেন না?"

"না।"

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো ছেলেটা, তারপর কথা না বাড়িয়ে গ্যারাজের ভেতরে চলে গেলো সে।

দশ মিনিট পর স্টেশনওয়াগনটা নিয়ে বাচ্চুর গ্যারাজ থেকে বের হয়ে এলো বাবলু। অনেকক্ষণ পর যেনো দম বন্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছে। নতুন উদ্যমে ছুটে চললো এবার। এখন সে কোথায় যাবে শুধু তা-ই জানে না, কি করবে, কিভাবে করবে তাও জানে।

এতোক্ষণ কোণঠাসা রাজার মতো অসহায় ছিলো সে। এবার দান উল্টে গেছে।

তার এবারের গন্তব্যটি খুবই অদ্ভুত।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৪

জেফরি বেগ কমিউনিকেশন্স রুমে বসে আছে। কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে চুপচাপ শুনে যাচ্ছে একটু আগে ট্যাপ করা মিসেস চৌধুরির সাথে কিডন্যাপারদের একজনের কথোপকথন।

মনে মনে মিসেস চৌধুরিকে বাহ্বা না দিয়ে পারলো না সে। ভদ্রমহিলা সুচতুরভাবেই মোক্ষম একটি চাল চেলেছে। অপহৃত হওয়া সন্তানের মা হিসেবে তার এমন বুদ্ধি প্রয়োগ সত্যিই প্রশংসনীয়।

মহিলা কিডন্যাপারদের নতুন একটি শর্ত দিয়েছে একটু পরই তার মেয়ের সাথে ফোনে কথা বলিয়ে দিতে হবে। তাছাড়া আগামীকাল সকালে মুক্তিপণ দেবার আগেও মেয়ের সাথে কথা বলবে।

মহিলার দৃঢ়তায় জেফরি মুগ্ধ। সে জানে, মুক্তিপণ পেতে হলে ঐ বাচ্চামেয়েটাকে বাঁচিয়ে রাখা ছাড়া কিডন্যাপারদের এখন আর কোনো উপায় নেই।

জামান উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার বসের দিকে। তারা এখন জেনে গেছে আগামীকাল সকালে কে টাকাগুলো নিয়ে যাবে। তারচেয়ে বড় কথা, একটু পর বাচ্চামেয়েটার সাথে মিসেস চৌধুরির কথা হয়ে গেলেই তারা নিশ্চিত হয়ে যাবে কিডন্যাপার আর জিম্মির অবস্থান।

ইয়ারফোনটা খুলে রাখলো জেফরি। "ভদ্রমহিলা খুব চেষ্টা করেছেন স্মার্টলি হ্যান্ডেল করতে," বললো সে।

"জি, স্যার," বললো জামান। "মনে হচ্ছে একটু পরই আমরা মেয়েটার লোকেশন জানতে পারবো।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি।

"কিন্তু কাজের ছেলেটা কি টাকা নিয়ে যেতে রাজি হবে?"

"মিসেস চৌধুরির কথায় তো মনে হলো রাজি করাতে পারবে।"

"উনি অবশ্য চাচ্ছিলেন, উনার এক কাজিনকে দিয়ে পাঠাতে।"

"হুম।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ভদ্রমহিলা মনে করছেন পুলিশ সাদা পোশাকে তাদের বাড়ির আশেপাশে নজরদারি করছে," বললো সহকারি।

জেফরিও অবাক হয়েছে কথাটা শুনে। তারা এমন কিছু করে নি, কিংবা তাদের আচরণে এমন কিছু প্রকাশ পায় নি যে, মিস্টার এবং মিসেস চৌধুরি এরকম ভাববে। মেয়েটার মায়ের সাথে তো তাদের দেখাই হয় নি। তাহলে কেন মিসেস চৌধুরি এটা বলতে গেলো? তারপরই মনে হলো, হয়তো এটা একটা কৌশল।

"মনে হয় কাজিনকে পাঠানোর জন্যেই এটা বলেছে। মিসেস চৌধুরি চাচ্ছে না মুক্তিপণের টাকাগুলো মেয়েটার বাবা দিয়ে আসুক।" একটু থেমে কাজের কথায় চলে এলো জেফরি। "জামান, কিডন্যাপারের ফোনটা ট্র্যাকডাউন করার পর পরই আমরা দ্রুত ফিল্ডে নেমে যাবো।"

"আশা করি কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা জানতে পারবো, স্যার। অনলি অ্যা ম্যাটার অফ টাইম।"

"বাট টাইম ডাস ম্যাটার," গম্ভীর হয়ে বললো জেফরি।

"স্যার?" জামান বলে উঠলো। "ঐ কিডন্যাপারের নাম্বারে একটা কল এসেছে!"

জেফরি বেগ সঙ্গে সঙ্গে কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে নিলো আবার।

বারিধারার লেকের পানিতে সোডিয়াম লাইটের হলদেটে আলোগুলো অদ্ভুতভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। রাত নেমে এসেছে, ক্রমশ হালকা হয়ে উঠছে যানবাহনের আনাগোনা। লেকের পারে কিছু লোক সান্ধ্যকালীন হাটাহাটি শেষ করে ফিরে যাচ্ছে নিজেদের ঘরে। অল্পবয়সী কিছু ছেলেমেয়ে প্রাইভেটকার পার্ক করে গল্প করছে এখানে সেখানে। ছেলেগুলোর পরনে থৃ-কোয়ার্টার আর টি-শার্ট। বোঝা যাচ্ছে আশেপাশেই থাকে তারা। মেয়েগুলো সবকিছু থোরাই কেয়ার করে সিগারেট টানছে বুক ফুলিয়ে। যেনো নারী স্বাধীনতা আর প্রগতির চরম উৎকর্ষতায় পৌছানোর সহজতম একটি পথ পেয়ে গেছে! তাদেরকে সিগারেট খেতে দেখে ছেলেগুলো বেশ মজা পাচ্ছে।

স্টেশনওয়াগনটা প্রায় নিঃশব্দে লেকের কোল ঘেষে চলে যাওয়া প্রশস্ত

www.BanglaBook.org

রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে এখন। একদম ধীরগতিতে চলছে সেটা। হেডলাইটের আলো জ্বলছে না। তার কোনো দরকারও নেই। লেকের দিকে মুখ করে থাকা অভিজাত বাড়িগুলো একে একে অতিক্রম করে গেলো গাড়িটা। অবশেষে রাস্তার উপর পার্ক করা একটি পাজেরো গাড়ির পেছনে থামলো। জায়গাটা একটু অন্ধকারাচ্ছন্ন।

বাবলু গাড়ি থেকে নেমে আরেকটু সামনে এগিয়ে গেলো।

লেকের পাড়ে কয়েক মিনিট ঘুরে বেড়ালো সে। চারপাশে কড়া নজর রাখলো। তার চোখে সন্দেহজনক কিছু পড়লো না। এটাই প্রত্যাশা করেছিলো। পুরো এলাকাটি চষে বেড়াতে গিয়ে পর পর তিনটি সিগারেট শেষ করলো সে। মুখটা বিস্বাদে তেতো হয়ে গেছে। সিগারেট খায় না বলে জঘন্য লাগছে এখন। ব্রাশ করার আগপর্যন্ত এই বিশ্রি অনুভূতিটা থাকবে।

পুরো এলাকা একবার টহল দিয়ে আসার সময় একদম ধীরস্থির রইলো। এখন তার মাথাটাও কাজ করছে দারুণ। নিজের মধ্যে হারানো আত্মবিশ্বাস আবার ফিরে পেতে শুরু করেছে। অবাক হয়ে ভাবলো, কতো দ্রুতই না পরিস্থিতি পাল্টে যায়। একটু আগেও যারপরনাই হতাশার মধ্যে ছিলো। যেনো কানাগলিতে ঢুকে পড়া উদভ্রান্ত একজন।

তারপর, দীর্ঘ দু'ঘণ্টার হতাশাজনক মুহূর্ত এক নিমেষে উধাও হয়ে যায়। মেঘলা যখন কিডন্যাপারদের সাথে ফোনে কথা বলছিলো আর সে তাকে বলে দিচ্ছিলো কখন কি বলতে হবে তখনই এটা তার কাছে ধরা পড়ে। মেঘলা অবশ্য ধরতে পারে নি।

এখন কানাগলি থেকে বের হবার সহজ একটি পথ পেয়ে গেছে সে।

যখন মাথা ঘামিয়ে যাচ্ছিলো তখন কোনো কূল-কিণারা খুঁজে পায় নি অথচ অপ্রত্যাশিতভাবেই তার কাছে এই জিনিসটা ধরা পড়ে যায়।

এখানে আসার আগেই মেঘলাকে ফোন করেছে। তার কথা শুনে মেঘলা খুবই অবাক হয়েছিলো। হয়তো কিছুটা ভড়কেও গিয়ে থাকবে। কেন সে এটা করতে চাচ্ছে জিজ্ঞেস করলে বাবলু শুধু বলেছিলো তার কথামতো কাজ করতে। এখন কোনো প্রশ্ন নয়। মেঘলা আর কিছু বলে নি। বোঝাই যাচ্ছে নিজের মেয়ের জীবন বাঁচাতে সে এখন সবকিছু করতে প্রস্তুত।

আবারো গাড়ির কাছে ফিরে গেলো সে। কিছুক্ষণ পর একটা ডুপ্লেক্স বাড়ির সামনে এসে থামালো তার স্টেশনওয়াগনটা। মেইনগেটের সামনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হালকা-পাতলা গড়নের এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। মোবাইলফোনে কথা বলছে সে।

ড্রাইভিং সিটের জানালার কাঁচ নামিয়ে দিলো বাবলু। দূর থেকে যুবকটির সাথে তার চোখাচোখি হয়ে গেলে হাত নেড়ে তাকে কাছে আসতে বললো।

দ্রুত ফোনালাপ শেষ করে যুবক এগিয়ে আসতে লাগলো তার দিকে।

সাইলেন্সার পিস্তলটা সিটের পাশে রেখে গভীর করে দম নিলো বাবলু।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৫

"শূয়োরের বাচ্চা," সেলফোনটা রেখে বললো রাজন। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তিন যুবক। তাদের একজনকে উদ্দেশ্য করেই গালিটা দিলো সে। "তোরে আমি বলছিলাম ইনজেকশন মারতে?"

অপরাধী ভঙ্গিতে গাল চুলকালো কালোমতো যুবকটি।

"এই চুতমারানির পোলায় সব সময় একটু বেশি বোঝে," কথাটা বলেই একটা কাঠের চেয়ারে বসলো। অপহরণকারীদের দলনেতা সে। আন্ডারকন্সট্রাকশন ভবনের উপর তলার একটি ফ্লোরে আছে তারা। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মাল-সামান, সিমেন্টের বস্তা আর স্তূপ করে রাখা বালু। মাথার উপর জ্বলছে লালচে টিমটিমে আলোর একটি ইলেক্ট্রিক বাল্ব। "ঐ মহিলা তো বার বার তার মাইয়ার সাথে কথা কইতে চাইতাছে। বলে মাইয়ার সাথে কথা না বললে টাকা দিবো না। আমি এখন কী করি?"

তিনজন যুবকের কেউ কোনো কথা বললো না। রাজন পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে দেয়াশলাই হাতরালো অন্য পকেটে। তিন যুবকের একজন, খাটোমতোন, টি-শার্ট পরা, নিজের জিপো লাইটারটা বের করে তার সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিলো।

"ট্যাকা কি কাইল দিবো, ভাই?" জিপো লাইটারটা পকেটে রেখে বললো যুবক।

সিগারেটে লম্বা টান দিলো বললো রাজন। "ট্যাকা তো সকালেই দিবার চাইতাছে কিন্তু মাইয়ার লগে কথা কইতে চায় এখন।"

জিপো চিন্তায় পড়ে গেলো। "তাইলে কি করবেন?"

রেগেমেগে তাকালো জিপোর দিকে। আস্তে করে চলে গেলো সে। একটু দূরে গিয়ে চুপচাপ বসে রইলো পাণ্ডার সাথে।

BanglaBook.org

একটু আগে ট্যাপ করা ফোনালাপ আবারো মনোযোগ দিয়ে শুনছে জেফরি

www.BanglaBook.org

বেগ। কৌতুহল নিয়ে জামান চেয়ে আছে তার দিকে।

"ওইখানকার খবর কি?"

"সব কিছু ঠিকঠাক আছে, সকালেই টাকা পায়া যাইবা," কিডন্যাপারকে একজন বললো।

"হুম, কিন্তু মহিলা তো বার বার তার মাইয়ার সাথে কথা কইতে চাইতাছে..."

"সমস্যা কি...কথা বলাইয়া দাও..."

"আর বইলো না, টুন্ডায় একটা আকাম কইরা ফালাইছে।"

"ক্-কি আকাম ক্-করছে?" একটু তোতলালো লোকটা।

"ইনজেকশন মাইরা দিয়া দিছে। এখন কেমনে কথা বলাইয়া দেই?...হারামজাদারে বার বার কইছিলাম আমি না কইলে কিছু করতে না..."

কলার কিছু বললো না।

"তুমি চিন্তা কইরো না। ঐ মহিলারে আমি সামলাইতাছি। বেটি কয়, ওর মাইয়ার লগে কথা না কইলে নাকি ধইরা নিবো মাইয়াটা বাঁইচা নাই।"

"তা-তাই নাকি..." শুধু এটুকুই বলতে পারলো অপরিচিত কলার।

"কেমন মা, বোঝো এইবার। কলিজা খুব শক্ত।" একটু থেমে আবার বললো, "তুমারে কইছে, ট্যাকা নিয়া যাইবার কথা?"

"হ...একটু আগে কইলো তো..."

"তাইলে তো কুনো সমস্যা হইবো না মনে হইতাছে।"

"কুনো সমস্যা নাই। মনে হয় আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেইকা ট্যাকা জোগার করনের চেষ্টা করতাছে। আমারে এহন বাইরে পাঠাইছে একজনের কাছ থেইকা কিছু জিনিস আননের লাইগা। আমি শিউর, কেউ ট্যাকা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিয়া আইছে। ম্যাডাম মনে হয় স্যার্‌রে এইটা জানাইতে চাইতাছে না," লোকটা জানালো।

"কিন্তু ট্যাকা তো ব্যাঙ্ক থেইকা তুইলা দিবো কইছিলো।"

"ব্যাঙ্কে মনে হয় অতো ট্যাকা নাই।"

"কয় কি? এতো বড়লোক, আর এক কোটি ট্যাকা থাকবো না?"

"ট্যাকা যেখান থেইকা জোগার করার করুক। আমাগো এইটা নিয়া মাথা ঘামানোর দরকার কি?"

"তারপরও তুমি চোখ-কান খোলা রাইখো।"

"অসুবিধা নাই। আমি দেখতাছি।"

"ঠিক আছে। পরে কথা হইবো।"

জেফরি বেগ ইয়ারফোনটা খুলে জামানের দিকে তাকালো। ঘটনা কি বুঝতে পারছে সে। মিসেস চৌধুরি রাজি হয়েছিলো তার বাসার কাজের ছেলেটা মুক্তিপণের টাকা নিয়ে যাবে। এখন দেখা যাচ্ছে ওই ছেলেটাই কিডন্যাপারদের সহযোগী!

"স্যার, ওদের বাসার কাজের ছেলে সবুজ জড়িত।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি। "হুম।"

দুপাশে মাথা দোলালো জামান।

"ওদের লোকেশন কোথায়?" সহকারীকে তাড়া দিলো সে।

সামনে রাখা বিশাল আকারের এলইডি মনিটরের দিকে তাকালো জামান। ঢাকা শহরের ভার্চুয়াল মানচিত্রটা ভেসে উঠলো পর্দায়।

"স্যার," পাশে না তাকিয়েই বললো সে। তার দৃষ্টি মনিটরের দিকে। "কিডন্যাপারদের লোকেশনটা এখানে..." থমকে গেলো সে। একই জায়গায় দুটো লাল বিপ্! পাশ ফিরে তাকালো জেফরির দিকে। "বারিধারায়, স্যার!" তারপরই মাউস দিয়ে একটা বাটনে ক্লিক করতেই মানচিত্রটা আরো বড় হয়ে গেলো। "ইনকামিং কলটার লোকেশনও একই জায়গায়!

"ওহ্!" অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো জেফরি বেগ।

"এহ্‌সান চৌধুরির বাড়ির খুব কাছেই!" বিস্মিত জামান বললো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৬

এহ্‌সান চৌধুরি বুঝতে পারছে না এসব কী হচ্ছে। তার বাড়ির কাজের লোক সবুজকে বাড়িতে দেখা যাচ্ছে না। দাড়োয়ান বলেছে আধঘণ্টা আগে সে বাড়ির বাইরে যাবার পর আর ফিরে আসে নি।

দিহান কিডন্যাপ হবার পর বাড়ির সবাইকে বিনা কারণে, না জানিয়ে বাইরে যেতে নিষেধ করে দিয়েছিলো। তার কড়া নিষেধ শুনে কেউ সারাদিন বাইরে যায় নি। এহ্‌সান চৌধুরির মন বলছে, কিছু একটা হয়েছে। এরকম পরিস্থিতিতে সবুজের হঠাৎ করে উধাও হয়ে যাওয়াতে আরো ঘাবড়ে গেলো সে। অথচ তার স্ত্রী আনিকা অদ্ভুত রকমভাবেই শান্ত আছে। হয়তো ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যাচ্ছে কিন্তু বাইরে থেকে তাকে দেখলে বোঝা যাবে না, তার প্রাণপ্রিয় সন্তান আজ সকাল থেকে অপহৃত।

এহ্‌সান ড্রইংরুমে এসে দেখতে পেলো টেলিফোনের সামনে চুপচাপ বসে আছে তার স্ত্রী। তবে একটু আগে যেমন দেখে গেছিলো এখন আর ততোটা শান্ত মনে হলো না। যেনো চাপা ক্রোধ কোনো রকমে সামলে রেখেছে। রাগে লাল হয়ে আছে তার ফর্সা মুখটা। বিগত কয়েক ঘণ্টা ধরে স্ত্রীকে চিনতে পারছে না। এই আনিকা তার কাছে বড্ড অচেনা।

"আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, সবুজ গেলো কোথায়?" স্ত্রীর কাছে এসে বললো সে।

মুখ তুলে তাকালো আনিকা, তবে কিছু বললো না।

"তুমি চুপ করে আছো কেন, কিছু একটা বলো?" স্ত্রীর অসহ্য নীরবতায় অধৈর্য হয়ে উঠলো সে।

"সবুজকে নিয়ে এতো টেনশনের কী আছে," শান্তকণ্ঠে বললো আনিকা। "সে যদি বাইরে গিয়ে থাকে তো গেছে।"

"আশ্চর্য, ওর মোবাইলফোনটাও বন্ধ আছে। কী হচ্ছে এসব?"

আনিকা কিছু বলছে না দেখে আবারো অস্থির হয়ে উঠলো তার স্বামী।

"আমার তো মনে হচ্ছে ও আর ফিরে আসবে না," কথাটা বলেই স্ত্রীর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাশে বসে পড়লো সে। "আমার কড়া নিষেধ সত্ত্বেও বাড়ির বাইরে গেছে...মোবাইলটাও অফ করে রেখেছে এখন!"

"ও ফিরে না আসলে আসবে না, এ নিয়ে এতো অস্থির হবার কী আছে?" অনেকটা বিরক্ত হয়ে বললো আনিকা। "আমি আমার মেয়ের টেনশনে মরে যাচ্ছি আর তুমি..." কথাটা শেষ না করে মুখ ঘুরিয়ে রাখলো সে।

এহ্‌সান চুপ মেরে বসে রইলো স্ত্রীর পাশে। "দাড়োয়ান বললো ওকে নাকি তুমি বাইরে পাঠিয়েছো?" কিছুক্ষণ পর আস্তে করে বললো সে।

"আমি বুঝতে পারছি না," আবারো রেগে গেলো আনিকা। "তুমি সবুজের ব্যাপারে এতো অস্থির হয়ে উঠছো কেন?"

স্ত্রীর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললো, "কী হচ্ছে না হচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমিও আমাকে কিছু বলছো না। এদিকে সবুজ লাপাত্তা হয়ে গেছে...তুমি নাকি তাকে বাইরে পাঠিয়েছো...বলে দিলেই হয় ওকে কোথাও পাঠিয়েছো..."

আনিকা মুখ সরিয়ে রাখলো অন্যদিকে, কিছু বললো না।

"প্লিজ আনি..." স্ত্রীর কাঁধে হাত রেখে বললো এহ্‌সান। "কি করছো না করছো অন্তত আমাকে বলো...সামান্য ভুল হলে আমাদের মেয়েটার কী হবে ভেবে দেখেছো?"

"আমার কোনো ভুল হচ্ছে না," দাঁতে দাঁত চেপে বললো আনিকা। "দয়া করে আমাকে আর কোনো প্রশ্ন কোরো না তো।"

এহ্‌সান কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলো। তার স্ত্রীর ডান হাতে একটি মোবাইলফোন। আনিকা ব্যবহার করে আইফোন। কিন্তু এই ফোনটা অন্য ব্র্যান্ডের। আগে কখনও এটা তাকে ব্যবহার করতে দেখে নি।

"এটা কার ফোন?" অবাক হয়ে জানতে চাইলো সে।

হাতের ফোনটার দিকে তাকালো আনিকা। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, "আমার।"

"তোমার?" বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো এহ্‌সানের। "তুমি তো আইফোন ইউজ করো!"

"আমি কি ফোন ইউজ করি না করি সেটা কি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ?" রেগেমেগে বললো দিহানের মা। "ছেলেমানুষির মতো সব প্রশ্ন করে যাচ্ছো...একটু শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারো না?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনেকটা ধমক খেয়ে স্ত্রীর কথায় চুপ মেরে গেলো সে। তারপর আমতা আমতা করে বললো, "এতো রাগ করছো কেন? বলে দিলেই হয় সবুজকে কোনো কাজে পাঠিয়েছো।"

চট করে স্বামীর দিকে তাকালো। "ওকে আমি জাহান্নামে পাঠিয়েছি!"

এহ্সান চৌধুরি স্ত্রীর দিকে ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে রইলো। *এই মেয়েটা কি তার স্ত্রী?*

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠলো এ সময়। এহ্সান জানে কিডন্যাপারদের কেউ ফোন করেছে। স্ত্রীকে ইশারা করলো স্পিকার মুডে দিয়ে কথা বলার জন্য।

স্পিকার মুডে দিয়ে রিসিভারটা তুলে নিলো আনিকা। "হ্যালো?"

"কাল সকাল আটটা বাজে টাকাগুলা চাই..." ফোনের অপর প্রান্ত থেকে একটা কণ্ঠ বলে উঠলো। এই কণ্ঠটা অন্য একজনের। সম্ভবত দলের নেতার। যাকে অপহরণকারীরা বস্ বলে সম্বোধন করে।

"এতো সকালে পারবো না, ব্যাঙ্ক খোলার পর টাকা তুলে দিতে হবে," বললো দিহানের মা।

এহ্সান উন্মুখ হয়ে শুনছে।

"তাইলে, সকাল দশটায়?"

"আচ্ছা, ঠিক আছে," আনিকা চকিতে স্বামীর দিকে তাকালো। "সবুজ টাকাগুলো পৌঁছে দেবে..."

এহ্সান চৌধুরি দারুণ অবাক হলো। তাদের বাড়ির কাজের ছেলেটা এতোগুলো টাকা পৌঁছে দেবে কিডন্যাপারদের কাছে! তাহলে কি এই কাজেই সবুজকে কোথাও পাঠিয়েছে? না। তা কেন হবে। টাকা তো সে-ই দিতে পারবে কাল সকালে। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না। আনিকা তাকে এখনও বলে নি টাকাগুলো কাল সকালে কখন তুলতে হবে।

"আচ্ছা," বললো কিডন্যাপারদের বস্। "কাজের ছেলের ফোন নাম্বারটা আমারে দেন...আমি তারে বইলা দিমু কোথায় যাইতে হবে। বুঝলেন?"

একটু ভেবে বললো আনিকা, "হ্যা। বুঝেছি। নাম্বারটা লিখে রাখুন..." তারপর একটা সেলফোন নাম্বার বলে গেলো সে। বলার সময় এক ফাঁকে স্বামীর দিকে তাকালো। একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে বেচারা।

"ঠিক আছে। কাইল সকালে ওরে ফোন দিয়া বইলা দিমু কখন

www.BanglaBook.org

কোথায় আসতে হইবো," নাম্বারটা টুকে নেবার পর বললো কিডন্যাপার।

গভীর করে দম নিলো আনিকা। "আপনি নিশ্চয় শুনেছেন, আমি আমার মেয়ের সাথে কথা না বলে কোনো টাকা দেবো না..."

গোল গোল চোখে স্ত্রীর দিকে তাকালো এহ্সান চৌধুরি।

"হ, শুনছি," কাটাকাটাভাবে কিডন্যাপার। "চিন্তার কোনো কারণ নেই। আপনার মাইয়ার সাথে আপনে কথা কইতে পারবেন।"

"কখন?"

"কাইল সকালে।"

"কাল সকালে তো কথা বলবোই...আমি এখন ওর সাথে কথা বলে নিশ্চিত হতে চাইছি, ও ভালো আছে।"

একটু চুপ মেরে থাকলো ওপাশের কণ্ঠটা।

"হ্যালো?" তাড়া দিলো দিহানের মা।

"উম...ঠিক আছে, রাইত দশটা-এগারোটার মইদ্যে ফোন দিমু নে। তখন মাইয়ার লগে কথা কইবেন।"

আনিকা রিসিভারটা কানে চেপে ধরে রাখলো, যদিও লাইনটা কেটে দেয়া হয়েছে।

"সবুজ টাকা নিয়ে যাবে!" এহ্সান চৌধুরি যেনো বিশ্বাসই করতে পারছে না।

স্বামীর দিকে তাকালো আনিকা, কিছু বললো না। শুধু নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৭

টান টান উত্তেজনা নিয়ে বসে আছে জেফরি আর জামান। তাদের মনোযোগ মনিটরের দিকে।

"আমাদের ম্যাপ বলছে, এটা একটা আন্ডারকন্সট্রাকশন ভবন..." জামান পর্দার ছবিটা আরো বড় করে পেছন ফিরে বসের দিকে তাকালো। "...এটা তিন মাস আগে আপডেট করা হয়েছে, স্যার।"

হোমিসাইডে ঢাকা শহরের যে ভার্চুয়াল মানচিত্রটি আছে সেটা বছরে দু'বার আপগ্রেড করা হয়। ডিপার্টমেন্টের অনেকেই মনে করে এর কোনো দরকার নেই। খামোখা এতোগুলো টাকা নষ্ট করা হয়। কিন্তু জেফরি জানে স কিছু আপগ্রেড করে রাখাটা ভীষণ জরুরি। তার চাপাচাপিতেই এটা নিয়মিত করা হয়।

পর্দায় লোকেশনটা ভেসে উঠলে জেফরি বেগ দেখতে পেলো জায়গাটা বারিধারার কাছে কালাচাঁদপুর নামের একটি এলাকা। কয়েকদিন আগেও এটা ছিলো ডোবা-নালায় পরিপূর্ণ। এখন রিয়েল এস্টেটের খপ্পরে পড়ে গেছে। গড়ে উঠছে শত শত ভবন।

কান থেকে ইয়ারফোনটা খুলে উঠে দাঁড়ালো জেফরি বেগ।

জামানও উঠে দাঁড়ালো। বুঝতে পারলো মাঠে নামার সময় হয়ে গেছে তাদের।

"আমরা কোনো পুলিশফোর্স সঙ্গে রাখবো না," বললো জেফরি। "কেসটা খুবই ডেলিকেট। একটু এদিক ওদিক হলেই মেয়েটাকে ওরা মেরে ফেলবে।"

"আমরা আমাদের নিজস্ব ফোর্স ব্যবহার করবো?"

"আমরা চার-পাঁচ জনের একটি দল অপারেশন চালাবো। তুমি আমিসহ আরো তিনজনকে সঙ্গে নেবো।"

"লোকাল থানাকে জানাবেন না?"

"ওদেরকে ব্যাকআপে রাখবো কিন্তু কিডন্যাপিংয়ের কথা বলবো না।"

www.BanglaBook.org

জামান বুঝতে পারলো তার বস্ কি চাইছে। পুলিশকে এরকম কেসে জড়িত করতে গেলে ঝুঁকি আছে। তারা হঠাৎ করে এ রকম অভিযানের জন্য দ্রুত প্রস্তুত হতে পারবে না। কাজটা যদি নিছক কোনো সন্ত্রাসীদলকে গ্রেফতার করার হতো তাহলে সমস্যা ছিলো না, কিন্তু এখানে ছোট্ট একটি মেয়ের জীবন নির্ভর করছে। অন্য সব অপারেশনের চেয়ে আরেকটু বেশি বিচক্ষণতার দরকার। সুতরাং, পুরো অপারেশনটি হোমিসাইডই করবে, পুলিশ থাকবে ব্যাকআপে। হয়তো তাদেরকে বলা হবে, একটা খুনিচক্রকে ধরতে যাচ্ছে তারা।

"বাকি তিনজন কে, স্যার?"

জেফরি একটু ভেবে বললো, "আজ রাতে স্ট্যান্ডবাই র‍্যাটদের মধ্যে যারা শুটিংয়ে ভালো স্কোর করেছে তাদের মধ্য থেকে তিনজনকে রেডি হয়ে যেতে বলো।"

হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে ছোট্ট একটি র‍্যাপিড অ্যাকশন টিম রয়েছে–সংক্ষেপে তাদেরকে র‍্যাট বলা হয়। অবশ্য ডিপার্টমেন্টের অনেকেই ঈর্ষান্বিত হয়ে আড়ালে আবডালে তাদেরকে 'ইন্দুর' বলেও ডেকে থাকে। রাতের বেলায় তাদের মধ্য থেকে ছয়জন সদস্য স্ট্যান্ডবাই থাকে। পুলিশ, হাসপাতাল আর ফায়ার-সার্ভিসের মতো হোমিসাইডকেও জরুরি সার্ভিস হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে।

"ঠিক আছে, স্যার," বললো জামান। "পাঁচজনে কি হবে, নাকি আরো বেশি দরকার?"

"পাঁচজনেই হবে," জানালো জেফরি বেগ। "লোকাল থানার ব্যাকআপ তো থাকছেই। কোনো সমস্যা হবে না।"

জামান উঠে চলে গেলো। সে এখন সবকিছু রেডি করার জন্য ইন্সট্রাকশন দেবে। আর জেফরি চলে গেলো নিজের অফিসে, অপারেশনের জন্যে প্রস্তুত হতে।

হাত-পা আর মুখ বাধা অবস্থায় গাড়ির পেছনের সিটে হালকা-পাতলা গড়নের যে যুবকটি পড়ে আছে সে আর কেউ নয়, এহ্‌সান চৌধুরির বিশ্বস্ত কাজের লোক সবুজ। তার দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে আছে। যেনো এখনই মারা যাবে। নিজেকে খুবই অসহায় মনে হচ্ছে। তার সামনে যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আজরাইলটা আছে তাকে সে কখনও দেখে নি। চেনেও না। একটু পর পর আজরাইলটা তার নাক চেপে ধরছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যাবার আগেই আবার ছেড়ে দিচ্ছে সে। তাকে নিয়ে নির্মম ছেলেখেলা খেলছে।

বাড়ির কর্তা চৌধুরি সাহেবের স্ত্রী একটু আগে তাকে ডেকে বলেছিলো আগামীকাল সকালে টাকা নিয়ে কিডন্যাপারদের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। কথাটা শুনে প্রথমে সে ভয় পাবার অভিনয় করে তারপর এমন ভান করে যেনো বাধ্য হয়ে কাজটা করতে রাজি হয়েছে। এরপরই মিসেস চৌধুরি আরেকটা কাজ দেয়—বাইরে গিয়ে তার এক পরিচিত লোকের কাছ থেকে একটা জিনিস নিয়ে আসতে হবে। লোকটা নাকি বাড়ির বাইরে একটা কালো রঙের গাড়িতে করে আসবে। আসামাত্রই সবুজ তার নিজের নাম বললেই জিনিসটা দিয়ে দেবে।

কথামতো সে বাড়ির বাইরে এসে দেখে তখনও কালো রঙের গাড়িটা আসে নি। অপেক্ষার সেই সময়টাতে রাজনকে ফোন করে একটু কথা বলে। তার ফোনালাপ শেষ হবার আগেই দেখতে পায় রাস্তার ওপারে কালো রঙের একটা গাড়ি এসে থেমেছে। তার ধারণা ছিলো মিসেস চৌধুরি হয়তো স্বামীর অগোচরে নিকট কোনো আত্মীয়ের কাছ থেকে টাকা ধার করছেন।

গাড়ির কাছে যেতেই এই লোকটাকে দেখতে পায়। তখন ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারে নি তার জন্য কি অপেক্ষা করছে।

লোকটা ড্রাইভিং সিটের অন্যদিকের দরজাটা খুলে তাকে গাড়ির ভেতরে আসতে বলে। সবুজ ভেতরে ঢুকেই দেখে লোকটার হাতে পিস্তল। পুরোপুরি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। এরকম কিছুর জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলো না সে। তারপর থেকে এই লোকটার কব্জায় আছে সে। এক পর্যায়ে তার মাথার পেছনে পিস্তলের বাট দিয়ে জোরে আঘাত করতেই জ্ঞান হারায় সবুজ। যখন চোখ খোলে দেখতে পায় হাত-পা আর মুখ বাধা অবস্থায় পড়ে আছে গাড়ির পেছনের সিটে। তবে জানালার কাচ দিয়ে বাইরে শুধু অন্ধকার দেখতে পায়। এখন কোথায় আছে সে জানে না।

"মেয়েটা কাদের হাতে আছে?" বেশ শান্তকণ্ঠে বললো বাবলু।

কথাটা শুনে সবুজের হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবার জোগার হলো যেনো। এই লোক তাকে এ কথা জিজ্ঞেস করছে কেন! মাথা দুলিয়ে সে জানালো কিছু বুঝতে পারছে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুচকি হাসলো বাবলু। একটা হাত তুলে তার মোবাইলফোনটা দেখালো। বুঝতে পারলো, সে যখন জ্ঞান হারিয়েছিলো তখন তার পকেট থেকে ওটা নিয়ে নিয়েছে। তিন-চার হাজার টাকা দামের সস্তা চায়নিজ মোবাইলফোনের দিকে ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে রইলো সবুজ।

"আমি ঠিক করেছিলাম তুই মিথ্যে বললেই তোর এক পায়ে গুলি করবো," কথাটা বলেই সাইলেন্সার পিস্তলটা বের করে সবুজের বাম হাটুর উপর ঠেকালো। "যা, তোকে একটা সুযোগ দিলাম...এবার বল, মেয়েটা এখন কাদের হাতে আছে?"

এহ্সান চৌধুরির কাজের লোক সবুজের নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠলো। সে বুঝতে পারছে না কী বলবে। *এই লোক কে? পুলিশ!* হতে পারে। তার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, বাড়ির কর্তা, মিসেস চৌধুরি তাকে এই আজরাইলের হাতে তুলে দিয়েছে! এটা কিভাবে সম্ভব হলো? কতো সতর্কই না ছিলো সে। এমন কিছু করে নি যে দিহানের মা-বাবা ভুলেও তাকে সন্দেহ করবে। একটু আগে পর্যন্ত সে বুঝতে পারে নি তার ভাগ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে। মিসেস চৌধুরি কীভাবে এটা ধরতে পারলো!

দিহানের কিডন্যাপের ব্যাপারেও তারা সবাই বেশ সতর্ক ছিলো। বারিধারা এলাকায় কয়েক মাস ধরে আনাগোনার ফলে রাজনদের চেহারা মোটামুটি পরিচিত হয়ে উঠেছিলো, তাই মেয়েটার স্কুলের সামনে থেকে অপহরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সবদিক থেকে ওটাই ছিলো ভালো জায়গা।

তারপরও কিভাবে সব জানাজানি হয়ে গেলো তার মাথায় ঢুকছে না।

বাবলু আবারো নাক চেপে ধরলো সবুজের। তার ধারণা এই বদমাশটা বড়জোর পাঁচ মিনিট সহ্য করতে পারবে, তারপরই গীত গাইতে শুরু করবে।

শক্ত করে নাকটা চেপে ধরতেই সমস্ত শরীর বেঁকিয়ে হাসফাস করে উঠলো সবুজ। তার পা দুটো বাধা, সেই পায়ের উপর বসে আছে বাবলু।

উদভ্রান্তের মতো মাথা ঝাঁকাতে লাগলো সে। তার নিঃশ্বাস ফুরিয়ে গেছে অনেক আগে। বাতাসের অভাবে ফুসফুস পুড়ে যাচ্ছে যেনো। মৃত্যু যন্ত্রণা কাকে বলে হাঁড়ে হাঁড়ে টের পাচ্ছে এখন।

নাকটা ছেড়ে দিলো বাবলু। "তুই কিছু না বললেও আমি ঠিকই বের করতে পারবো," ফিসফিসিয়ে বললো সে। "এই ফোনে তুই ওদের সাথে যোগাযোগ করেছিস। ওরাও তোর সাথে যোগাযোগ রাখছে। আমার মনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয় আর কোনো চালাকি না করে বলে দিলেই তুই বেঁচে যাবি।"

সবুজের চোখ দুটো কোটর থেকে বের হয়ে আসছে যেনো। নাক দিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলো সে।

"আমি তোর মুখটা খুলে দিচ্ছি...যা জানতে চাইবো সব বলবি। কোনো রকম চিৎকার দেবার চেষ্টা করবি না। তোকে খুন করতে পারলে আমার ভালোই লাগবে। বুঝলি?"

মুখের বাধন খুলে দিতেই হা করে নিঃশ্বাস নিতে শুরু করলো সবুজ। বাবলু একটু অপেক্ষা করলো।

মেঘলার সাথে কিডন্যাপারদের নেতা কথা বলার সময় অসতর্ক হয়ে ছোট্ট একটা ভুল করে বসে। বাড়ির কাজের ছেলেকে দিয়ে টাকা পাঠানোর প্রস্তাব দেবার পর এক পর্যায়ে সবুজের নামটা বলে ফেলে সে। মেঘলা এটা ধরতে পারে নি। ধরার কথাও নয়, কিন্তু বাবলু ঠিকই বুঝে যায়। কারণ তখনও মেঘলা জানায় নি তাদের বাড়ির কাজের ছেলেটার নাম সবুজ।

কিডন্যাপার কিভাবে ছেলেটার নাম জানলো? প্রশ্নটা মাথায় ঢুকতেই মুহূর্তে সব পরিস্কার হয়ে ওঠে তার কাছে। দিহানের কিডন্যাপের সাথে সবুজ জড়িত। এরফলে আচমকা কানাগলি থেকে বের হবার সহজ রাস্তাটা পেয়ে যায় বাবলু।

"রাজন..." অবশেষে হাফাতে হাফাতে বললো এহ্সান চৌধুরির কাজের লোকটি। "...রাজনদের কাছে আছে..."

"গুড," মাথা নেড়ে সায় দিলো বাবলু। "ওরা এখন কোথায়?"

চোখ পিটপিট করে চেয়ে রইলো সবুজ। "আমি জানি না-আ-!"

আর বলতে পারলো না সে। বাবলু তার মুখের ভেতর সাইলেন্সারের নলটা ঢুকিয়ে দিয়ে শীতল কণ্ঠে বললো "হয় বলবি, নয় মরবি!"

আবারো বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলো ছেলেটা।

"আমি তিন গুণবো...এক," বললো সে। "দুই..."

উদ্ভ্রান্তের মতো মাথা নেড়ে সায় দিলো বন্দী।

পিস্তলের নলটা বের করে নিলো বাবলু। "বল্।" তার ঠোঁটে দেখা দিলো ক্রুড় হাসি। *বানচোত!*

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৮

পুরো পূর্ণ গতিতে ছুটে চললেও জেফরি বেগের মনে হচ্ছে আরো দ্রুত ছুটছে না কেন। অন্য সবার মতো সে কখনও ড্রাইভারকে গতি বাড়ানোর তাগিদ দেয় না, আজও দিলো না কিন্তু তার মধ্যে অস্থিরতা তৈরি হয়ে গেছে

গাড়ি চালাচ্ছে জামান। তার পাশে বসেছে জেফরি। পেছনের সিটে বসেছে র‍্যাট-এর একজন সদস্য। তাকে এরইমধ্যে বৃফ করা হয়েছে ঘটনাস্থলে গিয়ে কি করতে হবে না হবে। তবে ঐ ভবনের লে-আউট যেহেতু তাদের জানা নেই সে কারণে অ্যাসল্ট প্ল্যানটা চূড়ান্ত করা যায় নি। ভবনটা বাইরে থেকে দেখে যতোদূর সম্ভব একটা ধারণা করে নিতে হবে।

বারিধারার কালাচাঁদপুরের একটি নির্মাণাধীন ভবনের কোনো ফ্লোরে আছে অপহরণকারীরা, সম্ভবত বাচ্চামেয়েটাসহ। সে অবশ্য নিশ্চিত, মেয়েটা ওখানেই আছে। তারপরও শতভাগ নিশ্চিত হবার কোনো উপায় নেই। যেমনটি নিশ্চিত হতে পারছে না অপহরণকারীর সংখ্যা নিয়ে। দুটো প্রাইভেটকারে করে অপারেশনে যাচ্ছে তারা। এই অপারেশনে অংশ নিচ্ছে মোট পাঁচজন। পেছনের আরেকটা গাড়িতে আছে বাকি দুই র‍্যাট সদস্য। লোকাল থানাকে একটা ব্যাকআপ টিম রেডি করতে বলা হয়েছে। তাদের কল পেলেই ওরা চলে আসবে ঘটনাস্থলে।

জেফরি বেগের এক হাতে জিপিএস ডিভাইস, সেটার দিকে বার বার তাকাচ্ছে। আর বড়জোর পনেরো মিনিট। তবে রাস্তার জ্যাম আর ট্রাফিক সিগন্যালের উপর নির্ভর করছে সময়টা।

"আমার ধারণা ওদের সংখ্যা পাঁচ-ছয়জনের বেশি হবে না," পেছনের সিট থেকে সৈকত নামের র‍্যাট সদস্য বললো। তার পরনে কালো প্যান্ট আর শার্ট, মাথায় একই রঙের সানক্যাপ। শার্টের উপর ধূসর রঙের চেস্টর‍্যাক। পায়ে বুট জুতো। তাকে দেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সোয়াট টিমের একজন বলে মনে হচ্ছে। সাব-মেশিনগানটা কোলের উপর রেখে আদর করছে যেনো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেছনে না তাকিয়েই মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি বেগ। সেও জানে সংখ্যাটা এরকমই হতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে যতোগুলো অপহরণের ঘটনা পুলিশ রেকর্ডে রয়েছে সেখানে দেখা যায়, গড়ে পাঁচ-ছয়জনের মতো লোক জড়িত থাকে এরকম কাজে।

"যদি বেশি হয় তাতেও সমস্যা নেই," গাড়ি চালাতে চালাতে বললো জামান। "ওদের সবার কাছে নিশ্চয় অস্ত্র থাকবে না।"

"হুম, তা ঠিক," জিপিএস থেকে মুখ তুলে তাকালো জেফরি। "কিন্তু আমাদের একটা সমস্যা আছে...ঐ বাচ্চামেয়েটা। ওকে জীবিত উদ্ধার করতে হবে। সুতরাং সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে সবাইকে।"

জামান আর সৈকত সায় দিলো তার কথায়।

"যাদের হাতে অস্ত্র থাকবে তাদেরকে কোনো সুযোগ দেবে না," জেফরি বললো। "একদমই না।"

"বডিতে গুলি করবো, স্যার?" পেছন থেকে সৈকত বললো। "আই মিন, শুট অ্যাট সাইট?"

"হ্যা," দৃঢ়ভাবে বললো জেফরি।

জামান চকিতে রিয়ার-ভিউ মিরর দিয়ে সৈকতের দিকে তাকালো। ছেলেটা জেফরির কথা শুনে একটু অবাকই হয়েছে।

"আমরাও কি র‍্যাবের মতো ক্রশফায়ারের নাটক সাজাবো?"

জেফরি বেগ এবার পেছন ফিরলো। তার ঠোঁটে মুচকি হাসি। "না। আমাদের ক্রিয়েটিভিটি এতোটা নীচে নেমে যায় নি, সৈকত।"

"তাহলে আমরা কী বলবো?"

"খুব সহজ," রাস্তার দিকে চোখ রেখেই জামান বললো। "গানফাইট, সেল্ফ ডিফেন্স, এনকাউন্টার..."

মুচকি হাসলো জেফরি বেগ।

"এসব নিয়ে আমার ভাবার দরকার নেই। এগুলো আপনারা সামলাবেন," সৈকত বললো। চেস্টর‍্যাকের পকেটগুলো চেক করতে শুরু করলো সে।

জিপিএস-এর দিকে আবারো তাকালো জেফরি বেগ। সিদ্ধান্ত নিলো তাদের গাড়ি দুটো থামাবে ঐ ভবন থেকে একটু দূরে। কিডন্যাপাররা যেনো কোনোভাবেই টের না পায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৯

রাত। আকাশে এক টুকরো চাঁদ ভাসছে। সেই চাঁদের আলো শহরের এ অংশে কতোটুকু এসে পড়েছে তা জানার কোনো উপায় নেই। প্রশস্ত রাস্তার দু'পাশে সোডিয়াম লাইটের হলুদ আলোয় চারপাশ উদ্ভাসিত। আশেপাশে সারি সারি ফ্ল্যাট আর সুউচ্চ ভবন থেকে ইলেক্ট্রিক বাল্বের আলো এসে মিশে গেছে সেই আলোর সাথে।

পুরনো মডেলের কালো রঙের স্টেশনওয়াগনটা বেশ ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে কারণ পরবর্তী গন্তব্য খুব কাছেই। তাড়াহুড়া করার কোনো দরকার নেই।

গাড়ির দু'জন যাত্রির মধ্যে একজন বসে আছে ড্রাইভিং সিটে। তার চোখ রাস্তার উপর নিবদ্ধ। চেষ্টা করছে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে। মাথা ঠাণ্ডা থাকলে অসম্ভবকেও সম্ভব করে ফেলতে পারে সে। একটু পর যে কাজ করবে সেটার জন্য মাথা ঠাণ্ডা রাখা ভীষণ জরুরি। রাগ-ক্ষোভের দরকার এখানে নেই।

একজন মানুষকে তুমি রাগের বশে মেরে ফেলতে পারবে কিন্তু তিন-চারজনকে মারতে হলে মাথা ঠাণ্ডা রেখে সঠিক পরিকল্পনা করে এগোতে হয়। সে জানে, মাথা ঠাণ্ডা রাখলে কাজটা তার জন্যে মোটেও কঠিন কিছু হবে না।

চারজন যুবক। তাদের মধ্যে দু'জন সশস্ত্র। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সবগুলোকে শেষ করে দিতে পারবে। ঝড়ের গতিতে হামলা দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারবে সবগুলোর মাথা। কিন্তু সেটা করা যাবে না। ওদের হাতে বন্দী হয়ে আছে ছোট্ট দিহান। তাকে খুব সতর্কভাবে কাজটা করতে হবে। নিজের জীবন বিপন্ন হবার ঝুঁকি নিতে পারলেও ঐ ছোট্ট মেয়েটার বেলায় কোনো ঝুঁকি নেয়া যাবে না।

গাড়ির অন্য যাত্রি পেছনের সিটে বরফের মতো জমে আছে। হাত-পা-মুখ বাধা আছে ব'লে তার কিছু করার নেই। মরা লাশের মতো পড়ে আছে

www.BanglaBook.org

সে। কোনো শব্দ করছে না। রিয়ার মিররে তাকালো বাবলু যদিও জানে বন্দীকে দেখতে পাবে না। তার ঠোঁটে ফুটে উঠলো ক্রুড় হাসি।

বেঈমানের বাচ্চা!

বিগত আধঘণ্টায় এক ভীতিকর অভিজ্ঞতা হয়েছে সবুজের। আতঙ্কে হাত-পা অসাড় হয়ে আছে। তীব্র আতঙ্কের মধ্যেও এক ধরণের অনুশোচনায় আক্রান্ত সে। যে ঘৃণ্য কাজ করেছে তার প্রাপ্য শাস্তিই এখন পাচ্ছে। চিরটাকাল অভাবে বড় হলেও এহ্‌সান চৌধুরির বাড়িতে কাজ করার সুবাদে বেশ ভালোই কাটছিলো দিনগুলো। থাকা-খাওয়া ছাড়াও ভালো বেতন পেতো মাস শেষে। চৌধুরি আর তার স্ত্রী বেশ ভালো মানুষ। তার প্রতি বেশ সহমর্মিও ছিলো। বিপদে-আপদে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করতো। তারপরও কেন যে এরকম জঘন্য একটা কাজ করতে রাজি হলো! অনুশোচনায় কান্না চলে এলো তার, কিন্তু ভালো করেই জানে এখন আর কিছুতেই কিছু যায় আসে না। তার মৃত্যু অবধারিত। বেঘোরে প্রাণ হারিয়েই এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

মাসখানেক আগে যদি রাজনের সাথে তার দেখা না হতো, রাজনের দুঃসাহসিক আর জঘন্য প্রস্তাবে রাজি না হতো তাহলে আজ তার এই পরিণতি হতো না।

তাদের গ্রামের ছেলে রাজন হাওলাদারের সাথে এই বারিধারায় দেখা হয়ে গিয়েছিলো অনেক দিন পর। খুব কাছেই নাকি একটা ভবনে দলবল নিয়ে উঠেছে। রাজন যে ঢাকায় আছে সে খবর তার জানা ছিলো না। পুরনো বন্ধুর সাথে দেখা হবার পর তাদের মধ্যে আবার যোগাযোগ শুরু হয়। শুধুমাত্র ফোনে নয়, সময় পেলেই তার সাথে দেখা করতো, গল্পগুজব করতো। রাজন এখন অপরাধ জগতের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। বারিধারার একটি নির্মাণাধীন ভবন দখল করে রেখেছে তার ছোটোখাটো দলটি। টাকার বিনিময়ে এরকম কাজ করে থাকে সে। এছাড়া কাওরানবাজারে এক বড় ভায়ের অধীনে থেকে চাঁদাবাজিও করে।

বারিধারায় দেখা হবার সপ্তাহখানেক পরই রাজন তাকে এই প্রস্তাবটি দেয়। কথাটা শুনে সবুজ প্রথমে ভড়কে গেছিলো। রাজন এসব কী বলে? তারপর যখন বুঝতে পারলো বিরাট অঙ্কের টাকা পাবে—এতো টাকা সে এই জীবনে কল্পনাও করে নি—তখন রাজি হয়ে যায়। রাজন তাকে বলেছিলো, বড় হতে হলে, দুনিয়াতে টাকা কামাতে হলে একটু অন্যায় কাজ করতেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়। সব বড়লোকেই এভাবে টাকা কামায়। তার বাড়ির মালিক চৌধুরি সাহেব যে বিরাট বড় বাড়ি আর দু'তিনটা গাড়ির মালিক, সুন্দরি বউ আর ফুটফুটে বাচ্চা নিয়ে সুখে আছে সেটা কি এমনিতেই হয়েছে? না। খোঁজ নিলে দেখা যাবে সেও বড় কোনো অন্যায় করে অঢেল টাকার মালিক বনে গেছে।

রাজন তাকে আরো বলেছিলো, সবুজকে তো আর কিছু করতে হবে না। যা করার তার লোকজনই করবে। সে শুধু ভেতর থেকে কিছু খবরাখবর সময় মতো পৌছে দেবে, বিনিময়ে পাবে লাখ-লাখ টাকা।

রাজনের পরিকল্পনামতোই ঘটনা এগিয়ে গেছে। মেয়ের বাবা-মা এক কোটি টাকা দিতে রাজি হয়ে যায়। আগামীকাল সকালে পুরো টাকা দিয়ে দেবার কথা ছিলো কিন্তু আচমকা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো সবুজের উপর এই ভয়ঙ্কর বিপদ নেমে আসে।

এই লোকটার চেহারার সাথে কাজকর্মের কোনো মিল নেই। তাকে সহজ আর যন্ত্রণাময় একটা শাস্তি দিয়েই সবকিছু আদায় করে নিয়েছে। এখন তাকে নিয়ে যাচ্ছে রাজনদের আস্তানায়। ওখানে গিয়ে এই লোক কী করবে সবুজ জানে না। তার শুধু মনে হচ্ছে বিরাট কিছু হতে যাচ্ছে। তার মৃত্যু এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। ইচ্ছে করলে এই লোক তাকে রওনা দেবার আগেই মেরে ফেলতো, কিন্তু সে তা করে নি। কেন করে নি সে বুঝতে পারছে। তার দেয়া তথ্য সঠিক কিনা খতিয়ে দেখবে আগে। তারপরই শেষ করে দেবে তাকে।

গাড়িটা থেমে গেলো।

"এই বিল্ডিংটায়?"

সবুজ চেয়ে দেখলো সামনের সিট থেকে পেছন ফিরে তার দিকে চেয়ে আছে মৃত্যুদূত।

সিটে শুয়ে থেকেই জানালা দিয়ে দেখতে পেলো রাস্তার ওপারে থাকা আন্ডারকন্সট্রাকশন ভবনটি।

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

প্রায় নয়-দশ তলা উঁচু কাঠামোটা দাঁড়িয়ে আছে। ভেতর আর বাইরে এখনও অনেক কাজ বাকি। মালিকানা নিয়ে কী একটা আইনী ঝামেলায় কাজ বন্ধ আছে। মালিকানা দাবি করা একজনের পক্ষ হয়ে রাজনরা এই ভবনটি দখল করে রেখেছে আজ প্রায় দু' মাস হলো। পুলিশ প্রশাসন ওই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মালিকানা দাবিদারের পক্ষেই আছে। মোটা অঙ্কের টাকা লেনদেন হয়েছে এ কাজে। রাজন তার দলবল নিয়ে এখানে আস্তানা গেড়েছে। দিন-রাত এখানেই থাকে তার লোকজন। কোনো দারোয়ান কিংবা কেয়ারটেকার নেই। অনেকটা পরিত্যাক্ত নির্মাণাধীন এই ভবনটিই বেছে নেয়া হয়েছে তাদের কাজের জন্য।

সবুজ টের পেলো গাড়িটা আবার চলতে শুরু করেছে। কিছুটা সামনে এগিয়ে গিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি জায়গায় থামলো সেটা। ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয়া হলো এবার। চোখ বন্ধ করে ফেললো সে। ভালো করেই জানে মৃত্যু তার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এখন।

খুট করে শব্দ হতেই দেখতে পেলো প্যাসেঞ্জার ডোরটা খুলে মৃত্যুদূত তার দিকে ঝুঁকে আছে।

সবুজের হৃদস্পন্দন থেমে গেলো। লোকটার হাতে পিস্তল। আর সেটা তাক্ করা আছে ঠিক তার কপাল বরাবর।

ভয়ে আবারো চোখ বন্ধ করে ফেললো সবুজ।

হায় আল্লাহ!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩০

অনেকক্ষণ ধরে ঝিম মেরে বসে আছে রাজন। একটু আগে তারা সবাই একটা করে 'ডাইল' মেরেছে। বাকি তিনজন তার থেকে একটু দূরে বসে চাপাস্বরে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। একটা বিরক্তিকর রাত কাটাবে তারপরই এক কোটি টাকা। ঘটনা যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে করে মনে হয় না উল্টাপাল্টা কিছু ঘটবে। আর যদি শেষ মুহূর্তে ঐ মেয়েটার বাবা-মা কোনো কুমতলব এঁটে থাকে তাতেও সমস্যা নেই। সবুজ আছে। সে সব খবর জানিয়ে দেবে তাকে।

হাতের সিগারেটের দিকে নজর দিলো রাজন। পর পর কয়েকটা টান দিয়ে ধোয়া ছেড়ে তিন যুবকের উদ্দেশ্যে বললো, "খাওন-টাওন কিছু আনছোস?"

তিনজনের কেউ কথা বললো না। কাচুমাচু খেলো তারা।

"টুন্ডা, মুরগির ঝালফ্রাই আর পরোটা নিয়া আয়। দেরি করবি না। অনেক ক্ষিদা লাগছে।"

টুন্ডা নামের যুবক গাল চুলকাতে চুলকাতে চলে গেলো।

"ভাই, পুরা ট্যাকা দিতে রাজি হইছে?" জিপো লাইটার আগ্রহী হয়ে বললো। তার চোখ দুটো চকচক করছে যেনো।

সিগারেটে লম্বা করে টান দিলো রাজন। "হুম।"

জিপো লাইটার তাকালো পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ষণ্ডামার্কা যুবকের দিকে। ষণ্ডা শুধু মুচকি হাসি দিলো।

"উল্টাপাল্টা কিছু করবো না তো?"

ছাদের দিকে মুখ করে হাসলো রাজন। হাতের পিস্তলটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। নিজেদেরকে ডাকাইত শফিকের লোক হিসেবে পরিচয় দিয়েছে। পুলিশকে জানালে তারা ডাকাইতের পেছনেই ছুটবে। মুচকি হেসে তাকালো সঙ্গির দিকে।

"উল্টাপাল্টা কইরা হেগো কোনো লাভ হইবো নি?" বললো জিপো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কোনো লাভ হইবো না," ছাদের দিকে তাকিয়েই বললো রাজন।

"সবুজ তো কইলো সব ঠিক আছে, না?"

জিপোর দিকে তাকালো এবার। এই ছেলেটা সব সময় বেশি কথা বলে। কিন্তু কামাল ছেলেটা ভালো। কাজও করে দারুণ। তাকে দেখলেই লোকজনের বুক শুকিয়ে যায়। যেমন শরীর তেমনি তার সাহস। সারাদিনে তার মুখ থেকে দশটা কথা বের হয় কিনা সন্দেহ আছে, আর করিমার মুখ সারাদিনই চলে। সব ব্যাপারে তার কৌতূহল।

"সব ঠিক আছে, চিন্তার কিছু–"

অমনি রাজনের ফোনটা বেজে উঠলে পকেট থেকে বের করতেই তার মুখে ফুটে উঠলো হাসি। কলটা রিসিভ করে বললো, "হ্যা, বলো।" ওপাশ থেকে কোনো সাড়া শব্দ নেই। "হ্যালো?" কান থেকে ফোনটা সরিয়ে ডিসপ্লের দিকে তাকালো সে। লাইনটা এখনও সচল আছে। আবারো কানে দিলো। "হ্যালো?"

কোনো সাড়াশব্দ নেই। তারপরই লাইনটা কেটে গেলো।

চুপ মেরে রইলো রাজন।

"কে ফোন দিছিলো, ভাই?" জানতে চাইলো করিমা।

"সবুজ।"

"কথা কইলো না?"

"না। মনে হয় নেটওয়ার্কে প্রবলেম।" কিন্তু রাজনের মনে হচ্ছে ঘটনা অন্য কিছু। সবুজ ঐ বাড়ি থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তার কাছে ফোন করে। হয়তো এখন ফোন করার পর কেউ এসে গেছিলো, তাই সে আর কথা বলে নি, লাইন কেটে দিয়েছে।

"সমস্যা নাই, আবার করবো," বললো রাজন।

ঠিক তাই হলো। কয়েক সেকেন্ড পর আবারো বেজে উঠলো তার ফোনটা।

মুচকি হেসে রাজন ফোনটা কানের কাছে চেপে ধরতেই থুতু ফেলার মতো একটা শব্দ হলো কেবল। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার উল্টে চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেলো সে। তার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বের হলেও সেটা চাপা পড়ে গেলো পর পর আরো তিন-চারটা ভোতা শব্দের কারণে।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই করিমার দেহটা ছিটকে পড়লো মেঝেতে। জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলো সে। তার পকেট থেকে জিপো লাইটারটা পড়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেলো।

কিন্তু কামাল তার ষণ্ডামার্কা শরীরটা নিয়ে দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়লো পাশের একটা মোটা পিলারের আড়ালে।

করিমার শরীরটা বেঁকিয়ে থরথর করে কাঁপছে। তার বুকে আর পেটে দুটো ফুটো। সেই ফুটো দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে।

কোমর থেকে পিস্তলটা হাতে নিয়ে পকেট থেকে ম্যাগাজিন বের করলো কামাল। ওটা লোড করে নিলো দ্রুত, কিন্তু গুলি করতে গিয়ে থেমে গেলো সে। পিলারের আড়াল থেকে গুলি করলেই অবস্থান জেনে ফেলবে আততায়ী। তারচেয়ে বরং অপেক্ষা করাই ভালো। নিশ্চিত না হয়ে কিছুই করবে না সে।

কঙ্কালের মতো শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এই ভবনটিতে ছাদ, পিলার আর সিঁড়ি ছাড়া আর কিছু নেই। চারপাশ একদম খোলা। কোনো দেয়ালও নেই। কামাল জানে এখানে ঢোকার জন্য দুটো সিঁড়ি রয়েছে। একটা ভবনের সামনের দিকে, অন্যটা মাঝখানে। সে নিশ্চিত মাঝখানের সিঁড়ি দিয়ে কেউ উঠে তাদেরকে গুলি করছে। কারণ তারা অবস্থান করছে এই ভবনের একেবারে পেছন দিকে। এ দিকটায় গাছপালা আর ডোবানালা ছাড়া কিছু নেই।

কামাল খুব অবাক, আততায়ীর গুলিগুলোর কোনো শব্দই হয় নি! সে যদি সাইলেন্সারের কথা শুনতো, জানতো, তাহলে এতোটা অবাক হতো না। ধরে নিলো, এটা র‍্যাবের কাজ। শুনেছে ওদের কাছে অত্যাধুনিক সব জিনিস রয়েছে। হয়তো এমন অস্ত্রও আছে যা থেকে গুলি বের হলে কোনো শব্দ হয় না। যাইহোক, তাকে এখন জীবন নিয়ে পালাতে হবে। রাজন আর করিমা শেষ। হোটেল থেকে খাবার আনতে গিয়ে টুণ্ডা বদমাইশটা বেঁচে গেছে। এখন যে করেই হোক এখান থেকে পালাতে হবে তাকে। তার কাছে থাকা নাইন এমএম-এর পিস্তলটায় চুমু খেলো কামাল। এটা যতোক্ষণ তার কাছে আছে ততোক্ষণ কারো কাছে ধরা দেবে না।

মোটা পিলারের আড়াল থেকে কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো সে। কিছুই শুনতে পেলো না। বিশাল এই ফ্লোরটায় একটামাত্র বাতি জ্বলছে। মাত্র একশ' ওয়াটের লালচে আলোয় পুরো ফ্লোরের খুব কম অংশই আলোকিত করতে পেরেছে। বাতিটা জ্বলছে ঠিক যেখানে রাজনের দেহটা চেয়ার উল্টে পড়ে আছে তার উপর। তার থেকে একটু দূরে পড়ে আছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করিমা, এখনও সে মরে নি। মৃদু খিচুনি দিচ্ছে। পিলারের আড়াল থেকে কামাল শুধু তার পা দুটো দেখতে পাচ্ছে এখন। তবে কোনো শব্দ করছে না করিমা।

কামাল যেখানে আছে তার আশেপাশে বেশ অন্ধকার। ঐ বাল্বের আলো এতোদূর পর্যন্ত আসে নি। কামালের ধারণা, গুলি করা হয়েছে সামনের একটা পিলারের আড়াল থেকে। প্রথম গুলিটা লেগেছে রাজনের কপালে ডান চোখের উপরে। আর করিমার গুলি লেগেছে বুকে আর পেটে। সেই থেকে ধারণা করলো সামনের একটা পিলারের আড়াল থেকে সম্ভবত গুলিগুলো করা হয়েছে। তবে প্রশ্ন হলো, আক্রমণকারী কি এখনও ঐ পিলারের আড়ালেই আছে?

কামালের ধারণা, নেই। লোকটা সরে গেছে অন্য কোথাও। এই কয়েক মূহূর্তের নীরবতা আর বিরতি বলে দিচ্ছে সম্ভবত একজন ব্যক্তিই আছে পিলারের আড়ালে। একাধিক থাকলে কিছু না কিছু শব্দ তার কানে যেতো। ঠিক করলো যেখানে আছে সেখানেই ঘাপটি মেরে থাকবে। আক্রমণকারী কোথায় আছে সেটা নিশ্চিতভাবে না জেনে কিছু করবে না। পায়ের কাছে তাকিয়ে দেখলো একটা আধলা ইট পড়ে আছে। বাম হাতে সেটা তুলে নিলো কামাল।

আন্ডার কন্সট্রাকশন ভবনের চার তলার উপরে অন্য একটা পিলারের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে বাবলু। এখন চলছে স্নায়ুর খেলা। তার থেকে পঞ্চাশ-ষাট ফুট দূরে অন্য একটা পিলারের আড়ালে এক অস্ত্রধারী লুকিয়ে আছে। সে নিশ্চত, ঐ হারামজাদার কাছে একটা অটোমেটিক পিস্তল রয়েছে। একটু আগেই গুলির ম্যাগাজিন ভরার মৃদু শব্দটা তার কানে গেছে। এই শব্দটা তার এতো বেশি পরিচিত যে ভুল হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

অস্ত্রধারী এখন ঘাপটি মেরে আছে পিলারের আড়ালে। হয়তো তার অবস্থান বোঝার চেষ্টা করছে, কিংবা পালাবার পথ খুঁজছে। এক নিমেষে তার দলের দু'জন ঘায়েল হয়ে যাওয়ায় কিছুটা ভড়কে গেছে হয়তো।

এই আন্ডারকন্সট্রাকশন ভবনে ঢোকাটা ছিলো খুবই সহজ কাজ। কোনো দাড়োয়ান নেই। নীচতলাটা একেবারে বিরান। প্রথমে সে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নীচতলাটা ভালো করে দেখে নেয়। ওখানকার মতোই হবে সবগুলো তলার ফ্লোরপ্ল্যান। কারণ এখনও ভবনের কঙ্কাল দাঁড়িয়েছে মাত্র। কোনো দেয়াল নেই। অসংখ্যা পিলার আর মাথার উপর বিশাল ছাদ। বাবলু দেখেছে, এই ভবনের দুটো সিঁড়ি, দুটো লিফট শ্যাফট। সবুজ শুধু জানে এই ভবনে রাজন তার লোকজন নিয়ে অবস্থান করছে মেঘলার মেয়েসহ। কিন্তু বিশাল এই ভবনের কোন্ তলায় কোথায় তারা আছে সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণা ছিলো না।

তবে নীচতলাটা রেকি করার সময় দারুণ একটা সুযোগ এসে পড়ে। হঠাৎ কারোর পায়ের শব্দ শুনে সতর্ক হয়ে ওঠে সে। মাঝখানের সিঁড়ি দিয়ে কেউ নেমে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির কাছে একটি পিলারের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পরই দেখতে পায় খাটোমতো এক যুবক নেমে আসছে। ঠিক তার পিলারের কাছ দিয়েই ছেলেটা চলে যাবার সময় তাকে পেছন থেকে জাপটে ধরে পিস্তল ঠেকায় বাবলু। ছেলেটা চিৎকার দেবার চেষ্টা করেছিলো কিন্তু পারে নি। পিস্তলের নলের শীতলতা টের পেয়ে চুপ মেরে যায়।

তারপর মাত্র দু'তিন মিনিটেই তার কাছ থেকে সব জেনে নেয় সে। কারা কোথায় অবস্থান করছে, মেঘলার মেয়েটা কোথায় আছে, সব। কাজ শেষে যথারীতি পুরস্কার পেয়েছে রাজন বাহিনীর ছেলেটা। মৃত্যু যন্ত্রণা একটুও টের পায় নি। এ ব্যাপারে বাবলু নিশ্চিত। নাইন এমএম ক্যালিবারের পিস্তল দিয়ে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করলে সেটাই হবার কথা।

লালচে বাল্বের আলোয় সে দেখতে পেয়েছে, দু'জন ঘায়েল হয়েছে তার গুলিতে। তারমধ্যে দলনেতা রাজন আছে। দূরে, একটা পিলারের আড়ালে থেকে সে নিশ্চিত হয়েছে। প্রথমে সবুজের মোবাইল থেকে ফোন করে পিলারের আড়াল থেকে দেখতে পায় চেয়ারে বসা লোকটি কল রিসিভ করে। তার অন্যহাতে একটি পিস্তল ছিলো। একটু দূরে ছিলো আরো দু'জন। তাদের মধ্যে কার কাছে অস্ত্র আছে সে জানতো না। তারপর লাইন কেটে দিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে নেয় সে। কয়েক মুহূর্ত পর আবারো কল করে। আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলো, তার কলটা রিসিভ করা মাত্র পর পর তিন-চারটা গুলি করবে। এক লহমায় ঘায়েল করবে তিনজনকে। ভিক্টিমদের অগোচরে পিলারের আড়ালে থেকে বেশ ভালো সময়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেয়েছিলো টার্গেট করার জন্য। বাম হাতে ফোনটা কানে চেপে ধরে ডান হাতে পিস্তল তাক করে রাখে। চেয়ারে বসা রাজন কলটা রিসিভ করা মাত্রই দ্রুত টৃগার টিপে দেয় সে। চেয়ার উল্টে পড়ে যায় রাজন, তার হাত থেকে পিস্তল আর মোবাইলফোনটা ছিটকে পড়ে যায় মেঝেতে।

অন্যজন প্রথম গুলিটা খেয়ে ছিটকে পড়ে বিশালদেহী একজনের সামনে। ফলে বেচারিকে দুটো গুলি হজম করতে হয়, আর ভাগ্যের জোরে বেঁচে যায় ঐ ষণ্ডাটা। সে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা পিলারের আড়ালে চলে গেলে তাকে গুলি করার সুযোগ পায় নি।

একটা শব্দ হলে নড়েচড়ে উঠলো বাবলু। তবে গুলি চালালো না। দূরে, বাম দিকে কিছু একটা ছুড়ে মারা হয়েছে। সম্ভবত ইটের টুকরো। এখানে এরকম ইটের টুকরো প্রচুর আছে। বাঁকা হাসি হাসলো সে। পিলারের আড়ালে যে আছে সে চেয়েছিলো বাবলু প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে গুলি চালাবে শব্দের উৎসের দিকে। এই ফাঁকে দুষ্কৃতিকারী সটকে পড়ার সুযোগ নেবে কিংবা বুঝে যাবে তার অবস্থান। সিনেমা দেখে দেখে এইসব চালাকি শিখেছে, ভাবলো সে। *বোকাচোদা, আমিও সিনেমা দেখি!* মনে মনে বললো বাবলু।

তার পায়ের কাছে অনেকগুলো আধলা ইটের টুকরো পড়ে আছে কিন্তু সেগুলো ব্যবহার করার কোনো ইচ্ছে তার নেই। রুমাল বের করে নাক-মুখের উপর বেধে নিলো সে। তারপর পকেট থেকে গ্যাস গ্রেনেডটা বের করে আনলো। পিস্তল ধরা হাতে পিনটা খুলে ছুড়ে মারলো পিলারের দিকে।

হিস্‌স্‌ করে শব্দ তুলে ছোট্ট জিনিসটা থেকে ধোঁয়া বের হতে লাগলো।

এবার তোমাকে বের হয়ে আসতেই হবে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩১

আন্ডারকন্সট্রাকশন ভবন থেকে একটু দূরে থামলো হোমিসাইডের দুটো প্রাইভেটকার। পরের প্লটে যে আন্ডারকন্সট্রাকশন ভবনটি দেখা যাচ্ছে সেটাই তাদের টার্গেট। পাশের দুটো ভবনের নাম্বার দেখে তারা পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে নিলো। গাড়ি থেকে নেমেই জেফরি বেগের চোখে পড়লো অদূরে পার্ক করে রাখা কালো রঙের স্টেশনওয়াগনটি। আঙ্কেল নামের ভিক্ষুক বলেছিলো কিডন্যাপাররা কালো রঙের গাড়িতে ব্যবহার করেছিলো।

এটাই কি সেই গাড়িটা?

ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ভাবলো না জেফরি। এটা পরে খতিয়ে দেখা যাবে।

দুটো গাড়ি থেকে তারা পাঁচজন বেরিয়ে এলো। জেফরি বেগ ভবনের কাঠামোটির দিকে ভালো করে তাকালো। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে পরিত্যাক্ত একটি ভবন। কেউ থাকে বলে মনে হয় না। মেইনগেট বলেও কিছু নেই। একসারি পুরনো ঢেউটিনের বাউন্ডারি রয়েছে চারদিকে, তবে ঢোকার জন্য সামনের কিছু অংশ ফাঁকা।

জেফরি সবাইকে ইশারা করলো ভেতরে ঢুকে পড়ার জন্য। সবার আগে থাকলো সৈকত। তাদের সবার হাতে অস্ত্র। তবে তিনজন র‍্যাট সদস্যের হাতে অত্যাধুনিক সাব-মেশিনগান উজি রয়েছে। ওদের পরনে একই রকম ইউনিফর্ম।

সতর্কভাবে ভবনের ভেতরে ঢুকে চারপাশটা দেখে নিলো তারা। এটা ভবনের পার্কিংলট। সামনের দিকে একটা সিঁড়ি আর লিফটের শ্যাফট চোখে পড়লো তার। জায়গাটা বেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন, কোনো বাতি নেই। তারা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতেই জামান হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো মাটিতে। একটু ভড়কে গিয়ে শব্দ করে ফেললো সে। জেফরি আর বাকি দুজন র‍্যাট সদস্য সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র উঁচিয়ে চারপাশটা দেখে নিলো।

"কি হয়েছে, জামান?" বললো জেফরি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"স্যার!" জামানের কণ্ঠে আতঙ্ক। "এখানে মনে হয় একটা লাশ পড়ে আছে..."

একজন র‍্যাট সদস্য পেন্সিল লাইট জ্বালিয়ে আলো ফেললো সেখানে।

খাটোমতো এক যুবক উপুড় হয়ে পড়ে আছে মুখ থুবরে। তার মাথায় গুলি করা হয়েছে। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে রক্ত আর ঘিলু।

সেই র‍্যাট আঙুল দিয়ে রক্ত পরীক্ষা করে বললো, "একটু আগে গুলি করা হয়েছে। রক্ত এখনও জমাট বাধে নি।"

"ঘটনা কি, স্যার?" জেফরির দিকে চেয়ে ফিসফিসিয়ে বললো সৈকত।

মুখে আঙুল দিয়ে তাকে চুপ করতে বললো সে। ভবনের যে আকার আর লে-আউট তা থেকে আন্দাজ করতে পারলো ভেতরের দিকে আরেকটা সিঁড়ি থাকতে পারে। একজন র‍্যাটকে দ্বিতীয় সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ের সামনে পজিশন নিতে বললো। আরেকজনকে প্রবেশপথের সামনে যে সিঁড়িটা রয়েছে সেখানে থাকার ইশারা করে জামান আর সৈকতকে নিয়ে প্রথম সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালো সে। যে-ই না উঠতে যাবে অমনি ধুপধাপ একটা শব্দ হলো উপর থেকে, তারপরই অস্ফুট গলার স্বর। সঙ্গে সঙ্গে গগনবিদারি চিৎকার। তারা কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রচণ্ড শব্দে ভারি কিছু আছড়ে পড়ার শব্দ শুনতে পেলো।

একজন মানুষ!

জেফরি একদম নিশ্চিত। হাঁড় আর মাংস থেতলে যাবার পৈশাচিক শব্দটা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে, সেইসাথে আর্তচিৎকার। একটাই গোঙানি। তারপর আর কোনো আওয়াজ নেই। জেফরি, জামান আর সৈকত যে যেখানে ছিলো থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। উপর থেকে কাউকে ফেলে দেয়া হয়েছে নীচে!

দ্বিতীয় সিঁড়ির কাছে যে র‍্যাট ছিলো সে দৌড়ে চলে এলো তাদের কাছে।

"স্যার!" ভয়ার্ত চাপাকণ্ঠে বললো অল্পবয়সী ছেলেটা। "উপর থেকে একজন মানুষ নীচে পড়ে গেছে...দুই নাম্বার লিফটের শ্যাফটের ভেতর!"

তারা সবাই দ্বিতীয় লিফটের শ্যাফটের কাছে যেতেই একটা কিছু চোখে পড়লো। অন্ধকারেও বোঝা গেলো একদলা মাংসপিণ্ড যেনো পড়ে আছে!

দ্বিতীয় সিঁড়িটা যে কভার দিচ্ছিলো সেই র‍্যাট সদস্যকে নিজের পজিশনে থাকার ইশারা করলো সৈকত। পেন্সিল লাইটের আলো ফেললো

www.BanglaBook.org

সে। দেখা গেলো বিশালদেহী এক যুবক পড়ে আছে। মাথাটা মেঝেতে পড়ে এমনভাবে থেতলে গেছে যে, সেটা আর চেনার উপায় নেই।

একে অন্যের দিকে তাকালো। ঘটনা কী, কিছুই বুঝতে পারছে না। তারা এসেছে কিছু অপহরণকারীকে ধরতে; একটা বাচ্চামেয়েকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করতে কিন্তু এই ভবনে ঢোকার পথে একজনকে গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছে, এখন আবার উপর থেকে আরেকজনকে ফেলে দেয়া হলো। এসব কী হচ্ছে!

মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে না পারলেও বেশ সতর্ক হয়ে উঠলো জেফরিসহ বাকিরা। পরিস্থিতি এমনই যে, সিদ্ধান্ত নিতে হবে খুব দ্রুত। তাই করলো হোমিসাইডের চিফ ইনভেস্টিগেটর।

সৈকতের নেতৃত্বে প্রথম সিঁড়ি দিয়ে সতর্ক পদক্ষেপে উপরে উঠতে শুরু করলো তারা। দ্বিতীয় তলায় এসে তিনজনেই থামলো। চারপাশটা দেখে নিলো ভালো করে। অন্ধকার আর একদম ফাঁকা। সৈকত তার উজিটা তাক করে ফ্লোরের ভেতরে ঢুঁ মেরে দেখে এলো।

"ক্লিয়ার!" চাপাকণ্ঠে বললো সে।

তারা সবাই এবার তৃতীয় তলায় উঠে গেলো। এখানকার অবস্থা দ্বিতীয় তলার মতোই।

চতুর্থ তলায় আসতেই ভড়কে গেলো। ধোঁয়া আর ঝাঁঝালো গন্ধে ভরে আছে ফ্লোরটা। এক হাতে নাক চাপা দিয়ে কাছের বড় বড় পিলারের আড়ালে কভার নিলো তিনজন।

টিয়ারগ্যাস!

জেফরি বেগের বিশ্বাস করতেও কষ্ট হলো। এসব কী হচ্ছে! কেউ টিয়ারগ্যাস ব্যবহার করেছে এই ফ্লোরে! *এরা কারা?!*

কিছুক্ষণ থাকলো পিলারের আড়ালে। গ্যাসের প্রকোপ কমে এলে দেখতে পেলো দুটো লাশ পড়ে আছে মেঝেতে। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে উঠলো তারা। সৈকত একটু এগিয়ে গিয়ে আরেকটা বড় পিলারের আড়ালে কভার নিলো। একই কাজ করলো জেফরি আর জামান। তাদের সবার অস্ত্র সামনের দিকে তাক করা। সতর্ক চোখ ঘুরে বেড়াতে লাগলো চারপাশে। এখানে নিশ্চয় অস্ত্রধারী কোনো ঘাতক রয়েছে। সংখ্যাটা একাধিক হবার সম্ভাবনাই বেশি।

তারা যখন বুঝতে পারলো এই ফ্লোরে কেউ নেই তখন পিলারের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আড়াল থেকে বের হয়ে এসে মৃতদেহ দুটো ভালো করে দেখলো। ছাদের উপর থেকে ঝুলে থাকা লালচে বাল্বের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চেয়ার উল্টে একজন পড়ে আছে। তার কপালের বাম দিকে একটা ফুটো। সেই ফুটো দিয়ে প্রচুর রক্ত গড়িয়ে পড়েছে মেঝেতে। দ্বিতীয় লাশটা কয়েক ফিট দূরে। বুকে আর পেটে দুটো গুলি।

তাদের তিনজনের চোখাচোখি হলো। এই হত্যাযজ্ঞ কে বা কারা ঘটালো—সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই। তবে এটা নিশ্চিত, যারাই ঘটিয়ে থাকুক না কেন তারা এখনও এই ভবনের ভেতরেই আছে। এবং সেটা উপরের কোনো ফ্লোরে। আরো বেশি সতর্ক হয়ে উঠলো তারা সবাই। উপরের তলায় যাবার আগেই হঠাৎ কারোর পায়ের শব্দ শোনা গেলো। খুবই মৃদু। কিন্তু তারা নিশ্চিত, এটা মানুষের পায়ের আওয়াজ। উপর তলা থেকে আসছে।

সৈকতকে দ্বিতীয় সিঁড়ি দিয়ে উপরে চলে যেতে ইশারা করলো জেফরি, তারপর জামানকে সঙ্গে নিয়ে প্রথম সিঁড়িটা দিয়ে চতুর্থ তলায় যে-ই না উঠতে যাবে সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ালো সে। কারোর পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। তার ধারণা আওয়াজটা তাদের দিকেই আসছে। সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে এলো জেফরি বেগ। জামানকে ইশারা করলো ল্যান্ডিংয়ের ডান দিকে দেয়ালের আড়ালে পজিশন নিতে। সে পজিশন নিলো বাম দিকে।

পায়ের আওয়াজটা ক্রমশ জোরালো হলো। জেফরি নিশ্চিত, একজন মানুষের পদক্ষেপ এটি। *সৈকত?* সে তো দ্বিতীয় সিঁড়িটা দিয়ে উপর তলায় গেছে। ভালো করেই জানে এই সিঁড়ি দিয়ে জেফরি আর জামান উঠবে। তাছাড়া এতো তাড়াতাড়ি এখানে চলে আসার কথাও নয়। জেফরির মনে হলো না এটা সৈকতের পদক্ষেপ। বেশ নিশ্চিন্ত আর অসতর্ক। এখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে!

হাতের অস্ত্রটা দু'হাতে শক্ত করে ধরলো সে। সিঁড়ি দিয়ে যে-ই নেমে আসুক সে সৈকত নয়।

ল্যান্ডিংয়ের ডান দিকে জামানের দিকে তাকালো, দেয়ালে পিঠ দিয়ে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে সে। তার চোখেমুখে সুতীব্র ভীতি আর উত্তেজনা মিলে মিশে একাকার।

কয়েক মুহূর্ত পরই দেখা গেলো কালো পোশাকের একজনকে। সিঁড়ি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে নেমে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে। তার কোলে একটি বাচ্চামেয়ে! হাতে কোনো অস্ত্র নেই। পেছন থেকেও জেফরি বুঝতে পারলো বাচ্চামেয়েটির দেহ নিশ্চল হয়ে আছে।

আর দেরি করলো না। পিস্তল তাক্ করে গর্জে উঠলো সে। "একদম নড়বে না!"

জামানও আগন্তুকের দিকে পিস্তল তাক্ করলো তবে সে কিছু বললো না।

আগন্তুক থমকে দাঁড়ালো। যেনো অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। কিন্তু তার মধ্যে চমকে ওঠার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। এমনকি চট করে ঘুরে পেছন ফিরেও তাকালো না।

"আমরা দু'জন আছি এখানে...তোমার দু'দিকে...কোনো রকম চালাকি করবে না!" ধমকের সুরে বললো জেফরি বেগ।

আগন্তুক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। জেফরি বেগের কোনো ধারণাই নেই এই লোকটা বাবলু। ঠিক যেমন বাবলু জানে না তার পেছনে হোমিসাইডের চিফ ইনভেস্টিগেটর অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে গেছে বাবলু। পুরো অভিযানটি ধারণার চেয়েও বেশি দ্রুত আর সহজে সেরে ফেলেছে। কোনো বাধা পায় নি। সামান্য একটু প্রতিরোধের মুখোমুখি তাকে হতে হয়েছিলো একটু আগে তবে খুব সহজেই সেটা জয় করা গেছে। রাজন গ্রুপের এক ষণ্ডামার্কা যুবক পিলারের আড়ালে লুকিয়েছিলো, তাকে আর গুলি করার সুযোগ দেয় নি। পকেট থেকে গ্যাস-গ্রেনেডটা বের করে সেদিকে ছুঁড়ে মারতেই দৌড়ে পালাতে গিয়েছিলো অস্ত্রধারী কিন্তু তার ভাগ্য ভালো ছিলো না। টিয়ার-সেলের ধোঁয়ার কারণে সিঁড়ি ভেবে লিফটের শ্যাফটের দিকে চলে গেলে সোজা নীচে পড়ে যায়। পুরো অভিযানটি তার জন্য এক কথায় ছিলো এলাম, দেখলাম আর উদ্ধার করলাম! কিন্তু এখন যখন বের হতে যাবে তখন আচমকা এসব কী হলো! *এরা কারা?*

জেফরি বেগ দেখতে পেলো আগন্তুকের কোমরের পেছনে একটা অটোম্যাটিক পিস্তল গুঁজে রাখা।

"একদম নড়বে না! যেখানে আছো সেখানেই থাকো!" আবারো সতর্ক করে বললো সে। তারপর জামানকে ইশারা করলো, তবে মনে হলো না সে বুঝতে পেরেছে। "বাচ্চাটাকে ওর হাতে তুলে দাও," আদেশ করলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জেফরি।

জামান এবার বুঝতে পারলো তার বসের ইঙ্গিতটা। নিজের পিস্তলটা কোমরে গুঁজে নিলো চটজলদি। তারপর চলে এলো বাবলুর পাশে।

একই সময় জেফরি বেগ দু'পা এগিয়ে এসে তার কোমরের পেছন থেকে পিস্তলটা তুলে নিতে উদ্যত হলো।

বেশ শান্তভাবেই একটু ঘুরে বাচ্চামেয়েটাকে জামানের হাতে তুলে দিলো বাবলু। জায়গাটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হবার কারণে জেফরির সহকারী তার চেহারা দেখতে পেলো না।

জামান বাচ্চাটা নিজের কোলে তুলে নেবার সময়ই জেফরি বেগ পেছন থেকে তার পিস্তলটা নিয়ে নিলো। ঠিক তখনই বাবলু মেঝের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো তার পেছনে যে আছে তার অবস্থানটা কোথায়। তাদের পেছনে, একটু দূরে লালচে বাল্বের টিমটিমে আলোয় তিনজনেরই কালচে অবয়বের ছায়া পড়েছে মেঝেতে।

"হাটু গেঁড়ে বসো!" আদেশ করলো জেফরি বেগ। "দু'হাত মাথার উপরে তোলো।"

কথামতোই কাজ করলো বাবলু। হাটু গেঁড়ে বসে দু'হাত মাথার উপরে রাখলো সে। তার চোখ মেঝের দিকে।

আচমকা কাঁধ ঘুরিয়ে ফেললো বাবলু। পুরো একশ' আশি ডিগ্রি ঘুরে দাঁড়াবার সময়টাতেই ভাঁজ করে রাখা ডান হাত জেফরির বাম হাতের নীচ দিয়ে গলিয়ে দিলো, খপ্ করে ধরে ফেললো সেটার কব্জি। একইসাথে ক্ষিপ্রগতিতে বাম হাত দিয়ে ইনভেস্টিগেটরের পিস্তল ধরা ডান হাতটার কব্জি ধরে পিস্তলের নলটা সরিয়ে ফেলতে বাধ্য করলো। তারপর মাথা দিয়ে ইনভেস্টিগেটরের কপাল বরাবর প্রচণ্ড জোরে আঘাত হেনে বসলো সে।

পুরো ঘটনাটা ঘটলো দুই সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে টলে গেলো জেফরি বেগ। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো। নিজেকে ধাতস্থ করার আগেই টের পেলো তার পেটে সজোরে লাথি মারা হয়েছে। আঘাতের তোড়ে বসে পড়লো সে। হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেলো পিস্তল দুটো। সঙ্গে সঙ্গে থুতনী লক্ষ্য করে একটা পাঞ্চ করলো বাবলু।

থুতনীর নীচে আঘাতটা বেশ জোরে হওয়াতে ভারসাম্য হারিয়ে উল্টে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পড়ে গেলো সে।

বাবলু চকিতে ডান দিকে তাকালো। বাচ্চাটা কোলে নিয়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জামান। ঘটনার আকস্মিকতায় সে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। কোলের বাচ্চাটাকে মেঝেতে রেখে পিস্তল হাতে নেবার কথা মাথায় এলেও সিদ্ধান্ত নিতে একটু দেরি করে ফেললো।

বাবলু বিদ্যুৎগতিতে বাচ্চাটাকে দু'হাতে ধরে জামানের ডান হাঁটু লক্ষ্য করে লাথি মেরে বসলো। আর্তনাদ করে মেঝেতে বসে পড়লো সে। সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটা চলে এলো বাবলুর কোলে। দেরি না করে ডান পা দিয়ে আবারো লাথি মারলো সে, এবার সরাসরি তার কান বরাবর।

জামান ছিটকে পড়লো মেঝেতে। বাবলু দেরি না করে ছোট্ট দিহানকে মেঝেতে আস্তে করে শুইয়ে দিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লো জেফরি বেগের উপর। আঘাত সামলে উঠে সে হামাগুড়ি দিয়ে নিজের পিস্তলটা তুলে নেবার চেষ্টা করেছিলো মাত্র।

শুরু হয়ে গেলো তাদের মধ্যে ধস্তাধস্তি।

জেফরি বেগ উপুড় হয়ে থাকার কারণে কোনো সুবিধা পেলো না। বাবলু তার গলাটা বাম হাতে পেচিয়ে ধরে ডান হাতে কিডনি লক্ষ্য করে পর পর দুটো ঘুষি চালালো। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠলো ইনভেস্টিগেটর।

এরপরই দেখতে পেলো তার নিজের পিস্তলটা বাম দিকে হাতের নাগালের মধ্যেই পড়ে আছে। জেফরির গলাটা ছেড়ে দিয়ে পিস্তলটা তুলে নিয়ে তার দিকে তাক্ করলো সে।

জামান এখনও তার বাম কান ধরে মাটিতে পড়ে কাতড়াচ্ছে। তার মাথা এলোমেলো, কানেও কিছু শুনতে পাচ্ছে না।

ট্রিগারে চাপ দিতে যাবে যখন ঠিক তখনই জেফরি বেগ তার শরীরটা আস্তে করে ঘুরিয়ে চিৎ হয়ে দেখলো নিজের আক্রমণকারীকে।

বিস্ময়ে ভুরু কুচকে গেলো দু'জনেরই। তারা উভয়েই যারপরনাই বিস্মিত।

"তুমি!" আৎকে উঠে বললো হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর।

বাবলু অবিশ্বাসে চেয়ে রইলো ভূপাতিত জেফরির দিকে। কোনো হিসেব মেলাতে পারছে না সে। যেনো ভূত দেখলেও এরচেয়ে কম বিস্মিত হতো।

জেফরি বেগের অবস্থাও একইরকম। সেও কোনোভাবে বুঝতে পারছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না এখানে বাবলু এলো কী করে।

খুব বেশি হলে তিন-চার সেকেন্ড হবে। তারা দু'জনেই স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকার পরই আচমকা প্রচণ্ড শব্দে প্রকম্পিত হলো আন্ডারকন্সট্রাকশন ভবনটি।

গুলির ধাক্কায় কয়েক পা পেছনে টলে গেলো বাবলু। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা গুলির শব্দে কেঁপে উঠলো চারপাশ। ছিটকে পড়ে গেলো পাশে স্তূপ করে রাখা বালির উপর।

তখনও বাবলু জ্ঞান হারায় নি। ঝাপসা দৃষ্টিতে শুধু দেখতে পেলো মাথায় সানক্যাপ পরা কালচে একটি অবয়ব অস্ত্র হাতে এগিয়ে আসছে তার দিকে।

লোকটা কাছে এসেই তাকে লাথি মারলো। এরপর আরেকজন যোগ দিলো তার সাথে। কিন্তু একে চিনতে পারলো না বাবলু, এরইমধ্যে তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে।

জামান আর সৈকত মিলে এলোপাতারি লাথি আর ঘুষি মারতে লাগলো বাবলুকে।

দু'হাত দিয়ে মারগুলো আটকানোর বৃথা চেষ্টা করলো সে। গুলির আঘাতে নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। মাথায় প্রচণ্ড জোরে বুটের আঘাত লাগতেই তার দৃষ্টি অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেলো।

জ্ঞান হারানোর আগে শুনতে পেলো কেউ একজন চিৎকার করে বলছে "থামো! থামো!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একজন পেশাদার খুনির

কনফেশন

"It is not the criminal things that are hardest to confess, but the ridiculous and the shameful."

-Jean Jacques Rousseau

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩২

তীব্র আলোতে দু'চোখ ঝল্‌সে গেলো তার। পিটপিট করে তাকালো। সামনে এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। চিনতে পারলো। মিঃ বেগের সহকারী। তবে নামটা মনে করতে পারলো না। একটু আগে এই ছেলেটাকে বেদম মার দিয়েছিলো, তারপর কোত্থেকে যেনো হাজির হয় অন্য একজন। পর পর দুটো গুলি করে তাকে। এই মার খাওয়া ছেলেটা তখন যোগ দেয় ঐ অস্ত্রধারীর সাথে। তার উপর চড়াও হয়ে মনের আক্রোশ মিটিয়ে নেয়।

এখন বাম কানের উপর একটি আইসব্যাগ চেপে ধরে রেখেছে সে। তার বাম চোখের নীচে কালশিটে পড়ে গেছে। কটমট চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। যেনো শোল্ডার হোলস্টারে থাকা পিস্তলটা দিয়ে এক্ষুণি গুলি করে মেরে ফেলবে তাকে।

ছেলেটার দিক থেকে অবজ্ঞাভরে মুখ সরিয়ে নিলো।

প্রায় ফাঁকা একটি ঘর। আকারে বিশালই হবে। চারপাশের দেয়াল দেখতে পেলো না। পুরো ঘরটাই অন্ধকারে ঢাকা শুধু মাথার উপরে ঝুলে থাকা একটি শক্তিশালী স্পটলাইট জ্বলছে।

একটু আগে দু'জন লোক তাকে নিয়ে আসে এই ঘরে। এরপর কতোক্ষণ কেটে গেছে সে জানে না। অন্ধকারে বসে থাকতে থাকতে ঝিমুনি চলে এসেছিলো। তারপরই এই উজ্জ্বল আলোটা জ্বলে ওঠে।

সে বসে আছে একটা চেয়ারে। তার দু'হাত পেছন মোড়া করে হ্যান্ডকাফ দিয়ে বাধা। সামনে লম্বা আর বিশাল একটি টেবিল। তার ঠিক বিপরীতে দুটো চেয়ার। টেবিলের উপর আছে একটি ল্যাপটপ আর প্রিন্টারের মতো দেখতে মেশিন।

জিনিসটা চিনতে পারলো সে।

এর আগে প্রথমবার যখন এখানে এসেছিলো তখন এই যন্ত্রটার কিছু ক্যাবল তার শরীরের সাথে লাগিয়ে মিঃ বেগ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলো। এটা নাকি সত্যি-মিথ্যা ধরতে পারে!

দু'চোখ আবার বন্ধ করে ফেললো। বুকের দু' জায়গায় তীব্র ব্যথা টের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেলো। যেনো পাঁজরের হাঁড় ভেঙে গেছে। ব্যথার তীব্রতায় একটু কেশেও উঠলো। কাশতে গিয়ে বুঝতে পারলো চোয়াল দুটো কেমন আড়ষ্ট হয়ে আছে। সেখানেও হালকা ব্যথা হচ্ছে। জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো চেটে নিলো। তার ঠোঁটের ডানকোণটা কেটে গিয়ে বেশ ফুলে আছে।

নাকে হাত না দিয়েই বুঝতে পারলো সেখান থেকে রক্ত পড়ছে গড়িয়ে গড়িয়ে। ঠিক তার ঠোঁটের উপর এসে যেনো থেমে গেছে রক্তের চিকন প্রবাহটা।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেলেও কাউকে দেখতে পেলো না। তারপরই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলো আরেকজন। অবয়বটি এগিয়ে এলো টেবিলের সামনে। এবার সে পরিষ্কার দেখতে পেলো।

জেফরি বেগ।

তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থেকেই বিপরীত দিকের একটি চেয়ারের সামনে এসে দাঁড়ালো। তার হাতে একটি ফাইল। তবে সহকারী ছেলেটার মতো তার শোল্ডারহোলস্টার নেই।

চোখ সরিয়ে নিলো বাবলু।

এই ইনভেস্টিগেটর লোকটির সাথে তার বার বার যোগাযোগ ঘটে যাচ্ছে। কোনো না কোনোভাবে এই লোক তার জীবনে এসে হাজির হয়। এটা শুরু হয়েছে লেখক জায়েদ রেহমানকে খুন করার পর থেকে। ঘটনাচক্রে তারা একই ঘটনায় জড়িয়ে পড়ছে। সে জানে তাকে ধরার জন্য হন্যে হয়ে ছিলো এই লোক।

অবশ্য কয়েক মাস আগে যখন দিল্লিতে অবস্থান করছিলো তখন আচমকা একদিন ইনভেস্টিগেটর তাকে ফোন করে। তার ফোন পেয়ে বাবলু যারপরনাই অবাক হয়েছিলো। প্রথমে সন্দেহ করেছিলো এই লোক বুঝি তাকে ধরার জন্য নতুন একটা ফাঁদ পেতেছে। কিন্তু মি. বেগ যখন জানালো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একমাত্র ছেলেকে অপহরণ করে জেল থেকে জামিনে বেরিয়ে এসেছে ব্ল্যাক রঞ্জু, সেইসাথে মন্ত্রীর কাছ থেকে তার দিল্লির অবস্থানের তথ্যও জেনে নিয়েছে তখন তার কাছে পুরো ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছিলো।

রঞ্জুর লোকজন তাকে হত্যা করার জন্য দিল্লিতে আসছে!

তারপরই মনে হয়েছিলো, ঘটনা যদি সত্যি হয়েও থাকে জেফরি বেগ কেন তাকে এসব জানাচ্ছে? কেন তাকে বাঁচাতে চাচ্ছে? এই লোক কি তাকে ধরার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজছে না?

www.BanglaBook.org

এসব প্রশ্নের উত্তর খুব দ্রুতই পেয়ে গেছিলো।

জেফরি বেগ তাকে সব জানানোর পর একটা অনুরোধ করে, সে যেনো রঞ্জুর লোকজনের কাছ থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ছেলের অবস্থান জেনে নিয়ে তাকে জানিয়ে দেয়। মন্ত্রীর উপর তার যতোই রাগ থাকুক, সে যেনো ঐ অল্পবয়সী ছেলেটাকে উদ্ধার করতে সহায়তা করে। ইনভেস্টিগেটরের বিশ্বাস ছিলো সব শুনে নিজেকে বাঁচানোর জন্য সে পালাবে না, বরং ব্ল্যাক রঞ্জুর লোকজনের পেছনে লাগবে। সত্যি বলতে তা-ই হয়েছিলো।

মিঃ বেগের ঐ সতর্কবাণী তাকে শুধু ব্ল্যাক রঞ্জুর লোকজনের হাত থেকেই বাঁচায় নি, রঞ্জুসহ পুরো দলটাকেই শেষ করে দিতে সাহায্য করেছিলো। তবে রঞ্জুর লোকজনকে হত্যা করার আগে মন্ত্রীর ছেলেকে তারা কোথায় আটকে রেখেছে সেটাও জেনে নিতে ভুল করে নি। শেষ পর্যন্ত তার কাছ থেকে তথ্য পেয়েই জেফরি বেগ ছেলেটাকে জীবিত উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। তারচেয়েও বড় কথা, উমাকেও অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করতে পেরেছিলো ইনভেস্টিগেটর ভদ্রলোক। রঞ্জুর লোকজন মেয়েটাকে তুলে নিয়ে গেছিলো তার উপর প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে।

বাবলু মুখ তুলে তাকালো। জেফরি বেগ তার বিপরীতে এখনও দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। চোখে চোখ পড়তেই তার ঠোঁটে এক চিলতে হাসি দেখা গেলো।

ইনভেস্টিগেটর টেবিলটা ঘুরে ঠিক তার সামনে এসে দাঁড়ালো এবার। বাবলু বুঝতে পারলো না কিছু। জেফরি বেগ পকেট থেকে রুমাল বের করে তার নাকের নীচে গড়িয়ে পড়া রক্ত মুছতে গেলে প্রথমে মুখটা একটু সরিয়ে নিলো সে। জেফরি মুচকি হেসে তার নাকের নীচে জমে থাকা রক্ত পরিষ্কার করে দিলো। বাবলু স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো তার দিকে।

এ দৃশ্য দেখে জামানের ভুরু কুচকে গেলো। বোঝাই যাচ্ছে তার এটা পছন্দ হয় নি। এখনও বাবলুর মারের আঘাত তাকে ভোগাচ্ছে, বাম কানের উপর ছোট্ট একটা আইসব্যাগ ধরে রেখেছে সে।

"অবশেষে আমাদের আবার দেখা হলো।" নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বললো জেফরি।

আহত বাবলু শুধু মুচকি হাসলো।

"সেই যে জেল থেকে জামিন নিয়ে ছাড়া পেলে তারপর আর তোমার নাগাল পাই নি," বললো সে।

জেফরি এখন নিশ্চিত, বাবলুর পেছনে আরো একটি অদৃশ্য শক্তি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আছে। খুবই ক্ষমতাধর কেউ। বার বার তাকে রক্ষা করে এই শক্তি। যাদের সঙ্গে রাষ্ট্রের ক্ষমতাধরদের ওঠাবসা রয়েছে। এমন কি এখনও তার বিরুদ্ধে যেসব মামলা রয়েছে সেগুলো তুলে নেবার জন্য পর্দার আড়াল থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে।

"অবশ্য দিল্লি থেকে যে তুমি দেশে ফিরে এসেছো সেটা আমি জানতাম। কিন্তু সত্যি বলছি, তোমাকে ধরার কোনো চেষ্টাই আমি করি নি। আমার বিশ্বাস ছিলো তুমি নিজেকে বদলে ফেলেছো। এসব কাজ আর করো না।"

তার বিপরীতে বসা পেশাদার খুনির দিকে তাকালো সে। বুকের কাছে মাথাটা ঝুঁকে রেখেছে। জেফরির কথায় কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালো না। যেনো এক চিলতে পরিহাসের হাসি লেগে রয়েছে তার ঠোঁটে। জেফরি বেগের এসব কথাবার্তা তার কাছে অর্থহীন শোনাচ্ছে।

"কিন্তু তুমি যে এভাবে ধরা পড়বে কল্পনাও করি নি," বললো জেফরি।

মুখ তুলে তাকালো বাবলু।

"আমি তো হিসেব মেলাতে পারছি না, তুমি একজন প্রফেশনাল কিলার...যতোদূর জানি কিডন্যাপিং করার কোনো রেকর্ড তোমার নেই, তাহলে এসবের সাথে কিভাবে জড়িয়ে পড়লে?"

স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো সে, তারপর আস্তে করে বললো, "বাচ্চাটার কি অবস্থা?"

জেফরি বেগ ভুরু কুচকে তাকালো।

"সম্ভবত প্যাথেড্রিন ইনজেকশন দিয়েছিলো ওরা। ওভার ডোজ..." আপন মনে বললো সে।

"ওরা মানে? কাদের কথা বলছো?" জানতে চাইলো ইনভেস্টিগেটর।

"আরেকটু দেরি হলেই বাচ্চাটাকে মেরে ফেলতো!" এবারও জেফরির প্রশ্নটাকে আমলে না নিয়ে বললো।

জামানের দিকে তাকালো জেফরি। ছেলেটা এখন আরো বেশি রেগে আছে। বাস্টার্ড নামে পরিচিত খুনির আচরণে সে যারপরনাই ক্ষুব্ধ। বাম কানের উপর আইসব্যাগ ধরে রেখে ভুরু কুচকে চেয়ে আছে বন্দীর দিকে। নিজের রাগ আর দমন করতে পারলো না। আচমকা বেশ জোরে টেবিলে চাপড় মেরে বলে উঠলো সে, "শাট-আপ! কোনো চালাকি করবে না। তুমি বলতে চাচ্ছো বাচ্চাটাকে তুমি কিডন্যাপ করো নি?"

বাবলু দু'পাশে মাথা দুলিয়ে হেসে উঠলো শুধু। জামানের কথাটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাত্তাই দিলো না। তাচ্ছিল্যভরে চোখ সরিয়ে নিয়ে আবার তাকালো জেফরি বেগের দিকে।

"তাহলে ওখানে তুমি কি করতে গেছিলে?" সহকারীকে শান্ত হবার ইশারা করে বললো হোমিসাইডের চিফ ইনভেস্টিগেটর।

বাবলু চুপ মেরে রইলো।

"কে তোমাকে ওখানে পাঠিয়েছে?"

"আমি আমার কাজ আর ক্লায়েন্টের কথা কাউকে বলি না," নির্বিকার ভঙ্গিতে বললো বাবলু।

"তোমার ক্লায়েন্ট?" জামান কিছু বলতে যাচ্ছিলো, জেফরি আবারো তাকে বিরত করলো। কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললো সে, "আচ্ছা। তাহলে ক্লায়েন্টের নাম বলতে চাচ্ছো না?"

নিরুত্তর।

"কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমাকে এটা স্বীকার করতেই হবে," বেশ জোর দিয়ে বললো ইনভেস্টিগেটর।

বাঁকা হাসি হাসলো বাবলু। "আপনি আপনার টর্চার শুরু করতে পারেন। চেষ্টা করে দেখেন...আমি কিছুই বলবো না।" আহত আর বিধ্বস্ত দেখালেও তার কথার মধ্যে দৃঢ়তা আছে।

"আমি টর্চার করি না। ওভাবে ইন্টেরোগেশন করে কারো কাছ থেকে কথা আদায় করা আমার স্বভাব নয়।"

"মেয়েটা এখন কেমন আছে?" আবারো জানতে চাইলো পেশাদার খুনি।

"হাসপাতালে আছে।"

জামান তাকালো জেফরির দিকে। এই খুনির প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে তার বস্!

বাবলুর চোখেমুখে কিছুটা উদ্বিগ্নতা দেখা দিলো।

"তেমন কিছু হয় নি, একটু চেকআপ করানো হচ্ছে। প্রচণ্ড ট্রমার মধ্যে আছে এখনও। আশা করি শিগ্গিরই রিলিজ দিয়ে দেবে।"

মনে হলো বেশ স্বস্তি পেলো বাবলু। তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবার।

একটু চুপ থেকে বললো ইনভেস্টিগেটর, "যদি মনে করে থাকো মুখ বন্ধ রাখলে বেঁচে যাবে তাহলে ভুল করছো। চারজন কিডন্যাপারকে খুন করেছো। কেন করেছো সেটা তো বলতে হবে, নইলে ফেঁসে যাবে তুমি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ভালো," ছোট্ট করে বললো সে।

জেফরি বেগ জানে তার সামনে বসে থাকা এই খুনি কেন এতো নির্বিকার। তার বিরুদ্ধে অনেকগুলো খুনের অভিযোগ থাকলেও প্রয়োজনীয় সাক্ষী আর প্রমাণ খুব বেশি নেই। ব্ল্যাক রঞ্জুসহ তার দলের অনেক সদস্যকে হত্যা করার ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা যায় নি রাজনৈতিক কারণে। স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাকে রক্ষা করেছিলেন আবার নিজের ছেলেকে ফিরে পাবার জন্যে রঞ্জুর হাতে তুলে দিতেও কার্পন্য করে নি। অবশ্য, জেফরির উদ্যোগ আর বাবলুর সাহায্যে শেষ পর্যন্ত রঞ্জুর দলের হাত থেকে ছেলেটাকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়। সেই ঘটনায়ও তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা যায় নি ঘটনার জটিলতার কারণে। রঞ্জুসহ তার দলের অনেককে সে খুন করেছে সুদূর দিল্লিতে। আর জনপ্রিয় লেখক জায়েদ রেহমানের কেসটা তো এখন জগাখিচুরি অবস্থায় আছে। এই একটা কেসের ব্যাপারেই জেফরি বেগ ভালো অবস্থানে ছিলো। অনেকগুলো প্রমাণও জোগার করতে পেরেছিলো কিন্তু এখন সেগুলোও অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

গত মাসে হঠাৎ করেই দৃশ্যপট পাল্টে যায়। তিন-চারজন ডাকাত পুলিশের কাছে ধরা পড়ার পর জবানবন্দীতে জানায় তারা জায়েদ রেহমানের বাড়িতে ডাকাতি করেছিলো। ঐ সময় পক্ষাঘাতগ্রস্ত লেখক চিল্লাফাল্লা করতে গেলে তাকে বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ফেলে।

একেবারেই বানোয়াট! জায়েদ রেহমানের বাড়িতে কোনো ডাকাতির ঘটনা ঘটে নি। জেফরির চেয়ে এটা আর কে ভালো জানে।

তারচেয়েও বড় কথা, ভিটা নুভার যে দাড়োয়ানকে চাক্ষুস সাক্ষী হিসেবে বিবেচনা করেছিলো জেফরি–সত্যি সত্যি যে জবানবন্দী দিয়েছিলো, বাবলুকে অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকতে দেখেছে–সেও গত মাসে বিদেশ চলে গেছে।

তার ধারণা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী-শিল্পপতি সিইএ সিদ্দিকী পর্দার আড়াল থেকে এসব করেছেন। সিদ্দিকী সাহেব তাকে কথা দিয়েছিলেন লেখকের তরুণী স্ত্রী আর তার প্রেমিককে রক্ষা করবেন, ঐ দু'জন একেবারেই নির্দোষ। ভদ্রলোক হয়তো তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে শুরু করেছেন।

আর এই কিডন্যাপের কেসটা তো রীতিমতো অদ্ভুত। হোমিসাইডের টিম ওখানে পৌঁছানোর আগেই চারজন অপহরণকারী খুন হয়ে যায়।

হাতের ফাইলটা খুলে সেটার ভেতর থেকে জেম্ ক্লিপ দিয়ে আটকানো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছু কাগজ বাবলুর সামনে রাখলো সে ।

"আমাদের জানামতে এ পর্যন্ত তুমি অনেকগুলো খুনখারাবি করেছো। আমাদের হাতে অবশ্য খুব বেশি প্রমাণ নেই । তবে একদমই যে নেই সেটা বলবো না ।" একটু থেমে আবার বললো, "এই যে, এখানে বেশ কয়েকটি কেসের কথা বলা আছে । তোমার সম্পর্কে ছোটোখাটো একটি প্রোফাইলও রয়েছে আমাদের কাছে..." জেম ক্লিপে আটকানো কাগজটাতে টোকা মেরে বললো সে ।

বাঁকা হাসি হাসলো বাবলু । ফাইলের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো । তার একটা ছবিও আছে । জেম ক্লিপ দিয়ে আটকে রাখা আছে ফুলস্কেপ কাগজের উপরের ডান দিকে । খুব সম্ভবত দূর থেকে তোলা । পরে হয়তো কম্পিউটারে ঘষামাজা করে ছবিটা স্পষ্ট করা হয়েছে ।

এই ছবিটা কোত্থেকে জোগার করেছে সে-চিন্তা বাদ দিয়ে অন্য একটা ভাবনা খেলতে শুরু করলো তার মাথায় । সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে গেলো তার অভিব্যক্তি । আস্তে করে চোখটা সরিয়ে নিলো সে ।

"আপনার এসব কথা শুনতে আমার একটুও ভালো লাগছে না ।"

জামানের ইচ্ছে করলো উঠে গিয়ে কষে একটা চড় মারবে । হারামজাদার সাহস কতো বড়! তোর ভালো লাগার গুষ্টি মারি!

জেফরি বেগ ভুরু কুচকে তাকালো । "ভালো লাগছে না।" তারপর মাথা নেড়ে সায় দিলো সে । "আচ্ছা, তো কী করলে তোমার ভালো লাগবে?"

"একটু চা খেতে পারলে!"

জেফরি অবাক হয়ে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ ।

জামানের বিস্ময় আর ক্রোধ যেনো বাধ ভেঙে যাবার পর্যায়ে চলে গেলো । এই বদমাশটা বলে কী!

তার দিকে ফিরে তাকালো জেফরি । মাথা নেড়ে ইশারা করলো তাকে । ছেলেটা যারপরনাই বিস্মিত হলেও আইসব্যাগটা নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো চুপচাপ । রাতের বেলায় হোমিসাইডে কোনো পিয়ন-আরদালি ডিউটি দেয় না, তাই তাকেই যেতে হলো ।

জামান দরজার নবে হাত রাখতেই বাবলু বলে উঠলো, "দুধ চা...লিকার বেশি...চিনি কম!"

রেগেমেগে পেছন ফিরে তাকালো সহকারী ।

আলতো করে দু'পাশে মাথা দুলিয়ে ক্ষুব্ধ জামানকে ইশারা করলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জেফরি। দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে চলে গেলো সে।

"আই লাইক ইওর স্টাইল...ভেরি স্মার্ট!" বললো ইনভেস্টিগেটর।

বাবলু শুধু মুচকি হাসলো।

জেফরি বেগ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। "তোমার মতো ঠাণ্ডা মাথার খুনিকে টর্চার করে কোনো লাভ হবে না জানি...অযথাই সময় নষ্ট।"

"তাহলে আমাকে খামোখা বসিয়ে রেখেছেন কেন? জেলখানায় পাঠিয়ে দিন?"

"অবশ্যই পাঠাবো...সময় হলেই পাঠাবো।"

"সেই সময় এখনও আসে নি?"

জেফরি বেগ দু'পাশে মাথা দোলালো।

"কখন আসবে?"

"চা খাবো...তোমার সাথে একটু গল্পগুজব করবো...তারপর।"

"গল্পগুজব করবেন!...আমার সাথে?" বাবলু একটু বিস্মিত হলো যেনো।

"হ্যা।"

"আপনার ধারনা আমি আপনার সাথে গল্প করবো?"

স্থির চোখে চেয়ে রইলো জেফরি। "করতেও তো পারো।"

বাঁকা হাসি হাসলো সে।

"আইন অনুযায়ী তোমাকে পুলিশের কাছে তুলে দেয়া উচিত...আমি সেটা করবো। তারা তোমাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করবে, কিন্তু তার আগে তোমার কাছ থেকে তোমার নিজের কিছু কথা শুনতে চাই।"

বাবলু কিছু বললো না। তার দৃষ্টি যেনো আটকে আছে ইনভেস্টিগেটরের উপর।

"সত্যি বলতে, এই ফাইলে তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে তেমন কিছু নেই।"

বাবলু ফাইলটার দিকে তাকালো আবার।

"আমাদের জানামতে যতোগুলো খুন করেছো তার একটা হিসেব আর তোমার সম্পর্কে সামান্য কিছু তথ্য।"

"এই সামান্য তথ্যে আপনার মন ভরছে না?"

জেফরি বেগ কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"নাকি এসব তথ্যের উপর আপনার নিজেরই কোনো বিশ্বাস নেই?"

"আমি বলছি না এখানে যা আছে তার সবটাই সত্যি...তবে যতোদূর সম্ভব সত্যের কাছাকাছি পৌঁছানোর চেষ্টা করেছি।" ফাইলটা হাতে তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগলো সে। "এখানে তোমার অতীত জীবন সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য নেই। আমি খুব অবাক হয়েছি, তোমার ব্যাপারে লোকজন খুব বেশি কিছু জানে না। যারা জানে তাদের কাছে হয়তো আমরা পৌঁছাতেই পারি নি।"

নির্বিকার রইলো বাবলু।

"তবে আমার মনে হয়, তুমি একা একা কাজ করলেও তোমার পেছনে শক্তিশালী কেউ আছে। তারা তোমাকে বার বার রক্ষা করে।"

এবার একটু হাসলো বন্দী। "আপনার ধারণা সে-রকম কেউ থাকলে আমি আপনাকে সেটা বলে দেবো?"

"বললেও সমস্যা নেই," বললো ইনভেস্টিগেটর। "আজকে তুমি যা-ই বলো না কেন সেগুলো জবানবন্দী হিসেবে ব্যবহার করবো না।" একটু চুপ থেকে আবার বললো, "আমি শুধু জানতে চাই কিভাবে তুমি এ পথে এলে; কেন এলে।"

"আমার কনফেশন নিতে চাচ্ছেন?"

জেফরি কিছু বললো না।

নিঃশব্দে আবারো হাসলো বাবলু। বাঁকা হাসি হেসে বললো, "কনফেশন অব অ্যা কিলার?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৩

হাসপাতালের ওয়েটিং রুমে বসে আছে এহ্‌সান চৌধুরি আর তার স্ত্রী। তাদের একমাত্র সন্তান দিহানকে পুলিশ উদ্ধার করার পর পরই এই হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় ছোট্ট দিহানকে। কিডন্যাপাররা পর পর দুটো হাই-ডোজের ঘুমের ইনজেকশন দিয়েছিলো তাদের মেয়েকে। সেই ইনজেকশনের প্রতিক্রিয়ায় দিহানের শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। যদিও ডাক্তাররা বলছে ভয়ের কিছু নেই, একটু অবজার্ভেশনে রাখতে হবে, এই যা। ইচ্ছে করলে তারা বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর কেউই সেটা করে নি। সেই থেকে হাসপাতালের ওয়েটিং রুমে বসে আছে তারা।

মেয়েকে জীবিত ফিরে পাবার পর এহ্‌সান চৌধুরির যে কী রকম অনুভূতি হচ্ছিলো সেটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। এ জীবনে যতোগুলো সুখের মুহূর্ত আছে তার মধ্যে এটাই সেরা। এমনকি তাদের মেয়ের জন্মের কথাটা শোনার পর যে অনুভূতি হয়েছিলো তারচেয়েও তীব্র ছিলো এটা।

তবে এহ্‌সান চৌধুরি ভেবে পাচ্ছে না, তার স্ত্রী আনিকা কিভাবে কি করলো! যদিও পুলিশ বলছে তারা তাদের মেয়েকে উদ্ধার করেছে, কিডন্যাপারদের সবাইকে হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু তার মন বলছে এসবের পেছনে আনিকার কোনো না কোনো ভূমিকা রয়েছে। এদিকে তাদের দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত কাজের লোক সবুজও লাপাত্তা। আনিকাকে জিজ্ঞেস করেছিলো তার ব্যাপারে। যে জবাব পেয়েছে তাতে করে মনে হচ্ছে সবুজ বোধহয় এই কিডন্যাপিংয়ের সাথে জড়িত। কিন্তু সে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না। সবুজ কিভাবে তাদের ছোট্ট দিহানকে ঐসব লোকের হাতে তুলে দেবে? অসম্ভব।

আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো, দিহানকে ফিরে পাবার পর স্ত্রীর মধ্যে যে তাৎক্ষণিক আনন্দ আর স্বস্তির বহিঃপ্রকাশ দেখেছিলো সেটা যেনো আস্তে

www.BanglaBook.org

আস্তে মিইয়ে গেছে। এখন আনিকার চোখেমুখে অজানা আশংকা জেঁকে বসেছে। বিমর্ষ হয়ে ওয়েটিংরুমের এককোণে চুপচাপ বসে আছে সে। স্বামীর সাথেও খুব একটা কথা বলছে না। শুধু একটু পর পর নার্সের কাছে গিয়ে দিহানের অবস্থা জেনে আসছে।

একটু আগে স্ত্রীকে বলেছিলো সে, কি হয়েছে। জবাবে দিহানের মা জানিয়েছিলো কিছুই হয় নি। সে কেবল ক্লান্ত বোধ করছে, আর কিছু না। বুঝতে পেরেছিলো তার স্ত্রী কথা বলতে চাচ্ছে না। তাকে আর বিরক্ত না করে এহ্‌সান চৌধুরিও চুপচাপ বসে আছে। আজ রাতটা তারা দু'জন হাসপাতালেই কাটিয়ে দেবে। সুস্থ মেয়েকে বাড়িতে নেবার আগে তারা এখান থেকে নড়ছে না।

আনিকা বুঝতে পারছে তার ভেতরে ক্রমবর্ধমান উদ্বিগ্নতা লুকাতে ব্যর্থ হচ্ছে সে। কিন্তু এ মুহূর্তে সেটা লুকিয়ে ফেলার জন্য যেটুকু অভিনয় না করলেই নয় সেটুকু কিছুতেই করতে পারছে না। তার এই উদ্বিগ্নতা দিহানকে নিয়ে নয়। মেয়েকে তারা জীবিতই ফিরে পেয়েছে। ডাক্তার বলেছে চিন্তার কোনো কারণ নেই, আগামীকালের মধ্যেই মেয়ে সুস্থ হয়ে যাবে।

আনিকা তাবাস্‌সুম দিলশাদের এখনকার সবটুকু উদ্বেগ বাবলুর জন্য। ছেলেটার কী হলো, কোথায় আছে, আদৌ বেঁচে আছে কিনা কিছুই সে জানে না। তার সাথে শেষ যোগাযোগ হয়েছিলো ফোনে, সবুজকে তার হাতে তুলে দেবার পর। তখন সে জানিয়েছিলো, খুব শীঘ্রই দিহানকে উদ্ধার করে তার কোলে ফিরিয়ে দেয়া হবে। এর বেশি কিছু বলে নি। আনিকাও কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ পায় নি।

তারপর এক ঘণ্টা অসহ্য অপেক্ষা শেষ হয় একটা ফোন কলে।

না। কলটা বাবলু করে নি। করেছিলো পুলিশ। তাদের একমাত্র সন্তান দিহানকে উদ্ধার করেছে তারা। মেয়েকে একটু চেকআপ করানোর জন্য হাসপাতালে নেয়া হয়েছে।

পুলিশের এসব কথা শুনে তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জন আগুপিছু না ভেবেই চলে আসে হাসপাতালে। সেই থেকে এখানেই আছে।

কিন্তু একটা বিষয় আনিকার মাথায় ঢুকছে না, তার মেয়েকে পুলিশ কিভাবে উদ্ধার করলো? তারা তো জানেই না তাদের মেয়ে কিডন্যাপ হয়েছে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পুরো ঘটনার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

বাবলু কোথায়? তার কি হয়েছে? এ প্রশ্নগুলোই শুধু ঘুরপাক খাচ্ছে।

তার ধারণা বাবলুর খারাপ কিছু হয়েছে। নিজের মেয়েকে ফিরে পাবার জন্য তাকে ব্যবহার করেছে সে। এখন যদি দেখা যায় সত্যি সত্যি তার খারাপ কিছু হয়েছে তাহলে সারাটা জীবন অপরাধবোধে ভুগতে হবে।

আনিকার ভালোর জন্য বাবলু নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলো। কোনো রকম যোগাযোগ করে নি। আনিকাও এক পর্যায়ে সব ভুলে নতুন করে জীবন শুরু করে। পড়ালেখা শেষ করে বিরাট ধনী পরিবারে তার বিয়ে হয়। তার কোল জুড়ে আসে দিহান। প্রকারান্তরে আনিকার জীবন থেকে বাবলু বিস্মৃতই হয়ে গেছিলো, কিন্তু ঘটনাচক্রে কয়েক দিন আগে তাদের আবার দেখা হয়ে যায়। এরপরই দিহানের জীবন বাঁচাতে বাবলুর শরণাপন্ন হয় সে।

যে কারণে বাবলুর সাথে তার বিচ্ছেদ, যে পথে চলে যাবার জন্য তার আর বাবলুর মধ্যে যোজন যোজন দূরত্ব সেটাই কিনা দরকার হয়ে পড়লো আনিকার।

মনে মনে একটাই প্রার্থনা করছে, বাবলুর যেনো কোনা ক্ষতি না হয়ে থাকে। যেখানেই থাকুক, যেভাবেই থাকুক ছেলেটা যেনো ভালো থাকে। তার জীবনটা যেনো সুন্দর হয়ে ওঠে।

আনিকা টের পেলো তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। চোখ দুটো মুছে নিয়ে চলে গেলো ওয়াশরুমের দিকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৪

চা নিয়ে ফিরে এসেছে জামান। এখন আর আইসব্যাগটা নেই। তার চোখেমুখে অসন্তোষের চিহ্ন কিন্তু জেফরি বেগের কারণে সেটা চেপে রাখার চেষ্টা করছে।

এখন আয়েশ করে চায়ে চুমুক দিচ্ছে খুনি। একটু আগে জেফরির নির্দেশে তার হ্যান্ডকাফ খুলে দেয়া হয়েছে। এখন শুধু বাম হাতটা চেয়ারের হাতলের সাথে হ্যান্ডকাফ দিয়ে বেধে রাখা হয়েছে, ডান হাতটা মুক্ত।

চারটা খুন, দুটো অবৈধ অস্ত্র, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট—একেবারে হাতেনাতে গ্রেফতার হয়েছে এই পেশাদার খুনি। এ দেশের কোনো সন্ত্রাসী কিংবা পেশাদার খুনি বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট ব্যবহার করে বলেও তার জানা ছিলো না। তার বস্ দীর্ঘদিন ধরে একে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। লেখক জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডের পর একে ধরা সম্ভব হয় নি। অল্পের জন্য হাত ফস্‌কে যায়। ব্ল্যাক রঞ্জুর দলের অনেককে খুন করার পর রঞ্জুর হাতে মরতে বসেছিলো সে। জেফরি বেগ ঠিক সময় না পৌঁছালে বেঁচে থাকতো কিনা সন্দেহ। জামান তখন ভেবেছিলো হাসপাতালে নেবার আগেই মারা যাবে, কিন্তু কই মাছের প্রাণ এই খুনির। খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে। সুস্থ হবার পর জেফরি তাকে ইন্টেরোগেট করে। তার বিরুদ্ধে মামলা দাঁড় করায়। আর তাদেরকে অবাক করে দিয়ে কয়েকমাস পরই সে জেল থেকে বেরিয়ে আসে। তারা যাকে ধরেছে সে নাকি বাস্টার্ড না! ভুল মানুষকে ধরা হয়েছে!

স্বয়ং হোমমিনিস্টার তার পক্ষ নিয়েছিলো। এ ঘটনার পর রেগেমেগে হোমিসাইডের চাকরিই ছেড়ে দিতে চেয়েছিলো তার বস্। ফারুক স্যার অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে তাকে নিবৃত্ত করে। এরপরই ঘটে উল্টো ঘটনা। হোমমিনিস্টারের ছেলে অপহৃত হয় ব্ল্যাক রঞ্জুদের হাতে। ছেলেটাকে জিম্মি করে জেল থেকে বেরিয়ে আসে পঙ্গু সন্ত্রাসী। তার দলকে মোকাবেলা করতে গিয়ে হোমিসাইড রীতিমতো নাকানিচুবানি খায়। জেফরি বেগ আর জামানসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়, অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যায় তারা।

যাইহোক, অবশেষে তার বস্ মিনিস্টারের ছেলেকে জীবিত উদ্ধার

করতে সক্ষম হয়। পরিহাসের ব্যাপার হলো, এ কাজে দারুণ সাহায্য করেছে এই খুনি!

কথাটা যখন সে শুনেছিলো একদমই বিশ্বাস করতে পারে নি। এটা কী করে সম্ভব? তার বস্ নিজেই তো ঐ খুনিকে ধরার জন্য তক্কে তক্কে ছিলো!

এখন সেই খুনি হঠাৎ করেই তাদের হাতে ধরা পড়ে গেছে। ঘুণাক্ষরেও তারা কেউ বুঝতে পারে নি চৌধুরি সাহেবের অপহৃত মেয়েকে উদ্ধার করার সময় এর দেখা পাবে।

জামান নিশ্চিত, এর পেছনে বিরাট কাহিনী আছে, ঠিকমতো ইন্টেরোগেট করলে এই খুনির কাছ থেকে সেসব জানা যাবে। অথচ তার বস্ এসব বাদ দিয়ে আজাইরা প্যাচাল পাড়ছে! খুনির সাথে এমন ব্যবহার করছে যেনো সে কোনো আসামী নয়, হোমিসাইডে বেড়াতে এসেছে! রীতিমতো চা দিয়ে আপ্যায়ন করা হচ্ছে তাকে!

রাগেক্ষোভে চুপ মেরে বসে আছে জামান।

জেফরি বেগ একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সামনের দিকে। তারপর আস্তে করে বললো, "যে চারজন কিডন্যাপারকে খুন করেছো তার জন্যে তোমার কাছে আমি ঋণী। তুমি আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছো।"

কথাটা শুনে অবাক হলো বাবলু, তবে কিছু বললো না। চায়ের কাপ নমিয়ে রাখলো সে।

তবে জামানের অভিব্যক্তি দেখার মতো হলো। তার বস্ এসব কী বলছে! দাঁতে দাঁত পিষে নিজের রাগ দমন করলো আবার।

ফাইলটা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে বললো হোমিসাইডের চিফ ইনভেস্টিগেটর, "কারণ তুমি কাজটা না করলে আমি নিজেই সেটা করতাম।"

স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো বাবলু। কথাটা যে জেফরি বেগ মিন করে বলেছে সেটা আঁচ করতে পারলো তার অভিব্যক্তি দেখে।

জামানও জানে কথাটা সত্যি। *তাহলে এজন্যেই এতো খাতির করা হচ্ছে?* মনে মনে বললো সে।

একটু চুপ থেকে বাবলু বললো, "আপনি আমার গল্প শুনতে চাইছেন কেন?"

"কৌতুহল," বললো হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর। "তোমার বাবা-মা কে; তোমার ছেলেবেলা কেমন কেটেছে; কিভাবে এ পথে এলে; এ সব। মানে, একজন স্বাভাবিক মানুষ কি করে খুনি হয় সেটা জানতে চাই।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আপনার কেন মনে হলো আমি একজন স্বাভাবিক মানুষ ছিলাম?" একটু সামনের দিকে ঝুঁকে এলো সে। "আপনার এই ফাইলে নিশ্চয় আছে, আমার বাবা একজন পেশাদার খুনি ছিলো।"

"তা আছে, এর বেশি কিছু নেই," জবাব দিলো জেফরি। "কিন্তু আমরা কেউই খুনি হয়ে জন্মাই না। তুমিও এর ব্যতিক্রম ছিলে না। হতে পারে তোমার বাবা খুনি ছিলো, তাতে কি? আমরা সবাই কি সবসময় আমাদের বাবা-মায়ের মতো হই?"

চুপচাপ ইনভেস্টিগেটরের কথা শুনে গেলো সে।

"লোকে তোমাকে বাস্টার্ড নামে চেনে কিন্তু তারা কেন তোমাকে এ নামে ডাকে তা জানি না।" একটু থেমে আবার বললো, "যদি কারোর বাবার পরিচয় না থাকে তাকে আমাদের সমাজ এ রকম গালি দেয় কিন্তু তোমার তো বাবা ছিলো, তোমাকে কেন এ নামে ডাকবে? আমি নিশ্চিত এর পেছনে একটি গল্প আছে।"

একবার জেফরি বেগের দিকে আরেকবার টেবিলের উপর রাখা ফাইলটার দিকে তাকালো সে। তারপর আপন মনে আস্তে করে বলে উঠলো, "গল্প!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৫

বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছিলো এতোক্ষণ, এখন একটু কমে এসেছে। সুরতুন্নেসা হাফ ছেড়ে বাঁচলো। তার ভয় হচ্ছিলো ঝুপরি ঘরটা বুঝি ভেঙে পড়বে। একে তো বৃষ্টি তার সাথে দমকা বাতাস। বস্তির এই ঝুপরি ঘরটার অবস্থা এমনিতেই নাজুক। টিনের চালে কমপক্ষে দশ-বারো জায়গায় ফুটো আছে। তার সাত-আট বছরের মেয়ে পেয়ারি মগ, বালতি আর বোল নিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করছে ছাদের পানি ধরে রাখার জন্য। তাদের ঘরে বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। এই বস্তির সর্দারের ঘর ছাড়া আর কারো ঘরে সেই সুবিধা এখনও পৌছায় নি। টিমটিমে আলোয় একটা হারিকেন জ্বলছে শুধু।

সুরতুন্নেসা বুকের কাছে ছয় মাসের এক শিশুকে আগলে রেখেছে। আমকাঠের সস্তা খাটে বসে আছে মা-মেয়ে। এই বাচ্চাটা হবার সময় বেশ ধকল গেছে তার। এখন অবশ্য সেরে উঠেছে।

পর পর দুটো মেয়ে জন্ম দিয়ে স্বামীর বিরাগভাজন হয়েছে। পেয়ারির বাপ এই নবজাতক মেয়েকে নিয়ে খুব একটা আগ্রহ দেখায় না। জন্মের পর দু'মাস পেরিয়ে গেলেও নাম রাখা নিয়ে বাপের মধ্যে কোনো তাড়া দেখা যায় নি। অগত্যা সেই কাজটা সুরতুন্নেসাকেই করতে হয়। কিন্তু তার দেয়া নাম পছন্দ হয় নি ছোট্ট পেয়ারির। সে নিজেই ছোটো বোনের নাম রেখেছে আঙ্গুরি। ঐটুকুন ছোট্ট মেয়ে 'আঙ্গুরি' বলতে কী বুঝিয়েছে কে জানে। হয়তো এই নামের অন্য কোনো বাচ্চাকে দেখে থাকবে সে।

ছোট্ট আঙ্গুরি একটু কেঁদে উঠলো। বুকের সাথে জড়িয়ে নিয়ে আদর করলো সুরতুন্নেসা।

পেয়ারি এখন পানি খাওয়ার এলুমিনিয়ামের একটি মগ নিয়ে বসে আছে তার পাশে। ছাদের ফুটো দিয়ে এখানটায় বৃষ্টির পানি পড়ছে। সেই পানি যেনো কোনোমতে খাটের উপর পড়তে না পারে সে চেষ্টা করে যাচ্ছে মেয়েটা।

এমন সময় দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা মারার শব্দ হলো। সুরতুন্নেসা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাবলো পেয়ারিরর বাপ বোধহয় আজ তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে। বৃষ্টির কারণে হয়তো আজ আর রিক্সা না চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সুরতুন্নেসা কোলের বাচ্চাটাকে বিছানায় শুইয়ে দিতে গেলে পেয়ারি বলে উঠলো, "আমি দ্যাখতাছি, মা।"

হাতের মগটা বিছানার উপর রেখে দরজার দিকে দৌড়ে গেলো সে। তার ধারণা বাপ এসেছে। দরজার হুড়কোটা খুলে দিতেই হুরমুর করে ঘরে ঢুকলো একজন। মাথা গামছা দিয়ে পেচানো, লুঙ্গি আর শার্ট পরা লোকটার কোলে চাদরে মোড়া পুটলির মতো একটি জিনিস।

হারিকেনের আলোয় সুরতুন্নেসা লোকটার চেহারা দেখে চিনতে পারলো।

খুইন্যা বাবুল!

একটু অবাক হলো সে, সত্যি বলতে, কিছুটা ভয়ও পেলো। এই বস্তির সবাই জানে বাবুল একজন পেশাদার খুনি। টাকার বিনিময়ে খুনখারাবি করাই তার পেশা।

"ধুর। পুরা ভিজা গেলাম। কথা নাই বার্তা নাই বৃষ্টি আয়া পড়লো," ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললো খুইন্যা বাবুল।

পেয়ারির মা অনেকটা ভয়ে আৎকে উঠে বলেই ফেললো, "বাবুল...তুমি! এতো রাইতে?"

বাবুলের কোলে পুটলিটার দিকে তাকালো এবার। জ্বলজ্যান্ত ফুটফুটে একটি বাচ্চা! দু'এক সপ্তাহের বেশি বয়সী হবে না। নবজাতক শিশুটি পিটপিট করে ঘরের চারদিকে তাকাচ্ছে।

"ধর তো," বাচ্চাটা পেয়ারির হাতে তুলে দিয়ে চৌকিতে বসে পড়লো খুইন্যা বাবুল। তারপর মাথার গামছাটা খুলে শরীরের ভেজা অংশ মুছতে মুছতে বললো, "পেয়ারির বাপে কই?"

"এহনও ফিরে নাই। আইজকা তো সন্ধ্যার পর কামে বাইর হইছে," একটু থেমে বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে বললো, "ও বাবুল, বাচ্চা পাইলা কই?"

"পাইছি..." আর বেশি কিছু জানালো না খুইন্যা বাবুল।

সুরতুন্নেসা পেয়ারির দিকে তাকালো। সে এরইমধ্যে বাচ্চাটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। "কার বাচ্চা?"

খুইন্যা বাবুল একটু ঝাঁঝের সাথে বললো, "কারোর না কারোর তো

www.BanglaBook.org

অইবোই...নাকি?"

পেয়ারির মা ভয়ে আর কিছু বললো না। খুনখারাবি করা লোকজনের মেজাজ বিগড়ে দেবার মতো বোকা সে নয়। তাছাড়া যেরকম আকালের দিন পড়েছে কতো মানুষ যে নিজের আদরের সন্তান বিক্রি করে দিচ্ছে, ফেলে চলে যাচ্ছে তার কোনো হিসেব আছে?

একটু ঢোক গিলে সুরতুন্নেসা বললো, "আমার কাছে নিয়া আসছো ক্যান...ভাই?"

খুইন্যা বাবুল একটু চুপ থেকে বললো, "আমি তো বিয়াশাদি করি নাই। আত্মীয়স্বজনও নাই..." কথাটা বলে একটু থামলো সে। যেনো অদৃশ্য একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার ভেতর থেকে। "আমি ওরে কেমনে পালমু।"

পেয়ারির মা ঢোক গিললো।

"তুমি ওরে পালবা, ওর দুধমা হইবা," স্থিরচোখে সুরতুন্নেসার দিকে চেয়ে বললো বাবুল। "চিন্তার কোনো কারণ নাই, এরজন্য মাসে মাসে আমি তোমারে টাকা-পয়সা দিমু। একটু বেশিই দিমু।"

"আ-আমার তো নিজেরই একটা দুধের বাচ্চা...পালতে জান বাইর অয়া যাইতাছে, তার মইদ্যে অন্যের বাচ্চা..." খুইন্যা বাবুলের লাল টকটকে চোখের দিকে তাকাতেই পেয়ারির মা আর কিছু বলতে পারলো না।

"একটা বাচ্চা পালন যা দুইটা পালনও একই কথা। মাইনষের ভাত রাইনধ্যা আর কতো পাও...তোমাগো সংসারের যা অবস্থা। পেয়ারির বাপ তো ঠিকমতো রিক্সাও চালাইতে পারে না। প্রায়ই অসুখে থাকে। হের শরীরে আর কুলায় না। বাচ্চাটারে রাখো। তোমাগো লাভই হইবো," একদমে বলে গেলো বাবুল।

সুরতুন্নেসা কিছুই বললো না। কথা সত্য। পেয়ারির বাপে প্রায়ই অসুখে ভোগে। নিয়মিত রিক্সা চালাতে পারে না। এ জন্যে সংসার চালাতে এই বস্তির কয়েকজন লোকের ভাত রেঁধে দেয়ার কাজ করে সে, এরমধ্যে খুইন্যা বাবুলও আছে। এই কাজ করে হাতে কিছু পয়সা-কড়ি আসে। নইলে ঢাকা শহরে ডাল-ভাত খেয়ে থাকার উপায় নেই। তারমধ্যে এখন আবার শুরু হয়েছে দুর্ভিক্ষ। মাত্র কয়েক বছর আগে দেশ স্বাধীন হলো। লক্ষ-লক্ষ মানুষ মরেছে, আর ধনসম্পদের ক্ষতির তো কোনো হিসেবই নেই। তার নিজেরও কি কম হয়েছে? সুরতুন্নেসা সব গহনা বিক্রি করে আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সংসারের খরচ বাঁচিয়ে বেশ কিছু টাকা জমিয়েছিলো জমি কেনার জন্য। পেয়ারির বাপ পরের জমিতে বর্গা খাটে। খুব বেশি লাভ হতো না তাতে। ইচ্ছে ছিলো জমি কিনে চাষবাস করবে, কিন্তু যুদ্ধ তার ঐটুকু সম্বলও শেষ করে দেয়।

যুদ্ধের পর কোমর সোজা করে দাঁড়ানোর আগেই এই আকালের ঘা এসে লাগে তাদের উপর। গ্রাম ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয় অচেনা এই শহরে। এখন তো সচ্ছল ঘরের লোকজনই অভাবে পড়ে গেছে, আর তারা হলো চিরঅভাবী। তারপরও পরের বাচ্চা মানুষ করার মতো ঝামেলায় পড়তে চায় না সে। কে জানে খুইন্যা বাবুল যদি বাচ্চাটা চুরি করে এনে থাকে তাহলে তো বিপদ। পরে আবার পুলিশের ঝামেলা হতে পারে।

সে কিছু বলতে যাবে অমনি পেয়ারি বলে উঠলো, "ও মা, তোমার না পোলার শখ? আমাগো তো কোনো ভাই নাই। বাবুটারে রাইখ্যা দাও না?"

সুরতুন্নেসা একবার মেয়ের দিকে আরেকবার খুইন্যা বাবুলের দিকে তাকালো ভয়ে ভয়ে।

৩৫

হামিসাইডের ইন্টেরোগেশন রুমে নেমে এসেছে নিস্তব্ধতা। জেফরি বেগ চুপ মেরে বসে আছে। তার চোখমুখ বিষন্ন। পাশে বসে আছে জামান। সেও কিছু বলছে না। জেফরির ভেতরে কি আলোড়ন তুলছে সেটা তার সহকারীর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তার নিজের অতীত সম্পর্কে পরিচিতজনেরাও খুব বেশি কিছু জানে না। একজন মিশনারী-শিক্ষক ফাদার হোবার্টের কাছে মানুষ হয়েছে সে—এর বেশি তথ্য খুব কম মানুষই জানে।

তার সামনে বসা পেশাদার খুনির গল্পটা তাকে নাড়িয়ে দিয়েছে।

উনিশ শ' চুয়াত্তর! দুর্ভিক্ষ! নবজাতক একটি শিশু! কী আশ্চর্য মিল!

কয়েক মুহূর্তের জন্য জেফরি বেগ কিছুই বলতে পারলো না। তার চোখে ভেসে উঠলো একটি কল্পিত দৃশ্য : তরুণ এক ফাদারের কোলে এক নবজাতক। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিজের ঘরে নিয়ে এসেছেন।

বড় হবার পর ফাদার হোবার্টের কাছ থেকে এটা শুনেছে সে। তার আগে সে জানতো না তার জন্মপরিচয়। ফাদার ছিলেন অন্য রকম মানুষ। তিনি জানতেন, শ্বেতাঙ্গ বাবার ঘরে বাদামি গায়ের রঙের ছেলে—এই প্রশ্নটা

www.BanglaBook.org

একদিন জেফরির মনে উদয় হবে। তারচেয়েও বড় কথা, চারপাশের মানুষজনের কাছ থেকে সে নিজের গল্পটা শোনার আগেই সব বলে দেয়া ভালো।

একদিন জেফরিকে ডেকে এটা ওটা নিয়ে কথা বলতে বলতে খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে গল্পটা বলেছিলেন ফাদার। শুরুটা করেছিলেন মানুষের উৎপত্তি, ধর্মের আর্বিভাব, দর্শন আর বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব, ইতিহাস এসব দিয়ে। তারপর এই দৃশ্যটা।

জেফরি বেগ অবাক হয়ে ভাবলো, তার নিজের গল্পের সাথে অদ্ভুতভাবেই মিলে যাচ্ছে! একই সময়, একই রকম পরিস্থিতি। তারপর তাদের দু'জনের নিয়তি যেনো আলাদা হয়ে গেছে দু'জন ভিন্ন ভিন্ন মানুষের হাতে পড়ে।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার মনে হলো, এই খুনির সাথে তার কি কোনো সম্পর্ক আছে?

জেফরি বেগ জোর করে মাথা থেকে চিন্তাটা বাদ দেবার চেষ্টা করলো। এটা সিনেমা নয়, জীবন। ফাদার হোবার্ট তাকে বলেছিলেন, সে একাই ছিলো—অসহায় এক মায়ের ছেলে! সামনে বসে থাকা এই খুনির সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। *অসম্ভব।*

হয়তো তাদের দু'জনের শুরুটা একই সময়ে, একই প্রেক্ষাপটে। এর বেশি কিছু না।

নির্বিকার ভঙ্গিতে চায়ে চুমুক দিচ্ছে বাবলু। তার মধ্যে কোনো ভাবালুতা নেই। যেনো নিজের ঘরে বসে চা খাচ্ছে।

"তাহলে ঐ পেয়ারির মা'র কাছেই তুমি মানুষ হয়েছো?" অবশেষে অনেকটা আপন মনে বলে উঠলো জেফরি বেগ।

শুধু আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিলো বাবলু।

"তোমার নিজের মা কে? কোত্থেকে তোমাকে নিয়ে আসা হয়েছে...কিছুই জানো না?"

বাবলু মাথা দোলালো। সে কিছু জানে না। "যা বললাম তা পেয়ারির মায়ের কাছ থেকে শোনা। আমার বাবা আমাকে কখনও এসব কথা বলেন নি।" চায়ে চুমুক দিতে লাগলো আবার।

জেফরি বেগ শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো পেশাদার খুনির দিকে। নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিচ্ছে সে। শব্দ করে চা খাওয়া যে অসভ্যতা এটা সে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানে। জেফরি আবারো অবাক হলো। তার সামনে যে বসে আছে তাকে দেখে, তার কথা শুনে কেউই বিশ্বাস করবে না, এই মানুষটা বস্তিতে বড় হয়েছে। অনেক শিক্ষিতের চেয়েও তার আচার-ব্যবহারের মধ্যে মার্জিত একটা ভাব রয়েছে। তার অদ্ভুত পেশার সাথে এটা কোনোভাবেই যায় না।

"পড়াশোনা করো নি?" অবশেষে বললো সে।

"আমার বাবা আমাকে বেশ ভালো একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন। এ নিয়ে বস্তির লোকজন হাসাহাসি করতো," আস্তে করে বললো বাবলু। "বাবা হিসেবে তিনি ছিলেন অসাধারণ। পেশাদার খুনি হলেও আমাকে কখনও ধমক পর্যন্ত দেন নি। যা চাইতাম তা-ই দিতেন। বস্তির অন্যসব ছেলেদের চাইতে আমার অবস্থা ছিলো একদম আলাদা। ভালো জামাকাপড়, নামিদামি স্কুল, খাওয়াদাওয়া, সব...শুধু একটা প্রশ্ন করলেই তিনি রেগে যেতেন।"

জেফরির মনে হলো বাবলু হঠাৎ করেই যেনো নিজের সব কথা বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হয়তো তার মন পাল্টেছে এখন। "কি, সেটা?" জানতে চাইলো সে।

"আমার মা কে—এই প্রশ্নের কোনো জবাব তার কাছ থেকে কখনও পাই নি।"

"আর পেয়ারির মা?"

"বাবার ভয়ে আমাকে লালন-পালন করার কাজটা নিলেও উনি আমাকে মায়ের মতোই আদর করতেন। পাঁচ-ছয় বছর বয়স পর্যন্ত তার কাছেই ছিলাম। বাবা মাঝেমধ্যে এসে দেখে যেতেন।"

"এরপর?"

"আমাদের ঘরের পাশেই পেয়ারিরা চলে আসে। বাবাই ব্যবস্থা করেছিলেন। সারাদিন আমি পেয়ারি আপা আর তার ছোটো বোন আঙ্গুরি একসাথে খেলতাম। আঙ্গুরি ছিলো আমার সমবয়সী..."

বাবলু একটু থামলে জেফরি তাকে কথা চালিয়ে যাবার ইশারা করলো।

"...রাতে কখনও কখনও বাবা বাসায় ফিরে না এলে আমি পেয়ারিদের ঘরে গিয়েই ঘুমাতাম। আমাকে খুব আদর করতো পেয়ারি আপা। একেবারে বড় বোনের মতো আগলে রাখতো সব সময়।"

"তোমাকে ওরা কি নামে ডাকতো?"

জেফরি রেগের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো সে। "বাবলু।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কে রেখেছিলো?"

"বাবা।" বলেই মুচকি হেসে ফেললো। "তার নিজের নামের সাথে মিলিয়ে।"

জেফরি বেগ একটু চুপ থেকে বললো, "তো মিঃ বাবলু, সবকিছুই তো ঠিকমতো চলছিলো...সমস্যাটা হলো কখন থেকে?"

"সমস্যা মানে?" বুঝতে না পেরে বললো সে।

"মানে...ধরে নিচ্ছি তুমি যখন থেকে জানতে পারলে তোমার বাবা একজন পেশাদার খুনি তখন থেকে তোমার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন আসে, তাই না? সেটা কখন ঘটলো?"

বাবলু মাথা দোলালো। "আমার বাবা যে একজন পেশাদার খুনি সেটা আমি স্কুলে পড়ার সময়ই জেনে যাই।"

"কিভাবে জানতে পারলে?"

জেফরির এ প্রশ্নে চেয়ে রইলো বাবলু।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৬

স্কুল থেকে ফিরে পেয়ারিদের ঘরে গিয়ে খাওয়াদাওয়া করে আর খেলাধুলা করে নি। শরীরটা ভালো লাগছে না। স্কুলের পড়ার অনেক চাপ। একগাদা হোমওয়ার্ক করতে হবে। এগোরো-বারো বছরের বাবলু নিজের ঘরে এসে কম্বল মুড়িয়ে ঘুম দিয়েছিলো একটু আগে। হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ কানে গেলো।

ঘুমানোর আগে ঘরের দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছিলো সে। অবশ্য এতে কোনো সমস্যা নেই। তাদের ঘরে চুরি করবে এমন সাহস এই বস্তিতে খুব কম মানুষেরই আছে। তারচেয়েও বড় কথা চুরি করার মতো তেমন কিছু নেইও।

বাবলু জোর করে চোখ খুলে কম্বলের নীচ থেকে দেখলো তার বাবা ঘরে ঢুকছে। কেন জানি ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছে করলো না তার। সে জানে বাবা তাকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখলে জাগিয়ে তুলবে না।

তাই হলো, খুইন্যা বাবুল ছেলের দিকে তাকিয়ে কিছু বললো না। কোনো রকম শব্দ করার চেষ্টাও করলো না। চুপচাপ ঘরের এককোণে রাখা ট্রাঙ্কের কাছে চলে গেলো সে। ট্রাঙ্কটা রাখা আছে একটুকরো প্লাস্টিক শিটের উপর। কোমর থেকে একটা পিস্তল বের করে ট্রাঙ্কটা সাবধানে সরিয়ে প্লাস্টিক শিটটা তুলে একটা গর্তের মধ্যে রেখে দিলো। শব্দ না করেই ট্রাঙ্কটা আবার আগের জায়গায় রেখে জগ থেকে এক গ্লাস পানি ঢেলে খেয়ে নিলো সে।

ঘুমন্ত ছেলের দিকে তাকালো আবার। মুচকি হেসে কম্বলটা ঠিক করে দিয়ে কপালে একটা চুমু খেলো। আলনা থেকে একটা মাফলার নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো বাবুল।

কিছুক্ষণ পর কম্বলের নীচ থেকে চোখ খুলে তাকালো বাবলু। ঘুমের ভান করে সবই দেখেছে সে। আস্তে করে বিছানা থেকে উঠে দরজাটা একটু ফাঁক করে বাইরে তাকালো। শীতকালের সন্ধ্যা, খুব দ্রুতই ঘনিয়ে আসে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার বাবাকে দেখতে পেলো না আশেপাশে।

দরজাটা বন্ধ করে ফিরে গেলো সেই ট্রাঙ্কের কাছে। ওটা সরিয়ে প্লাস্টিকের শিট তুলে দেখতে পেলো মাটির মেঝেতে একটা গর্ত। সেখানে রাখা আছে জলপাই রঙের একটি পিস্তল। জিনিসটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখলো সে।

ছোটোবেলায় যেসব খেলনার পিস্তল আর রিভলবার নিয়ে খেলতো এটা দেখতে ঠিক সেরকম হলেও সেগুলোর চেয়ে অনেক বেশি ভারি আর কেমন জানি আসল আসল বলে মনে হলো তার কাছে।

"এর আগেই বস্তির লোকজনের কাছে শুনেছি, আমার বাবা একেবারে ভিন্ন একটি পেশায় জড়িত," বলতে লাগলো বাবলু।

তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে যাচ্ছে জেফরি বেগ।

"তবে আপনাকে বলে রাখি, তার জন্যে আমি এই লাইনে আসি নি।"

জেফরি বেগ ভুরু কুচকে তাকালো। "তাহলে?"

আস্তে করে চায়ে চুমুক দিলো সে। "আমি তখন ক্লাশ নাইনে পড়ি। আমাদের বস্তিতে এক অদ্ভুত লোক এসে আস্তানা গেড়েছিলো।"

"অদ্ভুত মানে?"

"লোকটার সারা শরীরে কোনো লোম বা পশম ছিলো না। এমনকি ভুরুও না। টাইফয়েডের কারণে নাকি এরকম হয়েছিলো।"

জেফরি বেগ কিছু বললো না। বাবলুর পরবর্তী কথা শোনার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে সে।

"বস্তির লোকজন তাকে লোমাছুট বলে ডাকতো। কারো সাথে তেমন একটা মিশতো না। কথাও বলতো না। অনেকে বলতো লোকটা নাকি কবি। আবার কেউ বলতো লোকটার মাথায় সমস্যা আছে।" একটু থেমে আবার বললো, "একদিন আমাদের ঘরের সামনে বসে পত্রিকা পড়ছিলাম। আসলে ওটা পত্রিকা ছিলো না, বিভিন্ন ধরণের বাইসাইকেলের একটি ক্যাটালগ। আমাদের বস্তিতে পুরনো পত্রিকার ব্যবসা করতো এক লোক, তার কাছ থেকে ওটা নিয়েছিলাম। লোমাছুট তখন আমার কাছে এসে কথা বলতে শুরু করলো..."

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথা বলতে বলতেই চায়ের কাপটা আস্তে করে রেখে দিলো ফাইলটার পাশে। জেফরি সেটা খেয়ালই করলো না। তার দৃষ্টি আটকে আছে বাবলুর উপর। জামান ভুরু কুচকে চেয়ে আছে। এই খুনির কাছ থেকে এসব গল্প শুনে কী লাভ সে বুঝতে পারছে না।

"...আমার সাথে ভাব জমানোর চেষ্টা করলো সে। আমার হাতে ঐ ক্যাটালগটা দেখে বুঝে গেলো সাইকেল আমার খুব প্রিয়। লোকটা তখন হেসে বললো তার ঘরে চমৎকার একটি সাইকেল আছে। ইচ্ছে করলে আমি সেটা চালাতে পারি..."

কথাটা বলেই একটু উদাস হয়ে গেলো বাবলু।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৭

সাইকেল চালানোর লোভে বাবলু চলে এলো লোম্বাছুটের ঘরে। তাদের বস্তির শেষ মাথায়, যেখানে খেলার মাঠ আর ডোবাটা আছে ঠিক তার পাশেই লোম্বাছুটের ঘর। অন্যসব ঘরের মতোই বেড়া আর টিনের ছাদ। রঙচটা আমকাঠের দরজায় তালা মারা।

লোম্বাছুট পকেট থেকে চাবি বের করে বললো, "সব সময় তালা মেরে রাখি। বস্তির লোকজনের স্বভাব ভালো না। দামি সাইকেলটা যদি চুরি করে নিয়ে যায়..."

দরজা খুলে গেলে বাবলুকে ভেতরে ঢুকতে বললো সে। ঘরে ঢুকতেই দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলো। ভয় পেয়ে পেছন ফিরে তাকালো বাবলু। দেখতে পেলো লোম্বাছুট দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

"দরজা বন্ধ করলেন কেন?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"ভয় পাচ্ছো তুমি?" লোম্বাছুট হেসে বললো তাকে।

বাবলু ঢোক গিললো। "না, ভয় পাবো কেন?"

কবি বাবলুর থুতনিটা ধরে দাঁত বের করে হাসলো। "লক্ষ্মীছেলে।"

বাবলুর সমস্ত শরীরে কাটা দিয়ে উঠলো। আসলে সে ভয় পাচ্ছে। "ইয়ে মানে..." টের পেলো তার গলা শুকিয়ে আসছে।

"আমি আমার ঘরের দরজা সব সময় বন্ধই রাখি। বস্তির ছেলেগুলো যদি দেখে তোমাকে সাইকেলটা দেখাচ্ছি তাহলে তো ওরাও সাইকেল চালানোর আব্দার করবে।"

"দরজাটা খুলে রাখুন," মিনতির সুরে বললো সে।

লোম্বাছুট কবি নিঃশব্দে হেসেই যাচ্ছে।

এক পা পিছিয়ে গিয়ে ঘরের চারপাশটা দেখলো বাবলু। একটা ট্রাঙ্ক, লাগেজব্যাগ, কিছু বইপত্র আর মেঝেতে বিছানো শীতল পাটি। কোনো সাইকেল নেই!

"সাইকেল কোথায়?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আছে আছে...এতো অস্থির হচ্ছো কেন?" কবি তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো।

বাবলু আবারো ঘরের চারপাশে তাকালো, সাইকেলের কোনো চিহ্ন নেই সেখানে। তার ভেতরে অজানা এক আশংকা জেঁকে বসলো মুহূর্তে। লোকটার শব্দহীন হাসি আর ভাবভঙ্গি তার কাছে ভালো ঠেকলো না।

"দরজা খুলুন...আমি চলে যাবো," সাহস সঞ্চয় করে বললো সে।

কবি যেনো আশাহত হলো। "আহ্...তুমি এমন করছো কেন?" কথাটা বলেই বাবলুর হাতটা খপ্ করে ধরে ফেললো।

এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দরজার দিকে ছুটে গেলো সে দরজার কাছে এসেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। তাদেরটার মতো এখানে কোনো হুরকো নেই। একেবারে উপরে একটা শেকল দিয়ে আঙটার সাথে আটকানো। ছোট্ট বাবলুর পক্ষে সেটার নাগাল পাওয়া সম্ভব হলো না। শেকলটা ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করলো, সঙ্গে সঙ্গে টের পেলো পেছন থেকে তার মুখটা শক্ত করে ধরে ফেলেছে কবি। চিৎকার করার চেষ্টা করলো সে কিন্তু চাপা গোঙানি ছাড়া আর কিছু বের হলো না।

ভয়ে হৃদস্পন্দন থেমে যাবার উপক্রম হলো। লোম্বাছুট তাকে জাপটে ধরে নিয়ে এলো দরজার কাছ থেকে। পাটির উপর উপুড় করে ফেলে চেপে বসলো তার উপর।

হাত-পা ছুড়ে চিৎকার দেবার চেষ্টা করে গেলো বাবলু কিন্তু ছোট্ট শরীরটা নিয়ে বেশি কিছু করতে পারলো না। লোকটা তার শরীরের সমস্ত ওজন নিয়ে চেপে ধরেছে। একহাতে মুখ চাপা দিয়ে অন্য হাতে বাবলুর ডান হাতটা ধরে রেখেছে শক্ত করে। বাবলু তার বাম হাত দিয়ে লোকটার হাত ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করছে ছোটার জন্য, পারছে না। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে তার।

তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বললো লোম্বাছুট, "চিৎকার কোরো না সোনালি! আমি তোমাকে অনেক আদর করবো!"

সোনালি! এই লোকটা এসব কী বলছে! কিন্তু এসব প্রশ্নের চেয়েও জরুরি হলো শয়তানটার খপ্পর থেকে নিস্তার পেতে হবে তাকে।

কানের কাছে মুখ এনে বিড়বিড় করে কী যেনো বললো আবার, কিন্তু বাবলু বুঝতে পারলো না। তার মাথা ভো ভো করছে। কথাগুলো একদম অস্বাভাবিক শোনাচ্ছে। কেমন জানি খাপছাড়া।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কবিতা!

বাবলু জানে না। লোকটার ভেজা জিভ স্পর্শ করলো তার ডান কান। মাথাটা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলো সে কিন্তু যে শক্ত হাতটা তার মুখ চেপে রেখেছে সেটা নিবৃত্ত করলো তাকে।

একটু পর প্রচণ্ড আতঙ্কের সাথে টের পেলো লোকটা তার প্যান্টের জিপার খুলছে!

শরীরের সবটুকু শক্তি নিয়ে ছোটার জন্য হাসফাস করলো সে। কোনো লাভ হলো না। লোকটার তেলতেলে হাত দুটো যেনো আঙটার মতো আটকে রেখেছে তাকে। বাবলুর গা গুলিয়ে উঠলো।

সে বুঝতে পারছে এই লোক তার সাথে খারাপ কিছু করতে যাচ্ছে। ভয় আর আতঙ্ক বদলে প্রচণ্ড রাগের জন্ম হলো। ইচ্ছে করলো লোকটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলতে। ঠিক এমন সময় দেখতে পেলো তার ঠিক সামনে একটি খাতা আর বলপেন পড়ে আছে। একেবারে হাতের নাগালে।

এবার টের পেলো লোকটা তার হাফপ্যান্ট টেনে নামিয়ে দিচ্ছে!

কী করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না বাবলু। হঠাৎ টের পেলো তার ডান হাতটা মুক্ত। লোম্বাছুট এখন ব্যস্ত আছে তার হাফপ্যান্টটা টেনে নীচে নামাতে।

এক ঝটকায় বলপেনটা তুলে নিলো হাতে। তারপর আন্দাজ করে পেছন দিকে ঘাড়ের উপর দিয়ে আঘাত হানলো কলমটা।

"আহ্!"

লোম্বাছুটের গগনবিদারি চিৎকারটা শুনতেই আবারো একই জায়গা লক্ষ্য করে দ্বিতীয়বার আঘাত হানলো সে। এবার তার কলমটা বেহাত হয়ে গেলো। বাবলু কিছু বুঝে ওঠার আগেই বুঝতে পারলো লোম্বাছুট তার উপর থেকে সরে গেছে।

দ্রুত ঘুরে চিৎ হয়ে গেলো সে। দেখতে পেলো লোম্বাছুট এক হাতে তার কলমটা ধরে রেখেছে!

বলপেনটা গেঁথে আছে বচ্চরটার ডান চোখে!

গলগল করে রক্ত ঝরছে সেখান থেকে। লোম্বাছুট কলমটা টেনে বের করতেই বাবলু কষে একটা লাথি মারলো তার মুখ বরাবর। লোম্বাছুট চিৎকার দিয়ে উঠলো আবার। তার হাত থেকে রক্তমাখা কলমটা পড়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেলো। সে তার ডান চোখটা একহাতে চেপে রেখেছে।

বাবলু আর দেরি করলো না। কলমটা তুলে নিয়ে ছুরির মতো ব্যবহার করলো। পর পর আরো কয়েকটা আঘাত হানলো লোম্বাছুটের মুখ আর ঘাড় লক্ষ্য করে।

চিৎ হয়ে পড়ে গেলো তেলতেলে শরীরের কবি।

বাবলুর মধ্যে রাগের বিস্ফোরণ ঘটলো এবার। ঝাঁপিয়ে পড়লো লোকটার উপর। এলোপাতারি আঘাত হানতে লাগলো কলম দিয়ে। উদভ্রান্ত হয়ে গেলো সে। কানে কিছুই শুনতে পেলো না শুধু ভো ভো শব্দ ছাড়া। একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেলো। সমানে আঘাতের পর আঘাত করে গেলো লোকটাকে।

হঠাৎ টের পেলো পেছন থেকে কেউ তাকে শক্ত করে জাপটে ধরেছে।

"আর না বাবা! আর না!"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো জেফরি বেগ। বাবলু নির্বিকার ভঙ্গিতে বসে আছে। তার মধ্যে কোনো আবেগ নেই যেনো। জামানও চুপচাপ বসে আছে এখন। হোমিসাইডের ইন্টেরোগেশন রুমে নেমে এসেছে অসহ্য নীরবতা।

"আমার বাবা আমাকে ঘরে না পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে চলে এসেছিলো কবির ঘরে," অবশেষে বললো বাবলু। "হয়তো বস্তির কেউ ঐ লোকটার সাথে আমাকে দেখেছিলো..."

"তোমার বাবা এসে দেখলো তুমি ঐ লোকটাকে খুন করে ফেলেছো?"

"হ্যা। ততোক্ষণে পশুটা শেষ!"

মাথা দোলালো জেফরি।

"একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম...কোন্ ফাঁকে বাবা দরজা ভেঙে ভেতরে চলে এসেছিলো আমি টেরও পাই নি।"

"তারপর সবাই জেনে গেলো তুমি ঐ কবিকে—"

"না। কেউ কিচ্ছু জানতে পারে নি!"

জেফরি বেগ অবাক হলো। "স্ট্রেঞ্জ...কেউ কিচ্ছু জানতে পারলো না?"

মুচকি হাসলো বাবলু। "ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমার বাবা একজন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেশাদার খুনি ছিলো।"

"তোমার বাবা কি করলেন তখন?" জানতে চাইলো জেফরি।

বাবলু গভীর করে দম নিয়ে নিলো। "ঐ লোকটার ঘরের দরজা বন্ধ করে আমাকে নিয়ে চুপচাপ চলে এলেন আমাদের ঘরে। তারপর আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বললেন উনি না আসা পর্যন্ত আমি যেনো ঘরের বাইরে না যাই। ঠিক কতোক্ষণ পর বলতে পারবো না, আমি তখনও একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম, হঠাৎ শুনতে পেলাম বস্তির লোকজন হৈহল্লা করছে। আগুন আগুন বলে চিৎকার করছে কেউ কেউ। বিছানায় উঠে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি লোকজন ছোটাছুটি করছে এদিক ওদিক। একটু পরই বাবা ফিরে এলেন। তার হাতে বিরানির প্যাকেট। একদম নির্বিকার। যেনো কিছুই হয় নি।"

উদাস হয়ে গেলো বাবলু। তার কানে এখনও সেই কথাটা বাজে "তোর প্রিয় খাবার নিয়া আসছি, বাবা...আয় দুজনে মিলা খাই।"

"তুমি তাকে কিছু জিজ্ঞেস করো নি?" বললো জেফরি।

"না।"

"তোমার বাবাও কিছু বলেন নি?"

মাথা দোলালো সে। "আমরা দু'জন চুপচাপ বিরানি খেতে শুরু করলাম। তখনও লোকজন চিৎকার করছে আগুন আগুন বলে। আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে তারা। আমি ঠিকই বুঝে গেছিলাম আমার বাবা ঐ বদশামটার ঘরে আগুন দিয়েছে। খুনের প্রমাণ আর আলামত নষ্ট করে দিয়েছে খুব সহজেই।"

"তোমার বাবা কিচ্ছু বললো না?" জেফরি বেগ বিস্মিত হলো। "অদ্ভুত!" আপন মনে বলেই জানতে চাইলো, "তাহলে ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করার মধ্য দিয়েই তোমার খুনখারাবির হাতেখড়ি হলো?"

"হাতেখড়ি?!" কথাটা বলেই মুচকি হাসলো বাবলু। "ভালোই বলেছেন।"

"এরপর থেকে শুরু হলো তোমার অন্য রকম একটি জীবন, তাই না?"

আবারো মাথা দোলালো সে। "না। মোটেই না। ঐ খুনের ঘটনার পরও আমার জীবনটা আগের মতোই ছিলো। হয়তো অবচেতন মনে কিছু প্রভাব পড়েছিলো কিন্তু তখনও আট-দশটা ছেলের মতো স্বাভাবিক ছিলাম। প্রতিদিন স্কুলে যেতাম। বন্ধুবান্ধবের সাথে খেলতাম। মাঝেমধ্যে দুঃস্বপ্নে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঐ খুনের ঘটনাটি দেখতাম, তখন একটু খারাপ লাগতো, এই যা..."

"তুমি বলতে চাচ্ছো ঐ খুনের ঘটনার পরও তোমার জীবন পুরোপুরি স্বাভাবিক ছিলো?"

"হ্যা...প্রায় স্বাভাবিক ছিলো।"

"প্রায় স্বাভাবিক?"

"হ্যা," কথাটা বলেই চুপ মেরে গেলো বাবলু।

জেফরি বেগ কোনো প্রশ্ন না করে অপেক্ষা করলো।

"এরপর আমি আরেকটা খুন করি..." আস্তে করে বললো পেশাদার খুনি।

কয়েক মুহূর্ত চুপ মেরে থাকলো জেফরি। "সেটাও কি ঘটনাচক্রে পড়ে?"

মাথা দোলালো। "না।"

"তাহলে?"

"ওটা আমি পরিকল্পনা করে করেছিলাম।"

জেফরি বেগ ভুরু কুচকে তাকালো। "ঐটুকু বয়সেই?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো বাবলু।

"ঘটনাটা কি ছিলো?"

"আমার এক বন্ধু ছিলো...ইরফান। সে এক হুজুরের কাছে গিয়ে আরবি পড়তো। একদিন আমাকে জানালো ঐ হুজুর তার সাথে ভয়ানক খারাপ কাজ করেছে। লজ্জায় সে কাউকে বলতে পারছে না..." কথাটা বলেই বাবলু একটু চুপ মেরে গেলো।

আক্ষেপে মাথা দোলালো জেফরি বেগ। কেন যে ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে জড়িত লোকজন এসব করে সে জানে না। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, খৃস্টান চার্চের পাদ্রি, মিশনারির ব্রাদার, মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন, মাদ্রাসার শিক্ষক আর মন্দিরের পুরোহিতদের মধ্যে এই একটা বিষয়ে দারুণ মিল তাদের অনেকেই শিশু যৌননিপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সাম্প্রতিক সময়ে ক্যাথলিক চার্চের এসব কেলেংকারীর খবর তো সারা দুনিয়াতেই আলোচিত হচ্ছে।

"তারপর তুমি ঐ হুজুরকে মেরে ফেললে?" জিজ্ঞেস করলো জেফরি।

"হ্যা।" স্থিরচোখে তাকালো সে। "ইরফানকে আমি কথা দিয়েছিলাম, ঐ হুজুর আর তার সাথে খারাপ কাজ করবে না।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কিভাবে মারলে তাকে?"

"বাবার পিস্তলটা চুরি করে নিয়ে গেছিলাম কিন্তু ওটা ব্যবহার করতে হয় নি।"

"পিস্তল ছাড়াই মেরে ফেললে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "লোকটা ছিলো বস্তির কাছেই এক মসজিদের মুয়াজ্জিন। মসজিদের তিনতলার উপর একটা চিলেকোঠায় থাকতো। দুয়েক দিন খোঁজ নিয়ে বুঝলাম দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করার পর সে একটু ঘুমায়।"

"ঐ বয়সে তুমি এভাবে রেকি করে সব জেনে নিলে?" জেফরির বিশ্বাস করতেও কষ্ট হলো।

এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলতে লাগলো বাবলু, "আমি সেই সুযোগটা নিলাম। লোকটা যখন ঘুমিয়ে ছিলো তখন তার ঘরে ঢুকে পড়লাম। দরজা সব সময় খোলাই রাখতো।" একটু থেমে আপন মনে হাসলো সে। "তার ঘরে ইনহেলার দেখে বুঝে গেলাম সে হাপানির রোগি। ব্যস, পরিকল্পনা বদলে ফেললাম। গুলি করলে তো শব্দ হবে, পালানোটা কঠিন হয়ে যেতে পারে, তাই বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ফেললাম।"

মাথা দোলালো জেফরি বেগ। "ঐটুকু বয়সের একটা ছেলে তুমি...বালিশ চাপা দিয়ে মুয়াজ্জিনকে মেরে ফেললে!"

"হ্যা। আমার বয়স কম হলেও হাতে-পায়ে বেশ লম্বা ছিলাম তখন। গায়ে শক্তিও নিশ্চয় ভালো ছিলো। আর হুজুর ছিলো রোগাপটকা, বেটে। ছোটার জন্য হাত-পা ছুড়লেও সুবিধা করতে পারে নি। আমি অবশ্য কৌশল করে তার মাথার পেছনে ছিলাম।"

"এই খুনের ঘটনাটাও কেউ জানতে পারলো না?"

জেফরি বেগের কথাটা শুনে মুচকি হাসলো বাবলু। "না।"

ঠোঁট উল্টালো ইনভেস্টিগেটর।

"সবাই মনে করেছে ঘুমের মধ্যে হুজুরের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।" একটু থেমে আবার বললো সে, "অবশ্য কথাটা তো মিথ্যে নয়...শেষ পর্যন্ত সবার মৃত্যু হার্ট ফেইলিউরেই হয়, তাই না?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি বেগ। হুজুরকে বালিশ চাপা দিয়ে মারার কথা শুনে তার মনে পড়ে গেলো লেখক জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডের কথা। ঠিক এভাবেই বালিশ চাপা দিয়ে তাকে হত্যা করেছিলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই খুনি। তবে লেখকের নাজুক বুকের উপর প্রচণ্ড জোরে আঘাতও করেছিলো সে। ইচ্ছে করেই ঐ কথাটা আর তুললো না, পাছে বাবলু তার গল্প বলার মেজাজ হারিয়ে ফেলে।

"তাহলে পর পর দুটো খুনের ঘটনা কেউ বুঝতেই পারলো না?"

"তিনটি," নির্বিকারভাবে বললো বাবলু।

অবাক হয়ে তাকালো জেফরি বেগ।

"এটা পরের বছরের ঘটনা, আমি তখন ক্লাশে টেনে উঠেছি মাত্র," কথাটা বলেই চুপ মেরে গেলো সে।

"কি হলো?"

"সিগারেট খাবো।"

জেফরি বেগ মুচকি হেসে পাশে বসা জামানকে ইশারা করলো।

"আমি নন স্মোকার...কিন্তু ও মাঝেমধ্যে খায়।"

জামান একটু লজ্জা পেলো। এতোদিন সে জানতো তার সিগারেট খাওয়ার কথাটা বস্ জানে না। ইতস্তত করলেও পকেট থেকে একটা সিগারেট আর লাইটার বের করে বাবলুর দিকে ঠেলে দিলো সে।

এক হাতে সিগারেটটা মুখে নিয়ে লাইটার দিয়ে ধরালো বাবলু। "পেয়ারি আপার তখন বিয়ের বয়স হয়েছে...আপা দেখতে খুব সুন্দর ছিলো।" কথা বলতে বলতেই লাইটারটা জামানের সামনে রেখে দিলো সে। "ঐ সময় বস্তির এক উঠতি মাস্তান আপার পেছনে লাগলো..."

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৮

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে সোজা পেয়ারিদের ঘরে চলে এলো বাবলু। তাদের থেকে কয়েকটা ঘর পরই পেয়ারিদের ঘর। খুইন্যা বাবুল নিজের পেশার কারণেই সব সময় বাড়িতে থাকতো না। এমনও হয় পর পর তিন-চারদিন তার কোনো খবর থাকে না। সেজন্যে বাবলুর দুধমা সুরতুন্নেসাকে সপরিবারে নিজের ঘরের কাছে এনে রাখার ব্যবস্থা করে সে। এই বস্তিতুল্য এলাকায় তার অনেক প্রভাব। এখানকার মা-বাপ হিসেবে যারা পরিচিত, যাদের কাছে মাসে মাসে টাকা তুলে দিতে হয় ভাড়াটেদের, তাদের সাথে বাবলুর বাপের দারুণ সখ্যতা।

বলতে গেলে ছোট্ট বাবলু পেয়ারিদের সাথেই বেড়ে উঠছে। খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে সবকিছু করে পেয়ারিদের সাথে। এমনকি মাঝেমধ্যে বাবুল যখন উধাও হয়ে যায় কয়েক দিনের জন্য তখন নিজের ঘরে না ঘুমিয়ে পেয়ারি আর আঙ্গুরিদের সাথেই থাকে সে।

তার বাবা খুইন্যা বাবুল এখন পলাতক। কয়েকবার পুলিশ এসে তাকে খুঁজে গেছে। বস্তির সবাই কানাঘুষা করছে, বাবুল এবার ফেঁসে গেছে। কী একটা খুনের ঘটনায় নাকি তার নাম এসে গেছে। চাক্ষুস সাক্ষীও আছে। এবার তার রেহাই নেই।

বাবুলের অনুপস্থিতিতে ছোট্ট বাবলুর একমাত্র আশ্রয়স্থল হলো পেয়ারিদের পরিবার। নিজের তো বাবা ছাড়া আর কেউ নেই। এটাই তার পরিবার। পেয়ারির মাকেই সে মা বলে জানে, যদিও তাকে কখনও মা বলে ডাকে না। ছোটোবেলা থেকেই তাকে খালাম্মা বলে ডাকে সে।

খুইন্যা বাবুল পলাতক হবার পর থেকে বাবলুর মন খুব খারাপ। সে টের পেয়েছে বস্তির কিছু লোকজন তার দিকে কেমন কেমন করে যেনো তাকায়। তাদের সেই তাকানোর মধ্যে শত্রু শত্রু ভাব রয়েছে। তাকে দেখলে লোকজন এখন ফিসফাস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলে, বাবলু সেসব আমলে না নিয়ে মাথা নীচু করে চলে আসে ঘরে।

www.BanglaBook.org

তাদের আর কী দোষ। তার বাপ যে পেশাদার খুনি এটা তো সে জানেই। এতোদিন ভয়ে বাবুলের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতো না। এখন তারা হয়তো বুঝে গেছে, তার বাবার আর রক্ষা নেই।

পেয়ারির মাকে বাবলু জিজ্ঞেস করেছিলো তার বাপের ব্যাপারে কিন্তু এ ব্যাপারে সে কিছু বলতে পারে নি। শুধু বলেছিলো চিন্তা না করতে। সব ঠিক হয়ে যাবে। তার বাপ হয়তো একটা ঝামেলায় পড়েছে। কয়েক দিন পর ঝামেলা মিটে গেলে বাবুল ঠিকই ফিরে আসবে।

পেয়ারিদের ঘরে ঢুকতেই বাবলু দেখতে পেলো সবার মুখ থমথমে। পেয়ারি আর তার মা, ছোটো বোন আঙ্গুরি আর পেয়ারির অসুস্থ বাবা, সবাই চুপচাপ বসে আছে সামনের ঘরটায়।

বাবলুকে দেখে পেয়ারির মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মলিন হাসি দিলো। "বাজান, হাত-মুখ ধুইয়া আসো...আমি তোমার খানা দিতাছি।" কথাটা বলেই ভেতরের ঘরে চলে গেলো সে।

বাবলু কোনো কথা না বলে চুপচাপ হাত-মুখ ধুতে চলে গেলো ঘরের পেছনে খোলা বাথরুমে। ওখানে একটা টিউবওয়েল আছে। সে যখনই টিউবওয়েলটা ব্যবহার করতে আসে তখনই তার সমবয়সী আঙ্গুরি এসে চাপ দিয়ে দিয়ে পানি বের করে দেয়। যখন থেকে তারা এখানে এসেছে তখন থেকে এটাই হয়ে আসছে। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না।

আঙ্গুরি চুপচাপ তার পিছু পিছু টিউবওয়েলের সামনে এসে হাতল চাপতে লাগলো। তার মুখের দিকে তাকিয়ে কী হয়েছে জানতে চেয়ে ইশারা করলো বাবলু।

"পেয়ারি আপারে নসু গুণ্ডা বিয়া করবার চায়," চাপাকণ্ঠে বললো সে। "আম্মা-আব্বারে খুব চাপ দিতাছে। আমি যে এ কথা তুমারে কইছি কাউরে কিন্তু কইও না।"

নসু গুণ্ডা! বাবলু একে চেনে। বস্তির এক উঠতি রংবাজ। হ্যাংলা-পাতলা গড়ন। মাঝারি উচ্চতা। কিন্তু বস্তির সবাই তাকে ভয় করে। হেনো কোনো খারাপ কাজ নেই যে সে করে না। প্রতিদিনই বস্তির পেছনে ডোবার পাশে যে খেলার মাঠ আছে, রাত হলেই সেখানে নসু গুণ্ডা তার সঙ্গিসাথী নিয়ে জুয়া আর মদ-গাঁজার আসর বসায়। ইদানিং এই বস্তির মা-বাপ হিসেবে পরিচিত স্থানীয় এমপির খাস লোক হয়ে উঠেছে সে। কাউকে পরোয়া করে না। তার ভাবভঙ্গি দিনকে দিন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"নসুর এতো বড় সাহস।" টিউবওয়েলের পানিতে মুখ ধুতে ধুতে বাবলু বললো। "আব্বায় খালি আসুক...ওর বিয়ের মজা বুঝিয়ে দেবে। খালাম্মাকে চিন্তা করতে না করে দিও।"

"বাবুল কাকা থাকলে তো আমরা কুনো চিন্তাই করতাম না," টিউবওয়েলের হাতা চাপতে চাপতে বললো আঙ্গুরি। "মা কইতাছে, কাকা নাকি নিজেই বিপদে আছে।"

বাবলু উপুড় হয়ে হাত-মুখ ধুচ্ছিলো, কথাটা শুনে থেমে গেলো। আসলেই তার বাপ বিপদে আছে।

"তুমি স্কুল থিকা আহনের একটু আগে নসু আইছিলো..." আঙ্গুরি থেমে গেলো। "কইছে, দুই-তিনদিনের মইদ্যে আপারে বিয়া দিতে হইবো।"

"কি?" বাবলুর বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে। "এটা কি মগের মুল্লুক নাকি? দেশে কি আইন-আদালত নাই?"

"কী যে কও তুমি," সমবয়সী আঙ্গুরি আবারো টিউবওয়েল চাপতে চাপতে বললো। "এই বস্তিতে আইন আছে নি? হেরা যা কইবো তা-ই আইন। হেগো লগে পারা যাইবো?" হাপিয়ে উঠলো আঙ্গুরি। টিউবওয়েল চাপায় বিরতি দিয়ে আবার বললো, "কইছে, হের লগে বিয়া না দিলে আপারে নাকি তুইলা নিয়া যাইবো।"

নসু গুণ্ডার এতো বড় দুঃসাহস? বাবলুর খুব রাগ হলো। রাগে গা রি রি করে উঠলো তার। কিন্তু কিছুই প্রকাশ করলো না। চুপচাপ হাত-মুখ ধুয়ে নিলো। আর কোনো কথা শুনতে ইচ্ছে করলো না। ভাত খাওয়ার সময় পেয়ারির থমথমে মুখটা দেখে খুব কষ্ট হলো তার। ভয়ে কেমন জড়োসরো হয়ে গেছে।

বাবলুর খুব বলতে ইচ্ছে করলো "তোমরা চিন্তা কোরো না। আমি আছি। ঐ নসু গুণ্ডাকে আমি এমন শিক্ষা দেবো যে বিয়ে করা তো দূরের কথা, এরপর থেকে মেয়ে দেখলে আপা ডাকবে।"

কিন্তু সে কিছুই বলতে পারলো না। তার মতো বাচ্চাছেলের কথায় পেয়ারিদের পুরো পরিবার যে আশ্বস্ত হতে পারবে না এটা ভালো করেই জানে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"পেয়ারির মা-বাবা কি করলো তখন?" জানতে চাইলো জেফরি বেগ।

সিগারেটে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো বাবলু। জামানের দিকে তাকালো সে। নিজের জীবনের গল্প বলা শুরু করতেই এই ছেলেটা ঘরের আসবাবপত্রের মতো হয়ে উঠেছে।

"সাধারণ নিরীহ মানুষ যা করে..." জেফরি বেগের দিকে ফিরে বললো সে।

"ঐ রংবাজের সাথে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিলো?"

মাথা দুলিয়ে আবারো সিগারেটে টান দিলো বাবলু। তার এভাবে সিগারেট খাওয়াটা সহজে মেনে নিতে পারছে না জামান। চোখমুখ শক্ত করে বসে আছে।

"তাহলে?"

একটু উদাস হয়ে গেলো সে। শূন্যদৃষ্টিতে বললো, "কাউকে না জানিয়ে দু'দিন পর তারা বস্তি ছেড়ে চলে যায়।"

"ওহ্," আক্ষেপে বলে উঠলো জেফরি বেগ। "তোমাকেও জানায় নি?"

"না।" দু'চোখ বন্ধ করে ফেললো। "আমি স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি তারা নেই।"

"তোমাকে এভাবে একা ফেলে রেখে চলে গেলো?"

মাথা দোলালো বাবলু। "বস্তিতে আমার বাবার একজন ঘনিষ্ঠ লোক ছিলো, আতাউল চাচা, পেয়ারির মা তাকে বলে গেছিলো আমার দেখভাল করার জন্য।" একটু চুপ থেকে আবার বললো সে, "আমি এসব কিছুই জানতাম না। পরে জেনেছি। মজার ব্যাপার কি জানেন...তারা চলে যাবার আগের দিন রাতে আমার জন্য পোলাও রান্না করেছিলো। আমি যা যা পছন্দ করি...পোলাও, পায়েস, সবকিছু রান্না করেছিলো।"

"তুমি জানতে চাও নি কেন?" জেফরি বেগ প্রশ্ন করলো।

"না। আমি কিছুই বুঝতে পারি নি। ভালো রান্না-বান্না করেছে...আমরা সবাই খেয়েছি...ব্যস। তারা যে চলে যাবে সেটা আমি কল্পনাও করতে পারি নি।"

"তারা কোথায় চলে গেছিলো?"

"সম্ভবত অনেক দূরে। তখন ভেবেছিলাম ওরা হয়তো গ্রামের বাড়িতে ফিরে গেছে।"

"এরপর তাদের সাথে তোমার আর কখনও দেখা হয় নি?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"না।"

পুরোপুরি সত্যি বললো না সে। এইতো ক'দিন আগে পেয়ারির এসিডদগ্ধ মেয়েকে হাসপাতালে দেখতে গেছিলো। সেটা অবশ্য দূর থেকে। তাদের সামনে যায় নি। কেন যায় নি সে জানে না। পেয়ারিকে তার মেয়ের বেডের পাশে বসে থাকতে দেখেছিলো। তার দুধমায়ের বড় মেয়ে। কতো স্মৃতি আর আবেগ জড়িয়ে আছে তার সাথে। সেইসব আবেগের মুখোমুখি হতে অদ্ভুত রকম সংকোচ হয়েছিলো তার।

পেয়ারির কিশোরী মেয়েকে এক বদমাশ এসিড মেরে ঝলসে দিয়েছে। খবরটা পত্রিকায় পড়ে জানতে পারে সে। ঝলসানো মুখের চৌদ্দ-পনেরো বছরের কিশোরীর বীভৎস মুখের ছবির সাথে পেয়ারির আহাজারি করা ছবিটা দেখে সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারে, যদিও দীর্ঘ আঠারো-উনিশ বছর আগে তাদেরকে হারিয়ে ফেলেছিলো কিন্তু পেয়ারি আপার সেই মায়াভরা মুখটা তার স্মৃতিতে তরতাজা। এখন মাঝবয়সী এক মহিলা। দু দুটো বাচ্চার মা। ছবির ক্যাপশনে পেয়ারি বেগম নামটা না থাকলেও চিনতে পারতো। খবরটা পড়ার পর থেকে রাগে ক্ষোভে ফুসতে শুরু করে। এক অনির্বচনীয় অস্থিরতায় আক্রান্ত হয় সে। অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয় আর সবার মতো ঝলসানো মুখের মেয়ে আর তার মাকে কোনো সান্ত্বনা দেবে না। বরং যে নরপশু এই জঘন্য কাজটা করে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে তার সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা করবে।

"ভেরি স্যাড," বললো জেফরি বেগ।

সম্বিত ফিরে পেলো বাবলু।

"তুমি তখন একা হয়ে পড়লে?"

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার ভেতর থেকে। "হ্যা।"

"খুব রেগে গেছিলে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো বাবলু। "ভীষণ!" তার খোলা হাতটা মুষ্টি পাকিয়ে ফেললো। "পলাতক অবস্থা থেকেই বাবা সব জানতে পেরেছিলেন। তিনি আতাউল চাচার মাধ্যমে আরেকজন মহিলাকে ঠিক করে দিয়েছিলেন আমার খাওয়াদাওয়াসহ সব কাজ করে দেবার জন্য কিন্তু পেয়ারিদের ওভাবে চলে যাওয়াটা আমি সহজভাবে মেনে নিতে পারি নি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"সেটাই স্বাভাবিক। ওরাই তো ছিলো তোমার পরিবার।"

"আমি জীবনেও কোনো মানুষের উপর এতোটা ক্ষুব্ধ হই নি। ঐ নসু রংবাজকে বস্তিতে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখে মাথায় খুন চেপে গেলো..."

ভুরু কুচকে তাকালো জেফরি বেগ। "তুমি কি করলে?"

একগাল ধোয়া ছেড়ে বাঁকা হাসি হাসলো বাবলু। "এটা পেয়ারিদের বস্তি ছেড়ে চলে যাবার এক সপ্তাহ পরের ঘটনা..."

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৯

রাত নেমে এসেছে বস্তিতে। সবাই যার যার ঘরে ফিরে যাচ্ছে। বস্তির পেছনে যে বিশাল মাঠ আর ডোবা আছে সেখানকার ভুতুরে পরিবেশ একেবারে অন্যরকম। খারাপ ছেলেপেলেরা ওখানে মদ-জুয়ার আসর বসায় প্রতি রাতে। এসব উঠতি ছেলেদের কেউ কিছু বলে না। বলার সাহস হয় না কারোর। বস্তির মা-বাপদের ঘনিষ্ঠ এরা। এখানকার সবাই ওই জায়গাটা এড়িয়ে চলে। এ কারণে আশেপাশে যেসব বাড়িঘরে সেয়ানা মেয়ে আছে তারা সরে গিয়ে বস্তির ভেতরে ঘর নিয়েছে।

আজও যথারীতি আসর বসেছিলো। রাত ২টার পর পরই সেই আসর ভেঙেছে। মদ খেয়ে টলতে টলতে নিজেদের ডেরায় ফিরে যাচ্ছে কিছু বখাটে যুবক। এদের মধ্যে কারো কারো মেজাজ খুব খারাপ। জুয়া খেলায় ধরা খেয়েছে। কিন্তু একজনের মেজাজ খুব ভালো। আজ ভালো দান মেরেছে। এটাই তো জুয়া। বেশিরভাগ লোক হারবে, জিতবে অল্পকয়জন।

চব্বিশ-পঁচিশ বছরের এক হ্যাংলামতোন ছেলে নেশাগ্রস্ত হয়ে টলতে টলতে বস্তির ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। আজ অনেক মাল টেনেছে সে। দানও মেরেছে বেশ। অবশ্য খেলার এক পর্যায়ে দেলু নামের একজনের সাথে তার ঝগড়াঝাটি হয়েছিলো। কষে একটা চড় মেরে দেলুর সমস্ত বাহাদুরি মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। হারামজাদার এতো বড় সাহস, নসুর সাথে মুখে মুখে তর্ক করে!

বস্তির একটা নিরিবিল গলিতে ঢুকে বেসুরে গান গাইবার চেষ্টা করলো।

"সোনার চান্দের মতিমহলের সুন্দরি...বন্দী করে আমায় করছো বাহাদুরি..." ওয়াক করে ঢেকুর তুললো। বাংলামদের জঘন্য দুগর্ন্ধ বের হয়ে এলো মুখ দিয়ে। মুচকি হেসে আবার গানটা ধরলো, "...জেনে রেখো বদলা নেবো...তোমায় রাণী বানাবো...আল্লাহর কসম তোমায় আমি–"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হঠাৎ গান থামিয়ে থমকে দাঁড়ালো সে। আধো-আলো-অন্ধকারে পিটপিট করে তাকালো। সামনে দাঁড়িয়ে আছে বাবলু। তার চোখেমুখে কিছু একটা আছে। ভুরু কুচকে তাকালো নেশাগ্রস্ত রংবাজ।

"ওই...তুই খুইন্যা বাবুলের পোলা না?!" টেনে টেনে বললো নসু গুণ্ডা।

বাবলু কিছু বললো না। দু'চোখ থেকে যেনো আগুন ঠিক্‌রে বের হচ্ছে। তার একটা হাত পেছনে।

"ওই...এমনে চায়া আছোস ক্যান?" ধমকের সুরে বললো সে। তার পর পরই নসুর ভাবভঙ্গি বদলে গেলো। বাবলুর চোখেমুখে যে ক্রোধ আছে সেটা যেনো আঁচ করতে পারলো সে।

পেছনের হাতটা সামনে আনতেই দেখা গেলো সেই হাতে একটা পিস্তল।

নসু যারপরনাই বিস্মিত। "তুই! তুই আমারে!...জাউরার বাচ্চা জাউরা!..."

পিস্তলটা উঠে এলো রংবাজের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে গুলি। পর পর দুটো। নসুর বুকে। কয়েক পা পেছনে টলে গিয়ে ছিটকে পড়লো সে।

আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো বাবলু। তারপর পিস্তলটা কোমরে গুজে আস্তে করে উল্টো দিকে হাটা ধরলো। একেবারে স্বাভাবিক মানুষের মতো। তার মধ্যে কোনো তাড়া নেই। ভয় নেই।

৩৫

"তুমি বলতে চাচ্ছো এই খুনটার ব্যাপারেও কেউ কিছু বুঝতে পারলো না? মানে, তোমাকে কেউই সন্দেহ করলো না?"

জেফরি বেগের প্রশ্ন শুনে নির্বিকার রইলো বাবলু। "বস্তির সবাই মনে করেছিলো খুনটা করেছে ঐ রংবাজের নিজের লোকজনই। চাঁদাবাজির টাকা ভাগাভাগি করতে গিয়ে হয়তো একটা ঘাপলা হয়েছে। পুলিশও তাই মনে করেছিলো। বস্তির এক নেশাখোর রংবাজ খুন হলে কে আর মাথা ঘামাতে যাবে। লোকজন মনে মনে খুশিই হয়েছিলো।" বাঁকা হাসি হাসলো সে। "আর আমার কথা বলছেন? লোকজন হয়তো আড়ালে আবডালে আমার জন্মপরিচয় নিয়ে আজেবাজে কথা বলতো কিন্তু আমি কাউকে খুন করবো এ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথা বিশ্বাস করার মতো লোক ঐ বস্তিতে ছিলো না।"

"তাহলে এই খুনটা করার পর থেকেই তোমার জীবন পাল্টে যেতে শুরু করে?"

"না।"

জেফরি বেগ আবারো অবাক হলো। "না?"

"এরপর পরই আরেকটা ঘটনা ঘটে।"

"সেটা কি?"

বাবলুর চোখে ভেসে উঠলো একটা দৃশ্য এসএসসি পাশ করে সবেমাত্র কলেজে ভর্তি হয়েছে সে। কলেজের প্রথমদিন ক্লাশ করে খুশিমনে বাড়ি ফিরে এসে দেখতে পেলো তাদের ঘরের সামনে প্রচুর লোকজন জড়ো হয়ে আছে। পাশে তাকাতেই চোখে পড়লো পুলিশের একটা গাড়ি। এক অজানা আশংকায় তার বুকটা কেঁপে উঠলো। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো এক জায়গায়।

একটু পরই দেখতে পেলো তাদের ঘর থেকে কয়েকজন পুলিশ বের হয়ে আসছে। সঙ্গে তার বাবা। হ্যান্ডকাফ পরিয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

জড়ো হওয়া লোকজন ফিসফাস করে বলাবলি করছিলো ঘটনাটি নিয়ে। খুইন্যা বাবুল অনেকদিন পলাতক থেকে আজ নিজের ঘরে আসতেই কে বা কারা পুলিশে খবর দিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে তার ঘর ঘিরে ফেলে।

সত্যি বলতে, পলাতক অবস্থায় থেকেও প্রায়ই লুকিয়ে লুকিয়ে খুইন্যা বাবুল তার ছেলের সাথে দেখা করতে আসতো। কথাটা জানতো শুধু বাবলু আর আতাউল চাচা।

বাবলু দেখতে পেলো তার বাবাকে পুলিশ গাড়িতে তুলছে। মাথা নীচু করে পরাজিতের মতো গাড়িতে উঠে বসলো বাবুল। চারপাশের জটলার মধ্যে যে তার ছেলেটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছে সেটা তার জানা ছিলো না।

বাস্তবে ফিরে এসে বললো বাবলু, "বাবা জেলে যাবার পর একদম একা হয়ে পড়লাম। সবাই বলাবলি করতে শুরু করলো আমার বাবা আর জেল থেকে ছাড়া পাবে না, ফাঁসি হয়ে যাবে। তার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি খুনের অভিযোগ ছিলো। শক্ত প্রমাণও ছিলো।" এক নাগারে বলে থামলো সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তার কি সাজা হয়েছিলো?" জিজ্ঞেস করলো জেফরি বেগ। সে জানে কয়েক মাস আগে ব্ল্যাক রঞ্জুর হাতে বাবলুর বাবা নিহত হয়েছে নিজ বাড়িতে।

"হ্যা। যাবজ্জীবন। প্রথমে ভেবেছিলাম যাবজ্জীবন মানে সারা জীবন জেলে থাকা, পরে জানতে পারি বারো বছর পর জেল থেকে বের হয়ে আসবেন বাবা।"

"তোমার বাবার জেল হয়ে গেলে তুমি কি করলে?"

"ধরা পড়ার বছরখানেক পরই বাবার সাজা হয় কিন্তু তার আগেই পাল্টে যায় আমার জীবন।"

"কিভাবে?"

একটু সময় নিয়ে বলতে শুরু করলো বাবলু।

"বাবাকে পুলিশে ধরার একমাস পরই আমার অবস্থা কঠিন হয়ে পড়ে। আমার বাবার কোনো আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ছিলো না। থাকলেও আমি তাদের চিনতাম না। এরকম কাউকে কখনও দেখি নি। যে মহিলা আমার দেখাশোনার কাজ করতো, একমাস যেতে না যেতেই সে কাজ ছেড়ে দিলো। সবার মতো সেও বুঝে গেছিলো আমার বাবা আর জেল থেকে বের হয়ে আসবে না। মাস শেষে কোনো টাকাও পাবে না। আমার অবস্থাটা তখন ভাবুন..."

জেফরি বেগ মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"একেবারে একা। অসহায় একটা ছেলে। ঘরে কোনো টাকাপয়সা নেই। কিভাবে কী করবো কিছুই মাথায় আসছিলো না।"

"তোমার ঐ আতাউল চাচা?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো বাবলু। "বাবা গ্রেফতার হবার পনেরো-বিশদিন পর মামলার চার্জশিটে আতাউল চাচার নামও দেয়া হয় বাবার সহযোগী হিসেবে। উনি তখন বস্তি ছেড়ে পালিয়ে যান।"

"হুম," আর কিছু বললো না জেফরি।

"এদিকে বাবা জেলে যাবার পর থেকে বস্তির লোকজনের কাছে আমি অচ্ছ্যুত হয়ে গেলাম। তারা আমাকে দেখলেই জাউরা, জারজ, বাস্টার্ড বলে গালি দিতো, হাসাহাসি করতো।" একটু থামলো সে। যেনো স্মৃতির পাতা ওল্টাচ্ছে। "পর পর তিন দিন না খেয়ে আমার অবস্থা কাহিল হয়ে পড়লো। ক্ষিদের কষ্ট কতো বড় কষ্ট তখন আমি টের পেলাম। ঘরে এমন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪০

প্রচণ্ড ক্ষিদের চোটে মাথাটা টলে গেলো বাবলুর। রাত প্রায় দশটা বাজে। আজ তিন দিন হলো পানি ছাড়া আর কিছু খায় নি। বস্তির কারো কাছে হাত পাতার মতো ছেলে সে নয়। শত্রুভাবাপন্ন বস্তির লোকগুলো যে তাকে সাহায্য করবে সে ব্যাপারেও সন্দেহ রয়েছে।

বাবার পিস্তলটা নিয়ে ঘর থেকে বের হয়েছে সেই বিকেলে। এটা দিয়ে কী করবে তার কোনো ধারণাই নেই, যদিও এটার ক্ষমতা কতোটুকু তা এতোদিনে জানা হয়ে গেছে।

পথে ঘুরতে ঘুরতে বস্তি থেকে বেশ দূরে চলে এসেছে সে। একটা নির্জন রাস্তা দিয়ে হাটতে হাটতে ভাবতে লাগলো বস্তিতে ফিরে যাবে। এমন সময় দেখতে পেলো দূরে একটা প্রাইভেটকার দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় আর কোনো গাড়ি-ঘোড়া কিংবা লোকজনও নেই।

প্রাইভেটকারটির বনেট খোলা। বেশ পরিপাটি পোশাক পরা এক ভদ্রলোক ঝুঁকে ইঞ্জিনটা দেখছে। পথে গাড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়ার বিরক্তি তার চোখেমুখে। দেখে মনে হলো বেশ পয়সাওয়ালা লোক।

বাবলু তার পেছনে এসে দাঁড়ালে লোকটা যেনো টের পেয়ে গেলো। আস্তে করে পেছন ফিরে দেখলো সে।

বাবলু পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার, ভদ্রলোক একটুও চমকালো না।

কম্পিত কণ্ঠে সে বলে উঠলো, "একদম নড়বেন না!"

পেছন ফিরে বাবলুকে আপাদমস্তক দেখে নিলো ভদ্রলোক। তার মধ্যে ভয়ের কোনো লেশমাত্র নেই। একেবারে ধীরস্থির।

শান্তকণ্ঠে বললো, "কি চাও, খোকা?"

"আ-আপনার...মানিব্যাগটা!" ভদ্রলোককে চুপ মেরে থাকতে দেখে তাড়া দিলো সে, "আমাকে দিয়ে দিন...প্লিজ!"

ভদ্রলোক এবার অবাক হলো। "প্লিজ!" ভুরু তুললো সে। একটু চুপ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে কী যেনো ভেবে তারপর বললো, "টাকা দিয়ে তুমি কি করবে, বাবা?"

বাবলু অবাক। লোকটা তার সাথে এমন আচরণ করছে কেন? তার দিকে একটা পিস্তল তাক করা। ছিনতাইয়ের কবলে পড়া কেউ কি এমন করে? একটু ভ্যাবাচ্যাকাই খেলো বাবলু। "আমার কাছে কোনো টাকা-পয়সা নেই...খুব খিদে পেয়েছে।"

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে সায় দিলো। যেনো চট করেই সবকিছু বুঝতে পেরেছে। তারপর মানিব্যাগটা বাড়িয়ে দিয়ে শান্তকণ্ঠে বললো, "পুরো মানিব্যাগটা চাও নাকি শুধু টাকাগুলো দিয়ে দিলেই চলবে?"

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো বাবলু। ভদ্রলোকের কথাবার্তা কেমনজানি অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। এতো ধীরস্থির আছে কী করে!

ভদ্রলোক যেনো তার হতবুদ্ধিকর অবস্থাটা বুঝতে পারলো। "মানিব্যাগে আমার কিছু জরুরি কাগজপত্র আর বিজনেস কার্ড রয়েছে, ওগুলো তোমার কোনো কাজে লাগবে না। তাছাড়া আমার স্বর্গীয় মায়ের একটা ছবিও আছে এখানে।" কথাটা বলেই মানিব্যাগের ভেতরে রাখা ছবিটা দেখালো তাকে। "তোমাকে টাকাগুলো দিয়ে দিচ্ছি...ঠিক আছে?"

বাবলু কিছুই বলতে পারলো না। বাড়িয়ে দেয়া টাকাগুলো দ্রুত পকেটে ভরে নিলো সে। ভয়ার্ত চোখে আশেপাশে অস্থির হয়ে তাকালো সে। না। পথে এখনও কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

ঘুরে চলে যেতে নিলে পেছন থেকে লোকটা তাকে বললো, "আমি জানি তুমি এ লাইনের ছেলে নও।"

ফিরে তাকালো বাবলু। সে বুঝতে পারছে না কী করবে। তার মনের একটা অংশ বলছে দ্রুত এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো, অন্য অংশটা বলছে, এই লোক তার কোনো ক্ষতি করবে না।

এইমাত্র বলা নিজের কথাটাকে সমর্থন করে মাথা নেড়ে সায় দিলো ভদ্রলোক। "মনে হচ্ছে তুমি লেখাপড়া জানা ছেলে।" তারপর টাকাবিহীন মানিব্যাগ থেকে একটা কার্ড বের করে তার দিকে বাড়িয়ে দিলো। "এটা নাও। আমার বিজনেস কার্ড। যদি দরকার মনে করো তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো।"

কার্ডটা নেবার কোনো ইচ্ছে নেই তার কিন্তু বাড়িয়ে দেয়া কার্ডটার দিকে চেয়ে রইলো। বাবলু যারপরনাই বিস্মিত। ভদ্রলোকের যেনো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সম্মোহনী ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতার প্রভাব পড়লো তার উপর। কিছু না বলে চুপচাপ কার্ডটা নিয়ে নিলো।

"এভাবে পিস্তল হাতে এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না। চলে যাও," তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললো ভদ্রলোক। "ওটা কোমরে গুঁজে নাও। কেউ দেখে ফেললে সমস্যা হবে।"

পিস্তলটা শার্টের নীচে কোমরে গুঁজে নিয়ে দৌড়ে চলে গেলো সে।

"তুমি কি পরে ঐ ভদ্রলোকের সাথে দেখা করেছিলে?" জানতে চাইলো জেফরি বেগ। ইন্টেরোগেশন রুমে এখন বাবলু আর সে ছাড়া কেউ নেই। তবে যেকোনো সময় জামান ফিরে আসবে।

"না।" একটু চুপ থেকে বলে উঠলো, "ঐ ভদ্রলোকই আমার সাথে দেখা করেছিলেন।"

"তাই নাকি? ইন্টরেস্টিং।"

মুচকি হাসলো বাবলু।

"আচ্ছা, ঐ ভদ্রলোকের নাম কি?"

স্থিরচোখে ইনভেস্টিগেটরের দিকে চেয়ে রইলো সে। "আপনার দরকার কাহিনী। নাম দিয়ে কী করবেন? তাছাড়া ঐ ভদ্রলোক আমার কাছে খুবই মূল্যবান। বলতে পারেন অমূল্য। তার নাম আমি মরে গেলেও বলবো না। এমনকি টর্চার করলেও না।"

জেফরি বেগ মাথা দোলালো। "আমি তো আগেই বলেছি, টর্চার করা আমার পদ্ধতি না...আমি অন্যভাবে কাজ করি।"

"শুধু গল্প শুনে শুনে?"

হেসে ফেললো জেফরি। "না।"

"তাহলে?"

"বিজনেস সিক্রেট।" মিটিমিটি হাসছে ইনভেস্টিগেটর।

বাবলুও মুচকি হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"আমরা আমাদের মেথড সম্পর্কে কাউকে কিছু বলি না।"

"ভালো!"

"এখন বলো, ঐ লোক কিভাবে তোমাকে খুঁজে বের করলো। কেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুঁজে বের করলো।"

"উনি আমাকে কিভাবে খুঁজে বের করেছিলেন জানি না, শুধু এটুকু জানি, আমার মতো একজনকে খুঁজে বের করাটা উনার জন্য তেমন কঠিন কাজ ছিলো না।"

"তো উনি তোমাকে খুঁজে বের করে কী করলেন?"

"আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না..."

আবারো হাসলো জেফরি বেগ। "আমি কল্পনা করতে চাচ্ছিও না। তুমিই বলো।"

"সব কথা শুনে উনি আমার সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। চিরকুমার ভদ্রলোক, বেশ টাকা-পয়সার মালিক, খুব কম কথা বলেন। রহস্যময় একজন।"

জেফরি বেগ আগ্রহী হয়ে উঠলো আবার। "আচ্ছা..."

"তবে উনি আমাকে নিজের কাছে রাখেন নি। কলেজের হোস্টেলে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দেন। আমিও সব ভুলে পড়াশোনায় মন দেই। ভদ্রলোক খুব কমই আসতেন আমার সাথে দেখা করতে। তবে লোক দিয়ে প্রায়ই জামাকাপড়, খাবার-দাবার আর হাতখরচের টাকা পাঠিয়ে দিতেন।"

জেফরি বেগ মাথা নেড়ে সায় দিলো। "ঐ ভদ্রলোক তো তোমাকে অন্ধকার থেকে টেনে তুলেছিলেন, তাহলে এরপর এমন কি হলো, তুমি এই লাইনে চলে এলে? মানে একজন পেশাদার খুনি হয়ে উঠলে?"

বাবলু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো যেনো। "আমার এই অবস্থা খুব বেশি দিন টেকে নি।"

"কেন?"

একটু চুপ থেকে বললো সে, "কলেজে পড়ার সময় একটা খারাপ ঘটনা ঘটে যায়। এটাকে দুর্ঘটনা বলবো না। হয়তো এটাই আমার নিয়তি ছিলো। তারপর থেকে সবকিছু খুব দ্রুত পাল্টে যেতে শুরু করে..."

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪১

এসএসসি'তে খুব ভালো রেজাল্ট করার পর ঢাকা শহরের নামকরা একটি কলেজে ভর্তি হয়েছিলো বাবলু কিন্তু তার বাবা জেলে যাবার পর একদম অসহায় হয়ে পড়ে। ভেবেছিলো কলেজে পড়াশোনা করা বুঝি তার পক্ষে আর সম্ভব হবে না। এরপর অমূল্য বাবুর কল্যাণে তার জীবনটা দ্রুত পাল্টে যেতে শুরু করে। এসবই সম্ভব হয়েছে ঐ লোকের কারণে যার সর্বস্ব ছিনতাই করেছিলো সে।

অমূল্য বাবু। এক রহস্যময় ব্যক্তি। সকাল দশটা-এগারোটা পর্যন্ত কারো সাথে কোনো কথা বলে না। মৌনব্রত পালন করে। এমনিতেও কথা বলে খুব কম। বাবলু যতোটুকু বুঝতে পেরেছে, এই লোকের সাথে সমাজের ক্ষমতাধরদের সুসম্পর্ক রয়েছে। তার বিত্তবৈভব আর ক্ষমতা নিরূপণ করা অসম্ভব। কোনো কিছুতেই বিচলিত হয় না। তার চরিত্রে অস্থিরতা বলেও যেনো কিছু নেই। এক ধরণের নির্লিপ্ততার মধ্যে সারাক্ষণ তার বসবাস।

চিরকুমার এই ভদ্রলোক বাবলুকে নিজের বাড়িতে নিয়ে তোলেন নি। কলেজের হোস্টেলে থেকেই পড়াশোনা করে সে। তবে তার ভরণপোষণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে অমূল্য বাবু।

শুরুতেই বাবলু তার জীবনের সব ঘটনা বলেছে। তার কাছ থেকে সব শুনে অমূল্য বাবু চুপ মেরে বসেছিলো কয়েক মিনিট, তারপর অবাক করে দিয়ে সুকঠিন ব্যক্তিত্বের লোকটি ছলছল চোখে উঠে চলে গেছিলো পাশের ঘরে।

এখন নিজের দুঃসহ অতীত পেছনে ফেলে সব কিছু ভুলে নতুন জীবন শুরু করেছে সে। এই নতুন জীবনে অমূল্য বাবু ছাড়া সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মানুষটি হলো সহপাঠী মেঘলা।

খুব দ্রুত তাদের মধ্যে যেমন বন্ধুত্ব হয়েছে তেমনি সম্পর্কটা অন্য দিকে মোড় নিতেও দেরি করে নি। মেঘলা ছাড়াও বাবলুর আরো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কয়েকজন ভালো বন্ধু জুটে গেছে। তাদের সবার কাছে নিজের ভিন্ন এক অতীত তুলে ধরেছে সে। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্যে তার কোনো সত্যের দরকার নেই। খুইন্যা বাবুল, বস্তির জীবন, কিশোর বয়সে একাধিক খুন-খারাবি, সবকিছু বাদ দিয়ে সে কেবলই তৌফিক আহমেদ, যার ডাক নাম বাবলু।

বন্ধুরা তার মা-বাবার কথা জিজ্ঞেস করলে সে বানিয়ে বানিয়ে বলেছে, তার মা অনেক ছোটো বয়সে মারা গেছে। বাবা বিদেশে চাকরি করে। সেখানে এক ম্যামকে বিয়ে করেছে। তাই বাবার সাথে তার শীতল সম্পর্ক। তবে তার ভরণপোষণের সবকিছু করে বাবা। মাসে মাসে টাকা পাঠায়। এক চাচা এখন তার গার্জিয়ান।

মিথ্যের একটি জগত তৈরি করে সে তার সমস্যাসঙ্কুল অতীতকে ভুলে আছে।

সকাল আটটা থেকে দুপুর পর্যন্ত কলেজে দারুণ সময় কাটে তার। ক্লাশ শেষে বন্ধুদের সাথে আড্ডা আর মেঘলার সাথে কাটানো সময়গুলো তাকে অন্য এক মানুষে পরিণত করেছে।

সামনে এইচএসসি পরীক্ষা, তারা সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছে। হাতে খুব বেশি সময় নেই। আর ক'দিন পর কলেজ বন্ধ হয়ে যাবে।

বাবলু আর তার এক বন্ধু মিলে কলেজের খেলার মাঠের এককোণে বসে পরীক্ষা নিয়ে কথা বলতে বলতে সিগারেট খাচ্ছে। তার এই অভ্যাসটা হয়েছে কলেজে ঢোকার পর থেকে কিন্তু মেঘলার ভয়ে ঠিকমতো সিগারেট খেতে পারে না কলেজে। মেয়েটা সিগারেটের গন্ধ একদম সহ্য করতে পারে না। তিন-চারবার তার কাছে প্রতীজ্ঞা করেছে আর কখনও সিগারেট ছুঁয়েও দেখবে না। তারপরও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খায়। তা-নাহলে বন্ধুরা টিটকারী টিপ্পনী মারে। প্রেমিকার ভয়ে যে ছেলে সিগারেট ছেড়ে দেয় সে আবার কেমন পুরুষ?

তাই মেঘলার কাছে করা প্রতীজ্ঞা ভঙ্গ করে মাঝেমধ্যেই বন্ধুদের সাথে সিগারেট খায়। আজকেও তাই করছে। তার বন্ধু রনিকে নিয়ে খেলার মাঠের এককোণে যে কৃষ্ণচূড়া গাছটা আছে সেটার নীচে বসে আরামে সিগারেট ফুকছে দু'জনে। আজ মেঘলা কলেজে আসে নি, এমন সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না।

আরাম করে যখন রনির সাথে সিগারেট খাচ্ছে, সিগারেটের ধোয়ার রিং

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বানানোর ছেলেমানুষি খেলা খেলছে ঠিক তখনই তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো মেঘলা।

বাবলু তার নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারলো না। তার বন্ধু রনি আস্তে করে উঠে চলে যাবার সময় শুধু বলে গেলো "দোস্ত, তোমাদের দাম্পত্য কলহের মধ্যে আমি নাই।"

কাচুমাচু খেয়ে মেঘলার দিকে চেয়ে রইলো বাবলু। মেয়েটা রাগে ফুসছে রীতিমতো। তার ফর্সা চেহারা লালচে হয়ে গেছে। এ নিয়ে পঞ্চম বারের মতো প্রতীজ্ঞা ভঙ্গ করা হলো।

"তুমি আবারো সিগারেট খাচ্ছো!" প্রায় কান্না জড়ানো কণ্ঠে বললো সে। "তুমি না আমাকে ছুঁয়ে প্রতীজ্ঞা করেছিলে আর কখনও সিগারেট খাবে না!"

বাবলু অপরাধী হয়ে বললো, "বিশ্বাস করো আজ সাতদিন পর এই একটা ধরিয়েছি!"

"তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে আর কোনো দিন ওটা খাবে না।" রাগে ফুঁসে উঠলো মেঘলা। "আর কোনো দিন আমার সাথে কথা বলতে আসবে না। লায়ার!"

কথাটা বলেই মেঘলা চলে গেলে বাবলু তার পিছু নিলো।

"প্লিজ, আর খাবো না," মেঘলার পেছন পেছন আসতে আসতে বললো সে। "প্লিজ, মেঘ..."

চট করে ঘুরে দাঁড়ালো মেঘলা। "এসব বানোয়াট নাম ধরে আমাকে ডাকবে না।"

"আচ্ছা, ডাকবো না," বললো সে। "কিন্তু তোমার ঐ আনিকা তাবাস্সুম দিলশাদ নামটা ধরেও ডাকতে পারবো না। কেমন জানি ভারিক্কি লাগে। মনে হয় মোটা গ্লাসের চশমা পরা অঙ্কের ম্যাডাম।" কথাটা বলেই হেসে ফেললো বাবলু।

"শাটআপ!" গর্জে উঠলো মেঘলা। "আবার হাসছো? লজ্জা করে না বার বার প্রমিজ করতে? এ নিয়ে কয়বার করলে, মনে আছে?"

কাচুমাচু খেলো বাবলু। "আসলে খুব মাথা ব্যথা করছিলোর তাই একটা খেতে ইচ্ছে করলো। বিশ্বাস করো, আমি চেষ্টা করছি সিগারেট ছেড়ে দেবার।"

"এই তোমার ছেড়ে দেবার নমুনা!"

www.BanglaBook.org

"শোনো, একটা সত্যি বলি..."

"কি সত্যি?"

"সিগারেট এভাবে হুট করে ছাড়া যায় না, আস্তে আস্তে কমিয়ে দিতে দিতে ছাড়তে হয়।"

কৃত্রিম হাসি দিলো মেঘলা। "ও, তাই? কিন্তু আমি তোমার মতো আস্তে আস্তে না, এক কথায় ছেড়ে দিতে পারি।"

বাবলু অবাক। "তুমি ছেড়ে দিতে পারো...মানে?!"

"তোমাকে!" বলেই আবার গটগট করে হাটতে লাগলো সে।

"প্লিজ, কথা শোনো," বলেই পেছন থেকে মেঘলার একটা হাত ধরে ফেললো সে।

ঘুরে দাঁড়ালো মেয়েটি। "হাত ছাড়ো!"

"ছাড়বো না," মিটিমিটি হেসে বললো।

"বাবলু, আমার হাত ছাড়ো," এবার খুব রেগে গেলো মেঘলা।

"না ছাড়লে মারবে নাকি?"

"আমি যে কী করবো তোমার কোনো আইডিয়াই নেই।"

ভুরু তুললো বাবলু। "বাপ্‌রে! কী করবে তুমি?"

"হাত ছাড়ো বলছি," মেঘলা বেশ জোরে বললো কথাটা।

সঙ্গে সঙ্গে বাবলু তার হাতটা ছেড়ে দিলো কিন্তু মেঘলার মনে হলো তার ধমকের কারণে নয়, অন্য কোনো কারণে ছেড়ে দিয়েছে সে। বাবলুর দৃষ্টি অনুসরণ করে পেছন ফিরে তাকাতেই দেখতে পেলো তিনজন যুবক তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এদের মধ্যে একজন এই কলেজের নেতাগোছের, বাকি দু'জন তার ক্যাডার বাহিনীর সদস্য। সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠনের এই নেতাকে সবাই বেশ সমীহ করে। সেই সমীহ আসে ভয় থেকে।

মেঘলা আর বাবলু একটু সরে দাঁড়ালো।

তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো নেতা, তার সঙ্গে দু'জন ক্যাডার। তিনজনই চোখমুখ শক্ত করে চেয়ে আছে তাদের দু'জনের দিকে। নেতা কিছু বললো না, তার হয়ে একজন ক্যাডার ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো

"ওই...মাইয়া মানুষের হাত ধইরা টানাটানি করোস ক্যান?"

বাবলু আর মেঘলা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো।

অন্য যুবক নেতাকে দেখিয়ে বললো, "ভায়েরে দেইখা সালামও দিলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না! পুরা বেয়াদ্দপ!"

প্রথম যুবক আবার চেঁচিয়ে বললো, "ওই, তুই ভায়রে চিনোস না?"

বাবলু মাথা নেড়ে সায় দিলো। "জি, আমি উনাকে চিনি।"

অন্য যুবক তেড়ে এলো এবার। "ভায়েরে চিনলে সালাম দিলি না ক্যান?"

বাবলু কিছু বুঝতে পারলো না। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো কেবল।

"এক থাপ্পর মাইরা বয়রা কইরা দিমু!" বলে উঠলো প্রথম যুবক।

নেতা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো। "কোন্ ইয়ারে পড়ো?"

"এইচএসসি ক্যান্ডিডেট।"

মেঘলার দিকে তাকালো এবার।

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে সে। "আমিও..."

মাথা দুলিয়ে নেতা আক্ষেপের ভঙ্গি করলো। "সামনে ইন্টার পরীক্ষা আর তোমরা কিনা প্রেমপিরিতি কইর‍্যা বেড়াইতাছো। হাত ধইরা টানাটানি করতাছো। বাপ-মা কি এইজন্য কলেজে পাঠাইছে?"

"এইসব পোলাপান ভর্তি হইয়া কলেজটারে এক্কেবারে নষ্ট কইরা ফালাইছে, ভাই," প্রথম যুবক বললো নেতাকে।

"আশ্চর্য, আপনারা এভাবে কথা বলছেন কেন? আমরা কী করেছি?" প্রতিবাদের সুরে বললো বাবলু।

রাজনীতি করা ছেলেগুলোর আঁতে ঘা লাগলো যেনো।

"ভাই, আমরা তো কারোর কোনো ক্ষতি করি নি। কেন আমাদের পেছনে লেগেছেন?"

বাবলুর এ কথা শোনার পর আর ঠিক থাকতে পারলো না তারা। প্রথম যুবক রেগেমেগে এক চড় বসিয়ে দিলো তার গালে। হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলো সে।

"বেয়াদ্দপ! ভায়ের লগে কেমনে কথা কইতে হয় জানোস না?" দ্বিতীয়জন বললো।

বাবলু হকচকিয়ে গেলো। তার সারা শরীর রাগে কাঁপতে শুরু করেছে। মেঘলা যেনো প্রায় কেঁদেই ফেলবে। মুখে হাত চাপা দিয়ে রেখেছে সে।

"আপনি আমাকে চড় মারলেন কেন?" তেতে উঠলো বাবলু।

প্রথম যুবক যেনো বিশ্বাসই করতে পারলো না। সাধারণ ছাত্রছাত্রিদের কাছ থেকে তারা এরকম আচরণ প্রত্যাশা করে না। চড়থাপ্পড় খেয়ে মাথা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নীচু করে চলে যাবে। টু শব্দটিও করবে না–এ হলো গ্রহণযোগ্য আচরণ।

আরেকটা চড় মেরে বসলো প্রথম যুবক। "থাপ্পড় মারুম না তো কি চুমা খামু?"

মেঘলা মিনতি করে বললো, "প্লিজ...ওকে মারবেন না। আমাদেরকে ছেড়ে দিন...প্লিজ।"

"চুপ! একদম চুপ!" ধমক দিয়ে বললো দ্বিতীয় যুবক।

অমনি রনিসহ বাবলুর আরো কয়েকজন বন্ধু দৌড়ে চলে এলো।

"ভাই স্লামালেকুম," হাপাতে হাপাতে বললো রনি।

নেতা রনিকে চেনে। মাথা নেড়ে সালামের জবাব দিলো।

"ভাই, কি হয়েছে?"

"এই ছেলেটা তোমার বন্ধু নাকি?" নেতা বললো রনিকে।

"হ্যা, ভাই। ওরা দু'জনেই আমার বন্ধু।"

"এরা তো কলেজে প্রেমপিরিতি কইরা বেড়াইতাছে...ক্যাম্পাসে হাত ধইরা টানাটানি করে। পুরা বেলেল্লাপনা।"

রনি কাচুমাচু খেলো কথাটা শুনে।

"আবার মুখে মুখে তর্ক করে," বাবলুর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বললো নেতা।

রনি নেতার দলের একজন কর্মী। ভালো খাতির আছে তার সাথে। "ও খুব ভালো ছেলে...বুঝতে পারে নি। ওরে আপনি মাফ করে দেন, ভাই," অবশেষে বললো সে।

"ঠিক আছে, তুমি যখন বললা...আর যেনো এরকম কাজ না করে। সাবধান কইরা দিও। তোমার বন্ধুটা কিন্তু বেয়াদ্দপ আছে।"

বাবলুর দিকে কটমট চোখে তাকিয়ে নেতা তার দুই ক্যাডার নিয়ে চলে গেলো। এ যাত্রায় বন্ধুদের সাহায্যে রক্ষা পেলো তারা। চড় খাবার অপমান ভুলে কলেজ থেকে চলে গেলো মেঘলাকে নিয়ে।

পরদিন কলেজে ঢুকতেই দেখতে পেলো ঐ ক্যাডার গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এই ছেলেটাই তাকে চড় মেরেছিলো।

বাবলুর চাহনিতে হয়তো এক ধরণের ক্ষুব্ধতা ছিলো। এটা পছন্দ হলো না ঐ ক্যাডারের।

"কিরে, চায়া আছোস ক্যান?" ক্যাডার ধমকের সুরে বললো তাকে। "এক্কেবারে চোখ গাইল্যা দিমু...চোখ নামা খানকিরপোলা!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই গালিটা সহ্য করতে পারলো বাবলু। মুহূর্তে সারা শরীরে কী যেনো বয়ে গেলো। খুন চেপে গেলো মাথায়। চোখেমুখে আগুন জ্বলে উঠলো।

ক্যাডারের আর সহ্য হলো না। তেড়ে এসে বাবলুর কলার ধরলো। "কাইলকার মাইর খাইয়া শিক্ষা হয় নাই, খানকিরপোলা?"

বাবলু আর নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না। ক্যাডার ছেলেটার বুকে ধাক্কা মেরে বসলো। চিৎ হয়ে পড়ে গেলো সে। মাটিতে পড়ে অবিশ্বাসে চেয়ে রইলো বাবলুর দিকে। কোমর থেকে পিস্তল বের করতে উদ্যত হলে বাবলু ঝাঁপিয়ে পড়লো তার উপর। নিজের সমস্ত রাগ উগলে দিলো। ছেলেটার নাক-মুখ ফাটিয়ে অজ্ঞান করে দিলো নিমেষে।

তারপরই সম্বিত ফিরে পেলো সে। কলেজের ভেতরে থাকা ক্যাডারের সঙ্গিসাথিরা খবর পেয়ে ছুটে আসছে গেটের দিকে। বাবলু আর দেরি না করে দৌড়ে পালালো।

"ধর! ধর্!"

পেছন থেকে দশ-বারোজন ছেলের গালাগালি আর চিৎকার শুনতে পেলো সে কিন্তু দৌড় থামালো না। এমনকি পেছনে ফিরেও তাকালো না। ঐ ছেলেগুলো তাকে কতোক্ষণ তাড়া করেছিলো সে জানে না। অনেক দূর চলে আসার পর বুঝতে পারলো তার পেছনে কেউ নেই। হাফ ছেড়ে বাঁচলো। সোজা চলে এলো হোস্টেলে।

নিজের রুমে এসে আবিষ্কার করলো তার শার্টে রক্তের দাগ লেগে আছে। বাথরুমে গিয়ে ধুয়ে এলো। মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে শুরু করলো, রাগের মাথায় যে কাজ করেছে তার পরিণাম কী হতে পারে।

তবে এটা নিশ্চিত, কয়েক দিন কলেজে যাওয়া হবে না। তার বন্ধু রনির সাথে যোগাযোগ করতে হবে। ওর সাথে ঐ ছাত্রনেতার বেশ ভালো খাতির। তাকে দিয়ে একটা আপোষরফা হয়তো করা যাবে।

যাইহোক, ঐ দিন আর হোস্টেল থেকে বের হলো না। সন্ধ্যাবেলা নিজের ঘরে ঘুমিয়ে আছে, হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেলো লোকজনের চিল্লাফাল্লার কারণে। বিছানায় উঠে বসতেই শুনতে পেলো হোস্টেলের ছেলেরা চিৎকার আর হৈহল্লোর করছে।

বিছানা থেকে নামতেই ঘরের দরজা সশব্দে খুলে গেলো। দেখতে পেলো দশ-বারোজন যুবক ঢুকে পড়ছে তার ঘরে। কয়েক জনের হাতে হকিস্টিক, রড আর চেইন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এদের সবাইকে সে চেনে। ঐ ক্যাডারের সঙ্গিসাথি।

ছেলেগুলো বাবলুকে ঘিরে ধরলো। একটু পরই ঘরে ঢুকলো কলেজের সেই ছাত্রনেতা। তার চোখেমুখে হিংস্রতা।

"আমার পোলাপানের গায়ে হাত উঠাইছে! এতো বড় আস্পর্ধা!" হুঙ্কার দিলো নেতা। "খানকিরপোলারে পিডা!"

সঙ্গে সঙ্গে আট-দশজন ছেলে একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার উপর। রড আর হকিস্টিক দিয়ে এলোপাতাড়ি মারতে শুরু করলো তারা। দু'হাত দিয়ে সব মার ঠেকানোর বৃথা চেষ্টা করে গেলো বাবলু। অতোগুলো ছেলের সাথে পেরে ওঠার কথা নয়। একতরফা মার হজম করতে লাগলো সে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তার নাক-মুখ ফেঁটে একাকার। ডান চোখের ভুরুও কেটে গেলো। রক্তে ভেসে গেলো সারা মুখ। হাতে-পায়ে তীব্র ব্যথা হতে লাগলো।

জ্ঞান হারানোর আগপর্যন্ত দু'হাত দিয়ে মুখটা আড়াল করে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে গেলো বাবলু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪২

হোমিসাইডের ইন্টেরোগেশন রুমে বসে বাবলুর কাছ থেকে তার কলেজ জীবনের গল্প শোনার পর জেফরি বেগ কিছুক্ষণ চুপ মেরে থাকলো।

"ওরা তোমাকে খুব মারলো?" অবশেষে বললো সে।

"হুম।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললো বাবলু, "হাসপাতালে থাকতে হয়েছিলো কয়েক দিন। বন্ধুরাই ব্যবস্থা করেছিলো।"

"কয়দিন ছিলে?"

"তিন-চারদিন।"

"এ ঘটনা ঐ লোক জানতে পারে নি?"

জেফরির প্রশ্নটা বুঝতে পারলো সে। ইনভেস্টিগেটর অমূল্য বাবুর কথা বলছে। "না। আমি উনাকে জানাই নি। এমন কি বন্ধুদের বলে দিয়েছিলাম মেঘলাকেও যেনো না জানায়।"

জেফরি বেগ মুচকি হাসলো। "আচ্ছা, তাহলে মেয়েটার নাম মেঘলা?"

বাবলুর মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো না। মুচকি হেসে বললো, "আমি ছাড়া এই নামে তাকে কেউ ডাকতো না, কারণ এই নামটা আমি দিয়েছিলাম।"

ভুরু কুচকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলো জেফরি তারপর মাথা দোলালো। "মেঘলা কি এ ঘটনা জানতে পারে নি?"

"পরে জানতে পেরেছিলো।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ইনভেস্টিগেটর। "তারপর কি হলো?"

"হাসপাতাল থেকে রিলিজ হবার পরদিনই আমি ঐ নেতাকে খুন করি!"

"মাইগড!" জেফরি বেগের মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলো কথাটা। "কিভাবে?"

"গুলি করে..."

"পিস্তল পেলে কোথায়?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবারো মুচকি হাসলো বাবলু। "আপনি ভুলে গেছেন, বাবার পিস্তলটা আমার কাছেই ছিলো। আমার কাপড়চোপড়ের ট্রাঙ্কে ওটা কেন রেখে দিয়েছিলাম জানি না। অনেক দিন পড়ে ছিলো। এই ঘটনার আগে একবারের জন্যেও ওটা হাতে নিয়ে দেখি নি। কিন্তু ওভাবে মার খেয়ে অপমানিত হবার পর আমার মাথায় খুন চেপে যায়। নিজের রাগ আর দমন করতে পারি নি।"

এমন সময় জামান আবার ইন্টেরোগেশন রুমে ঢুকে চুপচাপ বসে পড়লো।

"হ্যা, বলো?"

"হোস্টেলে গিয়ে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেই। পিস্তলটা কোমরে গুঁজে বের হয়ে পড়ি। ওই নেতাকে দূর থেকে ফলো করি। তার সঙ্গে সব সময়ই কিছু সাঙ্গপাঙ্গ থাকতো। পুরোটা বিকেল আর সন্ধ্যা ফলো করার পর রাত দশটার দিকে তাকে একা পেয়ে যাই।" একটু থেমে আবার বললো, "ঐ নেতা ধারণাও করতে পারে নি আমার মতো সাধারণ একজন ছাত্র মার খেয়ে এমন প্রতিশোধ নিতে যাবে।"

"তুমি তাকে কোথায় মারলে?" জানতে চাইলো জেফরি বেগ।

"ফেন্সিডিল খাবার জন্য একটা আখড়ায় গিয়েছিলো সে। একদম একা ছিলো। আমি তাকে ফলো করে সেখানে চলে যাই। ওখান থেকে ফিরে আসার সময় একটা গলিতে তাকে একা পেয়ে গেলে আর দেরি করি নি। গুলি করে পালিয়ে যাই।"

"কেউ বুঝতে পারে নি খুনটা তুমি করেছো?"

মাথা দোলালো বাবলু। "বার বার এটা হতে পারে না। এবার সবাই বুঝে গেলো খুনটা আমিই করেছি।"

"তারপর পুলিশ তোমার পেছনে লাগলো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো বাবলু।

"তখন কি করলে?"

"কী আর করবো...পালিয়ে বেড়াতে লাগলাম।"

"মেঘলার সাথে যোগাযোগ করো নি?"

"করেছি।"

"সব শুনে সে কী বললো?"

বাবলুর ঠোঁটে মৃদু হাসি। "মেঘলার কাছে আমি মিথ্যে বলতে পারি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ই" কথাটা বলেই মাথা নীচু করে ফেললো সে।

জেফরি বেগ কোনো কথা না বলে শুধু চেয়ে থাকলো তার সামনে বসা পেশাদার খুনির দিকে।

"তুমি তার কাছে স্বীকার করেছিলে এটা?" অবশেষে বললো সে।

"হ্যা।"

ছাত্রনেতাকে খুন করার পর পাঁচ-ছয়দিন কেটে গেছে, পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে বেড়াচ্ছে বাবলু। পুলিশের সন্দেহের তালিকায় শুধু তার নাম। উঠেপড়ে লেগেছে তারা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি আর স্থানীয় এমপি ঘোষণা দিয়েছে, খুনিকে যেভাবেই হোক গ্রেফতার করা হবে।

খুনের ঘটনার পর পরই মেঘলা সব জেনে যায় কলেজের বন্ধুদের কাছ থেকে। সে অনেক চেষ্টা করেছে তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য কিন্তু আজকের আগে বাবলুর পক্ষে দেখা করা সম্ভব হয় নি।

এখন সে বসে আছে গুলশান পার্কের একটি বেঞ্চে। তার পাশে মেঘলা। দেখা হওয়ার পর থেকেই নিঃশব্দে কেঁদে যাচ্ছে সে। এরকম একটি পরিস্থিতির জন্যে মেয়েটা মোটেও প্রস্তুত ছিলো না। তার সমস্ত দুনিয়া যেনো ভেঙে পড়েছে।

"আমার মাথা ছুঁয়ে বলো, খুনটা কি সত্যিই তুমি করেছো?" কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো সে।

বাবলু মুখ তুলে তাকালেও কিছু বলতে পারলো না।

"চুপ করে আছো কেন? কথা বলো?"

"আমিই করেছি..." অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথাটা বলতে পারলো সে।

মেঘলার চোখেমুখে হতাশা নেমে এলো আবার। "আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আমার মাথা ছুঁয়ে বলো, প্লিজ!"

আস্তে করে মেঘলার মাথা ছুঁলো বাবলু।

হতাশায় যেনো ভেঙে পড়লো মেয়েটি। তার দু'চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়তে লাগলো। "তুমি! তুমি খুন করেছো!"

বাবলু মেঘলার হাত ধরতে গেলে সে ঝটকা মেরে হাতটা সরিয়ে দিলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তুমি আমাকে ছোঁবে না, প্লিজ!" কেঁদে কেঁদে বললো সে।

মাথা নীচু করে রাখলো বাবলু।

"হায় আল্লাহ! তুমি এটা কেন করতে গেলে? আমার কথা...তোমার কথা একবারও ভাবলে না?"

মেঘলার কষ্ট দেখে সে যারপরনাই যন্ত্রণার মধ্যে আছে এখন।

"পুলিশ তোমাকে খুঁজছে। ধরা পড়লে কী হবে বুঝতে পারছো?"

বাবলু মুখ তুলে তাকালো এবার। "আমার কী হবে সেটা নিয়ে আমি ভাবছি না। আমার যা হবার তা হবে।"

মেঘলা বিশ্বাসও করতে পারলো না কথাগুলো বলছে তার ভালোবাসার মানুষটি।

"আজ তোমার সাথে আমি দেখা করতে রাজি হয়েছি অন্য একটা কারণে।"

স্থিরচোখে চেয়ে রইলো সে।

"আমি চাই না তুমি এসবের মধ্যে জড়িয়ে পড়ো।"

"তুমি কী বলতে চাচ্ছো?" বুঝতে না পেরে বললো মেঘলা।

চোখ দুটো বন্ধ করে ফেললো বাবলু। কথাটা বলতে তারও কষ্ট হচ্ছে। "তোমার সাথে আমার আর দেখা হবে না। দেখা করা উচিতও হবে না।"

"বাবলু!" আৎকে উঠলো মেঘলা। "তুমি এসব কী বলছো?" কাঁদতে শুরু করে দিলো আবার।

"তোমার ভালোর জন্যেই বলছি," আস্তে করে বললো সে।

মেঘলা শুধু কেঁদেই চললো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, "পারলে আমাকে ক্ষমা করে দিও।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৩

পেশাদার খুনি এখন নিজের জীবনের সব কথা অকপটে বলে যাচ্ছে। তার মধ্যে কোনো দ্বিধা কাজ করছে না। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে যাচ্ছে জেফরি বেগ, কিন্তু সহকারী জামান যারপরনাই বিরক্ত। সে এসবের কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছে না। কোনো কথা না বলে চুপচাপ বসে আছে। তার কাছে মনে হচ্ছে তার বস্ আজ এই খুনির সব কথা না শুনে ছাড়বে না।

বাবলুর জীবনের এক একটা ঘটনার কথা শুনছে আর অবাক হচ্ছে হোমিসাইডের চিফ ইনভেস্টিগেটর। মানুষের জীবন কতোই না বিচিত্র! প্রত্যেকের জীবনে কতো গল্পই না আছে।

তার সামনে বসে থাকা খুনির জীবনটা কিভাবে একে একে বদলে গেলো সেটা এখন বুঝতে পারছে। এই ছেলেটা যদি এরকম পরিস্থিতিতে না পড়তো তাহলে হয়তো আট-দশজন স্বাভাবিক মানুষের মতোই হতো। এমনকি সে হতে পারতো জেফরি বেগের মতো আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার একজন। খুনি না হয়ে খুনিদের ধরার কাজ করতো তখন।

এই খুনির সাথে তার পার্থক্য রচিত হয়েছে পরিবেশ আর পরিস্থিতির কারণে। নিয়তি হয়তো এভাবেই একেকজনের জীবন একেকরকম করে দেয়। কিন্তু এই নিয়তি জিনিসটা কী জেফরি বেগ জানে না। সে কখনও নির্দিষ্ট করে দেয়া নিয়তিতে বিশ্বাস করে না। এটা কি মানুষ নিজে সৃষ্টি করে? নাকি সমাজ, রাষ্ট্রে বসবাসরত সব মানুষের অজ্ঞাতসারে এটার জন্ম হয়?

তার ধারণা, নিয়তি আসলে সমগ্র মানুষের কর্মফলের একটি বাই-প্রোডাক্ট। চক্রাকারে এটা আবার মানুষের কর্মকাণ্ড আর জীবন-যাপনে প্রভাব ফেলে। এভাবেই নিয়তির খেলা অব্যাহত আছে। মানবসভ্যতার অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত এটা চলবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাথা থেকে এসব দার্শনিক চিন্তা ঝেড়ে ফেললো সে। "এরপর তুমি কী করলে? পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলে?" জিজ্ঞেস করলো জেফরি বেগ।

"হ্যা," বললো বাবলু। "এ শহরে আমার কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। বন্ধুবান্ধব বলতে যারা ছিলো তারা প্রায় সবাই কলেজের। ওদের পক্ষে আমাকে আশ্রয় দেয়া সম্ভব ছিলো না। কয়েক দিন এখানে ওখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর পুলিশের কাছে ধরা পড়ে যাই।" একটু থেমে আবার বললো, "কিন্তু জেলে বেশি দিন থাকতে হয় নি..."

অবাক হলো জেফরি বেগ। সরকারী দলের ছাত্র সংগঠনের নেতাকে হত্যা করার পরও জেলে বেশি দিন ছিলো না? ব্যাপারটা তো অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে।

"...জামিনে বেরিয়ে আসি।" যেনো জেফরি বেগ কী ভাবছে সেটা বুঝে ফেলেছে সে।

"তোমাকে জামিন করালো কে?" অবাক হয়েই জানতে চাইলো ইনভেস্টিগেটর।

মৃদু হাসি ফুটে উঠলো বাবলুর ঠোঁটে। "আপনাকে তো আগেই বলেছি, আমার একজন মেন্টর ছিলো।"

"ও," কথাটা মনে পড়তেই বলে উঠলো সে। "তুমি পুলিশের কাছে ধরা পড়ার পর উনি সব জানতে পারেন?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো বাবলু। "উনি খুব রেগে গেলেও আমাকে জামিনে বের করে নিয়ে আসেন।" একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "তারপর আমাকে অনেক বকাঝকা করলেন। জানিয়ে দিলেন, উনি আর আমার দেখভাল করবেন না। কোনো খুনির জন্য তার দরজা খোলা নেই। আমার পথ যেনো আমি নিজেই দেখি। অনেকটা অভিমান করেই এ কথা বলেছিলেন।"

"ভদ্রলোক খুব কষ্ট পেয়েছিলেন," বললো জেফরি। "সেটাই স্বাভাবিক।"

"কষ্টের চেয়ে উনার হতাশাই ছিলো বেশি। আমাকে উনি নতুন জীবন দিয়েছিলেন আর আমি সেটা নিজের হাতে নষ্ট করে ফেলেছিলাম।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি বেগ। "তারপর তুমি কি করলে?"

"আমিও অভিমান করে তার সাথে আর যোগাযোগ না করে পুরনো ঠিকানায় ফিরে গেলাম।"

"পুরনো ঠিকানা মানে?"

"বস্তিতে।"

"ওখানে তো তোমার কেউ ছিলো না...ওখানে কেন গেলে?"

"আমার এক বন্ধু ছিলো, ইরফান। ওর কাছে যাই।"

"যার সাথে এক হুজুর খারাপ কাজ করেছিলো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "ইরফান ছাড়া আর কেউ আমাকে আশ্রয় দেবার সাহস করে নি। আমি জানতাম ও তখন বস্তির হর্তাকর্তা হয়ে উঠেছে।"

"ওর কাছে কতোদিন ছিলে?"

"তিন-চার মাসের মতো।" জেফরি বেগকে চুপ করে থাকতে দেখে বাবলু নিজে থেকেই বলতে লাগলো, "ইরফানের সঙ্গি হয়ে ঘুরে বেড়াতাম। আমার কাছে একটা পিস্তল ছিলো, সুতরাং আমাকেও বস্তির লোকজন সমীহ করতো তখন। খুব দ্রুত আমিও বস্তির একজন হর্তাকর্তা হয়ে গেলাম।"

"ঐ ভদ্রলোক আর তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে নি?"

"না। হয়তো উনি আমার এসব কথা জানতে পেরে আরো রেগে গেছিলেন।" একটু থেমে আবার বললো, "কিছুদিনের মধ্যেই বস্তিতে আমার নাম-ডাক ছড়িয়ে পড়ে।" নিঃশব্দে হেসে উঠলো বাবলু। তার ঠোঁটে বাঁকা হাসি। "লোকজন আড়ালে আবডালে আমাকে বাস্টার্ড বলে ডাকা শুরু করে তখন থেকে।"

"আচ্ছা, তাহলে সেখান থেকে তোমার এরকম নাম হলো?"

ইনভেস্টিগেটরের দিকে স্থিরচোখে তাকালো সে। "বস্তিতে ইরফানের দলে আরেকজন বাবলু ছিলো। ওকে সবাই হোন্ডা বাবলু বলে ডাকতো। ওর একটা হোন্ডা মোটরবাইক ছিলো।" একটু থামলো এবার। "আমার কোনো বাইক ছিলো না তবে আমার জন্ম পরিচয় নিয়ে সবার সন্দেহ ছিলো, তাই আমি হয়ে গেলাম..." বাঁকা হাসি হাসলো সে।

জেফরি বেগ চুপ মেরে গেলো। "তারপর বস্তি ছেড়ে কোথায় গেলে? কেন গেলে?"

www.BanglaBook.org

"লম্বা কাহিনী।"

জেফরি বেগ চেয়ারে হেলান দিলো। "আমি আগেই বলেছি, আমার হাতে অনেক সময় আছে।"

কিন্তু আমার হাতে নেই, মনে মনে বললো বাবলু।

"আমার মনে হয় তোমার হাতেও যথেষ্ট সময় রয়েছে," ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বললো ইন্টেরোগেটর।

মুচকি হাসলো বাবলু। *আমার হাতে অন্য কিছু আছে, মিঃ বেগ*। তারপর আস্তে করে বললো, "আমি আন্ডারওয়ার্ল্ডে ঢুকে পড়ি।"

"হঠাৎ করে আন্ডারওয়ার্ল্ডে কেন ঢুকে পড়লে?"

জেফরির দিকে চেয়ে রইলো বাবলু।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৪

বাবলু একটা পুরনো আমলের পরিত্যাক্ত বাড়িতে বসে আছে। এই বাড়িটা তাদের বস্তি থেকে বেশ দূরে। ইরফান আর তার দলের লোকজন এ জায়গাটাকে নিজেদের আস্তানা হিসেবে ব্যবহার করে।

আজ অল্পের জন্য বেঁচে গেছে সে। বস্তিতে পুলিশ রেইড দিয়েছিলো। আগে থেকে কিছুই আঁচ করতে পারে নি। হুট করেই পুলিশের গাড়িটা ঢুকে পড়ে তাদের বস্তিতে। ইরফানের এক ছেলে এসে যখন খবরটা দিলো তখন হাতে বেশি সময় ছিলো না। ভাগ্য ভালো, পুলিশ বস্তির অলিগলি ভালো করে চেনে না। পেছন দিকে যে খেলার মাঠটা আছে সেখান দিয়ে পালিয়ে গিয়ে এ যাত্রায় বেঁচে গেছে।

তার সাথে আছে ইরফানের এক ছেলে মাসুম। সে সিগারেট ফুঁকছে একটু দূরে বসে। বাবলু চুপচাপ বসে আছে। ভাবছে পুলিশ কেন তাকে ধরতে এলো? নতুন কোনো কেস হয়েছে নাকি তার বিরুদ্ধে? এরকম খবর তো তার জানা নেই। মাসুম ছেলেটাও কিছু জানে না। তবে সে বলেছে ইরফান এলেই সব জানা যাবে।

পনেরো-বিশ মিনিট পর ইরফান এলো সেখানে।

"ঘটনা কি?" তার কাছে জানতে চাইলো সে।

"দোস্ত, ঘটনা খুব খারাপ। তোমার জামিন বাতিল হয়া গেছে," বললো সে।

জামিন? তারপরই মনে পড়ে গেলো, কলেজের ছাত্রনেতা খুনের মামলায় সে জামিনে আছে আজ কয়েক মাস ধরে।

বাবলুকে চুপ থাকতে দেখে বললো ইরফান, "লোকাল থানায় যে ইনফর্মার আছে...ঐ যে, বিহারী কাশেম...ও-ই আমারে কইলো।" একটু থেমে আবার বললো সে, "তুমি ধরা খাইয়া যাইবা। যে-কাম করছো...বাপ্‌রে! পুলিশ তো পাগল হইয়া খুঁজতাছে এখন। বস্তিতে থাকা ঠিক হইবো না।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তাহলে কোথায় থাকবো?" চিন্তিত হয়ে জানতে চাইলো বাবলু।

"হুম...চিন্তার কথা।" একটু ভেবে নিলো ইরফান। "তোমার দরকার একটা শেল্টার।"

বাবলু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো। এই শহরে তার কোনো আশ্রয় নেই। কে দেবে তাকে নিরাপদ আশ্রয়?

"আমার এক বড় ভাই আছে। খুব পাওয়ারফুল। পুলিশও হেরে ট্যাক্স দিয়া চলে। হের ওইখানে গেলে বাঁচবার পারবা।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো বাবলু।

"পুরানা ঢাকায়...যাইবা?"

বাবলুর এখন অতো কিছু ভাবার সময় নেই। তার দরকার আশ্রয়। ইরফানের কথায় মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

"ইরফান তোমাকে ওখানে নিয়ে গেলো আর তারাও তোমাকে ঠাঁই দিয়ে দিলো?"

"দিলো।" ছোট্ট করে বললো বাবলু। তারপর ইনভেস্টিগেটরকে লক্ষ্য করলো কী যেনো ভেবে যাচ্ছে সে। "মনে রাখবেন আমার কাছে একটা পিস্তল ছিলো আর ছিলো খুন করার রেকর্ড। এটা আন্ডারওয়ার্ল্ডে ক্রেডিট হিসেবে বেশ ভালোই কাজে দিয়েছিলো। খুব দ্রুতই আমি ওখানকার একজন হয়ে উঠি।"

"আর পুলিশ? তারা কি করলো?"

"তারা আমাকে পুলিশের হাত থেকেও বাঁচিয়ে রাখে। টাকা-পয়সা দিয়ে ম্যানেজ করেছিলো আর কি। ওখানে যোগ দেবার পর থেকে আমি নিশ্চিন্তে ঢাকা শহরে ঘুরে বেড়াতাম।"

"কোন্ আন্ডারওয়ার্ল্ডে ঢুকেছিলে সেটা কিন্তু বলো নি।"

মুচকি হাসলো বাবলু। "আমার মনে হয় না সেটা বলার দরকার আছে। আপনার দরকার গল্প...কেন যে বার বার নাম জানতে চাচ্ছেন।"

জেফরি বেগ মিটিমিটি হাসলো।

"হতে পারে আকবর শেঠ, হাসান মোল্লা, সহিদ চেয়ারম্যান কিংবা

www.BanglaBook.org

হাসী..." ইচ্ছে করেই থেমে গেলো বাবলু। মুচকি হাসি লেগে রইলো তার ঠোঁটে।

জেফরি বেগ মাথা নেড়ে সায় দিলো। "ওখানে তোমার কাজটা কি ছিলো? খুনখারাবি করা?"

মাথা দোলালো আন্ডারওয়ার্ল্ডের সাবেক সদস্য।

"তাহলে?"

"আমি ভায়ের বডিগার্ড ছিলাম।"

"বডিগার্ড!" মনে হলো জেফরি খুব অবাক হয়েছে। "তোমার জন্য একটু ছোটোখাটো কাজ হয়ে গেলো না?"

"মোটেই না," জোর দিয়ে বললো সে। "বলতে পারেন আমার মতো নতুন আর স্বল্পপরিচিত একজনের জন্য ওটা ছিলো অনেক বড় কাজ। এজন্যে পুরনোরা আমাকে হিংসে করতো।"

"এতো দ্রুত তোমার মতো একজন অপরিচিত ছেলে কিভাবে ভায়ের সুনজরে পড়লো?"

একটু চুপ করে রইলো সে। যেনো কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। "এটা সম্ভব হয়েছিলো ইরফানের কারণে। ওর সাথে ভায়ের খুব ভালো সম্পর্ক ছিলো। সম্ভবত আমার ব্যাপারে সবকিছু ভাইকে সে বলেছিলো। এজন্যে শুরু থেকে ভাই আমাকে অনেক স্নেহ করতেন।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি।

"আন্ডারওয়ার্ল্ডের জীবনটা ছিলো অন্যরকম," বাবলু নিজে থেকেই বলতে লাগলো। "প্রতিদিন এতো ঘটনা ঘটতো যে বুঝতে পারছি না কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা বলবো।"

"তাহলে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি বলো?"

মুচকি হাসলো বাবলু। "ওখানে যোগ দেবার কিছুদিন পরই খুব খারাপ একটা ঘটনা ঘটে যায়..."

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৫

পুরনো ঢাকার আন্ডারওয়ার্ল্ডে একচ্ছত্র অধিপতি হাসান মোল্লা। তার নিকটজন থেকে শুরু করে সবাই তাকে মোল্লা ভাই নামে সম্বোধন করে। এক সময় পুরনো ঢাকার আরেক গডফাদার আকবর শেঠের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এই মোল্লা ভায়ের উত্থান কান্দুপট্টি নামক শত বছরের পুরনো বেশ্যাপাড়া থেকে। আকবর শেঠ খুন হবার দু'বছর আগে তাকে ঐ পল্লীর দায়িত্ব দিয়েছিলো। বেশ্যাপাড়া মানে শুধু বেশ্যাদের কারবার নয়, মাদক, জুয়া থেকে শুরু করে সব ধরণের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। হাসান মোল্লার বাড়ি এই বেশ্যাপাড়ার ঠিক পেছনেই। ওখানকার সব কিছুই তার নখদপর্নে। হয়তো এজন্যেই আকবর শেঠ তাকে পাড়ার দায়িত্ব দিয়েছিলো।

বেশ্যাপাড়া থেকে উত্থান হলেও হাসান মোল্লা নিজের প্রজ্ঞা, মেধা আর বিশ্বাসযোগ্যতা দিয়ে দ্রুত হয়ে ওঠে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিতে।

বাবলু যখন কলেজের ছাত্র নেতাকে হত্যা করার পর হাসান মোল্লার দলে যোগ দেয় তখন পুরনো ঢাকার আন্ডারওয়ার্ল্ডে একক আধিপত্য কায়েম করে ফেলেছে এক সময়কার আকবর শেঠের ঘনিষ্ঠ এই লোকটি।

প্রথম দিন থেকেই হাসান মোল্লা বাবলুকে খুব পছন্দ করে ফেলে। এটা হয়তো তার আচার-ব্যবহার, ভিন্ন রকম বক্তিত্ব কিংবা দেবদূতের মতো চেহারার কারণে। হতে পারে তার বাল্যবন্ধু ইরফানের কাছ থেকে সব শোনার পর তার প্রতি মায়া জন্মে গেছে।

মোল্লা ভায়ের ছত্রছায়ায় চলে যাবার পর পুলিশ আর বাবলুকে 'ডিস্টার্ব' করে নি। এখন নির্বিঘ্নে ঢাকা শহরে ঘুরে বেড়াতে পারে সে। দলের অনেকেই তাকে বলেছে পুলিশকে নাকি এজন্যে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়েছে ভাই। বাবলু খুব অবাক হয়েছিলো কথাটা শোনার পর। তার পেছনে এতো টাকা খরচ করা হলো কেন? দলে ঢোকার পর থেকে তো তাকে দিয়ে কোনো কাজই করায় নি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভায়ের বেশ ক'জন ক্যাডার আছে, যাদের আসল কাজ বডিগার্ড হিসেবে কাজ করা। ভাই যখনই বাইরে কোথাও যায় এদের সঙ্গে নিয়ে যায়। তবে বাবলু যোগ দেবার পর থেকে তাকেও সব সময় সঙ্গে নিয়ে যাওয়া শুরু করেছে মোল্লা ভাই, যদিও সে তার বডিগার্ড নয়। দলের সবাই জানে, এই নতুন ছেলেটার প্রতি ভায়ের এক ধরণের অন্ধস্নেহ রয়েছে।

আন্ডারওয়ার্ল্ডে যোগ দেবার এক বছর পরের ঘটনা। ভায়ের সাথে একদিন বাইরে গেলো সে, সঙ্গে চারজন ক্যাডার। সবাই তার বহুদিনের পুরনো আর বিশ্বস্ত। একটা মাইক্রোবাসে করে মিরপুরে এক রাজনীতিকের সাথে দেখা করে ফিরে আসার সময় ওখানকার মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের সামনে তাদের গাড়িটা থামলো। এখানে দোতলায় বিহারীদের একটি চুল কাটার সেলুন আছে। হাসান মোল্লা এখানে এলেই এক বিহারী নাপিতের কাছে চুল কাটায়, শেভ করে, শরীর ম্যাসেজ করায়।

সঙ্গে করে একজন বডিগার্ডকে নিয়ে দোতলায় চলে গেলো সে। বাকি তিনজন বডিগার্ডের সাথে বাবলু রয়ে গেলো নীচে পার্ক করা মাইক্রোবাসে।

বডিগার্ডদের মধ্যে একজন গাড়ির ড্রাইভার, বাকি দু'জন তাদের দলের বেশ পুরনো সদস্য। এদের একজন পান্না মিয়া। বয়স পয়ত্রিশ-চল্লিশের মতো হবে। সব সময় সিগারেট খায়। দলের জুনিয়ররা একে বেশ সম্ভ্রম করে চলে। মোল্লা ভায়ের বডিগার্ডদের নেতা সে। অন্যজন চিকা নামে পরিচিত। কেন যে তার এমন অদ্ভুত নাম বাবলু জানে না। অবশ্য দেখতে সে মোটেও চিকার মতো নয়, বেশ দশাসই শরীরের এক যুবক।

চিকা, পান্না আর মোল্লা ভায়ের সাথে যে ক্যাডার ছেলেটা গেছে সেই শামীমের কাছে অস্ত্র আছে। বাবলুকে অস্ত্র বহন করার অনুমতি দেয়া হয় নি এখন পর্যন্ত। কিন্তু সবার অগোচরে নিজের পিস্তলটা সব সময় নিজের কাছেই রাখে সে। পান্নাসহ বাকিরা এটা জানে না।

তো বাবলু মাইক্রোর ভেতরে কিছুক্ষণ থাকার পর বেরিয়ে এলো। গ্রীষ্মকালের ভ্যাপ্‌সা আবহাওয়া। বেশ গরম পড়েছে আজ। পান্না আর চিকা গাড়ি থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। সিগারেট খাচ্ছে আর নীচুস্বরে কথা বলছে তারা। বাবলুকে গাড়ি থেকে বের হতে দেখে পান্না তাকে ইশারায় কাছে ডাকলো।

"কিরে, গাড়ি থিকা বাইর হইছোস ক্যান?" বললো সে।

দলের মধ্যে একমাত্র পান্নাই বাবলুকে তুই-তোকারি করে, আর কারোর

www.BanglaBook.org

এ কাজ করার সাহস হয় না। সবাই জানে ভায়ের খুব স্নেহভাজন সে

"ভেতরে অনেক গরম," শান্তকণ্ঠে বললো বাবলু।

"গাড়ির ভিতরে থাক। ড্রাইভাররে ক এসি চালু করতে। আমরা একটু আইতাছি।"

"কোথায় যান?"

বাবলুর এ প্রশ্ন শুনে পান্না আর চিকা কটমট চোখে তাকালো একসঙ্গে। ভায়ের লাই পেয়ে পেয়ে মাথায় উঠেছে এই ছেলেটা। কতো বড় আস্পর্ধা? তাদেরকে প্রশ্ন করে!

"কথাবার্তা হুঁশ কইরা কইবি," রেগে বললো পান্না। "তোর মতো পোলাপানরে আমি ট্যাক্স দিয়া চলি না। গাড়ির ভিতরে যা! আমরা ফিরা না আসা পর্যন্ত বাইর হইবি না।" শেষ কথাটা বেশ ধমকের সাথে বললো সে।

বাবলু চুপ মেরে শুনে গেলো তার কথা। দেখতে পেলো পান্না আর চিকা চলে যাচ্ছে। মাইক্রোর কাছে ফিরে এলে ড্রাইভার আবুল তাকে কাছে ডাকলো।

"মন খারাপ কইরো না, ভাই, আহো, এসি ছাইড়া দিতাছি। দুইজনে মিলা গান হুনি।"

এসিটা ছেড়ে দিয়ে গাড়ির ক্যাসেটপ্লেয়ারে হিন্দি সিনেমার গান চালু করে দিলো। আবুল। বাবলু চুপচাপ মাইক্রোর গায়ে হেলান দিয়ে চেয়ে রইলো চিকা আর পান্নার দিকে। তারা এখনও দৃষ্টিসীমার মধ্যে আছে। চাপাস্বরে কথা বলতে বলতে চলে যাচ্ছে।

একটু পরই দোতলা থেকে নেমে এলো আরেক বডিগার্ড শামীম।

"শামীম ভাই নীচে নামলো কেন?" বাবলু জানতে চাইলো ড্রাইভারের কাছে।

"ও," হিন্দি গানের সাথে তাল ঠুকতে ঠুকতে শামীমকে দেখে নিলো সে। "ভায়ে মনে হয় পান খাইবো। এইহানে খুব ভালা খিলিপান পাওয়া যায়।"

বাবলু দোতলা মার্কেটের বাম দিকে তাকালো। ওখানে একটা পানের দোকান আছে কিন্তু শামীম সোজা চলে গেলো পান্না আর চিকা যেদিকে গেছে সেদিকে।

বাবলুর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠলো। তার মনে হলো কিছু একটা হতে যাচ্ছে। খারাপ কিছু। মাইক্রোর গায়ে হেলান দিয়ে যখন এসব ভাবছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তখনই দেখতে পেলো সাদা রঙের আরেকটি মাইক্রো এসে থামলো মার্কেটের নীচে।

ওটা থেকে বেরিয়ে এলো তিন যুবক। একজন গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে মাথা নেড়ে বাকি দু'জনকে ইশারা করতেই তারা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে শুরু করলো।

ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো বাবলু। আন্ডারওয়ার্ল্ডে থেকে এ কয়দিনে সে বুঝে গেছে কার কোমরে অস্ত্র আছে আর কার সাথে নেই।

এইমাত্র গাড়ি থেকে যে তিনজন নেমেছে তাদের প্রত্যেকের কোমরেই অস্ত্র আছে! বাবলু একদম নিশ্চিত।

দ্রুত তার মাথাটা খেলে গেলো। বুঝতে পারলো কি হতে যাচ্ছে। কোমর থেকে পিস্তলটা বের করে দৌড়ে গেলো সাদা রঙের মাইক্রোবাসটার কাছে। গাড়ির কাছে যে যুবক দাঁড়িয়ে আছে তার দৃষ্টি দোতলার দিকে ছিলো, কিছু একটা টের পেয়ে পাশ ফিরে দেখতে পেলো পিস্তল হাতে ছুটে আসছে বাবলু। সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে পিস্তল বের করতে উদ্যত হলো সে কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। বাবলুর প্রথম গুলিটা তাকে ছিটকে ফেলে দিলো মাটিতে।

গুলির আওয়াজে কেঁপে উঠলো চারপাশ। লোকজনের দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেলো।

এতোক্ষণে দোতলায় উঠে গেছে ঐ দুই যুবক। ওরা রেলিংয়ের সামনে এসে নীচে তাকাতেই দেখতে পেলো বাবলুকে। এরকম পরিস্থিতির জন্য একদম প্রস্তুত ছিলো না তারা। ঝটপট কোমর থেকে পিস্তল বের করে গুলি চালানোর আগেই নীচ থেকে পর পর দুটো গুলি করলো বাবলু। তার মধ্যে কোনো ভয়-ডর নেই। সাদা রঙের মাইক্রোবাসটার আড়ালে কভার নিয়েছে সে।

দোতলা থেকে দুই যুবক পাল্টা গুলি ছুঁড়তে শুরু করলে পুরো এলাকাটি রণক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেলো চোখের নিমেষে।

গ্রিলের রেলিং কভার হিসেবে খুব একটা সুবিধা দিতে পারলো না। বাবলুর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গুলি দুটো ব্যর্থ হলেও চতুর্থ আর পঞ্চম গুলিতে ঘায়েল হলো ঐ দুই যুবক। একজনের কাঁধে আর অন্যজনের পেটে গুলি লেগেছে। মারাত্মক আহত তারা। পাল্টা গুলি করা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হলো না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাইক্রোর আড়াল থেকে এটা দেখতে পেয়ে এক দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এলো সে।

আহত যুবকেরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাবলু তাদেরকে গুলি করে বসলো আবার। এবার খুব কাছ থেকে।

অস্ত্রধারী দুই যুবক নিস্তেজ হবার আগ পর্যন্ত তাদের দিকে পিস্তল তাক করে রাখলো। তারপরই কিছু একটা টের পেয়ে চমকে উঠে প্যাসেজওয়ের বাম দিকে তাকালো সে।

এক গালে শেভিংক্রিম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাসান মোল্লা। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে বাবলুর দিকে। পুরোপুরি হতভম্ব।

"বাবলু!" মোল্লা ভায়ের মুখ দিয়ে কথাটা বের হয়ে গেলো।

"জলদি নীচে আসেন," তাড়া দিলো সে।

"পান্না আর চিকা—"

মোল্লা ভায়ের কথাটা শেষ হবার আগেই শান্তকণ্ঠে বললো, "বেঈমানি করেছে, ভাই।"

"কি!" বললো হাসান মোল্লা। তার যেনো বিশ্বাসই হতে চাইছে না।

"জলদি আসেন!" আবারও তাড়া দিলো সে।

বাবলু আর মোল্লা ভাই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসতেই দেখতে পেলো দূর থেকে চিকা, পান্না আর শামীম দৌড়ে আসছে তাদের দিকে। সবার হাতেই অস্ত্র। ওদেরকে দেখে মোল্লা থমকে দাঁড়ালো। এখনও তার বিশ্বাস হচ্ছে না দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ লোকগুলো তার সাথে বেঈমানি করেছে। বেঈমানিই যদি করবে তাহলে গোলাগুলির শব্দ শুনে ওরা ছুটে আসছে কেন?

বাবলু অধৈর্য হয়ে তাড়া দিলো, "ভাই! ওরা আপনার সাথে বেঈমানি করেছে!"

মাথা দোলালো হাসান মোল্লা। না। বাবলু নিশ্চয় ভুল বুঝছে ওদের।

"ভাই!" বাবলুর চিৎকারটার সঙ্গি হলো দু' দুটো গুলির শব্দ। দুটোই অল্পের জন্য ব্যর্থ হয়েছে।

এবার আর মোল্লার বুঝতে বাকি রইলো না। তার নিজের লোকজন তার সাথে আসলেই বেঈমানি করেছে। প্রতিপক্ষের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে তারা। কিন্তু হাসান মোল্লা বেঁচে যাওয়াতে পরিস্থিতি বদলে গেছে। তাই নিজেরাই খুন করতে নেমে পড়েছে এখন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মার্কেটের নীচে মোল্লা ভাই আর বাবলু পুরোপুরি অরক্ষিত এখন। তাদের দিকে অস্ত্র হাতে ছুটে আসছে পান্না, চিকা আর শামীম। তারা আবারো গুলি চালালো।

মোল্লা ভাইকে আড়ালে করে সামনে এসে গুলি করতে শুরু করলো বাবলু। পান্নাদের গুলি যদি নিশানা খুঁজে পায় তাহলে তার বুক ঝাঁঝড়া হয়ে যাবে।

বাবলু পর পর আরো দুটো গুলি চালালে পান্না, চিকা আর শামীম কাছের একটি ট্রাকের আড়ালে চলে গেলো। সেখান থেকে পাল্টা গুলি চালালো তারা। এখন তাদের মধ্যেকার দূরত্ব বেশ কম। মোল্লা ভাই কী করবে বুঝতে পারলো না। গুলি দুটো যেনো তার কানের পাশ দিয়ে চলে গেলো।

ঠিক এমন সময় তাদের মাইক্রোবাসটা ঝড়ের গতিতে চলে এলো বাবলু আর মোল্লা ভায়ের সামনে। আচমকা ব্রেক করাতে টায়ার আর মাটির ঘর্ষণ হলো। ক্ষণিকের জন্য পান্না, চিকা আর শামীমের বুলেট আড়াল করতে পারলো গাড়িটা।

বাবলু একটানে মাইক্রোর সাইড ডোরটা খুলে মোল্লা ভাইকে নিয়ে উঠে পড়লো। আন্ডারওয়ার্ল্ডের গডফাদার মাথা নীচু করে সিটের উপর পড়ে থাকলেও বাবলু জানালা দিয়ে পিস্তল বের করে শেষ দুটো গুলি ছুঁড়লো অস্ত্রধারীদের লক্ষ্য করে। ড্রাইভার আবুল দেরি করলো না, পূর্ণ গতিতে ছুটে চললো।

পান্না, চিকা আর শামীম মাইক্রোবাসটা লক্ষ্য করে অনেকগুলো গুলি চালালেও কোনো লাভ হলো না। আবুলের কৃতিত্বে খুব দ্রুত সটকে পড়তে পারলো তারা।

মাইক্রোটা যখন ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেলো তখন জানালা দিয়ে পান্না, চিকা আর শামীমকে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো বাবলু।

তারা বুঝে গেছে হাসান মোল্লা প্রাণে বেঁচে যাওয়া মানে তাদের মুখোশ খুলে গেছে। তার মতো লোকের সাথে বেঈমানি করার শাস্তি কি হতে পারে সেটা তাদের চেয়ে বেশি কেউ জানে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"এ তো দেখি সিনেমার গল্প।"

জেফরি বেগের কথায় বাঁকা হাসি দিলো বাবলু। "সিনেমায় যা দেখানো হয় তারচেয়ে বাস্তব আরো বেশি কঠিন।"

"এরপর ওদের কি হলো?" জিজ্ঞেস করলো হোমিসাইডের চিফ ইনভেস্টিগেটর।

"পান্নাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। সে হয়তো বিদেশে চলে গেছিলো।"

"আর বাকি দু'জন?"

"শামীম এক সপ্তাহের মাথায় খুন হয়ে যায়। চিকা খুন হয় আরো একমাস পর।"

"কাজটা কি তুমি করেছিলে?"

বাঁকা হাসি হাসলো সে। "আপনি এখনও সিনেমার মতো করে ভাবছেন, মিঃ বেগ। এসব কাজ করার জন্য ওখানে আরো অনেক লোকজন ছিলো।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি। "তা হয়তো ছিলো, কিন্তু তুমি তো দারুণ পারফর্মেন্স দেখিয়েছো..."

স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললো বাবলু, "আন্ডারওয়ার্ল্ড নিয়ে কথা বলতে আর ইচ্ছে করছে না।"

জামান ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো তার দিকে। এই খুনির আস্পর্ধা তো কম নয়! ধরা পড়ে সে এখন বন্দী, ইন্টেরোগেশন রুমে আছে অথচ ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে তার খেয়াল-খুশিমতোই সব চলবে।

জেফরি বেগ অবশ্য চাপাচাপি করলো না। প্রসঙ্গ পাল্টে ফেললো সে। "ওখানে কতোদিন ছিলে?"

"ঠিক করে বলতে পারবো না। তবে পাঁচ-ছয় বছর তো হবেই।"

"এই সময়টাতে আর মেঘলার সাথে তোমার দেখা হয় নি?"

একটু উদাস হয়ে বললো বাবলু, "ঐ ঘটনার তিন-চার বছর পর একবার খুব অল্প সময়ের জন্য আমাদের দেখা হয়েছিলো।"

"এই তিন-চার বছরে তোমাদের মধ্যে আর দেখা হয় নি?"

"না।"

"আশ্চর্য, তোমরা তো একই শহরে থাকতে, নাকি?"

"হ্যা," কথাটা বলে চেয়ারে হেলান দিলো সে। "একই শহরে থাকতাম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু ইচ্ছে করেই তার সাথে যোগাযোগ রাখি নি। কারণ আমার জীবনটা ততোদিনে পুরোপুরি বদলে গেছিলো।"

"তোমাদের দেখা হলো কোথায়?"

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।"

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে?"

"আমি জানতাম না মেঘলা ওখানে পড়ে।"

"ওখানে তুমি কি করতে গেছিলে?" জেফরি বেগ আরো কৌতুহলী হয়ে উঠলো।

যেনো একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার ভেতর থেকে। "একটা কাজে..."

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৬

মোল্লা ভায়ের জীবন বাঁচানোর পর বাবলুর অবস্থান দ্রুত পাল্টে গেছে। সে হয়ে উঠেছে ভায়ের সবচাইতে ঘনিষ্ঠ লোক। আন্ডারওয়ার্ল্ডের গডফাদার নিজের ছেলের মতো তাকে স্নেহ করে। কোনো রকম খুনখারাবির কাজ তাকে দিয়ে করায় না।

দলের সবাই তাকে অন্য চোখে দেখে এখন। এই ঘটনার পর থেকে মোল্লা ভাই তাকে নিজের বাড়ির চিলেকোঠায় এনে রেখেছে। এর আগে অন্য কিছু ছেলের সাথে একটা বাড়িতে থাকতো সে।

বাবলুর বিরুদ্ধে যে মামলাটা ছিলো সেটা রাজনৈতিক মামলা দেখিয়ে তুলে নেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে মোল্লা ভাই। সরকার দলের বিশাল বড় এক নেতার সাথে তার দহরম-মহরম সম্পর্ক। তার মাধ্যমেই কাজটা করা হয়েছে।

এখন পুরোপুরি মুক্ত বাবলু। এ শহরের যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতে পারে। আর একজন বিশ্বস্ত লোক হিসেবে ভায়ের সবচেয়ে গোপন কাজগুলো সে-ই করে। যেমন আজকের কাজটা।

গতকাল রাতে ঘুমাতে যাবার আগে মোল্লা ভাই তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলো। একটা সহজ অথচ জরুরি কাজ করতে হবে তাকে-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রনেতাকে দুটো পিস্তল দিয়ে আসতে হবে। কাজটা করার জন্য অনেক ছেলেপেলেই আছে দলে কিন্তু মোল্লা ভাই চায় নি অন্য কেউ কাজটা করুক। তাই বাবলুকে পাঠিয়েছে। কারণটা সে অবশ্য ধরতে পেরেছে-মোল্লা ভাই যে ঐ ছাত্র নেতাকে তলে তলে সাহায্য করছে এ খবরটা যেনো বাইরে চাউড় না হয়। বিশেষ করে সরকারী দল যেনো সেটা না জানে। সেজন্যে নিজের সবচাইতে বিশ্বস্ত লোকটিকেই পাঠাতে চাইছে।

কথামতো গুলিভর্তি দুটো পিস্তল নিয়ে সকাল সকাল চলে এসেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফুলার রোডের বৃটিশ কাউন্সিলের উল্টো দিকে একটি নিরিবিলি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সে। এখানেই ঐ ছাত্রনেতার হাতে দুটো

www.BanglaBook.org

জিনিস দিয়ে ফিরে যাবে।

দশ-পনেরো মিনিট অপেক্ষা করার পরই একটি মোটরসাইকেলে করে দু'জন চলে এলো তার কাছে। পেছনে বসা যুবক তার উদ্দেশ্যে শুধু বললো, "মোল্লা ভায়ের লোক?"

বাবলু মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"দেন।"

"এখানে?" একটু অবাক হলো সে। রাস্তাটা যদিও নির্জন কিন্তু অস্ত্রের হাতবদলের জন্য মোটেও উপযুক্ত জায়গা নয়।

"সমস্যা নাই," আশ্বস্ত করলো ছাত্রনেতা।

বাবলু কোমর থেকে দুটো পিস্তল বের করে নেতার হাতে তুলে দিতেই ঝটপট দুটো জিনিস নিজের কোমরে গুঁজে নিলো।

"মোল্লা ভাইরে আমার সালাম দিয়েন," বললো নেতা। তারপরই মোটরসাইকেলটা সাই করে চলে গেলো।

আশেপাশে তাকালো বাবলু। রাস্তার উল্টো দিকে বৃটিশ কাউন্সিলের সামনে একটা খালি রিক্সা দেখতে পেলো। রাস্তাটা পার হতে গেলো সে। বাবলু যখন রাস্তার মাঝখানে ঠিক তখনই বৃটিশ কাউন্সিল থেকে বেরিয়ে এলো এক তরুণী। তার হাতে দু' তিনটে বই।

রাস্তার মাঝখানেই থমকে গেলো বাবলু।

মেয়েটা তড়িঘড়ি করে রিক্সার কাছে আসতেই বাবলুকে দেখতে পেলো। দেখামাত্র সেও থমকে দাঁড়ালো। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলো তার দিকে।

বাবলু টের পেলো তার বুকটা হু হু করে উঠছে।

আজ দু'তিন বছর পর মেঘলার সাথে তার দেখা হয়ে গেলো!

মেঘলা শুধু অস্ফুটস্বরে বলতে পারলো, "বাবলু!"

আজ এতোদিন পর মেঘলাকে দেখে তার ভালো লাগলেও মুখোমুখি হতেই একটা অস্বস্তিও জেঁকে বসলো তার মধ্যে।

তারা দু'জন ফুলার রোডের নিরিবিলি ফুটপাতে বসলো। আজ অনেক দিন পর মেঘলার শরীরের ঘ্রাণ টের পেলো সে। এ কয় বছরে অনেক কিছুই বদলে গেছে কিন্তু মেঘলার ঘ্রাণ আগের মতোই আছে। বুক ভরে মেঘলার ঘ্রাণ নিলো সে।

বাবলু তার জীবনের সে-সব সত্য কথা বলতে শুরু করলো যা মেঘলা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিংবা কলেজের বন্ধুরা জানতো না। তারা জানতো ভিন্ন একটি গল্প। সেটা একান্তই বাবলুর নিজের তৈরি।

বুইন্যা বাবুল। বস্তির জীবন। শিশু নিপীড়ককে খুন...সব কিছুই বলে দিলো। নিজের অতীত যতোই খারাপ হোক সেটা একান্তই নিজের। জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। একটা সুস্থ জীবনের জন্য এসব ভুলে থাকতে চেয়েছিলো কিন্তু নিয়তি তাকে টেনে নিয়ে এসেছে অন্যখানে। এখন কোনো কিছু লুকানোর দরকার নেই। সে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে অনেক আগে।

সব শোনার পর মাথা নীচু করে চুপচাপ বসে রইলো মেঘলা। অনেকক্ষণ তারা দু'জনে কোনো কথা বললো না।

"এতোদিন তুমি ঢাকা শহরেই ছিলে! অথচ একবারও আমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করো নি," অনেকক্ষণ পর মুখ খুললো মেঘলা। যেনো এইমাত্র শোনা গল্পটা ভুলে যেতে চাইছে সে।

বাবলু চুপ মেরে রইলো, এ প্রশ্নের কোনো জবাব খুঁজে পেলো না।

"প্রতিদিন আমি অপেক্ষায় থাকতাম তুমি বুঝি আসবে। পত্রপত্রিকা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তাম কোথাও তোমার খবর আছে কিনা দেখার জন্য। এক পর্যায়ে ভেবেছি তুমি বোধহয় বিদেশ চলে গেছো। কিংবা..."

"মারা গেছি?" আস্তে করে বললো বাবলু।

"মিথ্যে বলবো না, কিন্তু বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও অনেক সময় এটা আমার মনে হয়েছে।"

মেঘলার দিকে চেয়ে রইলো একদৃষ্টিতে। "তুমি আরো বেশি সুন্দর হয়েছো।"

মেঘলার মুখটা আরক্তিম হয়ে উঠলো। "আর তোমাকে দেখে চেনাই যায় না। তুমি অনেক বদলে গেছো, বাবলু।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "হুম। অনেক বদলে গেছি।"

"আমাকে দেখতে ইচ্ছে করতো না?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো সে, "করতো। অনেক ইচ্ছে করতো।"

মেঘলা তার একটা হাত ধরলো। মেয়েটার স্পর্শ বাবলুকে কাঁপিয়ে দিলো ক্ষণিকের জন্য। কেমন জানি অবশ করা অনুভূতিতে আক্রান্ত হলো সে।

"আমি তোমাকে এখনও ভালোবাসি। তুমি এতোক্ষণ যা বললে তা যদি সত্যি হয়ে থাকে তারপরও আমি এ নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথাগুলো বাবলুর কানে ঢুকলো না, যেনো সরাসরি বিদ্ধ হলো তার হৃদপিণ্ডে। সব কিছু জানার পরও মেয়েটা এ কথা কিভাবে বলছে! মেঘলাকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাবার অদ্ভুত একটি ইচ্ছে জেগে উঠলো তার মধ্যে।

"আমারও খুব লোভ হয় তোমার ভালোবাসা পেতে," অন্য দিকে তাকিয়ে কথাটা বললো সে। মেঘলার চোখের দিকে তাকাতে পারছে না এখন। "তোমার সাথে এ শহরে রিক্সায় করে ঘুরে বেড়াতে...তোমার কাছাকাছি থাকতে...বিশ্বাস করো, প্রচন্ড লোভ হয়। কিন্তু আমি তো তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি! তোমার জীবনটা নষ্ট করি কিভাবে, বলো?" মাথা দোলালো বাবলু। "এটা আমি করতে পারি না।"

মেঘলা তার হাতটা শক্ত করে ধরলো। "তাহলে ফিরে আসো?"

মাথা দোলালো আবার। "সম্ভব না।"

"চেষ্টা করলেও কি এই পথ থেকে ফিরে আসতে পারবে না?" আকুতি নিয়ে বললো মেয়েটা।

বাবলু কোনো জবাব দিলো না। সে বুঝতে পারছে তার অতীত জীবনের কথা শুনে মেঘলার মধ্যে প্রচণ্ড সহানুভূতি তৈরি হয়েছে। অথচ সে আশা করেছিলো একেবারেই উল্টো কিছু।

"আর কারোর জন্য না হোক, আমার জন্য এটা করতে পারবে না?" বাবলুর মুখটা ধরে তার দিকে ফেরালো সে।

দু'চোখ বন্ধ করে গভীর নিঃশ্বাস নিলো। "যদি পারতাম তাহলে অনেক আগেই করতাম," অবশেষে বললো। "বিশ্বাস করো, শুধু তোমার জন্যেই করতাম!"

মেঘলার চোখদুটো ছলছল করে উঠলো। "তাহলে এখন করো!" আকুল হয়ে বললো সে।

বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো বাবলুর ঠোঁটে। "দেরি হয়ে গেছে, মেঘ। অনেক দেরি হয়ে গেছে।"

মেঘলা তার জামার হাতা শক্ত করে ধরে রাখলো। তার চোখে অশ্রু।

"আমি কী করে তোমার জীবনটা নিয়ে জুয়াখেলা খেলবো!"

মেঘলা কিছু বলতে পারলো না। শুধু অশ্রুপাত করে চললো। বাস্তবতা সেও বোঝে। কিন্তু তার মন মানতে চাইছে না।

"আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেঘলার কান্নাভেজা কথাটা শুনে বাবলুর চোখও ছলছল করে উঠলো।

"আমার ভাগ্য, তোমার মতো একজন আমাকে ভালোবাসে।" একটু চুপ থেকে আবার বললো, "আমিও তোমাকে ভালোবাসি...আর সেজন্যে তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে আমাকে।"

নিঃশব্দে কেঁদে চললো মেয়েটি।

"তুমি বিয়ে করবে, তোমার ফুটফুটে একটা বাচ্চা হবে...সুন্দর একটা সংসার হবে..."

"চুপ করো!" মেঘলা আর সহ্য করতে পারলো না।

"আমি হয়তো তখন অন্য কোথাও থাকবো...অনেক দূর...কিন্তু এটা জেনে সুখি হবো, তুমি ভালো আছো।"

"না, না..." তার কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে শুরু করলো সে। "তুমি কোথাও যাবে না। কোথাও না!"

ইন্টেরোগেশন রুমের থমথমে পরিবেশে জেফরি বেগের চাপা দীর্ঘশ্বাসটিও বেশ জোরে শোনালো।

"এরপর মেঘলার সাথে আর দেখা হয় নি?" জিজ্ঞেস করলো ইনভেস্টিগেটর।

তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকালো বাবলু। "না।"

"তাই?"

"হ্যা।" জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করলো সে।

জেফরি বেগ কপালের এক পাশটা চুলকে বললো, "আমার অবশ্য তা মনে হচ্ছে না। একই শহরে ভালোবাসার মানুষটি থাকবে অথচ দেখা হবে না..." মাথা দোলালো সে, "খুব কঠিন।"

বাবলু কোনো জবাব দিলো না।

"এবার বলো, যে লোক তোমার ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, সেই লোকের সাথে কি তোমার আর কখনও দেখা হয় নি?"

"হয়েছিলো। অনেক দিন পর।"

"কে দেখা করেছিলো? তুমি নাকি ঐ ভদ্রলোক?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমি।"

"ভদ্রলোক তোমাকে দেখে কী বললেন?"

"খুব বেশি কিছু বলতে পারেন নি।"

"কেন?"

"বলার মতো অবস্থা ছিলো না উনার!"

"মানে?" জেফরি বেগ বুঝতে পারলো না।

"আমি তখন আন্ডারওয়ার্ল্ড ছেড়ে একা একা কাজ করতে শুরু করেছি—"

কথার মাঝখানে বলে উঠলো জামান, "ইউ মিন, প্রফেশনাল কিলার?"

জামানের দিকে তাকিয়ে জেফরির দিকে ফিরে বললো বাবলু, "হ্যা।" মুক্ত হাতটা দিয়ে মাথার চুল ব্রাশ করে নিলো সে। "একদিন পত্রিকা পড়ে জানতে পারলাম উনি গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে আছেন। অবস্থা খুব খারাপ।"

জেফরি বেগ নড়েচড়ে বসলো। "ওই ভদ্রলোককে কারা গুলি করেছিলো?"

"পত্রিকাগুলোর রিপোর্টে সন্দেহ করা হয়েছিলো উনার এক ব্যবসায়িক পার্টনারের কাজ এটা। তাদের সন্দেহ অবশ্য ভুল ছিলো না।"

"তুমি তখন হাসপাতালে গিয়ে উনার সাথে দেখা করলে?"

"হ্যা।"

"উনি জানতেন তুমি একজন প্রফেশনাল খুনি হয়ে উঠেছো?"

"মনে হয় জানতেন।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৭

পত্রিকায় খবরটা পড়ার পর থেকে অস্থির হয়ে উঠেছে বাবলু। সকাল থেকে এই অস্থিরতা। অবশেষে ঠিক করলো হাসপাতালে যাবে। দেখা করবে তার সাথে। সে জানে হাসপাতালে গেলেই দেখা করা যাবে না। আততায়ীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে যখন সেখানে অবশ্যই পুলিশি প্রহরা থাকবে। তারপরও নিজের আত্মবিশ্বাসের উপর ভর করে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো সে। হাসপাতালে যাবার আগে অন্য একটা জায়গায় গেলো। তাকে কিছু প্রস্তুতি নিতে হবে।

এক ঘণ্টা পর বাবলু হাসপাতালে ঢুকতেই সালাম পেতে শুরু করলো। এটা শুরু হলো মেইন গেট থেকে।

ডাক্তারের অ্যাপ্রোন আর গলায় স্টেথিস্কোপ। বাবলু এখন এই প্রাইভেট হাসপাতালের একজন ডাক্তার। চোখে যে চশমাটা আছে সেটার কাঁচের কোনো পাওয়ার নেই। তবে তাকে খুব মানিয়েছে। মাথার চুল পরিপাটি করে আচড়ানো। তাকে দেখে কিছু নার্সও সালাম দিলো।

করিডোর দিয়ে হাটতে হাটতে বাবলুর মনে হলো হাসপাতালে ঢোকার চেয়ে সহজ কাজ আর নেই। তুমি শুধু ডাক্তার হয়ে যাবে। ব্যস! হাসপাতালের দরজা খুলে যাবে তোমার জন্য।

অমূল্য বাবু কতো নাম্বার কেবিনে আছে সেটা খুঁজে বের করতে বেগ পেতে হলো না। যদিও হাসপাতালের পেশেন্টদের তালিকায় ভদ্রলোকের নাম নেই। বাবলু ধরেই নিয়েছে কোনো লাক্সারি কেবিনে থাকবে গুলিবিদ্ধ এই রোগি। চারতলায় অনেকগুলো কেবিন আছে। কয়েকটা কেবিনের সামনে দিয়ে ধীরপায়ে হেটে গেলো। শেষমাথার একটি কেবিনের সামনে পুলিশের এক কনস্টেবলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুঝে গেলো সে। বেশ রাশভারি মেজাজে ঐ কনস্টেবলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

অল্পবয়সী এক যুবক। সদ্য পুলিশে ঢুকেছে। তাকে আর কিছু করতে হলো না কারণ একটা টুলের উপর বসে ঝিমুচ্ছে সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুচকি হেসে সোজা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লো বাবলু। তার কাজটা একেবারে সহজ হয়ে গেলো।

ভেতরে ঢুকেই দেখতে পেলো বেডে শুয়ে আছে বাবু। হাতে সেলাইনের নিডল। একেবারে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। এমনিতেই ভদ্রলোক হালকা পাতলা, তার উপর প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে আরো রোগা হয়ে গেছে।

নিঃশব্দে বেডের কাছে এগিয়ে গেলো বাবলু।

বেঘোরে ঘুমাচ্ছে মৌনব্রত পালনকারী ভদ্রলোক।

বেডের পাশে একটা চেয়ার দেখতে পেলো সে। চুপচাপ সেই চেয়ারে বসে পড়লো। কী করবে বুঝতে পারলো না। তার কাছে মনে হলো নিথর অমূল্য বাবু যেনো শান্তিতে ঘুমাচ্ছে। কিন্তু সত্যি বলতে ভদ্রলোকের শারীরিক অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। পত্রিকার ভাষ্যমতো, মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে।

প্রায় দশ-পনেরো মিনিট পেরিয়ে যাবার পরও অমূল্য বাবুর কোনো সাড়া-শব্দ পেলো না। উঠে দাঁড়ালো বাবলু। এভাবে এখানে বসে থাকার কোনো মানে হয় না।

দরজার দিকে পা বাড়াতেই শুনতে পেলো অস্ফুট স্বরে কেউ তাকে ডাকছে। প্রথমে ভাবলো এটা তার মনের ভুল। কিন্তু বেডের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলো বাবু চোখ খোলার চেষ্টা করছে। ঠোঁট দুটোও একটু নড়ছে যেনো।

তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়লো সে। অমূল্য বাবু তাকে কিছু বলতে চাচ্ছে।

"বাবলু!" একেবারে দুর্বল কণ্ঠে বললো ভদ্রলোক।

তার একটা হাত ধরলো ভদ্রলোক। "কেমন আছো?"

খুব অবাক হলো সে। "ভালো আছি।" শুধু এটুকুই বলতে পারলো।

কথাটা শুনে মুচকি হাসলো বাবু, তারপরই চোখ বন্ধ করে ফেললো। আবার।

আস্তে করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো বাবলু। ছোট্ট শিশুর মতো আবার ঘুমিয়ে পড়লো অমূল্য বাবু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"উনি কী করে বুঝলেন তুমি এসেছো?"

জেফরি বেগের এ প্রশ্নে ঠোঁট উল্টালো বাবলু। "জানি না। তবে ভদ্রলোক অনেক অদ্ভুত। রহস্যময়ও বলতে পারেন।"

"হুম, তাই তো মনে হচ্ছে," কথাটা বলেই পাশে বসা জামানের দিকে তাকালো জেফরি। ছেলেটা অধৈর্য হয়ে উঠেছে। এই খুনির কনফেশন শুনতে তার একটুও ভালো লাগছে না। পুরো ব্যাপারটাই তার কাছে অহেতুক বলে মনে হচ্ছে।

জেফরি আবার ফিরলো সামনে বসা খুনির দিকে। "তারপর কি করলে?"

"হাসপাতাল থেকে চলে আসার দুদিন পর উনার এক ব্যবসায়িক পার্টনার অজ্ঞাত সন্ত্রাসীর গুলিতে খুন হয়ে যায়!" কথাটা বলে বাঁকা হাসি হাসলো সে।

মাথা দোলালো ইনভেস্টিগেটর। "কাজটা তুমিই করেছিলে।"

এই প্রশ্নের কোনো জবাব দিলো না বাবলু, শুধু নিঃশব্দে হাসলো।

জেফরি বেগও আর চাপাচাপি করলো না। "উনি কি পুরোপুরি সুস্থ হতে পেরেছিলেন? আই মিন, রিকভার করতে পেরেছিলেন?"

"হ্যা। খুব দ্রুত। এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে উনি সুস্থ হয়ে ওঠেন।"

"সুস্থ হবার পর তুমি উনার সাথে দেখা করো নি?"

"করেছি।"

"উনি বুঝতে পেরেছিলেন তুমি তার ব্যবসায়িক পার্টনারকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিয়েছো?"

"অবশ্যই। উনার মতো বুদ্ধিমান মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি।"

"ব্যাপারটা উনি কিভাবে নিয়েছিলেন?"

"এ নিয়ে আমাকে কোনো দিন কোনো প্রশ্ন করেন নি। আমার কাজে খুশি হয়েছিলেন নাকি হন নি সেটা বুঝতে পারি নি।" একটু থেমে আবার বললো, "তবে সুস্থ হবার পর এক বিকেলে আমি তার সাথে দেখা করতে গেলে উনি অনেক কথা বলেছিলেন আমাকে। তার মধ্যে একটা কথা হয়তো ছিলো আমাকে ইঙ্গিত করে।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো জেফরি।

"উনি বলেছিলেন, মানুষ নিয়তির দাস নয়। তবে প্রত্যেকের জন্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনেকগুলো নিয়তি বরাদ্দ থাকে। কেউ জেনেবুঝে বেছে নেয়, কেউ বেছে নেয় না বুঝে।"

জেফরি বেগ চুপ মেরে রইলো কিছুক্ষণ।

একটা হাই তুললো বাবলু। "উনার মতে আমি না বুঝেই আমার নিয়তি বেছে নিয়েছি।"

"আমি অবশ্য নিয়তিতে বিশ্বাস করি না," বললো জেফরি। "আমি বিশ্বাস করি মানুষ তথাকথিত নিয়তি ভেঙে গুড়িয়ে দিতে পারে। নিজের নিয়তি নিজেই সৃষ্টি করতে পারে।"

বাবলু স্থিরচোখে চেয়ে রইলো। "সৃষ্টি করতে পারে না...বেছে নিতে পারে।"

জেফরি আর এ নিয়ে কিছু বললো না। "ঐ ঘটনার পর থেকে ভদ্রলোকের সাথে নিশ্চয় তোমার নিয়মিত যোগাযোগ হতো?" প্রসঙ্গ পাল্টে ফেললো হোমিসাইডের চিফ ইনভেস্টিগেটর।

মুচকি হেসে বললো সে, "আপনি বেশ বুদ্ধিমান, মিঃ বেগ," একটু থেমে আবার বললো, "আপনার কৌতুহল আরেকটু বাড়িয়ে দিচ্ছি।" একটু সামনের দিকে ঝুঁকে এলো। "উনার সাথে আমার এখনও যোগাযোগ আছে। আর উনি যখন জানবেন আমি ধরা পড়ে গেছি তখন যেভাবেই হোক আমাকে জেল থেকে বের করে আনবেন। উনার ক্ষমতা সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণাই নেই।"

ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো জেফরি বেগ। তারপর হেসে বললো, "মনে হচ্ছে এবার তার ক্ষমতা সম্পর্কে শুধু ধারণাই পাবো না, লোকটি কে সেটাও জানতে পারবো।"

বাবলু আবারও হাসলো। "আপনি কখনই সেটা জানতে পারবেন না।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৮

টেলিফোনটা পাবার পর থেকেই ভেবে যাচ্ছে সে। কিছু একটা ঘটেছে কিন্তু সেটা কি বুঝতে পারছে না। এরকম পরিস্থিতি তার কাছে একদম অসহ্য লাগে, তাই ব'লে অন্য সবার মতো অস্থির হয়ে ওঠা তার স্বভাব নয়। জীবন থেকে যদি কোনো সত্যিকারের শিক্ষা নিয়ে থাকে তাহলে সে জানে ধৈর্য ধারণ আর ধীরস্থির থাকার কোনো বিকল্প নেই।

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লে কিংবা অনিবার্য মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালেও সে এরকমই ধীরস্থির থাকবে।

কিন্তু সেও মানুষ, আর সবার মতো তারও আবেগ, ক্রোধ আর রিপুর তাড়না রয়েছে। সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। বরাবর তাই করে এসেছে। ঠিক এখন যেমন করছে।

অন্ধকার ঘরে একা বসে আছে আর গভীর করে দম নিচ্ছে। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করার মধ্য দিয়ে মানুষ যে কতো অসাধ্য সাধন করতে পারে সেটা প্রাচীণকাল থেকেই ভারতীয় সন্ন্যাসীরা জানতো। এটা শরীর এবং মনের উপর খুব দ্রুত আর কার্যকরী প্রভাব ফেলে।

আজ সকালে ম্যানেজার ভদ্রলোক যখন ফোন করে জানালো বাবলু আবারও রিসোর্টের বাইরে গেছে তখন ব্যাপারটাকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় নি। ওই সময় বেশ কয়েকজন রাজনীতিকের সাথে মিটিংয়ে ছিলো। ভেবেছিলো ম্যানেজার বুঝি নিছক রিপোর্ট করার জন্যই ফোন করেছে। "ঠিক আছে," বলেই ফোনটা রাখতে গেছিলো, কিন্তু ওপাশ থেকে আরেকটা তথ্য জানানো হলে সে একটু ভাবনায় পড়ে যায়।

রিসোর্টে এক ভদ্রমহিলা ফোন করেছিলো বাবলুকে!

কয়েক মুহূর্তের জন্য তার মনে হয়েছিলো ঐ মেয়েটার কথা, যার সাথে খুব গভীরভাবেই জড়িয়ে পড়েছে বাবলু কিন্তু পরক্ষণেই সেটা বাতিল করে দেয়। ছেলেটার নিজের সেলফোন আছে, মেয়েটা তাহলে ম্যানেজারের কাছে ফোন করবে কেন?

একটা অসঙ্গতি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারচেয়েও বড় কথা, বাবলু সেই ফোনটা পেয়ে তড়িঘড়ি রিসোর্ট থেকে বের হয়ে যায় বাইকে করে। এখন প্রায় মাঝরাত হয়ে গেছে অথচ সে আর ফিরে আসে নি।

আজ সারাদিন অনেক ব্যস্ত ছিলো, বাবলুর ব্যাপারটা নিয়ে ঠিকমতো ভাববার ফুরসত পায় নি। কয়েক ঘণ্টা আগে বাসায় ফিরে আসার পর তাকে কল করার চেষ্টা করেছিলো কিন্তু তার ফোনটা বন্ধ।

আরেকটা বড় অসঙ্গতি।

একটু আগে ম্যানেজারের কাছ থেকে ঐ ইনকামিং কলটির নাম্বার কালেক্ট করে নিয়েছে। ঢাকা শহরের একটি ল্যান্ডফোন নাম্বার। নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে বারিধারার একটি আবাসিক নাম্বার এটি। এরইমধ্যে নাম্বারটি কার সেটাও জেনে নিতে পেরেছে। এহ্‌সান চৌধুরি নামের এক ব্যবসায়ির বাসা থেকেই কলটা করা হয়েছিলো।

এটুকু তথ্য জোগার করার পর আরো কৌতুহলী হয়ে ওঠে সে। দ্রুত একজনকে মাঠে নামায়। এরপর যা জানতে পারছে তাতে করে হিসেব আরো জটিল হয়ে উঠেছে।

আজ সকালেই খুন হয়েছে এহ্‌সান চৌধুরির ড্রাইভার!

এক ধনী পরিবারের ড্রাইভার খুন হবার পরই মিসেস চৌধুরি বাবলুকে রিসোর্টে ফোন করে!

সে নিশ্চিত, ফোনটা মিসেস চৌধুরিই করেছে। কারণ তার সোর্স বলেছে ঐ বাড়িতে চাকরবাকর ছাড়া এহ্‌সান চৌধুরি, তার স্ত্রী আর তাদের এক সন্তান রয়েছে।

গত সপ্তাহে বাবলু এক এসিড সন্ত্রাসীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে। ঐ বদমাশটা এক কিশোরী মেয়ের মুখ ঝল্‌সে দিয়েছিলো। তার বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়, মেয়েটার সাথে বাবলুর কোনো সম্পর্ক আছে। এখন আবার আরেকটা মেয়ে তাকে ফোন করামাত্রই সে বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে রিসোর্ট থেকে। এখনও ফিরে আসে নি।

ছেলেটা কোনো বিপদে পড়লো না তো?

তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে বাবলুর কিছু একটা হয়েছে। সে বিয়ে করে নি। সন্তানের প্রতি টান, মমত্ব কেমন সেটা জানে না। বাবা-মা নাকি সন্তানের অমঙ্গলের কথা আগেভাগেই টের পেয়ে যায়। কিন্তু সে জানে না তার এখন যেরকম অনুভূতি হচ্ছে ওরকম কিনা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বুকের ভেতর থেকে।

গত সপ্তাহের ঐ ঘটনার পরই বাবলুর সাথে তার কথা হয়েছে। তাকে আবারো স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, আর মাত্র একটা মাস পরেই সব কিছু ঠিকঠাক করে ফেলা হবে। বর্তমান সরকার আগের সব সরকারের মতোই রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা তুলে নেয়ার নামে পাইকারীভাবে হাজার-হাজার মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কাজটা অনেক আগেই করা হতো কিন্তু পত্রপত্রিকা-টিভি চ্যানেল আর বিভিন্ন মহল থেকে এ নিয়ে সমালোচনা শুরু করে দেয়ায় একটু দেরি হয়ে যায়। তাকে আগেই বলা হয়েছিলো, এইসব হাউকাউ থেমে গেলেই সেটা করা হবে। গত সপ্তাহেই তাকে জানানো হয় সামনের মাসেই এই প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে। তখন বাবলুর বিরুদ্ধে হাতেগোনা যে কয়টি মামলা রয়েছে সেগুলো প্রত্যাহার করা যাবে অনায়াসে। নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি তাকে এ ব্যাপারে আশ্বাসও দিয়েছে। এখন শুধু অপেক্ষার পালা।

সবকিছু গুছিয়ে আনার পর বাবলু হঠাৎ করে এসব অদ্ভুত ঘটনায় জড়িয়ে পড়ছে কেন? সে কি তীরে এসে তরী ডোবাবে?

গভীর করে আরো দশ বার নিঃশ্বাস নিলো।

মিসেস চৌধুরির সাথে বাবলুর কি সম্পর্ক? সঙ্গে সঙ্গে তার ভাবনায় ছেদ ঘটালো টেলিফোনের মৃদু বিপ্। ডিসপ্লে'তে দেখলো নাম্বারটা। কলটা রিসিভ করলো সে।

"বলো।"

ওপাশ থেকে শুনে গেলো চুপচাপ।

"ঠিক আছে।" ফোনটা রেখে দিলো। চিন্তার ভাঁজ ফুটে উঠলো তার কপালে।

কয়েক ঘণ্টা আগে এহ্সান চৌধুরির মেয়েকে অপহরণকারীদের হাত থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৯

বাবলুর দিকে স্থিরচোখে চেয়ে আছে জেফরি বেগ। একটু আগে জামান আবারো তার দু'হাত পেছন মোড়া করে হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে দিয়েছে। এ সময় পেশাদার খুনির ঠোঁটে দুর্বোধ্য একটা হাসি দেখেছে সে।

জেফরি এখন জানে, পর্দার আড়ালে শক্তিশালী এমন একজন আছে যে বাবলুকে বার বার রক্ষা করে। কিন্তু সেই লোকটা যে কে তা বুঝতে পারছে না। সিদ্ধান্ত নিলো এ নিয়ে আর কথা বাড়াবে না। এতে করে হয়তো পেশাদার এই খুনি কথা বলার মেজাজ হারিয়ে ফেলতে পারে ।

"আন্ডারওয়ার্ল্ড কেন ছাড়লে সেটা তো বললে না," আবারো প্রসঙ্গ পাল্টে জানতে চাইলো সে।

"ভাই মারা যাবার পর আমি আর ওখানে থাকি নি," বললো বাবলু।

"সে কি খুন হয়েছিলো?"

মাথা দোলালো। "না। হার্ট অ্যাটাক।"

"ও," জেফরি আর কিছু বললো না।

"প্রচুর মদ খেতেন...একরাতে একটু বেশিই ড্রিঙ্ক করে ফেলেছিলেন। ভোর রাতের দিকে হার্ট অ্যাটাক হয়। আমি নিজে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছিলাম।"

"হাসপাতালে নেবার আগেই মারা যায়?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

"তোমার ভায়ের মৃত্যুর পর তার দলটাও নিশ্চয় ভেঙে যায়?"

"হ্যা, দলের অনেকেই নিজেদের নেটওয়ার্ক তৈরি করে চাঁদাবাজি আর মাদক ব্যবসায় নেমে পড়ে।"

"আর তুমি নেমে পড়লে খুনখারাবিতে?"

জেফরি বেগের দিকে চেয়ে রইলো সে, তবে কিছু বললো না।

"এরকম একটা কাজ বেছে নিলে কেন?"

"আমি কিছুই বেছে নেই নি..." আড়ষ্ট ঘাড়টা দু'পাশে ঘুরিয়ে নিলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তুমি বলতে চাচ্ছো এটাও ঘটনাচক্রে হয়ে গেছে?"

"যদি তাই বলি তাহলে সত্যি বলা হবে না।"

"সত্যিটা কি?"

মুচকি হাসলো বাবলু। "আপনি হয়তো মনে করছেন টাকা পেলে আমি যে কাউকে খুন করি, তাই না?"

জেফরি চেয়ে রইলো, কিছু বললো না।

"আন্ডারওয়ার্ল্ড ছাড়ার পর প্রথম খুনটা কিন্তু আমি টাকার বিনিময়ে করি নি...করার পর টাকা পেয়েছিলাম।"

ভুরু কুচকে তাকালো জেফরি বেগ। "সেই টাকা তুমি নিলে?"

"সবারই টাকার দরকার আছে, মিঃ বেগ।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি। "ঘটনাটা কি ছিলো?

"এই গল্পটা আসলে বলতে চাচ্ছি না।"

"কেন?" আরো বেশি কৌতুহলী হয়ে উঠলো ইনভেস্টিগেটর।

"কারণ ওটার সাথে আমার ঐ মেন্টর জড়িত ছিলেন।"

জেফরি বেগ চুপ মেরে গেলো। প্রসঙ্গ পাল্টে বললো, "এই যে টাকার বিনিময়ে মানুষ হত্যা করো, তোমার বিবেক দংশন করে না?"

"আমি নির্বিচারে খুনখারাবি করি না," শান্তকণ্ঠে বললো বাবলু।

"একটা বিবেচনাও কাজ করে নাকি?"

"করে," ছোট্ট করে বললো সে।

জামান ঠোঁট ওল্টালো। "পেশাদার খুনির নীতি।" ভুরু তুলে বললো সে। অনেকক্ষণ পর যেনো কথা বলার মওকা পেয়েছে।

জামানের দিকে তাকালো বাবলু।

"নীতিটা কি?"

জেফরির দিকে ফিরলো আবার। "আমি যে কাউকে খুন করি না। যেমন, নারী-শিশু-পঙ্গু, নিরাপরাধ..."

হোমিসাইডের চিফ ইনভেস্টিগেটরের বলতে ইচ্ছে করছিলো, তাহলে পক্ষাঘাতগ্রস্ত জায়েদ রেহমানকে মারলে কেন—কিন্তু সে কিছুই বললো না।

বাবলু স্থিরচোখে তাকালো তার দিকে। "ঐ লোকটা শিশু নিপীড়নকারী ছিলো..."

এ কথায় ভীষণ চমকে উঠলো জেফরি। *সে কি থট রিডিং করতে পারে নাকি!* মনে মনে বললো সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাবলু নিঃশব্দে হাসছে।

জেফরির গায়ে কাটা দিয়ে উঠলো। নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, "তার মানে যে কেউ তোমার কাছে প্রস্তাব নিয়ে আসলেই তুমি রাজি হও না?"

"যে কেউ ইচ্ছে করলেও আমার কাছে ওরকম প্রস্তাব নিয়ে আসতে পারে না।"

আবারো অবাক হলো সে। "তাহলে কিভাবে আসতে হয়?"

"বিজনেস সিক্রেট!"

মাথা দোলালো জেফরি। তার নিজের কথাই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। "আচ্ছা।"

বাবলু শুধু মুচকি হাসলো।

জেফরি আর চাপাচাপি করলো না। সে জানে তাতে কোনো লাভ হবে না। "সবই তো বুঝলাম, কিন্তু এহ্সান চৌধুরির একমাত্র মেয়ের কিডন্যাপ কেসে তুমি জড়ালে কিভাবে?"

যথারীতি নিরুত্তর রইলো বন্দী।

"বুঝতে পারছি তুমি কিডন্যাপার দলের কেউ নও। বরং মেয়েটাকে উদ্ধার করার জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছো। আমি তো বলবো মারাত্মক ঝুঁকি। কিডন্যাপারদের সবাইকে খুনও করেছো। এদিক থেকে বলতে গেলে আমাদের কাজ অনেক সহজ করে ফেলেছো। কিন্তু কেন?"

"আমার গল্প বলা শেষ," মুখটা অন্য দিকে সরিয়ে ফেললো সে।

"কিন্তু আমার গল্পটা তো এখনও শুরুই করি নি," জেফরি বেগ বললো।

"আপনার গল্প?" ইনভেস্টিগেটরের দিকে অবাক হয়ে তাকালো সে।

"ঠিক আমার না। মেঘলার গল্প!" জেফরির চোখেমুখে অন্য রকম ইঙ্গিত।

ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো বাবলু।

"মানে মিসেস চৌধুরির গল্প!"

"আমি জানি না আপনি এসব কী বলছেন?"

"আমিও তো জানতাম না মিসেস চৌধুরিকে কেউ এক সময় মেঘলা বলে ডাকতো!"

হা-হা-হা করে হেসে ফেললো সে। দু'পাশে মাথা দোলাতে দোলাতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বললো, "হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেশনের পাশাপাশি সিনেমার গল্প লেখার কাজ করতে পারেন, মিঃ বেগ। আমি নিশ্চিত ওখানেও আপনি ভালো করবেন।"

"থ্যাঙ্কস ফর দি সাজেশন," জেফরি বেগ হেসে বললো। "কিন্তু সমস্যা হলো গল্পলেখকদের মতো আমার ইমাজিনেশন অতোটা স্ট্রং নয়। আমি গল্প বানাতে পারি না, শুধু টুকরো টুকরো ঘটনা যুক্তি আর প্রমাণের আঠা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে সত্যিকারের ঘটনাটি দাঁড় করাতে পারি।"

বাবলু কিছু বললো না, স্থিরচোখে চেয়ে রইলো।

"এহ্সান সাহেবের মেয়ে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় কিডন্যাপ হলো..." জেফরি বলতে শুরু করলো। "...তার ড্রাইভার কিডন্যাপারদের গুলিতে মারা গেলো। আমরা তদন্তে নেমে জানতে পারি বাচ্চাটাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। মেয়েটার বাবা-মা আমাদের কাছে স্বীকার করে নি এটা। কিছুটা তদন্ত করতেই বুঝতে পারি আসলে ড্রাইভারের খুনটা নিছক দুর্ঘটনা। কিডন্যাপারদের কাজে বাধা দেবার জন্যেই তাকে খুন করা হয়েছিলো।"

বাবলু বিরক্ত হবার ভান করলো। "আপনি আমাকে এসব গল্প বলছেন কেন?"

"কারণ মিসেস চৌধুরি তার মেয়েকে কিডন্যাপ করার কথা পুলিশকে না জানিয়ে এমন একজনকে জানায় যে একসময় তার..." একটু থামলো জেফরি। "...অবশ্য এজন্যে আমি মিসেস চৌধুরিকে দোষ দেই না। তিনি ভালো করেই জানতেন কিডন্যাপাররা মুক্তিপণ নেবার পর তার মেয়েকে মেরে ফেলতো। আজকাল তো এরকমই হয়ে আসছে, তাই না?"

বাবলু কিছু বললো না। মুখটা অন্য দিকে সরিয়ে রাখলো।

"ভদ্রমহিলা বেশ দারুণভাবে কিডন্যাপারদের সাথে ডিল করে গেছেন," স্থিরচোখে চেয়ে বললো সে। "আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। ভেবেই পাচ্ছিলাম না অপহৃত সন্তানের মা হিসেবে এতোটা মানসিক শক্তি কোত্থেকে পেলেন।"

বাবলুও স্থিরচোখে চেয়ে রইলো তার সামনে বসে থাকা ইনভেস্টিগেটরের দিকে।

"এখন অবশ্য আন্দাজ করতে পারছি কে তাকে সাহস আর বুদ্ধি জুগিয়ে গেছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুচকি হাসলো বাবলু। যেনো জেফরি বেগের কথাগুলো অর্থহীন শোনাচ্ছে তার কাছে।

"মিসেস চৌধুরি যার শরণাপন্ন হয়েছিলো সে এখন আমার সামনেই বসে আছে।"

"আপনার যা খুশি ভাবতে থাকুন।"

"আমার দিক থেকে যা খুশি ভাবার কোনো সুযোগ নেই, মিঃ বাবলু! তুমি অস্বীকার করতে পারো কিন্তু আমার কাছে শক্ত প্রমাণ আছে!"

ভুরু কুচকে তাকালো সে। "প্রমাণ?"

"তুমি অনেক সতর্ক। আনরেজিস্টার্ড সিম ব্যবহার করো সব সময়। তোমার মোবাইলফোনে কোনো নাম্বার পর্যন্ত স্টোর করা নেই। একদম ফাঁকা। কিন্তু একটা নাম্বার থেকে তোমাকে কয়েকবার কল করা হয়েছে, তুমিও ঐ নাম্বারে কল করেছো।"

বাবলু স্থিরচোখে চেয়ে রইলো।

"তোমাকে ধরার কিছুক্ষণ পর তোমার মোবাইলে একটা কল আসে। এক ভদ্রমহিলা ফোন করেছিলো। কিন্তু আমার কণ্ঠ শুনতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে লাইন কেটে দেয়। আমরা ঐ ফোনকলটা ট্র্যাকডাউন করলেই জানতে পারতাম ফোনটা কোত্থেকে করা হয়েছিলো কিন্তু তার আর দরকার পড়ে নি।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো বন্দী।

"ভুলে যাচ্ছো কেন, তুমি একজন সাক্ষীকে বাঁচিয়ে রেখেছো!"

সবুজের কথা বলছে? এই বদমাশটাকে খুন করার সুযোগ পায় নি। আন্ডারকন্সট্রাকশন ভবনের সামনে বাচ্চুর স্টেশনওয়াগনে হাত-পা-মুখ বেধে ফেলে রেখেছিলো সে।

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি। তার মুখে হাসি। এবার যেনো বন্দীর মনের কথা সে পড়ে ফেলতে পেরেছে। "তোমার পকেট থেকে তার মোবাইলফোনটাও পেয়েছি আমরা।"

বাবলু চুপ মেরে রইলো।

"অপারেশনে নামার আগেই আমরা জেনে গেছিলাম চৌধুরি সাহেবের কাজের লোক সবুজ এ-ঘটনার সাথে জড়িত।

মেনে নেয়ার ভঙ্গিতে মাথাটা নীচু করে রাখলো সে।

"আমরা তাকেও উদ্ধার করেছি। বাকিটা ওর কাছ থেকেই জেনেছি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জামানের দিকে তাকালো সে। ছেলেটা বাঁকা হাসি হাসলো। "কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি অন্য একটা কথা ভেবে..."

মুখ তুলে তাকালো বাবলু।

"কিডন্যাপারদের এতো দ্রুত কিভাবে খুঁজে বের করলে? আর বাড়ির কাজের ছেলে যে জড়িত ছিলো সেটাই বা কি করে জানতে পারলে? আমাদের কাছে না হয় অনেক ইন্সট্রুমেন্ট আছে, কিন্তু তোমার কাছে তো এরকম কিছু নেই।"

চুপ মেরে রইলো বন্দী।

"অবশ্য তোমার দুটো বাড়তি সুবিধা আছে যা আমাদের নেই," তার হয়ে জেফরি বেগই বলতে লাগলো। "তুমি অপরাধজগতের অনেককেই ভালোভাবে চেনো। এখানকার আন্ডারওয়ার্ল্ড সম্পর্কে তোমার চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না।"

"আর দ্বিতীয়টা?" এবার প্রশ্ন করলো বাবলু।

"তুমি পুলিশের মতো টর্চার করার পদ্ধতি ব্যবহার করো না। পিস্তল ধরো। জিজ্ঞেস করো। ব্যস, হয়ে যায়। না হলে ক্লিক!" কথাটা বলেই হেসে ফেললো জেফরি। "মানছি, পদ্ধতিটা খুবই কার্যকর।"

কিছু বললো না বাস্টার্ড নামের পেশাদার খুনি।

"সবুজের সাথে ঠিক এ কাজটাই করেছিলে, তাই না?"

কোনো জবাব পাওয়া গেলো না।

"কিন্তু ছেলেটাকে কেন মেরে ফেললে না?"

বাঁকা হাসি হাসলো বাবলু। "কাজ শেষ হবার পর মারতাম।"

"বুঝতে পেরেছি," একটু ভেবে বললো জেফরি। "কোনো ঝুঁকি নিতে চাও নি।"

অমনি ঘরের এককোণে ইন্টারকমটা বেজে উঠলো। জেফরি আর জামান অবাক হয়ে তাকালো সেদিকে।

"আমি দেখছি, স্যার," জামান উঠে চলে গেলো কলটা রিসিভ করার জন্য।

জেফরি চেয়ে রইলো সেদিকে। ইন্টেরোগেশন রুমে ইন্টারকম আছে কিন্তু সেটা হোমিসাইডের মহাপরিচালক ছাড়া সচরাচর কেউ ব্যবহার করে না। মহাপরিচালক তো চলে গেছে অনেক আগে। তাহলে কে ফোন করলো?

BanglaBook.org

"ডিজি স্যার আপনাকে ডাকছেন!" জামানও বিস্মিতকণ্ঠে বলে উঠলো।

"স্যার?!" জেফরিও যারপরনাই অবাক।

"কিছুক্ষণ আগে অফিসে এসেছেন। আপনাকে দেখা করতে বলছেন। খুব নাকি জরুরি।"

একটু ভাবলো জেফরি বেগ, তারপর উঠে দাঁড়ালো। "তুমি থাকো। আমি স্যারের সাথে দেখা করে আসছি। বাট কিপ ইওর আইজ অন হিম। ওকে?"

জামান মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললো, "জি স্যার।"

জেফরি রুম থেকে চলে যাবার পর জামান চুপচাপ চেয়ারে বসে চোখমুখ শক্ত করে চেয়ে রইলো বাবলুর দিকে। এখনও তার বাম কানের পাশটা টনটন করে ব্যথা করছে। আইসব্যাগ দিয়ে অনেকক্ষণ চেপে রেখেছিলো জায়গাটা। জেফরি তাকে সকালে অফিসে আসার আগে হাসপাতালে গিয়ে সিটিস্ক্যান করিয়ে আসতে বলেছিলো। প্রথমে জামান ভেবেছিলো তার কোনো দরকার হবে না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেটা করা জরুরি। ব্যথাটা যেনো ক্রমশ বাড়ছে।

"কী?" টেবিলের ওপাশ থেকে বললো বাবলু। "এভাবে চেয়ে আছেন কেন?"

জামানের বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো এই খুনি বন্দী অবস্থায়ও এতোটুকু ঘাবড়ে যায় নি।

"চুপ কর, হারামজাদা!" রেগেমেগে বললো জামান। "আমি কিভাবে তাকাবো তা নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।"

"তাহলে কী নিয়ে মাথা ঘামাবো, ব্রাদার।"

জামানের গা রি রি করে উঠলো। এই খুনি নিঃশব্দে হাসছে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫০

হোমিসাইডের মহাপরিচালক ফারুক আহমেদ কখনও এতো রাত পর্যন্ত অফিস করে নি। তবে আজকের দিনটা অন্য সব দিনের মতো নয়। বিরাট সাফল্য বয়ে এনেছে তার ডিপার্টমেন্ট। আজ সকালেই যে খুনটা হয়েছে তার রহস্য উদঘাটন করে ফেলেছে স্নেহপ্রতীম জেফরি বেগ। তবে ঘটনা আরো বড়—এই খুনের আসল রহস্য ছিলো কিডন্যাপিং। এক ধনী পরিবারের একমাত্র সন্তানকে কিডন্যাপ করেছিলো কতিপয় দুষ্কৃতিকারী। এটা করতে গিয়েই ড্রাইভার লোকটাকে হত্যা করা হয়।

জেফরি শুধু দ্রুততার সাথে এসব রহস্য উন্মোচনই করে নি, ঐ বাচ্চাটাকেও অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেছে। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে অন্য আরেকটি ঘটনা। ভয়ঙ্কর এক পেশাদার খুনিকে গ্রেফতার করেছে সে। কিডন্যাপিং দলের প্রায় সবাই গোলাগুলিতে নিহত হলেও এই খুনিকে জীবিতই ধরা সম্ভব হয়েছে। অনেক দিন ধরেই তাকে ধরার চেষ্টা করেছে তারা, সফল হয় নি। প্রচণ্ড ধূর্ত আর দক্ষ এই খুনি সব সময়ই ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছে।

গত বছর ব্ল্যাকরঞ্জুর হাতে মারাত্মক আহত হবার পর তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কৃপায় জেল থেকে জামিন নিয়ে ছাড়া পেয়ে যায়। ব্যাপারটা জেফরি বেগ কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে নি। এমন কি চাকরি ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্তও নিয়ে নিয়েছিলো সে। অনেক কষ্টে ফারুক আহমেদ তাকে ম্যানেজ করেছিলো সেবার।

আজ আবার সেই খুনি গ্রেফতার হয়েছে আর সেটা দ্বিতীয়বারের মতো করতে পেরেছে স্বয়ং জেফরি বেগ। আগের সেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও এখন নেই, তার জায়গায় নতুন একজন এসেছে। আশা করা যাচ্ছে, এবার আর অতীতের মতো কিছু হবে না। পেশাদার খুনিকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা যাবে।

এতো কিছু ঘটে গেছে মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে। আজ সকালে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ড্রাইভার হত্যার ঘটনাটি বৃফ করেছিলো জেফরি। ব্যস, এটুকুই। তাকে আর কিছু জানানো হয় নি। সম্ভবত জেফরি নিজেও আশা করে নি ঘটনা এতো দ্রুত এগোবে। ব্যাপারটা ফারুক আহমেদ বোঝে। এসব যদি না-ই বুঝলো তাহলে কোন যোগ্যতায় এতোবড় একটি ডিপার্টমেন্টের প্রধান হয়েছে?

কিন্তু জেফরির অন্য একটি কর্মকাণ্ডে সে কিছুটা নাখোশ। এতো বড় সাফল্য অথচ মিডিয়া কিছুই জানে না! জানে না মানে জানানো হয় নি। আর এ কাজটা বরাবরের মতো করেছে জেফরি। মিডিয়ার ব্যাপারে ছেলেটার অ্যালার্জি আছে, এটা ফারুক সাহেব জানে। তবে আজকের ঘটনায় এটা মেনে নিতে তার কষ্ট হচ্ছে। এতো বড় একটি সাফল্য অথচ মিডিয়াতে তার স্থান নেই। ফ্ল্যাটের গ্রিল কেটে যারা ডাকাতি করে তাদেরকে গ্রেফতার করা হলেও সবগুলো চ্যানেল-পত্রপত্রিকায় ফলাও করে প্রচার করা হয়।

আরে বাবা, এই যুগে প্রচারণার দরকার রয়েছে। নিজেদের ভালো কাজের প্রচারণা করাতে অন্যায়ের কী আছে? তারা তো কোনো প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে না।

এমনিতেই পুলিশের হাজারটা বদনাম। চারিদিকে শুধু সমালোচনা আর সমালোচনা। ব্যর্থ, অযোগ্য, দুর্নীতিপরায়ন এসব অভিযোগে বিপর্যস্ত। যেনো এই বাহিনীটা ক্রিমিনালে ভরে গেছে। এখানে কোনো ভালো কাজই হয় না।

ফারুক সাহেব জানে তার চিফ ইনভেস্টিগেটরের কাছে এর যৌক্তিক ব্যাখ্যা রয়েছে। তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে এসব প্রচারণা আর পাবলিক রিলেশান্স নিয়ে সে ভাবে না, ভাবারও কথা নয় কিন্তু হোমিসাইডের ডিজি হিসেবে তাকে এরকম অনেক বিষয়েই নজর রাখতে হয়।

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর আধুনিকায়নের উপরে একটি সেমিনারে অংশ নেবার জন্য ফারুক আহমেদ আজ বিকেলে অফিস থেকে চলে গেছিলো। সেমিনারটা শেষ করে এক নিকট আত্মীয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেয় সস্ত্রীক। সেখানে থাকার সময়ই জেফরি তাকে ফোন করে সংক্ষেপে ঘটনাটি জানায়। গ্রেফতারকৃত ঐ খুনিকে এখন ইন্টেরোগেশন করা হচ্ছে। আজ রাতে কাজটা না করে কাল সকালেও করা যেতো কিন্তু আইনগত বাধ্যবাধকতা আছে—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আসামীকে আদালতে হাজির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতে হবে–যদিও পুলিশ বিভাগে এটা প্রায়শই মানা হয় না।

জেফরির কাছ থেকে সব শুনে ফারুক আহমেদ একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। স্ত্রীকে বাসায় ড্রপ করে দ্রুত পাঞ্জাবি পায়জামা বদলে প্যান্ট-শার্ট পরে চলে আসে হোমিসাইডে।

জেফরিকে রুমে ঢুকতে দেখে চওড়া একটা হাসি দিলো হোমিসাইডের মহাপরিচালক।

নিঃশব্দে সালাম ঠুকলো জেফরি বেগ।

"কংগ্রাচুলেশন্স, মাই বয়," হাত বাড়িয়ে দিলো ফারুক আহমেদ।

"থ্যাঙ্কস, স্যার," বসের হাতটা ধরে বললো সে।

"বসো।"

"আপনি এতো রাতে চলে এলেন?" বললো জেফরি।

"আরে কী যে বলো," ফারুক সাহেবের হাসিটা আরো চওড়া হলো। "এতো বড় একটা সাকসেসফুল নাইট...আমি কী করে ঘরে বসে থাকতে পারি!"

যদিও জেফরির কাছে মনে হচ্ছে তার বস্ এ কারণে এই অসময়ে অফিসে আসে নি। তার অন্য কোনো এজেন্ডা আছে।

"কিছু স্বীকার করেছে?" হাসিহাসি মুখে জানতে চাইলো মহাপরিচালক।

"করছে, স্যার," ছোট্ট করে বললো জেফরি।

"করতেই হবে, না করে উপায় আছে।"

"স্যার কি আমাকে কিছু বলবেন?" জেফরি চাচ্ছে দ্রুত ইন্টেরোগেশন রুমে ফিরে যেতে। বাবলু নিজে থেকেই তার জীবনের সব ঘটনা বলে যাচ্ছে। জেফরিও আগ্রহী হয়ে উঠেছে তার জীবনের গল্প শুনে। এখন সে-গল্পের শেষ পর্যায়ে আছে।

"ইয়ে মানে," একটু ইতস্তত করলো ফারুক আহমেদ। "এতো বড় একটা ঘটনা, মিডিয়াতে কভারেজ পেলো না...ব্যাপারটা কি ঠিক হলো?"

আচ্ছা! মনে মনে বললো জেফরি, তবে মুখে বললো, "মিডিয়াকে জানানোর কি দরকার, বুঝতে পারছি না।"

"দরকার আছে, মাই বয়," হেসে বললো মহাপরিচালক। "আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপর জনসাধারণের আস্থা তৈরি করার জন্য হলেও এটা করা দরকার। আমাদের সাফল্যগুলো ঠিকমতো প্রজেক্ট

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করা উচিত।" জেফরি কিছু বলছে না দেখে আবার বলতে লাগলো, "ব্যর্থতাগুলো তো চেপে রাখলেও মিডিয়া খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করে, ফলাও করে প্রচার করে..."

বসের দিকে চেয়ে রইলো সে। "তাহলে আপনি এখন কি করতে চাচ্ছেন?" সব শোনার পর শান্তকণ্ঠে জানতে চাইলো সে।

"তেমন কিছু না, জাস্ট মিডিয়াকে জানিয়ে দেয়া...মানে পুরো ঘটনাটা ওদের কাছে বৃফ করা আর কি।"

জেফরির মন সায় দিচ্ছে না। সে চাচ্ছে না বাবলুকে সাংবাদিকদের সামনে হাজির করতে। কাল সকালে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে দেবার পর ওরা যা করার করবে।

"কাল সকালে পুলিশের কাছে ওকে হ্যান্ডওভার করে দেবো," বললো সে। "তখন ওরাই না হয় মিডিয়াকে ডেকে–"

"আহ্," তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে উঠলো মহাপরিচালক। "কী যে বলো তুমি। সব কৃতিত্ব ওরা নিয়ে নেবে। সবাই মনে করবে পুলিশই এটা করেছে।"

"তাতে সমস্যা কি, আমরা করি কিংবা ওরা, ফলাফল তো একই। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি মানুষের আস্থা তৈরি হবে!"

জেফরির শ্লেষটা ধরতে পারলো ফারুক সাহেব। নিজের যুক্তিতে নিজেই ফেঁসে গেছে। একটু কাচুমাচু খেলো সে।

"আমরা যেহেতু কাজটা করেছি, আমাদেরই উচিত এটা জানানো," আস্তে করে বললো অবশেষে।

জেফরি কিছু বললো না।

"তুমি হয়তো আমাকে একটু স্বার্থপর ভাবতে পারো, মনে করতে পারো আমি প্রচারনা পছন্দ করি, আসলে ব্যাপারটা সেরকম নয়।"

মহাপরিচালকের মলিন অভিব্যক্তি দেখে জেফরি বললো, "না, স্যার, আমি এরকম কিছু মনে করি না।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো ফারুক আহমেদ, "দ্যাখো, একজন অ্যাডমিনেস্ট্রেটর হিসেবে আমাকে অনেক কিছুই মাথায় রাখতে হয়। সবদিক বিবেচনায় নিতে হয়।"

"জি, স্যার," সায় দিয়ে বললো সে।

"উপরমহলে জবাবদিহি করা থেকে শুরু করে ডিপার্টমেন্টের ইমেজের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হয়।"

এবার নিঃশব্দে মাথা নেড়ে সায় দিলো চিফ ইনভেস্টিগেটর।

"ইদানিং আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটি তো সোচ্চার কণ্ঠে বলে আসছে তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে হোমিসাইডের মতো ডিপার্টমেন্ট নাকি ব্যয়বহুল শ্বেতহস্তী ছাড়া আর কিছু নয়। এর বাজেট কমানো উচিত। অন্যান্য সংস্থাগুলোর তুলনায় এটা অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা পায়। তাদের এসব সমালোচনার জবাব দিতে হলে সাফল্যগুলোকে যথাযথভাবে তুলে ধরা খুব জরুরি।"

জেফরি এসব বোঝে কিন্তু তার মন সায় দেয় না। "ঠিক আছে, স্যার," বললো সে। "কাল সকালে ওকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করার আগে একটা প্রেসব্রিফিং করে জানিয়ে দিয়েন।"

ফারুক আহমেদ স্থিরচোখে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। বুঝতে পারছে না তার এই ইনভেস্টিগেটর রাগ করলো কিনা।

"কিন্তু বাবলুকে সাংবাদিকদের সামনে হাজির করা যাবে না।"

"বাবলু?" ফারুক আহমেদ ভুরু কুচকে বললো।

"মানে বাস্টার্ড," অগত্যা জেফরিকে শব্দটা উচ্চারণ করতেই হলো।

"ও।" আর কিছু না বলে জেফরির দিকে চেয়ে রইলো মহাপরিচালক।

বেশিরভাগ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে পত্রপত্রিকা আর টিভি সাংবাদিকদের সামনে অপরাধী হিসেবে বুকে কাগজ সেঁটে দিয়ে হাজির করা হয়। সেই কাগজে হয়তো লেখা থাকে ফেন্সিডিল ব্যবসায়ি, মাদক ব্যবসায়ি, খুনি, সন্ত্রাসী, অস্ত্র বিক্রেতা ইত্যাদি। এ দেশের পুলিশ বিভাগে এটা একটা রেওয়াজে পরিণত হয়ে গেছে কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ এবং গর্হিত কাজ। কাউকে আদালত কর্তৃক অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করার আগে এভাবে জনসম্মুখে চিত্রিত করার অধিকার কারোর নেই। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে পুলিশের জন্য এটা আরো বড় অপরাধ।

"শুধু ঘটনার বর্ণনা আর মেয়েটার উদ্ধারের কথা জানানো হবে," মহাপরিচালককে চুপ থাকতে দেখে বললো জেফরি।

"চারটা খুনের ব্যাপারে কি বলবো?" গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইলো ফারুক আহমেদ।

এটা একটা সমস্যা। জেফরি জানে চারজন কিডন্যাপারই খুন হয়েছে বাবলুর হাতে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, যে লোক কিডন্যাপারদের হত্যা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়েছে তার ভূমিকাটা কি? সে কি কিডন্যাপারদের কেউ ছিলো? তাই যদি না হবে তাহলে সে ওখানে কি করতে গেছিলো?

"আমাদের সাথে এনকাউন্টারে মারা গেছে," আস্তে করে বললো জেফরি বেগ। কথাটা বলতে নিজের কাছেই সংকোচ হলো, কারণ এটা সত্যি নয়।

"এনকাউন্টারে?" অনেকটা আপন মনে বললো ফারুক সাহেব। জেফরি যখন ফোনে তাকে জানিয়েছিলো তখন অবশ্য বাবলুর কথাই বলেছিলো। তবে এ নিয়ে আর তর্ক করলো না ভদ্রলোক।

"তাহলে কাল সকালে প্রেস বৃফিং করি?" নিশ্চিত হতে চাইলো মহাপরিচালক।

"জি, স্যার।"

ফারুক আহমেদের মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। "গ্রেট। সেটাই ভালো হবে।"

"আপনি বাড়িতে চলে যান," চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো জেফরি বেগ। "অনেক রাত হয়ে গেছে।"

ফারুক আহমেদও উঠে দাঁড়ালো। "হ্যা। খুব টায়ার্ড লাগছে। তুমিও বেশি দেরি কোরো না। ইউ নিড সাম গুড রেস্ট।"

"জি, স্যার।"

মহাপরিচালকের রুম থেকে তারা দু'জন একসাথে বেরিয়ে এলো। যাবার আগে জেফরির পিঠে চাপড় মেরে ফারুক আহমেদ বললো, "গ্রেট জব, মাই বয়...ওয়াপ্প এগেইন!"

হোমিসাইডের মহাপরিচালককে বিদায় দিয়ে ইন্টেরোগেশন রুমের দিকে পা বাড়ালো জেফরি। কয়েক পা এগোতেই টের পেলো তার মোবাইলফোনটা ভাইব্রেট করছে। পকেট থেকে ফোনটা বের করার আগেই বুঝে গেলো কলটা কার।

করিডোর ধরে হাটতে হাটতেই রেবার সাথে কথা বলে চললো সে।

রাতের অভিযানটা নিয়ে এতো ব্যস্ত ছিলো যে মেয়েটাকে ফোন করা হয় নি। তার উচিত ছিলো অনেক আগেই ফোন করে জানিয়ে দেয়া, অপহৃত বাচ্চামেয়েটাকে উদ্ধার করতে পেরেছে তারা। যাইহোক, সে কথা বলতে বলতে যখন করিডোরের ডান দিকে মোড় নিলো তখনই একটা কিছু তার চোখে পড়লো। কয়েক পা পিছিয়ে ডান দিকের দেয়ালের দিকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাকালো সে। ওখানে একটা ফায়ার ইস্টিংগুইশারের বক্স আছে। সেটার কাঁচ ভাঙা!

ইস্টিংগুইশার আর একটা কুড়াল থাকার কথা। দুটোই নেই!

ভাঙা কাঁচের গুঁড়ো পড়ে আছে মেঝেতে। এটা শুধুমাত্র আগুন লাগলে ব্যবহার করার কথা। কেউ একজন কুড়ালটা দিয়ে বক্সের কাঁচ ভেঙে ইস্টিংগুইশারটা নিয়ে নিয়েছে, সেইসাথে কুড়ালটাও!

জেফরির ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে রেবাকে ফোন রাখতে বললো সে। মোবাইলফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে কোমর থেকে পিস্তল বের করে ছুটে গেলো ইন্টেরোগেশন রুমের দিকে।

রুমের কাছে আসতেই অজানা এক আশংকা জেঁকে বসলো তার মধ্যে। দরজার নীচে আধ ইঞ্চির মতো যে ফাঁকটা আছে সেটা দিয়ে কোনো আলো দেখা যাচ্ছে না!

সর্বনাশ!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫১

জেফরি বেগ ইন্টেরোগেশন রুম থেকে বের হবার পরই জামানের সাথে ছোট্ট একটা খেলায় মেতে ওঠে বাবলু। খুব সহজেই তাকে ক্ষেপিয়ে তুলতে পেরেছিলো সে। কাজটা করতে খুব বেশি বেগ পেতে হয় নি।

বাবলু জানতো তার হাতে প্রচণ্ড মার খাবার পর থেকে ক্ষেপে আছে সে। ছেলেটাকে রুমে একা পেয়ে সেটাকেই কাজে লাগায়।

"আমি আরেক কাপ চা খাবো," নির্বিকার ভঙ্গিতে বলেছিলো বাবলু।

কথাটা শুনে রাগে কাঁপতে শুরু করে জামান। দাঁতে দাঁত পিষে বলে, "এটা ইন্টেরোগেশন রুম। কোনো হোটেল না।"

"একটু আগে কিন্তু চা পেয়েছিলাম...আর আপনিই সেটা নিয়ে এসেছিলেন।"

জামানের মাথায় খুন চেপে যায়। কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে সে। দাঁতে দাঁত পিষে বলে, "আমার স্যার নিতান্তই একজন ভদ্রলোক বলে তোকে–"

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বাবলু তখন বলে, "তার মানে বলতে চাচ্ছেন আপনি ভদ্রলোক নন?"

রেগেমেগে টেবিলে চাপড় মেরে বলে জামান, "শাটআপ! শাট ইওর ব্লাডি মাউথ আপ!"

"ওরে বাবা!" ভয় পাবার অভিনয় করে সে। "মিঃ বেগের সামনে এতোক্ষণ যেভাবে বসেছিলেন আমি তো ভেবেছিলাম আপনি একটা মেনি বেড়াল। এখন দেখছি বেড়ালটা বাঘের মতোই গর্জন করতে পারে!"

কথাটা শুনে জামান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। "ইউ ব্লাডি সোয়াইন!"

"আহ্..." আক্ষেপের মতো করে বলে সে। "এটা কোনো গালি হলো! লোকজন এরচেয়েও খারাপ নামে আমাকে ডাকে!"

জামান নিজের রাগ আর দমন করতে পারে না। রাগে কাঁপতে শুরু করে এবার। তখনও বাম কানের উপর আঘাতটা টনটন করছিলো।

www.BanglaBook.org

মাথা দুলিয়ে চুকচুক শব্দ করে বাবলু "একদম মানাচ্ছে না! মেনি বেড়াল হিসেবেই তোকে বেশি মানায়!"

"ইউ বাস্টার্ড!" গর্জে ওঠে জামান। এই খুনির কতো বড় সাহস, তার সাথে তুই-তোকারি করছে! হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে চেয়ার ছেড়ে তেড়ে আসে বাবলুর দিকে। খপ্ করে তার গলাটা শক্ত করে ধরে ফেলে "শুয়োরেরবাচ্চা! তোর এতো বড় সাহস! তুই-তোকারি করিস!"

জামানের ইচ্ছে করছিলো গুলি করে মেরে ফেলে হারামজাদাটাকে। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে গলা টিপে ধরে তার। কিন্তু চেয়ারে বসা বন্দী একটুও ঘাবড়ে যায় না, বরং নিঃশব্দে তাচ্ছিল্যভরে হাসতে থাকে খুনি।

"তোকে আমি—" কথাটা আর শেষ করতে পারে না জামান। বরফের মতো জমে যায়। টের পায় অদ্ভুত এক শীতলতা। তার চোখেমুখে আতঙ্ক ফুটে ওঠে মুহূর্তে।

"খুব লাগছে," ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠে বলে উঠে বাবলু। "গলাটা ছেড়ে দে!"

আস্তে করে হাতটা গুটিয়ে নেয় হোমিসাইডের সহকারি ইনভেস্টিগেটর। এছাড়া আর কিছু করা সম্ভব ছিলো না তার পক্ষে।

খুনির হাতে তখন তার নিজের পিস্তলটা!

শোল্ডারহোলস্টার থেকে নিয়ে নিয়েছে সেটা। এখন ঠেকিয়ে রেখেছে জামানের ডান বগলের নীচে, ফুসফুস লক্ষ্য করে।

জামান কিছুই বুঝতে পারে না। ভেবে পায় না, তার শোল্ডার হোলস্টার থেকে কিভাবে পিস্তলটা নিতে পারলো এই খুনি!

জবাবটা পেয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

খুনির দু'হাতই খোলা! *অসম্ভব! এটা কিভাবে হলো?*

জামানের বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছিলো। সে নিজে তার দু'হাতে হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে দিয়েছে। চা-সিগারেট খাওয়ার সময় কেবল ডান হাতের কাফ খুলে দেয়া হয় জেফরি বেগের নির্দেশে কিন্তু একটু আগে আবারো তার হাত দুটো পেছন মোড়া করে কাফ লাগিয়ে দিয়েছিলো সে।

কোনোভাবেই সে বুঝতে পারলো না এটা কি করে সম্ভব হলো।

বাঁকা হাসি হেসে পিস্তলটা জামানের বুকে ঠেকিয়ে রেখেই উঠে দাঁড়ায় বাবলু। অন্য হাতে ছেলেটার চুলের মুঠি ধরে তার মাথাটা টেবিলের উপর চেপে ধরে। "একটা শব্দ বের হবে তো তুই শেষ!" ভীতিকর কণ্ঠে বলে সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আতঙ্কের সাথেই জামান লক্ষ্য করে তার চোখের সামনেই পড়ে আছে বাস্টার্ড নামের খুনির ফাইল। সেই ফাইলের উপরের দিকে ডান কোণে তার একটা ছবি জেম ক্লিপ দিয়ে আটকানো ছিলো। ছবিটা এখনও আছে কিন্তু জেম ক্লিপটা নেই!

মুহূর্তেই জামান বুঝে যায় এই ভয়ঙ্কর খুনি জেম ক্লিপটা তাদের অলক্ষ্যে হাতিয়ে নিয়েছে আর সেটাই ব্যবহার করেছে হ্যান্ডকাফ খোলার কাজে।

"এপর থেকে তোদের অফিস স্টেশনারির লিস্ট থেকে জেম ক্লিপটা বাদ দিয়ে রাখবি।"

এ কথার জবাবে জামান কিছু বলতে পারে নি।

"উল্টাপাল্টা কিছু করবি না। বুঝলি?" বলে ওঠে বাবলু।

জেফরির সহকারীর হতভম্ব ভাব তখনও কাটে নি। তার দু'চোখে সুতীব্র ভীতি জেঁকে বসে। এই খুনি কি করতে পারে সে সম্পর্কে তার ভালো ধারণা রয়েছে। এরকম স্মার্ট আর ভয়ঙ্কর খুনি তাকে নিয়ে এখন কি করবে ভাবতেই শিরদাড়া বেয়ে শীতল একটি প্রবাহ বয়ে যায়। *এভাবে ভড়কে গেলে চলবে না,* নিজেকে সুধায় সে। সাহস সঞ্চয় করে নেয় দ্রুত।

"এখান থেকে বের হতে পারবে না," কোনোরকমে বলে জামান। "পুরো বিল্ডিংয়ে—"

"চুপ!" তাকে থামিয়ে দেয় বাবলু। মাথাটা আরো শক্ত করে টেবিলের উপর চেপে ধরে। "এটা নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।" বলেই গেটের দিকে তাকায়। "আমি যদি এখান থেকে বের হতে না পারি তাহলে তোদের অনেক লোক খুন হবে আজ।" তারপর কানের কাছে মুখ এনে আরো ভীতিকরভাবে বলে, "সবার আগে থাকবে তোর ঐ বস।"

ঢোক গেলে জামান।

দ্রুত ভাবতে থাকে বাবলু।

চায়ের কাপটা রাখতে গিয়ে জেফরি বেগ আর জামানের অলক্ষ্যে জেম ক্লিপটা হাতিয়ে নিয়েছিলো সে। তারপর গল্প বলার ফাঁকে ফাঁকে ক্লিপটার প্যাঁচ খুলে কিছুটা সোজা করে নেয়। একটু আগে জামান যখন তার হাত দুটো পেছন মোড়া করে আবারো হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে দেয় বাড়তি একটা সুবিধা পেয়ে যায় বাবলু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডান হাতে থাকা ক্লিপটার সোচজা অংশ দিয়ে হ্যান্ডকাফের লক খুলে ফেলে অনায়াসে। এরকম একটা জিনিস দিয়ে সব ধরণের লক খুলতে পারে সে। এটা তার কাছে ছেলেখেলার মতোই সহজ। আন্ডারওয়ার্ল্ডের তালা-মিস্ত্রিদের কাছে সেজন্যে চিরকৃতজ্ঞ সে।

জেফরি বেগ রুম থেকে বের হবার আগেই হ্যান্ডকাফটা খুলে ফেলতে পেরেছিলো। আর জামানকে ক্ষেপিয়ে তোলাটা ছিলো খুব সহজ। তার হাতে বেদম মার খেয়ে তেতে ছিলো ছেলেটা।

যেভাবে পরিকল্পনা করেছিলো জামান ছেলেটা ঠিক সেভাবেই প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। একেবারে পাপেটের মতো। ছেলেটার দিকে তাকালো। মৃত্যুভয়ে চোখ দুটো যেনো কোটর থেকে বের হয়ে আসতে চাইছে।

মুচকি হাসলো সে।

হোমিসাইডের হেডকোয়ার্টারে তাকে যখন আনা হয় তখন তার অবস্থা ছিলো আধো-অচেতন। তারপরও দু'চোখ অল্প একটু খুলে রেখে সব কিছু দেখেছে। অবশ্য এর আগে ব্ল্যাকরঞ্জুর হাতে মারাত্মক আহত হয়ে যখন গ্রেফতার হয়েছিলো তখন তাকে এখানে নিয়ে আসা হয়। যথারীতি জেফরি বেগ তাকে ইন্টেরোগেট করে। সেবার কোথায় কি দেখেছিলো সবই তার মনে আছে। ইনভেস্টিগেটরকে গল্প বলার সময় তার মস্তিষ্কের একটা অংশ এসব নিয়ে ভেবে যাচ্ছিলো।

নিজের পরিকল্পনা দ্রুত সাজিয়ে নিয়ে জামানের কপালে পিস্তলের নলটা ঠেকায় বাবলু। সেফটি ক্যাচটা আনলক করার শব্দ শুনে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে জেফরির সহকারী।

এই খুনি তাকে খুন করবে এখন!

*

ইন্টেরোগেশন রুমের অন্ধকারের মধ্যে জেফরি দেখতে পেলো বাবলুর আবছায়া অবয়বটি। উপুড় হয়ে বসে আছে সে। কিন্তু ঘরে আর কেউ নেই' খোলা দরজা দিয়ে বাইরের যেটুকু আলো এসে পড়েছে তা দিয়ে এরচেয়ে বেশি দেখা সম্ভব হলো না।

জামান কোথায়!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সিলিং থেকে যে স্পটলাইটটা জ্বলতো সেটা বন্ধ। দরজার পাশে সুইচবোর্ড হাতরিয়ে বাতি জ্বালিয়ে দিলো সে।

যে দৃশ্য দেখতে পেলো সেটার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলো না। হকচকিয়ে গেলো সে।

বাবলু যে চেয়ারে বসে ছিলো সেখানে এখন জামান!

তার এক হাতে হ্যান্ডকাফ লাগানো, চেয়ারের হাতলের সাথে আটকানো!

জামানের নিথর দেহটা দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। টেবিলের উপর শরীরের অর্ধেকটা পড়ে আছে।

দৌড়ে ছুটে গেলো ইন্টেরোগেশন টেবিলের কাছে। "জামান!" ছেলেটার মাথা তুলে বললো জেফরি। "জামান! কথা বলো?" সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো তার সহকারী বেঁচে আছে। তবে অচেতন।

জেফরি ভেবে পেলো না কী করে এমন হলো। একজন বন্দী কিভাবে এখান থেকে চলে যেতে পারলো। রাগে ক্ষোভে সারা শরীর কাঁপতে শুরু করলো তার। বাবলুকে ধরার জন্য এক্ষুণি ছুটে যাওয়া উচিত কিন্তু সহকারীকে এভাবে ফেলে রেখে যেতে পারছে না। ছেলেটার আঘাত কতোটা তীব্র বুঝতে পারছে না সে। খেয়াল করলো জামানের শোল্ডার হোলস্টারে পিস্তলটা নেই!

মাই গড! বাবলুর মতো একজনের হাতে পিস্তল থাকলে কী হতে পারে সেটা জেফরির চেয়ে ভালো আর কে জানে।

সহকারীর দু'গালে আলতো করে চড় মারলো সে। "জামান! জামান!"

এবার ছেলেটা দু'চোখ খুলে দেখার চেষ্টা করলো।

"তুমি ঠিক আছো তো?"

মাথা নেড়ে সায় দেবার চেষ্টা করলো ছেলেটা। "আমি ঠিক আছি...ঐ শূয়োরেরবাচ্চা—"

সঙ্গে সঙ্গে পুরো ঘরটা নিকষ কালো অন্ধকারে ঢেকে গেলো।

লোডশেডিং?

জেফরি একটু অপেক্ষা করলো। কিন্তু এটা তো সম্ভব নয়। তাদের এখানে জেনারেটর আছে। সেটা মুহূর্তেই চালু হয়ে যায়। তাহলে?

পাওয়ার রুম!

বাবলু পাওয়ার রুমে গেছে! নীচতলায় ইন্টেরোগেশন রুমের খুব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাছেই এই ভবনের পেছন দিকে সেটা অবস্থিত। ওখান থেকে মেইনগেটটা বেশ দূরে।

এখনও সময় আছে! বাবলু যাতে মেইনগেটের দিকে যেতে না পারে সেটা করতে হবে সবার আগে।

জেফরি আর দেরি করলো না, জামানকে ওভাবে রেখেই ইন্টেরোগেশন রুম থেকে এক দৌড়ে বের হয়ে গেলো।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে দৌড়াতে দৌড়াতে চিৎকার করে বললো সে, "মেইনগেট বন্ধ করো! মেইনগেট বন্ধ করো!"

এই ভবনে রাত্রিকালীন ডিউটিতে কিছু র‍্যাট সদস্য থাকে কিন্তু সমস্যা হলো তারা সবাই থাকে পাঁচতলার উপর রিজার্ভ কোয়ার্টারে। ওদেরকে এনগেজ করাতে গেলে বাবলু ফসকে যাবে। সবার আগে দরকার মেইনগেটটা সিকিউর করা। গেটে একজন সশস্ত্র প্রহরি থাকলেও তাকে অ্যালার্ট করতে হবে। আর সেটাই করা দরকার সবার আগে।

মেইনগেটের দিকে ছুটে যেতে যেতেই পিস্তলের সেফটি লকটা খুলে ফেললো সে।

হোমিসাইডের মেইনগেটের বাইরে কনস্টেবল কুতুব উদ্দিন এতোক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিলো, পা ব্যথা করছে ব'লে কিছুক্ষণ আগে ছোট্ট টুলটায় একটু বসেছে মাত্র আর তখনই চারপাশের সবকিছু অন্ধকারে ডুবে যায়। অবাক হয় সে।

না, লোডশেডিং হয়েছে বলে নয়। তাদের অফিসে তো জেনারেটর আছে। বিদ্যুৎ চলে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা চালু হয়ে যায়। আজ সেটা হলো না বলে অজানা আশংকায় তার বুকটা কেঁপে ওঠে। একটু পরই ভেতর থেকে এক চিৎকার ভেসে আসে : "মেইনগেট বন্ধ করো! কাউকে বের হতে দেবে না!"

আরে বাবা, মেইনগেট তো বন্ধই আছে, মনে মনে বলে ওঠে কুতুব। এই তো, মাত্র কয়েক মিনিট আগে ডিজি স্যার চলে যাবার পরই সে তালাটা লাগিয়ে রেখেছে। রাতের বেলায় কি মেইনগেট কখনও খোলা থাকে?

নাইন শুটার শটগানটা টুলের পাশে ঠেক দিয়ে রেখেছিলো কুতুব উদ্দিন, সেটা হাতে তুলে নিতেই অন্ধকার প্রকম্পিত করে পর পর দুটো গুলির শব্দ হলো!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেট থেকে সরে গিয়ে দেয়ালের সাথে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে। তার বুক ধরফর করে উঠেছে। গুলিটা করা হয়েছে ভেতর থেকে। যে করেছে তার পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে সে। গেটের দিকেই এগিয়ে আসছে! হাতের অস্ত্রটা শক্ত করে ধরলো।

*লা ইলাহা..ইল্লা আন্তা...সুবহানাকা...*আর বলতে পারলো না। দোয়া ইউনুসের বাকিটুকু ভুলে গেছে!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫২

এক হাতে ফায়ার ইস্টিংগুইশার আর অন্য হাতে কুড়ালটা নিয়ে পাওয়ার রুম থেকে বেরিয়ে সংকীর্ণ সিঁড়িটার ল্যান্ডিংয়ে চলে এলো বাবলু। চারপাশ অন্ধকারে ঢেকে আছে কিন্তু তাতে কোনা সমস্যা হলো না। পাওয়ার রুমে ঢোকার আগেই এই সিঁড়িটার অবস্থান দেখে নিয়েছিলো।

পিস্তলের বাট দিয়ে জামানের মাথার পেছনে প্রচণ্ড আঘাত করলে জ্ঞান হারায় সে। তারপর ইন্টেরোগেশন রুম থেকে বের হয়েই দেয়ালে বসানো ফায়ারবক্সটার কাছে চলে যায়। এই ভবনের অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা বেশ ভালো। আজকে যখন তাকে এখানে নিয়ে আসা হয় তখনই এটা তার চোখে পড়েছিলো।

পাশে রাখা কুড়ালটা দিয়ে বক্সের কাঁচ ভেঙে ফায়ার ইস্টিংগুইশারটা নিয়ে নিতে কোনো সমস্যাই হয় নি।

তার কোমরে এখন নাইন এমএম-এর অটোম্যাটিক একটি পিস্তল। জামানের কাছ থেকে নিয়েছে এটা। আপাতত অস্ত্রটা ব্যবহার করার কোনো ইচ্ছে তার নেই। হাতের কুড়ালটাই বেশি কাজে দেবে।

ইন্টেরোগেশন রুমের খুব কাছেই পাওয়ার রুমটা। এখানে আসতে কোনো বাধাই পেরোতে হয় নি। সে বুঝতে পারছে, রাত্রিকালীন ডিউটিতে খুব বেশি লোক এখানে থাকে না। এ পর্যন্ত কোনো মানুষের চিহ্নও দেখে নি।

সিঁড়িতে ওঠার পরই শুনতে পায় কেউ একজন চিৎকার করে মেইনগেটটা বন্ধ করতে বলেছে। তার ধারণা, কণ্ঠটা সম্ভবত জেফরি বেগের। মেইনগেট বন্ধ করার কথা শুনে তার মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে ওঠে।

চিৎকারটা মিইয়ে যেতে না যেতেই পর পর দুটো গুলির শব্দ। এই গুলির শব্দটা তাকে চমকে দিয়েছে। গোলাগুলি করার মতো পরিস্থিতি তো হয় নি এখনও। তাহলে গুলি হলো কেন?

এই ভবনের ভেতরে কোথায় কি আছে সে সম্পর্কে খুব একটা ধারণা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নেই তার। অন্ধকারে এটা তার জন্যে গোলকধাঁধা ছাড়া কিছু না। তবে এই গোলকধাঁধা থেকে বের হবার সহজ একটা পথ পেয়ে গেছে সে।

সঙ্কীর্ণ সিঁড়িটার কয়েকটি ধাপ উঠে একটু থামলো। কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো সে। দূর থেকে কিছু মানুষের দৌড়াদৌড়ি আর কথাবার্তা শুনতে পেলো। সবগুলোই আসছে উপরতলা থেকে। পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলো চার-পাঁচ জনের কম হবে না।

আবারো নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করলো। বোঝার চেষ্টা করছে গুলি হবার কারণ কী হতে পারে। খুব দ্রুতই জবাব পেয়ে গেলো বাবলু পুরো বিল্ডিংয়ের সবাইকে এক মুহূর্তে সতর্ক করে দেবার জন্যই এটা করা হয়েছে। কাজটা অবশ্যই মিঃ বেগের। এ ব্যাপারে তার কোনো সন্দেহ নেই।

এই ভবনের সবাই এখন সতর্ক হয়ে গেছে। মেইনগেটটা এতোক্ষণে সিকিউর করে ফেলেছে তারা। নিশ্চয় বিকল্প আলো জ্বালানোর ব্যবস্থাও করা হবে, তারপরই শুরু হবে তল্লাশী।

বাবলু এসব নিয়ে ভাবছে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই এই ভবন থেকে সে বেরিয়ে যেতে পারবে। এখন শুধু দরকার মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করা। তড়িঘড়ি করে কিছু করতে গেলে বিপত্তি বেধে যেতে পারে, এটা সে কোনোভাবেই চায় না।

শারীরিকভাবে সে পুরোপুরি ফিট নয়, তবে মানসিকভাবে বেশ চাঙ্গা। যে কৌশলটা খাটাতে চেয়েছিলো সেটা দারুণভাবেই করতে পেরেছে। তার আত্মবিশ্বাস এখন তুঙ্গে। কেউ তাকে থামাতে পারবে না।

অন্ধকারের মধ্যেই একা একা মেইনগেটের কাছে চলে এলো জেফরি। সে জানে এটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। বাবলু হয়তো ঘাপটি মেরে আছে কোথাও। খাঁচায় বন্দী শিকারী প্রাণী ছাড়া পেয়ে গেলে যেমন বিপজ্জনক হয়ে ওঠে তার অবস্থাও এখন সেরকম। কোনো কিছু পরোয়া করবে না।

তার হাতের পিস্তলটা দু'হাতে ধরে সামনের দিকে তাক করে রেখেছে। মেইনগেটের কাছে একটু আলো দেখতে পেলো। বাইরে থেকে এসেছে। সেই আলোতে বুঝতে পারলো গেটটা বন্ধ কিন্তু সশস্ত্র কনস্টেবলের কোনো দেখা নেই! কোথায় গেলো সে?

এক হাতে গেটটা ধরে খোলার চেষ্ট করলো। বুঝতে পারলো গেটে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তালা লাগানো আছে। সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে উঠলো জেফরি বেগ। গেটের দিকে পিঠ দিয়ে ভেতরের দিকে তাক্ করলো অস্ত্রটা। বাবলু বের হতে পারে নি। এখনও ভবনের ভেতরেই আছে!

"কুতুব?" আস্তে করে বললো সে। এখনও গেটের দিকে পিঠ দিয়ে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে। "কুতুব?"

"কে?" গেটের বাইরে থেকে ফিসফিসে গলায় বললো কনস্টেবল।

"তুমি কোথায়?"

এবার গেটের সামনে চলে এলো কুতুব। তার হাতে নাইন শুটার শটগান।

জেফরি চট করে ঘুরে তাকে কিছু বলার আগেই ফ্ল্যাশলাইটের আলো এসে পড়লো তার উপর। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা কুতুব এবার চিনতে পারলো কে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

"স্যার?"

জেফরি তাকে কিছু না বলে পেছন ফিরে জোরে জোরে বললো, "আমি জেফরি বেগ! গেটটা সিকিউর্‌ড! সবাই সাবধান! ওর কাছে অস্ত্র আছে।"

পাঁচজন র‍্যাট সদস্য ছুটে এলো তার দিকে। তাদের মধ্যে দু'জনের হাতে ফ্ল্যাশলাইট।

হোমিসাইডের হেডকোয়ার্টারে এ মুহূর্তে সব মিলিয়ে এগারো জন কর্মকর্তা আর কর্মচারি রয়েছে। এদের মধ্যে দু'জন কনস্টেবল লেভেলের। একজন মেইনগেটে থাকে, অন্যজন সিসি ক্যামেরা মনিটর করে। বাকি দু'জন ড্রাইভার। এদেরকে বাদ দিলে থাকে জেফরি জামান আর পাঁচজন র‍্যাট সদস্য। তারা সবাই সশস্ত্র। কিন্তু জেফরি আশ্বস্ত হতে পারছে না। বাবলুর মতো একজন পেশাদার খুনি কি করতে পারে সেটা ভালো করেই জানে। ছয়-সাতজন অস্ত্রধারীকেও অনায়াসে ঘায়েল করতে পারে সে।

এরইমধ্যে পাওয়ার অফ করে দিয়েছে পেশাদার খুনি। অন্ধকারে, গোলকধাঁধাতুল্য এই ভবনে তাকে খুঁজে বের কারটা সহজ কাজ হবে না। জেফরি অবশ্য আশংকা করছে অন্য কিছু। কোনোভাবেই সে চাইছে না তাদের কেউ হতাহত হউক।

"স্যার?" তার সামনে এসে একজন র‍্যাট বললো।

জেফরি চিনতে পারতো সৈকতকে। ছেলেটার পরনে স্যান্ডো গেঞ্জি আর থ্রি-কোয়ার্টার। এক হাতে অস্ত্র আর অন্য হাতে একটি ফ্ল্যাশলাইট।

তাকে দেখে মনে হচ্ছে কিছুটা ভড়কে গেছে। পাঁচতলা থেকে সিঁড়ি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিয়ে দ্রুত নেমে আসায় রীতিমতো হাপাচ্ছে সে। তার পেছন পেছন চলে এলো বাকিরা। তাদের অবস্থাও একই রকম। একেবারেই অপ্রস্তত। এরা স্ট্যান্ডবাই থাকে ইমার্জেন্সি ডিউটির জন্য কিন্তু নিজেদের হেডকোয়ার্টারের ভেতরে এরকম কোনো পরিস্থিতির জন্য তাদের প্রস্তুতি থাকার কথা নয়।

"ও পালিয়েছে!" বললো জেফরি। বাস্টার্ড কিংবা বাবলু, কোনো নামই উচ্চারণ করলো না। "জামানের পিস্তলটা ওর কাছে...এখনও বের হতে পারে নি...ভেতরেই আছে।"

"পাওয়ার অফ করলো কে?" সৈকত জানতে চাইলো। "ও-ই?"

"হুম।"

"তাহলে তো নীচের তলায়ই আছে!"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে," বললো জেফরি। উপর তলায় যাবার সিঁড়িটা তাদের থেকে খুব বেশি দূরে নয়। একটু আগেই এটা দিয়ে র‍্যাটরা নেমে এসেছে। তার মানে বাবলু এখনও নীচের তলায় আছে।

"শামীম, সিঁড়িটা সিকিউর করো!" দেরি না করে আদেশের সুরে বললো সৈকত। আজ রাতে র‍্যাটদের যে দলটি ডিউটিতে আছে সে তাদের নেতা।

লম্বামতো এক তরুণ এক হাতে ফ্ল্যাশলাইট আর অন্য হাতে অস্ত্র নিয়ে দৌড়ে সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ের কাছে চলে গেলো।

জেফরি এবার গেটের দিকে ফিরলো। "কুতুব, কাউকে বের হতে দেবে না। আমি না বলা পর্যন্ত এই গেটটা খুলবে না। সাবধান। আসামীর কাছে পিস্তল আছে।"

"জি, স্যার," ঢোক গিলে বললো কুতুব।

"লেটস মুভ," র‍্যাটদের দিকে ফিরে বললো জেফরি।

"স্যার?" সৈকত বললো। "সবার আগে পাওয়ার রেস্টোরেশন করা দরকার?"

জেফরির মন বলছে পাওয়ার রেস্টোরেশন করা সম্ভব হবে না। সে নিশ্চিত, বাবলু কুড়াল ব্যবহার করে সার্কিটের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। দ্রুত সেটা রেস্টোরেশন করা যাবে না। "চলো, দেখি ওখানকার অবস্থা কি।"

চারজন র‍্যাটকে নিয়ে পাওয়ার রুমের দিকে চলে গেলো জেফরি বেগ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৩

এতোদিন কুতুব জানতো নাইট ডিউটিটা খুব আরামের। কোনো ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না। শুধু ঘুম নামক বস্তুটাকে কব্জায় রাখলেই হলো। তারপর বসে বসে এটা সেটা ভেবে সময় পার করো। কোনো কাজ নেই কাম নেই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে-বসে থেকে সারা রাত পার করা আর কি।

দিনের বেলা হলে এই স্যার ওই স্যারকে আসতে যেতে দেখলেই সালাম দিতে হয়, সারাক্ষণ তটস্থ থাকতে হয় কখন কে এলো আর গেলো। একটুও ফাঁকি মারার সুযোগ থাকে না। এমনকি টুলে বসে ঝিমুতে দেখলেও চাকরি নট হয়ে যাবার ঝুঁকি থাকে। সেদিক থেকে দেখলে রাতের শিফটে কাজ করার মধ্যে অনেক আরাম। সাধারণত মাঝেসাঝে দুএকজন বড়কর্তা রাতের বেলায় অফিসে থাকে, আর বেশিরভাগ সময়ই লোকজনের যাওয়া আসা একদম হয় না বললেই চলে। তবে আজকের পরিস্থিতি একটু আলাদা। বিরাট এক খুনিকে ধরে আনা হয়েছে এখানে। কুতুব ভেবেছিলো ঐ ব্যাটাকে সারারাত ধরে প্যাদানি দেয়া হবে। কিছুক্ষণ আগপর্যন্ত হয়তো তা-ই হচ্ছিলো কিন্তু এখন আর সেটা মনে হচ্ছে না।

সে বুঝে উঠতে পারছে না ভেতরে আসলে কি হয়েছে। এতোগুলো মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে একজন বন্দী কিভাবে পালালো? মেইনগেট দিয়ে তো কেউ বের হতে পারে নি। তার হাতে নাকি আবার অস্ত্র আছে! ঘটনা কোন্ দিকে যায় কে জানে।

একটু ধাতস্থ হতেই দোয়া ইউনুসের বাকিটুকু মনে পড়ে গেলো তার। ময়মুরুব্বিরা বলে, এই সুরা পড়লে বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ইউনুস নবী নাকি বিরাট একটা মাছের পেটে ঢুকে যাবার পর এই সুরাটা পড়ে রক্ষা পেয়েছিলেন।

তিনবার সুরাটা পড়ে বুকে ফু দিতে যাবে কুতুব সঙ্গে সঙ্গে কান ফাটানো প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে উঠলো হোমিসাইডের হেডকোয়ার্টার। লাফ দিয়ে শুয়ে পড়লো সে। আরেকটু হলে মাগো-বাবাগো বলে চিৎকারটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিয়েই দিয়েছিলো কিন্তু আতঙ্কের কারণে গলা দিয়ে শব্দ বের হয় নি।

পাওয়ার রুমে ঢুকেই জেফরি বেগ বুঝতে পারে তার আশংকাই ঠিক। বাবলু শুধু পাওয়ার সার্কিটটাই ধ্বংস করে নি, ব্যাকআপ জেনারেটরটাও কুপিয়ে নষ্ট করে রেখেছে।

হাতে ফ্ল্যাশলাইট থাকা সৈকত আরেকটু খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেছিলো কোনোভাবে মেরামত করা যায় কিনা, কিন্তু জেফরি তাকে বারণ করে। দ্রুত রুম থেকে বের হয়ে যাবার তাগাদা দেয়। বাবলু নিশ্চয় আশেপাশে কোথাও ওৎ পেতে আছে।

পাওয়ার রুম থেকে বের হবার পর পরই প্রচণ্ড জোরে বিস্ফোরণটা হয়। ক্ষণিকের জন্য হকচকিয়ে যায় তারা সবাই।

"স্যার! ওদিক থেকে এসেছে আওয়াজটা," ভবনের পেছন দিকে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলে ইঙ্গিত করলো সৈকত।

জেফরি ধারণাও তাই। *সর্বনাশ!* বাবলু কি করে ওখানে গেলো? এই ভবনের ভেতর দিয়ে ওখানে যাওয়া যায় না। বিস্ফোরণটাই বা কী করে করলো?

জেফরি কিছু বলছে না দেখে তাড়া দিলো সৈকত, "স্যার?"

হোমিসাইডের চিফ ইনভেস্টিগেটর তার দিকে তাকালো। এখনও নিজের চিন্তা থেকে পুরোপুরি বের হতে পারে নি।

"মনে হয় ওখানে আছে," বললো ছেলেটা।

জেফরি নিশ্চিত, বাবলু ভবনের পেছনে নেই। এটা তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য করা হয়েছে। তার মনে পড়ে গেলো জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডের তদন্তের সময় যখন প্রথম এই খুনির নাগাল পেয়েছিলো তখন সে গ্যাসের চুলা ব্যবহার করে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পুরনো একটি বাড়ি থেকে কিভাবে পালিয়ে গেছিলো।

ফায়ারবক্স...কুড়াল...ইস্টিংগুইশার...বিস্ফোরণ!

"না," জোর দিয়ে বললো সে। মাথার ভেতরে ঘুরতে থাকা প্রশ্নগুলোর জবাব যেনো চট করেই পেয়ে গেলো। "ওখানে না। উপরে গেছে!"

সৈকত যারপরনাই বিস্মিত। "উপরে!" *এটা কী করে সম্ভব!*

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৪

যে ভবনের ভেতরে ইস্টিংগুইশার আছে সেখানে ফায়ারস্কেপ সিঁড়ি থাকবেই, বাবলুর এই ধারণাটা সত্যি প্রমাণ হয়েছে।

সাধারণত ফায়ারস্কেপ সিঁড়ি ব্যবহার করা হয় আগুন কিংবা অন্য কোনো কারণে ভবন থেকে দ্রুত আর নিরাপদে বেরিয়ে আসার জন্যে, তবে একটু আগে বাবলু সেটা ব্যবহার করেছে উপরে ওঠার কাজে। তার ধারণা জেফরি বেগ যতো স্মার্টই হোক না কেন ফায়ারস্কেপ সিঁড়িটার কথা প্রথমে তার মাথায় আসবে না। যখন আসবে তখন বাবলু চলে যাবে নাগালের বাইরে।

ছাদে উঠে ভবনের পেছন দিকে ফায়ার ইস্টিংগুইশারটা ফেলে দেয় সে। উপর থেকে পড়ে ধাতব সিলিন্ডারটি বোমার মতোই বিস্ফোরিত হয়। বাবলু নিশ্চিত, এতে করে সবাইকে আরেকটু বিভ্রান্ত করা গেছে।

পাঁচতলার ছাদের চারপাশটা তাকিয়ে দেখলো। যে জিনিসটা খুঁজছিলো সেটা দেখতে পেলো ছাদের এককোণে।

ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন্সের ছোট্ট একটি টাওয়ার!

এই ভবনের তিন দিকে অসংখ্য অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং। শুধু উত্তর দিকটা খোলা। এটা হোমিসাইডের হেডকোয়ার্টারের সম্মুখ ভাগ আর প্রবেশপথ। বাকি তিন দিকে একেবারে গা ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে কতোগুলো সুউচ্চ ভবন।

টাওয়ারটা উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। ছাদের চারদিকে চার ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাবলু দ্রুত পূর্ব আর পশ্চিম দিকের দেয়ালের কাছে গিয়ে নীচে কি আছে দেখে নিলো।

পূর্ব দিকে একটা দশ তলা অ্যাপার্টমেন্ট। দুটো ভবনের মাঝখানে সাত-আট ফুটের মতো খালি জায়গা। এর দক্ষিণ দিকটা অন্য একটা ভবনের সীমানা প্রাচীর দিয়ে বন্ধ করা আর উত্তর দিকটা চলে গেছে হোমিসাইডের প্রবেশ পথের পাশ দিয়ে মেইনরোডের দিকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পশ্চিম দিকেও একটা বিল্ডিং আছে তবে সেটা অপেক্ষাকৃত পুরনো। হোমিসাইডের হেডকোয়ার্টারের মতো ওটাও পাঁচতলার, তবে একটু বেশি উঁচু। দুই ভবনের মাঝখানে খুবই সংকীর্ণ একটি গলির মতো জায়গা, সেটা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে একটা ঝোঁপঝাড়ের দিকে। উত্তর দিকটা যথারীতি মেইনরোডে গিয়ে শেষ হয়েছে।

এবার টওয়ার থেকে যে মোটা ক্যাবলটা ভবনের নীচে চলে গেছে সেটা দেখতে পেলো। কুড়ালটা প্রাচীরের উপর রেখে ক্যাবলটা ধরে সজোরে টান দিলো সে। দু'তিনবার টান দিতেই সেটা ছিঁড়ে গেলো। ক্যাবলের অন্য মাথাটা টাওয়ারের সাথে সংযোগ দেয়া। একটু টেনে দেখলো বাবলু। না। বেশ শক্ত করে লাগানো আছে। তবে সে নিশ্চিত হতে পারলো না, এটা একজন মানুষের ওজন সহ্য করতে পারবে কিনা।

ক্যাবলটা ছেড়ে দিয়ে কুড়ালটা তুলে নিলো। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলো বাম পাশে কিছু টিনের ছাদওয়ালা ঘর। বাবলু বুঝতে পারলো ওগুলো কি।

গাড়ি রাখার গ্যারাজ।

কুড়ালটা এবার ফেলে দিলো সেই ঘরগুলোর ছাদের উপর।

ফায়ারস্কেপ সিঁড়ি দিয়ে সতর্ক পদক্ষেপে উঠে যাচ্ছে জেফরি বেগ, সৈকত আর বাকি দুই র‍্যাট সদস্য। তারা সবাই সতর্ক। সবার সামনে আছে সৈকত। আজরাতের শুরুর দিকে আন্ডারকন্সট্রাকশন ভবনে অভিযানের সময় সে-ই বাবলুকে ঘায়েল করতে পেরেছিলো। তার গুলিগুলো বাবলুর প্রাণ কেড়ে নিতে পারে নি বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটের কারণে।

তারা যখন তিন তলার ল্যান্ডিংয়ে তখনই কিছু একটা পড়ার শব্দ শুনতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায় জেফরিসহ সবাই। একটু দূর থেকে আসার কারণে তারা বুঝতে পারলো না শব্দটা কিসের।

"টিনের ছাদের উপর কিছু পড়ার শব্দ বলে মনে হচ্ছে," পেছন ফিরে জেফরিকে বললো সৈকত।

টিনের ছাদ? কয়েক মুহূর্ত লাগলো জেফরির বুঝতে। "মাই গড! নীচের গাড়ি রাখার গ্যারাজ!"

"লাফ দিয়েছে!?" সৈকতের বিশ্বাস করতেও কষ্ট হলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তোমরা ছাদে যাও, আমি নীচে যাচ্ছি।"

কথাটা বলেই জেফরি বেগ আর সময়ক্ষেপন করলো না। ফায়ারস্কেপের সঙ্কীর্ণ সিঁড়িটা দিয়ে একাই নেমে গেলো। সৈকত কিছু বলারও সুযোগ পেলো না।

সৈকতের নেতৃত্বে তিনজন র‍্যাট দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে গেলো।

ছাদে আসার পর সৈকতসহ চারজন র‍্যাট পজিশন নিয়ে নিলো চারদিকে। তাদের সবার অস্ত্র সামনের দিকে তাক করা।

চারপাশের বাড়িঘর থেকে আসা আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেলো ছাদটা ফাঁকা।

সবার আগে সৈকতের নজর পড়লো টাওয়ারের সাথে সংযুক্ত ক্যাবলটা। ছাদের সীমানা প্রাচীরের উপর দিয়ে চলে গেছে নীচে। কাছে এসে নীচের দিকে তাকালো সে। ক্যাবলটা ঝুলছে। ঠিক তার নীচেই গাড়ি রাখার গ্যারাজগুলো।

ফ্ল্যাশলাইট হাতে এক র‍্যাট সদস্য এসে টিনের ছাদের উপর আলো ফেললো। কুড়ালটা পড়ে থাকতে দেখা গেলো ওখানে।

কিন্তু বাবলুর কোনো চিহ্ন নেই।

দেরি করে ফেলেছে তারা! বদমাশটা সটকে পড়েছে। তাদের সবাইকে বোকা বানিয়ে হাত ফসকে পালিয়ে গেছে পেশাদার খুনি।

সৈকত খেয়াল করলো জেফরি বেগ ততোক্ষণে নীচের গ্যারাজের সামনে চলে এসেছে। সে উপরের দিকে তাকাতেই সৈকত চিৎকার করে বললো, "স্যার! নেই। ভেগেছে!"

নীচের অন্ধকারেও জেফরির আবছায়া মূর্তিটা দেখে সে বুঝতে পারছে চরম হতাশ আর ক্ষুব্ধ হোমিসাইডের চিফ ইনভেস্টিগেটর। পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

"টাওয়ারের ক্যাবলটা দড়ি হিসেবে ব্যবহার করেছে!" আবারও চিৎকার করে বললো সৈকত।

BanglaBook.org

জেফরি বেগ যেনো বিশ্বাস করতে পারছে না। উপরের দিকে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

টাওয়ারের ক্যাবল বেয়ে বাবলু নীচে নেমে গেছে?

www.BanglaBook.org

অবিশ্বাস্য!

একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেলো তার। হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টটা তখন সদ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জনবল হাতেগোনা। পুরোপুরি কাজ শুরু করে নি। তখন একরাতে ছিচকে এক চোর টাওয়ারের ক্যাবল বেয়ে ভবনে ওঠার চেষ্টা করেছিলো, ক্যাবলটা তার শরীরের ভার সইতে পারে নি। ওটা ছিঁড়ে গিয়ে চোর বেচারা নীচে পড়ে মারাত্মক আহত হয়েছিলো।

"স্যার, কুড়ালটা গ্যারাজের ছাদে পড়ে আছে," জেফরিকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পাঁচতলার উপর থেকে সৈকত চেঁচিয়ে বললো।

কুড়ালটা গ্যারাজের টিনের ছাদে পড়ে আছে!

ওহ্!

সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরে সৈকতের উদ্দেশ্যে চিৎকার দিয়ে বললো জেফরি বেগ, "ছাদের চারপাশটা ভালো করে দেখো...ও ক্যাবল বেয়ে নামে নি! আমি নিশ্চিত! কুড়ালটা টিনের ছাদে ফেলে ধোঁকা দিয়েছে!"

দ্রুত ভাবতে লাগলো জেফরি তাদের ভবনের কোনদিকে কি আছে। ডানে-বামে বার কয়েক তাকালো সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৫

একটা জানালার শেডে দাঁড়িয়ে আছে বাবলু। হোমিসাইডের ছাদ থেকে র‍্যাটদের কথাবার্তা আর নীচ থেকে জেফরি বেগের সব কথা স্পষ্ট শুনতে পেরেছে সে।

এ মুহূর্তে ভবনের পশ্চিম দিকের ভবনের তিনতলার জানালার শেডের উপরে আছে।

টাওয়ারের ক্যাবল দিয়ে যে বেয়ে বেয়ে নামা যেতো না তা নয় কিন্তু তাতে ঝুঁকি ছিলো। ক্যাবলটা তার শরীরের ওজন সহ্য করে টিকে থাকবে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলো না। তাছাড়া ওরকম পিচ্ছিল ক্যাবল বেয়ে পাঁচতলা থেকে নীচে নামাও খুব কঠিন হতো। দুর্ঘটনা ঘটে যাবার বেশ সম্ভাবনা ছিলো।

ছাদের চারপাশটা দেখার সময়ই বাবলু তার পরিকল্পনা একটু বদলে নেয়।

পশ্চিম দিকের এই ভবনটাও হোমিসাইডের মতো পাঁচতলার কিন্তু অপেক্ষাকৃত পুরনো বলে এর উচ্চতা একটু বেশি। ফলে দুটো ভবনের কার্নিশ আর জানালার শেডগুলো একই লেভেলে অবস্থিত নয়। আনুমানিক দুই-আড়াই ফুটের মতো ব্যবধান হবে। অন্যদিকে ভবন দুটোর মাঝে দূরত্ব বড়জোর ছয় ফুটের মতো হলেও কার্নিশ আর জানালার শেডগুলো দেড় ফুটের মতো প্রশস্ত বলে এই দূরত্ব কমে তিন-সাড়ে তিন ফুটের বেশি হবে না।

তার মানে খুব সহজেই একটা থেকে আরেকটায় টপকে যাওয়া সম্ভব।

সুতরাং দেরি না করে কুড়ালটা নীচের গ্যারাজের ছাদের উপরে ফেলে দিয়েই সে পশ্চিম দিক দিয়ে নীচে নামতে শুরু করে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে একটু সাবধানে আর ধীরে ধীরে নামছিলো, তাই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুটো তলা পর্যন্ত নামার পরই টের পায় ছাদের উপর কয়েকজন লোক এসে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ভবনের একটি জানালার শেডের উপর স্থির হয়ে যায়, যাতে করে লাফানোর ফলে কোনো আওয়াজ না হয়।

এখন বুঝতে পারছে জেফরি বেগ তার কারসাজিটা ধরে ফেলেছে। ছাদের লোকগুলোকে চারপাশটা ভালো করে দেখার কথা বলেছে ইনভেস্টিগেটর। বাবলু আবার নীচে নামতে শুরু করলো। এবার দ্রুত গতিতে।

দোতলার কার্নিশে ল্যান্ড করতেই তার উপর ফ্ল্যাশলাইটের আলো এসে পড়লো। হোমিসাইডের ভবনের উপর থেকে তার দিকে আলোটা ফেলা হয়েছে।

শিট! বাবলুর মুখ দিয়ে অস্ফুট শব্দটা বের হয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা জোড়ালো কণ্ঠ শুনতে পেলো সে

"এদিক দিয়ে নামছে! এদিক দিয়ে!..."

তারপরই হৈহট্টগোল বেধে গেলো যেনো।

হোমিসাইডের প্রবেশপথের সামনে যে কংক্রিটের বিশাল লনটা আছে সেখানে দাঁড়িয়ে পাঁচতলার উপর থেকে সৈকতদের হৈহল্লা শুনতে পেলো জেফরি বেগ।

বাবলু তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে ভবনের পশ্চিম দিক দিয়ে নেমে যাচ্ছে!

খুব বেশি কিছু না ভেবেই এক দৌড়ে মেইনরোডে এসে পড়লো সে। তাদের অফিস ভবনের চারপাশের অলিগলি তার চেনার কথা নয়। আসা-যাওয়ার পথে, ভবনের জানালা দিয়ে যতোটুকু দেখা যায় ততোটুকুই চেনে। পশ্চিম দিকে আরেকটা পাঁচতলা ভবনের পেছনে কোনো রাস্তা আছে কিনা সে জানে না। কিন্তু এটুকু বুঝতে পারছে, বাবলু যখন ওখান দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে নিশ্চয় কোনো পথ রয়েছে।

দুটো ভবনের মাঝখানে পাঁচ-ছয় ফুটের মতো সঙ্কীর্ণ যে জায়গাটা আছে সেটা আসলে সুয়ারেজ ড্রেন। উপরে বড় বড় কংক্রিটের স্ল্যাব ফেলে ড্রেনটা ঢেকে দেয়া হয়েছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন হলেও জেফরি দেখতে পেলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার উপর অসংখ্য ময়লা আবর্জনা পড়ে আছে। দুটো ভবনের জানালা দিয়ে দিনের পর দিন উচ্ছিষ্ট ফেলে জায়গাটাকে নর্দমা বানিয়ে ফেলা হয়েছে।

কোনো কিছু না ভেবেই জঘন্য সব ময়লা আর্বজনা উপেক্ষা করে জেফরি বেগ ঢুকে পড়লো সেখানে।

বড়জোর দশ ফুটের মতো ভেতরে ঢুকতেই ধপ করে একটা শব্দ শুনতে পেলো সে। বুঝতে পারলো বাবলু লাফ দিয়ে নীচে নেমে পড়েছে। কিন্তু সঙ্কীর্ণ গলিটার ভেতরে কোনো ছায়ামূর্তি চোখে পড়লো না। পিস্তলটা সামনের দিকে তাক করে আবার ছুটে গেলো সে।

এমন সময় হোমিসাইডের ভবনের উপর থেকে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলা হলো গলিতে। জেফরি এখন গলির মাঝপথে। এদিক ওদিক প্রক্ষেপিত ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখতে পেলো একটা ছায়ামূর্তি; দৌড়ে ডান দিকে মোড় নিয়ে নিলো।

তার পিছু নিলো জেফরি বেগ। বাবলু এখন নাগালের মধ্যে। দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিলো সে। যে করেই হোক ওকে ধরতে হবে। এক বন্য জেদ চেপে বসেছে তার মধ্যে। কয়েক মুহূর্ত পর সেও ডান দিকে মোড় নিয়ে নিলো।

আশেপাশের ভবনের জানালা দিয়ে মৃদু আলো আসার কারণে এখানটা একটু আলোকিত। জেফরি বেগ সেই আলোতে দেখলো আরেকটা সরু গলি, যথারীতি নোংরা, চলে গেছে সোজা পশ্চিম দিকে। এখানে ময়লার স্তূপ আরো বেশি। দু'পাশে যতোগুলো বিল্ডিং আছে সবগুলোর পেছন দিক এটা। গলিটা শেষ হয়েছে ছয়-সাত ফিট উঁচু দেয়ালের কাছে গিয়ে। বাবলু সেই দেয়ালটা টপকাতে যাচ্ছে।

জেফরি বেগ দ্বিধাগ্রস্ত না হয়েই সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালালো। সরু জায়গাটা প্রকম্পিত হলো গুলির শব্দে।

কিন্তু বাবলু থামলো না। অনায়াসে দেয়াল টপকে চলে গেলো। গুলিটা যে তার লাগে নি সেটা জেফরি বেগ জানে। সত্যি বলতে, বাবলুকে লক্ষ্য করে গুলিটা করে নি সে।

অসহায়ের মতো নোংরা গলিতে দাঁড়িয়ে রইলো হোমিসাইডের চিফ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইনভেস্টিগেটর। তার মনের একটা অংশ বলছে দৌড়ে গিয়ে দেয়ালটা টপকাতে, অন্য অংশটা বলছে কোনো লাভ হবে না। বাবলু এখন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। এই অংশটারই জয় হলো। পিস্তলটা কোমরে গুঁজে ফিরে গেলো সে।

পরাজিতের মতো মাথা নীচু করে গলি থেকে বের হয়ে এলো জেফরি বেগ।

সৈকত আর অন্য এক র‍্যাট অস্ত্র হাতে ছুটে এলো তার কাছে।

"স্যার!" সৈকত বললো তাকে।

আস্তে করে মুখ তুলে তাকালো সে। কিছু বললো না।

সোডিয়াম লাইটের উৎকট হলুদাভ আলোতে জেফরির মুখটা খুব বেশি ফ্যাকাশে দেখালো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৬

মাঝরাতে সুনসান ঢাকা শহরে ধীরে ধীরে হাটছে বাবলু।

হোমিসাইড থেকে পালিয়ে আসাটা সহজ কাজ ছিলো না। বেশ সময় নিয়ে, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে কখন সুযোগ আসে। জেফরি বেগের কাছে নিজের জীবনের উপাখ্যান বলার কোনো ইচ্ছে তার ছিলো না। সে যদি কিছু না বলতো ঐ ইনভেস্টিগেটর তার মুখ থেকে একটা শব্দও বের করতে পারতো না। কিন্তু সে বলেছে, কারণ তার দরকার ছিলো একটা সুযোগের। আর সেটা আসামাত্রই ব্যবহার করেছে।

এর আগে ব্ল্যাক রঞ্জুর হাতে মারাত্মক আহত হবার পর যখন গ্রেফতার হলো তখন হাসপাতাল থেকে সোজা হোমিসাইডের ইন্টেরোগেশন রুমে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। অমূল্য বাবু অনেক চেষ্টা করেও এটা আটকাতে পারে নি জেফরি বেগের দৃঢ়তার কারণে। অবশ্য জিজ্ঞাসাবাদে সে কিছুই বলে নি। জেফরি বেগও তাকে চাপাচাপি করে নি। ওদের কাছে নাকি মিথ্যে ধরার যন্ত্র আছে! সেটা ব্যবহার করেও খুব একটা ফায়দা হয় নি ভদ্রলোকের।

তবে আজকের রাতের শুরুতে যখন জেফরি বেগের দলবলের কাছে ধরা পড়ে গেলো তখন ভেবেছিলো সারা জীবনের জন্য বুঝি ফেঁসে গেলো। এমনকি অমূল্য বাবুও তাকে এবার উদ্ধার করতে পারবে না। কারণ রাজনসহ তার গ্রুপের চারজনকে খুন করেছে সে। আর এসবের অকাট্য প্রমাণ আছে ঐ জেফরি বেগের কাছে, আগের কেসগুলোর কথা না হয় বাদই দিলো।

আন্ডারকন্সট্রাকশন ভবন থেকে অচেতন অবস্থায় তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয় হাসপাতালে। বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে থাকার কারণে বেঁচে গেলেও বেশ আহত ছিলো। তবে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে সরাসরি তাকে নিয়ে আসা হয় হোমিসাইডের ইন্টেরোগেশন রুমে।

www.BanglaBook.org

নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে যখন একদম নিশ্চিত হয়ে গেলো তখনই গাঢ় অন্ধকারে ছোট আর মিটমিটে একটি আলোর রেখা দেখতে পেলো সে।

মামুলি একটা প্রেম স্লিপ।

তারপর দ্রুত মাথাটা কাজ করতে শুরু করে। জেফরি বেগকে তার নিজের জীবনের গল্পগুলো বলার সময় তার মাথায় একটা জিনিসই কাজ করছিলো যেভাবেই হোক তাকে মুক্ত হতে হবে। ওখান থেকে পালাতে হবে।

বরাবরের মতোই মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করে সফল হয়েছে। এখন সে মুক্ত। বেইলি রোড থেকে একটু দূরে ইস্কাটনের এক নির্জন রাস্তা দিয়ে হাটছে। সে ভেবেছিলো জেফরি বেগ গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়বে, তাকে হন্যে খুঁজবে কিন্তু সেটা হয় নি। তার ব্যাপারে হয়তো হাল ছেড়ে দিয়েছে ভদ্রলোক।

স্মার্ট! মনে মনে বললো সে। *বুদ্ধিমানের মতোই কাজ করেছে!*

এখন রাত ক'টা বাজে সে জানে না। সম্ভবত মাঝরাত। রাস্তায় কিছু টহল পুলিশের গাড়ি নিশ্চয় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে এখন পর্যন্ত একটাও তার চোখে পড়ে নি।

এটা নিশ্চিত, জেফরি বেগ তাকে খুঁজতে বের না হলেও সবগুলো থানার টহল পুলিশকে তার ব্যাপারে জানিয়ে দিয়েছে। সুতরাং, কোনো টহল পুলিশের চোখে পড়া যাবে না। এতো রাতে একজন যুবক নির্জন রাস্তা দিয়ে হেটে যাচ্ছে—এটা খুব সহজেই পুলিশের চোখে সন্দেহের উদ্রেক করবে।

মিন্টো রোডে ঢোকার আগে হাতের ডান পাশে রমনা পার্কে ঢুকে পড়লো সে।

এ সময় পার্কে কিছু আজেবাজে লোকজনের উপস্থিতি থাকে, আর থাকে নগরবধূরা। তারা তাকে এই রাতদুপুরে আরেকজন খদ্দের ছাড়া অন্যকিছু ভাববে না।

পার্কের অনেকটা ভেতরে ঢুকে যাবার পরও কোনো পাহারাদারের দেখা পেলো না। চারপাশটা ভুতুরে আর মায়াবি লাগলো তার কাছে। গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে নিয়ন লাইটের আলো অনেকটা পূর্ণিমা রাতের আবহ তৈরি করেছে। বাবলু সেই বানোয়াট পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় হেটে গেলো ধীরস্থিরভাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা বিরাট গাছের নীচে কংক্রিটের বেঞ্চ খালি দেখতে পেয়ে বসে পড়লো সে।

এরপর কী করবে সেসব ভাবার জন্য তার দরকার একটু বিশ্রাম।

ভোরের আলো ফোটার আগেই পার্ক থেকে চলে যেতে হবে কিন্তু কোথায় যাবে সেটা ভাবতে লাগলো এখন।

অনেক ভেবে অবশেষে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। ওখানে যাওয়াটা তার জন্য জরুরি। ভালো করেই জানে এতো সকালে তাকে দেখলে ভীষণ চমকে যাবে বাড়ির বাসিন্দা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৭

রাতে বাড়ি ফেরার পর না খেয়েই বিছানায় শুয়ে পড়লো জেফরি। কিন্তু দু'চোখের পাতা এক হলো না মুহূর্তের জন্যেও। ভোরের দিকে ক্লান্তিতে একটু ঝিমুনি এলেও প্রচণ্ড মাথা ব্যথার কারণে অতীষ্ঠ হয়ে উঠলো সে। ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করে সোফায় বসে রইলো এমনি এমনি।

এ জীবনে এরকম খারাপ কখনও লাগে নি। এমনকি ফাদারের মৃত্যুতেও এতোটা মুষড়ে পড়ে নি। কেমন জানি ফাঁকা ফাঁকা লাগছে তার। মনে হচ্ছে এতোদিনের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা, সুনাম সব কিছুর উপর বিরাট চপেটাঘাত করা হয়েছে। তার হাতের মুঠোয় থাকা বাবলু এভাবে পালিয়ে যেতে পারলো!

একটা গ্লানি চেপে বসেছে তার বুকে।

সান্ত্বনা পাবার জন্য তার মনের একটা অংশ বার বার প্রবোধ দিচ্ছে, জামান ছেলেটার বোকামিতে এটা হয়েছে। কিন্তু জেফরি ভালো করেই জানে, সব দায় জামানের উপর চাপিয়ে দেয়া যাবে না। তার নিজেরও দায়-দায়িত্ব আছে। বাবলুর হাতে অস্ত্রটা তুলে দিয়েছে সে নিজে।

সামান্য একটা জেম ক্লিপ!

আক্ষেপে আরো একবার পুড়লো। সোফার হাতলে বার কয়েক ঘুষি মারলো সে।

বাবলুর যে ফাইলটা তারা তৈরি করেছিলো সেটার কোনো হার্ড কপি ছিলো না। ইন্টেরোগেশন শুরুর আগে কম্পিউটার থেকে প্রিন্টআউট বের করে নেয় দ্রুত। লুজ-শিটগুলো হাতের কাছে থাকা জেম ক্লিপ দিয়েই আটকে নেয় সে। তখন কি ভেবেছিলো এই সামান্য জেম ক্লিপটাই বাবলু তার মুক্তির চাবি হিসেবে ব্যবহার করবে!

ছেলেটা যে স্মার্ট আর ইনোভেটিভ এটা জেফরির চেয়ে ভালো আর কে জানতো। অনুপ্রবেশ করার কায়দা, বেরিয়ে পড়ার কৌশল, খুনের দক্ষতা, প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করা আর খুনে মানসিকতা, সবই রয়েছে তার। কিন্তু তাই বলে সামান্য একটা জেম ক্লিপ!...

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যে-রাতটা অপ্রত্যাশিত সফলতা নিয়ে এসেছিলো সে-রাতটাই শেষ হলো চরম ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে।

কী বিচিত্র এ জীবন।

বাবলুকে ধরার জন্য যখন হন্যে হয়ে ছিলো তখন তার টিকিটাও পায় নি। কিন্তু যখন তাকে ধরার কোনো ইচ্ছে তার ছিলো না তখনই কিনা ধরা পড়ে গেলো সে—তাও অন্যরকম একটি ঘটনায়—একদম অপ্রত্যাশিতভাবে।

রাত বেশি হয়ে যাওয়াতে বাবলুর পালানোর ঘটনাটি হোমিসাইডের মহাপরিচালককে জানায় নি। আগামীকাল সকালে ফারুক আহমেদ যখন ফুরফুরে মেজাজে অফিসে আসবে প্রেসব্রিফিং করার জন্য তখন তাকে কী বলবে? নাকি সকালে অফিসে আসার আগেই বাসায় ফোন করে পুরো ঘটনাটি জানিয়ে দেবে?

আহ্, বেচারা হয়তো তখন চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে পত্রিকা পড়তে থাকবে।

জেফরি বেগের মনটা খারাপ হয়ে গেলো। মাঝরাতে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে বাসায় ফিরে আসার পর রেবাকে ফোন করতে ইচ্ছে করছিলো কিন্তু করতে পারে নি। অতো রাতে ফোন করাটা ঠিক হতো না। অনেক কষ্টে রেবার সাথে কথা বলার ইচ্ছেটাকে দমন করেছে সে। মেয়েটার সাথে কথা বললে হয়তো মনটা একটু হালকা হতো।

সোফায় বসে থেকেই ফজরের আজানটা তার কানে গেলো। একটু ঘুম ঘুম ভাব এলেও বিছানায় যেতে ইচ্ছে করলো না। দু'চোখ বন্ধ করে বসে রইলো চুপচাপ।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে নিজেকে বাবলুর জায়গায় বসিয়ে জেফরি বেগ কেবল একটা কথাই ভাবতে লাগলো ওভাবে পালিয়ে যাবার পর সে কি করবে—কোথায় যাবে?

•

দরজার আঘাতগুলো যেনো হাতুড়ি পেটার মতো শোনাচ্ছে। বুক ধরফড় করে বিছানায় উঠে বসলো জেফরি বেগ। চারপাশ আধো-আলো অন্ধকার। কেমন একটা ঘোর ঘোর লাগছে তার কাছে। দরজার আঘাতটা বিরতিহীনভাবে চলছেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালো সে। টের পেলো সম্পূর্ণ নগ্ন! তার শরীরে একরত্তি কাপড়ও নেই। ঘাবড়ে গেলো। ঘরে কেউ না থাকলেও লজ্জায় কুকড়ে গেলো সে। আশ্চর্য! জামাকাপড় খুললো কখন?

চারপাশে তাকালো। গায়ের পোশাকগুলো নেই। এভাবে নগ্ন হয়ে দরজা খুলবে কিভাবে?

এদিকে দরজার আঘাতগুলো যেনো ক্রমশ বেড়েই চলছে।

"কে?" নিজের কাছেই মনে হলো তার কণ্ঠ দিয়ে তেমন আওয়াজ বের হচ্ছে না। আবারো বললো, তবে এবার চিৎকার দিয়ে। "কে!"

দরজার ওপাশ থেকে কোনো জবাব এলো না, বরং আঘাতের তীব্রতা আরো বেড়ে গেলো। দরজাটা যেনো ভেঙেই যাবে।

জেফরি বেগ একচুলও নড়তে পারলো না। এভাবে নগ্ন হয়ে কী করে সে দরজা খুলে দেবে?

বিকট শব্দ করে দরজাটা ভেঙে গেলো নাকি খুলে গেলো সেটা বুঝতে পারার আগেই দেখতে পেলো তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বাবলু!

আহত, বিধ্বস্ত কিন্তু তার চোখ দিয়ে যেনো আগুন বের হচ্ছে।

জেফরি কিছু বলার আগেই তার ডান হাতটা উঠে এলো।

একটা পিস্তল!

একটুও নড়তে পারলো না। আলপিনের মতো গেঁথে আছে সে।

বাবলুর ঠোঁটে এবার তাচ্ছিল্যের হাসি। তারপরই চারপাশ আলোড়ন তুলে গুলির শব্দ হলো। জেফরি বেগ টের পেলো তার শরীরটা শূন্যে উঠে গেছে। ছিটকে চলে যাচ্ছে দ্রুত বেগে।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলো। বাইরে প্রচণ্ড শব্দ তুলে বজ্রপাত হচ্ছে এখন। বাতাসের ধাক্কায় জানালার পর্দাগুলো উড়ছে। রাত শেষ হলেও অন্ধকার কাটে নি।

কয়েক মুহূর্ত লাগলো ব্যাপারটা বুঝতে।

একটা দুঃস্বপ্ন!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৮

খুব সম্ভবত দুই যুগেরও বেশি সময় পর অমূল্য বাবু এতোটা চমকে উঠেছিলো।

অস্থিরতা, ঘাবড়ে যাওয়া, কোনো কিছুতে বিস্মিত হওয়া কিংবা চমকে ওঠার মতো লোক সে নয়। বহুকাল আগেই ঐ পর্ব চুকিয়ে ফেলেছে। তার যৌবনের সমাপ্তির সাথে সাথে ওসবেরও তিরোধান ঘটেছে অনেক কাল আগে কিন্তু আজকের দিনটা শুরু হলো চমকে যাওয়ার মধ্য দিয়ে।

খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যেস তার। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল পান করে কিছুটা জল হাতের তালুতে নিয়ে মাথার উষ্ণীষের উপর চেপে রাখে। তারপর স্নান করে ধ্যানে বসে সে। সকালে দশটার আগে মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হয় না। সেই ভোর থেকে দীর্ঘ সময়টা মৌনব্রত করে কাটিয়ে দেয়। এ কাজ করতে তার কোনো সমস্যাই হয় না। অন্য সবার মতো সংসারি হলে, ঘরে স্ত্রী-সন্তান থাকলে এটা করা সম্ভব হতো কিনা কে জানে। সে থাকে সম্পূর্ণ একা। এমনকি বাড়িতে কাজের লোকও রাখে না। নিজের রান্না নিজেই করে। স্বল্পাহারি আর সাত্ত্বিক একজন মানুষ। একেবারে ধরাবাধা তার খাবারে মেনু। আর সেটা নিজের হাতেই রান্না করে। জামা-কাপড় ধোয়া আর ইস্ত্রির কাজটা অবশ্য লন্ড্রির উপরেই ছেড়ে দিয়েছে আর ঘর মোছা, পরিস্কার করার কাজটা করে নিট অ্যান্ড ক্লিন নামের একটি প্রতিষ্ঠানের দু'জন চুক্তিভুক্ত পরিচ্ছন্নতাকর্মী।

তার এই নিয়মনিষ্ঠ সকালটায় আজ বিঘ্ন ঘটেছে।

খুব ভোর থেকেই আবহাওয়া খারাপ। থেমে থেমে বজ্রপাত হচ্ছে, সেইসাথে বৃষ্টি। ঝড়ো বাতাসে জানালার পর্দাগুলো অস্থির হয়ে উঠেছে।

সবগুলো জানালা বন্ধ করে ঠাণ্ডা জল পান করে সে, তারপর হাতের তালুতে কিছুটা জল নিয়ে মাথার উপর যখন চাপতে যাবে তখনই দরজায় টোকা মারার শব্দ হয়। তার এখানে কোনো কলিংবেল নেই। তাকে বাড়িতে ডাকার জন্য খুব বেশি লোক আসেও না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তখনও চমকে ওঠে নি সে। ভেবেছিলো পত্রিকার হকার বুঝি কোনো কারণে তার সাথে দেখা করতে চাইছে। এই হকার লোকটি বিপদে পড়লে তার কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে থাকে। বেচারার এক মেয়ে লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত। সেই মেয়ের চিকিৎসার প্রায় সমস্ত খরচ বহন করে সে।

আস্তে করে উঠে দরজা খুলতেই চমকে ওঠে অমূল্য বাবু। এমনকি তার নিঃশ্বাসও কয়েক মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে সে।

তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বাবলু!

আহত আর বিধ্বস্ত কিন্তু মনোবল অটুট। সেটা তার দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায়।

এই ছেলেটা কখনও তাকে আদাব কিংবা সালাম দেয় না। কোনো সন্তান নিজের বাপকে দেখলে যেমন করে বাবলুও তার সাথে ঠিক একই আচরণ করে থাকে।

কোনো কথা না বলে মাথা নীচু করে ঘরে ঢুকে পড়ে সে। যেনো বাপকে না বলে বাড়ির বাইরে ছিলো সারারাত, এখন ঘরে ফিরে এসেছে অপরাধী এক সন্তান!

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে বাবলু। অমূল্য বাবুই প্রথম মৌনতা ভাঙে।

"মেয়েটাকে তো পুলিশ উদ্ধার করেছে, তাহলে তুমি কি করতে গেছিলে?"

বাবুর এ কথা শুনে অবাক হয় সে, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারে এই লোকের পক্ষে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।

এরপর অমূল্য বাবুর কাছে পুরো ঘটনাটা খুলে বলে।

সব শোনার পর একটা মৃদু দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বাবুর বুকের ভেতর থেকে। "তুমি একটু পরই রিসোর্টে চলে যাবে। এক মাসের মধ্যে ওখান থেকে আর বের হবে না," অবশেষে আদেশ করে অমূল্য বাবু। "আমি তোমার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করছি।"

এ কথা বলে ঘর থেকে চলে যায় ভদ্রলোক। দশ মিনিট পরই একটা গাড়ি চলে আসে তাকে নিয়ে যাবার জন্য। কোনো কথা না বলে চুপচাপ চলে যায় সে।

বাবু এখন নিজের ঘরে একা। ভাবছে মানুষের জীবনে আবেগ সব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সময়ই বিরাট প্রভাব ফেলে। সে তো কোনো যন্ত্র নয়। তার মধ্যে যুক্তির পাশাপাশি আবেগও থাকবে।

সঙ্গে সঙ্গে সুধরে নিলো। নিকট ভবিষ্যতে যন্ত্রও আবেগ বুঝতে পারবে। যুক্তি আর আবেগের মধ্যে সত্যিকার অর্থে কোনো পার্থক্য নেই। এ হলো যুক্তির ভিন্ন একটি নিয়ম। অঙ্কের যেমন অনেক নিয়ম থাকে-যোগ, বিয়োগ, ভাগ, গুন।

বাবলু যা করেছে তার জন্যে তাকে দোষ দিলো না। এরকম বয়সে সে নিজেও কি এমন আবেগে ভেসে যেতো না?

ছেলেটার এসব কর্মকাণ্ডের কথা শুনে মনে হচ্ছে এটাই যেনো তার নিয়তি। সে সব সময় খুন করবে, তবে ভিন্নভাবে, ভিন্ন ভিন্ন কারণে।

যে ছেলে শৈশব থেকে খুন করতে শিখে গেছে তাকে কেউ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। তার কাছে যেকোনো সমস্যার সহজ সমাধান হত্যা-খুন। সে নিজেও চেষ্টা করেছিলো তাকে ফেরাতে, পারে নি। তখনই বুঝতে পেরেছিলো, নিয়তিকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

মনে মনে হেসে ফেললো বাবু। এসব কথা শুনে কেউ হয়তো তাকে অদৃষ্টবাদীদের দলে ফেলে দিতে পারে, ভাবতে পারে নির্দিষ্ট করে রাখা নিয়তিতে বিশ্বাস করে সে। কিন্তু সত্যি হলো এরকম কিছুতে তার বিশ্বাস নেই। সে বিশ্বাস করে একেকটা মানুষের জন্য অনেকগুলো নিয়তি বরাদ্দ থাকে। সেখান থেকে বেছে নেয়ার স্বাধীনতা রয়েছে প্রত্যেক মানুষের। সৃষ্টিকর্তা এটুকু স্বাধীনতা অন্তত দিয়েছে, নইলে মানবসন্তানের কৃতকর্মের বিচার তিনি কিভাবে করবেন?

বাবলুও তার নিয়তি বেছে নিয়েছে। এখানে অমূল্য বাবুর কিছু করার নেই। যার যার নিয়তি তাকেই বেছে নিতে হয়। কেউ সজ্ঞানে বেছে নেয়, কেউ না বুঝেই তাতে নিপতিত হয়।

যারা না বুঝে নিয়তি বেছে নেয়, নিতে বাধ্য হয়, তাদেরকে সাহায্য করা উচিত। একজন শুভাকাঙ্খি হিসেবে সে শুধু ছেলেটাকে বিপদে-আপদে সাহায্য করতে পারে, তার পাশে দাঁড়াতে পারে। এর বেশি না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৯

ভোর থেকেই বৃষ্টি। থেমে থেমে বজ্রপাত। এখন রীতিমতো মুষলধারে পড়ছে। মনে হচ্ছে সারাদিনই বৃষ্টি হবে আজ। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্লাবিত হয়ে গেছে ঢাকা শহরের বেশিরভাগ পথঘাট। লোকজন বাসের জন্য অপেক্ষা করছে। রিক্সার যাত্রিরা জুবুথুবু হয়ে বৃষ্টির ছ'টা থেকে নিজেদের রক্ষা করার কোনো চেষ্টাই বাদ রাখে নি। আকাশের দিকে তাকালে মনে হচ্ছে সব মেঘ যেনো জড়ো হয়েছে এ শহরের উপর।

কানফাটা শব্দ তুলে একটা বজ্রপাত হলে মেঘলার মনে হলো সেটা বুঝি ট্যাক্সির ছাদেই পড়েছে। বুকে ফু দিলো সে। বেশ ভয় পেয়ে গেছিলো। গাড়ির ঘোলাটে কাঁচ বিরামহীনভাবে পরিস্কার করে যাচ্ছে ওয়াইপার দুটো।

নিজের গাড়ি থাকতেও আজ একটা ইয়েলো ক্যাবে চড়েছে মেঘলা। এর কারণ তার গাড়ির ড্রাইভার খুন হয়ে গেছে। দিহানের অপহরণ আর উদ্ধার হওয়ার পর এখনও নতুন কাউকে এ কাজে নিয়োগ দেয়া হয় নি।

আজ সকালে দিহানকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ দিলে মেয়েকে নিয়ে সোজা চলে যায় গুলশানে বাপের বাড়িতে। সবুজ বিশ্বাসঘাতকতা করার পর বাড়ির কাজের লোকদের উপর ভরসা করতে পারছে না তার স্বামী। আজ বাকিদেরকেও বিদায় দিয়ে দেবে। সুতরাং, কয়েকটা দিন শ্বশুর বাড়িতেই থাকুক তারা।

এহ্‌সান আরো একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। তারা সপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাবে কয়েকদিনের মধ্যেই। ওখানে এহ্‌সানের দুই বোন আর অনেক আত্মীয়স্বজন রয়েছে। প্রথমে তাকে আর দিহানকে রেখে চলে আসবে, তারপর ব্যবসা-বাণিজ্য গুছিয়ে নিয়ে সেও স্থায়ী হবে ওখানে। মেঘলা কখনও চায় নি বিদেশে গিয়ে থাকবে, কিন্তু এখন নিজের সন্তানের জন্যে সবই মেনে নিতে হচ্ছে তাকে। স্বামীর এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বলার মতো কিছু নেই। তাই চুপচাপ মেনে নিয়েছে। এহ্‌সান এখন সেসবের ব্যবস্থা করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখন এই বাজে আবহাওয়ায় সে বের হয়েছে তার এক বান্ধবীর বাসায় যাবে বলে–তার মা-বাবা এটাই জানে। কিন্তু তার আসল গন্তব্য অন্য কোথাও।

তাদের জীবনের উপর যে কালো ছায়া নেমে এসেছিলো সেটা দ্রুতই কেটে গেছে। মনে হচ্ছে তাদের জীবনটা আবারো সুন্দর আর স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। কিন্তু মেয়েকে জীবিত ফিরে পাবার পরও মেঘলার মনে একটা খচখচানি রয়ে যায়। বাবলুর কি হয়েছে তার কিছুই সে জানতো না। ছেলেটার সাথে কোনো রকম যোগাযোগ করা যায় নি। গতরাতে ওর ফোনে কল করার পর সেটা ধরেছিলো অন্য কেউ। মেঘলা সঙ্গে সঙ্গে লাইন কেটে দেয়। এরপর থেকে নানান দুশ্চিন্তায় কেটে গেছে সারাটা রাত। দু'চোখের পাতা এক করতে পারে নি। সে জানে আর মাত্র দু'তিনদিনের মধ্যেই দেশ ছাড়বে তারা। বাবলুর সাথে কি তাহলে আর কোনোদিন দেখা হবে না?

একটু আগে তার সব উদ্বেগ উৎকণ্ঠা চলে গেছে। মনে হচ্ছে বুকের ভেতর থেকে সরে গেছে বিরাট একটি বোঝা।

বাবলুর সাথে কোনোভাবে যোগাযোগ করতে না পেরে সে ঐ রিসোর্টে ফোন করেছিলো আবার। ম্যানেজার ভদ্রলোক ফোন ধরলে তাকে চিনতে পারে। গতকাল এই লোকই বাবলুকে ডেকে দিয়েছিলো। বাবলুর কথা জিজ্ঞেস করতেই ভদ্রলোক জানায় সকাল ন'টা সাড়ে ন'টার দিকে নাকি সে ফিরে এসেছে!

কথাটা শুনে মেঘলার যে কেমন ভালো লাগার অনুভূতি হচ্ছিলো বলে বোঝাতে পারবে না। খুশিতে চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ে গেছিলো। ভাগ্য ভালো এটা তার মেয়ে কিংবা মা কেউই দেখে নি। দেখলে একগাদা মিথ্যে বলতে হতো।

ম্যানেজার লোকটি খুব ভালো। মেঘলাকে নিজে থেকেই বলে, তওফিক সাহেবকে ডেকে দেবে কিনা কিন্তু ভদ্রলোককে অবাক করে দিয়ে মেঘলা জানায়, দরকার নেই। তওফিক সাহেবকে যেনো তিনি কিছু না বলেন। ওর ফোনটা আবারো বন্ধ পাচ্ছে বলে তার কাছে ফোন করে একটু খোঁজখবর নিলো। জরুরি দরকার হলে আবার ফোন করবে। এ কথার পর ম্যানেজার আর কিছু জিজ্ঞেস করে নি।

মেঘলার ধারণা বাবলু তার সাথে ইচ্ছে করে যোগাযোগ করছে না।

www.BanglaBook.org

দিহানকে উদ্ধার করার পর সে নিজে থেকেই আবার দূরে সরে গেছে। অনেকদিন আগে তো সে এটাই করেছিলো। কোনোরকম যোগাযোগ করার চেষ্টা করে নি। সে জানে, এটা তার জন্যে মোটেও সহজ কাজ ছিলো না। ছেলেটাও খুব ভালোবাসে ওকে। তার ভালোবাসার তীব্রতা কতো সে প্রমাণ গতকালই দিয়েছে–তার দিহানকে জীবিত উদ্ধার করেছে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে।

পুলিশ যতোই বলুক তারা উদ্ধার করেছে কিন্তু মেঘলা জানে কাজটা আসলে করেছে বাবলু। পুলিশকে তারা অপহরণের ব্যাপারে কিছুই জানায় নি, ওরা কিভাবে তার মেয়েকে উদ্ধার করবে? তাদের কাজেরছেলে সবুজ যে এ ঘটনার সাথে জড়িত সেটাও বাবলু আবিষ্কার করে। সবুজকে ওর হাতে তুলে দেবার পরই বাবলু দৃঢ়ভাবে তাকে বলেছিলো, চিন্তা না করতে। তার মেয়ে তার কাছে ফিরে আসবে।

পুলিশ এসে বললো তারা উদ্ধার করেছে আর সে বিশ্বাস করবে? কক্ষনোই না! তার ধারণা এর পেছনে অন্য কিছু আছে, আর সেটা বলতে পারবে বাবলু।

এরপরই হুট করে তার মাথায় এই চিন্তাটা আসে–বাবলুর সাথে দেখা করতে হবে তাকে। এ জীবনে আর হয়তো দেখা নাও হতে পারে। দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে ইয়েলো-ক্যাব কোম্পানিতে ফোন করে সে।

হাতঘড়িতে সময় দেখলো মেঘলা। গাড়িতে ওঠার পর প্রায় এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। আবহাওয়া খারাপ ব'লে পথে তেমন একটা যানবাহন নেই। তার ধারণা আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবে ওখানে। ভাবলো, বাবলু তাকে দেখে কতোটা অবাক হবে। তাকে না বলে এভাবে রিসোর্টে চলে আসাতে মোটেও রাগ করবে না। সে জানে, তার কোনো কাজেই বাবলু রাগ করে না। আগেও করতো না। কোনোদিন করবেও না।

বাবলুর মুখটা ভেসে উঠলো তার মনের পর্দায়। দেবদূতের মতো একটা ছেলে। বাচ্চাদের মতো হাসে। দেখলে মনেই হবে না এই ছেলে শৈশব থেকে কতো কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে গেছে। মেঘলার বিশ্বাস হয় না এই বাবলু মানুষ খুন করে...

"আপা?" মাঝবয়সী ড্রাইভার ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলে উঠলো।

সম্বিত ফিরে পেলো সে। ট্যাক্সিটা চলে এসেছে রিসোর্টের মেইনগেটে।

"ভিতরে যামু?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাথা নেড়ে সায় দিলো মেঘলা।

ক্যাবটা ঢুকে পড়লো রিসোর্টের ভেতর। মেইনরোড থেকে অনেকটা পথ ইটে বিছানো রাস্তা। বৃষ্টির কারণে পিচ্ছিল হয়ে গেছে। এখন একছন্দে বৃষ্টি পড়ছে। বাতাসের ঝাপটা কমে এসেছে কিছুটা।

অফসিজন বলে রিসোর্টে লোকজন খুব একটা নেই আর বৃষ্টির কারণে কোনো গেস্টও দেখা যাচ্ছে না বাইরে। রিসেপশন আর অফিসরুমটার সামনে এসে ক্যাবের গতি কমে এলো। ক্যাব ড্রাইভার এই রিসোর্টে আরো অনেকবার এসেছে প্যাসেঞ্জার নিয়ে, সে জানে রিসেপশনের সামনে গাড়ি পার্ক করে রাখাই নিয়ম। কিন্তু মেঘলা ড্রাইভারকে তাড়া দিলো পার্কিং এলাকায় নয়, আরো ভেতরে চলে যেতে।

ক্যাবটা ধীরগতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চললো আবার। কিছুক্ষণ পর একটা লজের সামনে এলে মেঘলা ড্রাইভারকে বললো গাড়িটা থামাতে। ক্যাবটা আপ-ডাউন হিসেবে ভাড়া নিয়েছে, এটাতে করেই ঢাকায় ফিরে যাবে কিছুক্ষণ পর। আবহাওয়া খারাপ বলে সঙ্গে করে ছাতা নিয়ে এসেছে মেঘলা। ছাতাটা নিয়ে গাড়ি থেকে নেমেই লজের দরজার কাছে ছুটে গেলো।

বাবলুর লজের দরজায় টোকা দিলো মেঘলা। কোনো সাড়া নেই। আবারো দিলো। ভেতর থেকে কেউ জবাব দিলো না।

নবটা ধরে বুঝতে পারলো লক্ করা আছে। "বাবলু! বাবলু!" এবার দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে বললো সে। তারপরও কোনো সাড়াশব্দ নেই।

ও এখানে নেই! মনে মনে বললো সে। *তাহলে?*

কিছু একটা টের পেয়ে পেছন ফিরে দেখলো রেইনকোট পরা এক লোক বৃষ্টির মধ্য দিয়ে হেলেদুলে ছুটে আসছে তার দিকে। মেঘলা নিশ্চিত, এটা বাবলু নয়। হতেই পারে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬০

পুরো এলাকাটা জনমানবশূন্য প্রায়। বৃষ্টির তোড় এখন একটু কমে এসেছে। তবে আকাশ এখনও মেঘাচ্ছন্ন। যেকোনো সময় শুরু হয়ে যেতে পারে প্রবল বর্ষণ।

মেঘলা দূর থেকে দেখতে পেলো লেকের পাড়ে কংক্রিটের একটি বেঞ্চে বসে আছে একজন। একেবারে পাথরের মূর্তির মতোই স্থির। যেনো ধ্যানমগ্ন হয়ে সেই বৃষ্টি মেখে নিজেকে শুদ্ধ করে নিচ্ছে।

বাবলু!

মাথার উপর ছাতাটা তুলে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলো তার দিকে।

একটু আগেও ভেবেছিলো এতোদূর এসে বুঝি বাবলুর সাথে আর দেখা হবে না। তার মন ভেঙে গেছিলো। কিন্তু ম্যানেজার ভদ্রলোক বৃষ্টির মধ্যেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। তাকে দেখেই চিনতে পারে। এইতো গত সপ্তাহে মিস্টার এবং মিসেস চৌধুরি সপরিবারে এখানে এসেছিলেন। ম্যানেজার বুঝতে পারে, তার কাছে ফোন করে তওফিক সাহেবকে এই মহিলাই চাচ্ছিলো।

"ও কোথায়?"

মেঘলার এ প্রশ্নের জবাবে ম্যানেজার লোকটি কেবল ইশারা করে দূর থেকে দেখিয়ে দেয় লেকের এদিকটা।

কংক্রিটের বেঞ্চটার কাছে আসতেই বাবলু টের পেয়ে পেছন ফিরে তাকালো। তার চোখেমুখে সীমাহীন অবিশ্বাস। যেনো সত্যিকারের কিছু দেখছে না—মরীচিকা, স্বপ্ন কিংবা বিভ্রম!

স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত।

মেঘলা দেখতে পেলো বাবলুর নাকের নীচটা ফোলা, বাম চোখের নীচে কালচে দাগ।

"তুমি!" আস্তে করে বলেই উঠে দাঁড়ালো সে।

মেঘলা বুঝতে পারলো না তার চোখ বেয়ে কেন নীরব অশ্রুপাত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হচ্ছে। নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কান্নাটাকে দমন করলো সে।

তারপরই শিশুদের মতো নিষ্পাপ হাসি ফুটে উঠলো বাবলুর ঠোঁটে।

মেঘলা এগিয়ে এসে তাকে ছাতার নীচে নিয়ে নিলো। "তোমার কি হয়েছিলো?" বাবলুর এক হাত ধরে ফেললো সে। "আমার সাথে আর যোগাযোগ করো নি কেন? তুমি ঠিক আছো তো?"

"ঠিক আছি," দু'হাতে মেঘলার মুখটা ধরে বললো বাবলু। "ভয় পেয়ে গেছিলে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

নিঃশব্দে হেসে ফেললো বাবলু। "তোমার মেয়ে এখন কেমন আছে?"

"ভালো আছে..." কম্পিত কণ্ঠে বললো মেঘলা। "আজ সকালে হাসপাতাল থেকে রিলিজ দিয়েছে ওকে।"

তার চোখ দিয়ে অশ্রুপাত হচ্ছে। বাবলু চেয়ে রইলো সেই চোখের দিকে। একটু কাছে এগিয়ে এসে মেঘলার চোখের জল মুছে দিলো হাত দিয়ে।

"তোমাকে দেখে খুব ভালো লাগছে," বললো সে। "আগের চেয়ে অনেক সুন্দর হয়ে গেছো।"

একটু লজ্জা পেলো মেঘলা। তার চোখ ঘুরে বেড়ালো বাবলুর মুখের উপর। "তোমার কি হয়েছিলো?"

"তেমন কিছু না।"

"কালরাতে আমি তোমাকে ফোন করেছিলাম কিন্তু ফোনটা অন্য একজন ধরেছিলো। সে কে?"

চুপ মেরে রইলো বাবলু। সে বুঝতে পারছে ফোনটা ধরেছিলো জেফরি বেগ। "দিহানকে উদ্ধার করার পর ছোটোখাটো একটা ঝামেলা হয়ে গেছিলো," অবশেষে বললো সে, যদিও সত্যি কথাটা বলতে ইচ্ছে করছে না।

"ঝামেলা?"

"হুম। ওকে নিয়ে বের হবার সময় দেখি পুলিশ রেইড দিচ্ছে। তারাও কিডন্যাপারদের ধরার জন্য গিয়েছিলো।"

"কিন্তু আমরা তো পুলিশকে কিছু জানাই নি," বললো মেঘলা। "ওরা কিভাবে..."

"হুম...ড্রাইভারের খুনের তদন্ত করতে গিয়ে সব জেনেছে," বলে

www.BanglaBook.org

দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। "আমি পুলিশের কাছে ধরা পড়ে গেছিলাম।"

"কি!" আৎকে উঠলো মেঘলা।

"ওরা ভেবেছে আমিই দিহানকে কিডন্যাপ করেছি।"

"আপা?" দূর থেকে ক্যাব ড্রাইভার হাঁক দিলো। বৃষ্টির কারণে বেশ জোরেই ডাকতে হলো তাকে।

মেঘলা চমকে উঠে বাবলুর কাছ থেকে একটু সরে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো।

"গ্যাস শ্যাষ হয়া গেছে...সামনে একটা পাম্প আছে...আমি গ্যাস ভইরা আনতাছি।"

"ঠিক আছে," মাথা নেড়ে সায় দিলো মেঘলা। বাবলুর দিকে ফিরে বললো, "তারপর?"

"তারপর আর কি, অ্যারেস্ট করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।"

মেঘলার চোখেমুখে অসংখ্য জিজ্ঞাসা আর উদ্বেগ একসাথে ভর করেছে। "ওরা...ওরা তোমাকে ছেড়ে দিলো?"

"না।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো সে।

"আমি পালিয়ে এসেছি।"

মেঘলার চোখ দুটো স্থির হয়ে গেলো। কয়েক মুহূর্ত পলক পড়লো না।

"এছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না," হেসে বললো বাবলু।

"পুলিশ তোমাকে খুঁজছে?"

"হুম।"

"এখানে যদি চলে আসে?" উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো সে।

"আরে না," হেসে বললো বাবলু। "এখানে ওরা কোনোদিনই আসতে পারবে না। এই রিসোর্টে হুটহাট করে পুলিশ ঢুকতে পারবে না। ঢোকার চেষ্টা করলেই আমি জেনে যাবো।"

নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো মেঘলা। সে হয়তো পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারছে না।

"তুমি এখানে কেন থাকো?"

"লম্বা গল্প," আস্তে করে বললো সে। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে ফেললো। "তোমার মেয়েটা দেখতে ঠিক তোমার মতো হয়েছে।"

"তাই?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুচকি হেসে সায় দিলো সে।

বৃষ্টি আর ঝড়ো বাতাসকে ভুলে তারা দু'জন এখন দাঁড়িয়ে আছে লেকের পাড়ে, একই ছাতার নীচে। বাতাস বইতে শুরু করেছে, বৃষ্টির প্রকোপও বেড়ে গেছে আবার কিন্তু সেদিকে তাদের ভ্রুক্ষেপ নেই।

"আমি খুব ভয়ে ছিলাম, তোমার বুঝি খারাপ কিছু হয়েছে।"

"সেজন্যে এখানে ছুটে এসেছো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মেঘলা।

বাবলু শুধু হাসলো।

"বিয়ে করো নি কেন?" আস্তে ক'রে বললো সে।

একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বাবলুর ভেতর থেকে। "আমার মতো কেউ বিয়ে করবে, সংসারি হবে সেটা ভাবলে কি করে।"

নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো মেঘলা। "তাহলে এসব ছেড়ে দিলেই পারো।"

"ছেড়েই তো দিয়েছি..."

"সত্যি?"

"হুম," জোর দিয়ে বললো বাবলু।

খুশিতে মেঘলার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠলো। "এবার বিয়ে করে সংসারি হও, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসো।"

চুপ মেরে রইলো বাবলু।

"পছন্দের কেউ নেই?"

"না।" মিথ্যেই বললো। যদিও তার কাছে মনে হচ্ছে সে সত্যি বলেছে। কারণ উমা এখন সত্যিই নেই।

"এতোদিনেও..." নিজে থেকেই চুপ মেরে গেলো মেঘলা। পাশ ফিরে তাকালো সে।

ইয়েলো ক্যাবটা ফিরে এসেছে। তাদের থেকে বিশ-বাইশ গজ দূরে থামলো সেটা।

বাবলুও চকিতে দেখে নিলো। তারপর বললো, "এরকম খারাপ আবহাওয়ায় এতোদূর আসার দরকার ছিলো না। পরে আসলেও পারতে।"

চুপ মেরে রইলো মেঘলা।

"পরে এলেও তো হতো।"

"সেই দিন আর নাও আসতে পারে," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অবাক হলো বাবলু।

"আমরা আমেরিকায় চলে যাচ্ছি।" তার গলাটা যেনো ধরে এলো। "নতুন জীবনের জন্য।"

বাবলু স্থিরচোখে চেয়ে রইলো।

"আমি ভেবেছিলাম ইচ্ছে করে আমার সাথে যোগাযোগ করছো না তুমি। দেরি করলে হয়তো তোমার সাথে আর দেখা হবে না।"

মেঘলার মুখটা দু'হাতে ধরলো বাবলু। "এখনও আমাকে হারানোর ভয় পাও?"

চোখ বন্ধ করে ফেললো সে। আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিলো। তারপর চোখেচোখ রেখে বললো, "পাই! কারণ এখনও তোমাকে..."

কথাটা শেষ করার আগেই তার চোখে কিছু একটা ধরা পড়লে পাশ ফিরে তাকালো। দেখতে পেলো ট্যাক্সি ক্যাবটার সামনে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের একজনও ক্যাব ড্রাইভার নয়!

ব্যাপারটা বাবলুও টের পেয়েছে। সে যেনো বরফের মতো জমে গেলো দৃশ্যটা দেখে।

মেঘলার হাত দুটো কেঁপে উঠলো, ছাতা ধরা হাতটা একটু আলগা হতেই বাতাসের তোড়ে সেটা উড়ে পেছনের জলরাশির উপর পড়লো।

যে দু'জন লোক ক্যাবটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাদের হাতে অস্ত্র। তাক্ করে রেখেছে বাবলুর দিকে। মেঘলা এদেরকে চেনে না। বাবলুর দিকে তাকালো। চোখেমুখে অবিশ্বাস নিয়ে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে। মনে হলো তার ঠোঁটে বাঁকা হাসির আভাস।

"পালানোর চেষ্টা করবে না!" চিৎকার করে বললো অস্ত্রধারী একজন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬১

অমূল্য বাবুর মাথায় কিছুই ঢুকছে না। বাবলু হঠাৎ করে এমন করছে কেন! ছেলেটার মাথা কি খারাপ হয়ে গেলো নাকি?

সাবেক প্রেমিকার শিশু সন্তানকে বাঁচাতে গিয়ে গতকাল রাতে হোমিসাইডের জেফরি বেগের হাতে ধরা পড়ে গেছিলো। সেখান থেকে আবার পালিয়ে আজ সকালে ভূতের মতো তার বাড়িতে এসে হাজির হয়, ভড়কে দেয় তাকে।

রিসোর্টে পাঠানোর আগে অমূল্য বাবু বেশ জোর দিয়ে বলে দিয়েছে, অন্তত কয়েকটা সপ্তাহ যেনো ওখান থেকে বাইরে না যায়। আর এখন কিনা তার ঐ সাবেক প্রেমিকা রিসোর্টে গিয়ে হাজির!

একটু আগে ম্যানেজার তাকে ফোন করে জানায় এটা। ঐ মহিলার ট্যাক্সিটা রিসেপশনের সামনে না থেমে সোজা ভেতরে চলে গেলে নিজের অফিস থেকেই দৃশ্যটা দেখতে পায় ভদ্রলোক। নতুন কিংবা পুরনো গেস্ট হোক, বাইরে থেকে গাড়ি কিংবা ক্যাব নিয়ে এলে সেটা তার অফিসের সামনে পার্কিংলটে থামবে। শুধুমাত্র গেস্টদের নিজস্ব গাড়ি সরাসরি লজের সামনে চলে যেতে পারে। এটাই এই রিসোর্টের নিয়ম।

তার একটু সন্দেহ হলে অফিসের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে ক্যাবটা চলে যাচ্ছে তওফিক সাহেবের লজের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে রেইনকোটটা গায়ে চাপিয়ে সেখানে গিয়ে দেখে এক ভদ্রমহিলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মহিলাকে দেখেই চিনতে পারে সে। মিসেস চৌধুরি। এহসান চৌধুরির স্ত্রী। গত সপ্তাহে স্বামী আর সন্তানসহ রিসোর্টে দু' দিন থেকে গেছে।

ম্যানেজার আরো বলেছে, সে একদম নিশ্চিত মিসেস চৌধুরিই গতকাল তাকে ফোন করে বাবলুকে চেয়েছিলো; আজ সকালেও একবার ফোন করে জেনে নেয় বাবলু রিসোর্টে আছে কিনা। ম্যানেজার তার কাছে সত্যি কথাই বলেছে, কারণ সে মনে করেছে এই ভদ্রমহিলা তওফিক সাহেবের খুবই ঘনিষ্ঠ কেউ হবে। তবে আজকে ফোন করলেও তওফিক সাহেবকে ডেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেবার জন্য অনুরোধ করে নি। ব্যাপারটা ম্যানেজারের কাছে সন্দেহজনক মনে হলেও কথাটা বাবলুকে জানায় নি। কেন জানায় নি সে ব্যাখ্যাও দিয়েছে তার কর্তাকে।

সকালে রিসোর্টে ফিরে আসার পর লজের দরজা বন্ধ করে রাখে বাবলু। তারপর এক সময় বৃষ্টির মধ্যেই দীর্ঘ সময় ধরে বসে থাকে লেকের পাড়ে। তার আচার আচরণ একটু অন্যরকম ছিলো।

ম্যানেজারকে খবরটা দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সে বলে দিয়েছে চোখকান একটু খোলা রেখে ওদের দিকে নজর রাখতে। তবে এই ব্যাপারটা নিয়ে রিসোর্টের কারো সাথে কথা বলার দরকার নেই।

ম্যানেজারের ফোন পাবার পর থেকেই জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের বৃষ্টি দেখছে আর ভেবে যাচ্ছে অমূল্য বাবু।

মিসেস চৌধুরি কেন রিসোর্টে গেলো?

এমন সময় আবারো তার মোবাইলফোনের রিং টোনটা বেজে উঠলো। অমূল্য বাবুর মনে হলো অমঙ্গলের ঘন্টা বাজছে যেনো!

পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে জেফরি বেগ, তার সাথে আছে সৈকত। তাদের দু'জনের অস্ত্র বাবলুর দিকে তাক্ করা। ঝড়ো বৃষ্টির মধ্যে রিসোর্টের লেকের পাড়ে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে তাদের দিকে চেয়ে আছে বাবলু। মেঘলা যেনো বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

বাবলুর অবস্থাটা বুঝতে পারছে জেফরি। সে ঘুণাক্ষরেও ভাবে নি এখানে এ সময়ে এমনভাবে তারা হানা দেবে। সত্যি বলতে, মাত্র দেড় ঘন্টা আগে সে নিজেও এরকম কোনো কিছুর কথা কল্পনাও করতে পারে নি।

গতরাতে হোমিসাইডের হেডকোয়ার্টার থেকে বাবলু পালিয়ে যাবার পর বাকি রাতটুকু ঘুমাতে পারে নি ঠিকমতো। ভোরের দিকে একটা দুঃস্বপ্ন দেখার পর আর ঘুম আসে নি। বিমর্ষ আর পরাজিতের মতো সকালে অফিসে ঢোকে সে। চুপচাপ নিজের ডেস্কে বসেছিলো অনেকক্ষণ। তারপরই সহকারী জামান এসে জানায় বাবলু এখন কোথায় আছে সেটা জানা যাবে। দ্রুত ব্যবস্থা নিলে গতকালের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত খুব সুন্দরভাবেই করা সম্ভব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জেফরি ঠিক তাই করেছে।

অপরাধবোধে ভুগতে থাকা জামান আজ সকালে অফিসে এসে চুপচাপ কমিউনিকেশন্স রুমে বসেছিলো। নিজের বোকামির জন্য সে যারপরনাই লজ্জিত। ওখানে বসে থাকতে থাকতেই তার মনে পড়ে যায়, বাবলুর মোবাইলফোনে মাত্র একটা ইনকামিং এবং আউটগোয়িং নাম্বার ছিলো। এটা যে মিসেস চৌধুরির নাম্বার সেটা বোঝার জন্য তাদেরকে কোনো রকম ট্র্যাকডাউন করতে হয় নি। আন্ডারকস্ট্রাকশন ভবনের বাইরে একটি প্রাইভেটকারের ভেতর থেকে হাত-পা-মুখ বাধা অবস্থায় সবুজ নামের কাজের লোকটিকে উদ্ধার করার পর তার কাছ থেকে জেনে নেয় ঘটনা কি ছিলো।

জামানের মনে আশা জেগে ওঠে, ঐ নাম্বারটা ট্র্যাকড্রাউন করলে কিছু একটা পাওয়া যেতেও পারে। ভদ্রমহিলা হয়তো মোবাইলফোন ট্র্যাকডাউন করার আধুনিক পদ্ধতির কথা জানে না।

নাম্বারটা ট্র্যাকডাউন করতে গিয়েই সে দেখে ওটা থেকে একটা কল করা হয়েছে একটু আগে। তার মানে তার ধারণাই ঠিক। মহিলা এসব ব্যাপারে মোটেও সচেতন নয়। কোথায় কল করা হয়েছে সেটা খতিয়ে দেখতেই অবাক হয় সে।

একটা ট্যাক্সিক্যাব কোম্পানিতে? ঐ মহিলা কেন ট্যাক্সিক্যাব ভাড়া করতে যাবে? তাদের তো নিজেদেরই গাড়ি আছে। নড়েচড়ে বসে সে। ট্যাক্সি কোম্পানিতে ফোন করে নিজের পরিচয় দিয়ে জেনে নেয় মিসেস চৌধুরি এইমাত্র যে ট্যাক্সিটা ভাড়া করেছে সেটার গন্তব্য ঢাকার অদূরে একটি রিসোর্টে।

রিসোর্টে!

যার মেয়ে গতকাল রাতে কিডন্যাপারদের হাত থেকে মুক্ত হলো, আজ সকালে হাসপাতাল থেকে রিলিজ হলো সে কেন ঐ রিসোর্টে যাবে? তাও আবার ট্যাক্সি ভাড়া করে?

প্রশ্নগুলো জামানকে যতোটা না ভাবায় তারচেয়ে বেশি আশান্বিত করে তোলে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায় তার বসের রুমে। জেফরি বেগ তখন মাত্র অফিসে ঢুকেছে।

সহকারীর কাছ থেকে সব শোনার পর ঝড়ো আবহাওয়ার মধ্যেই হোমিসাইডের একটি প্রাইভেটকার নিয়ে রওনা হয় জেফরি, সঙ্গে নেয়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সৈকতকে। জামান তার সঙ্গে আসতে চাইলেও তাকে নেয় নি। ছেলেটা গতকাল রাতে আহত হয়েছিলো। তাছাড়া এরকম অপারেশনে সৈকত অনেক বেশি কার্যকরি। সে একজন দক্ষ শুটার। জামানের চেয়ে তার অ্যাসল্ট অপারেশনের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি।

রওনা দেবার আগেই ক্যাব কোম্পানিতে ফোন করে জেনে নেয় ড্রাইভারের মোবাইলফোন নাম্বারটি। মিসেস চৌধুরি আপ-ডাউন হিসেবে ট্যাক্সিটা ভাড়া করায় দারুণ সুবিধা হয়। তার মানে ট্যাক্সিসহ ড্রাইভার রিসোর্টের ভেতরেই আছে। হয়তো সে এও জানে, তার মহিলা প্যাসেঞ্জার কোন্ লজে ঢুকেছে। রিসোর্টের বাইরে এসে ইয়েলোক্যাবের ড্রাইভারকে ফোন করে সে। নিজের পরিচয় জানিয়ে সংক্ষেপে খুলে বলে ঘটনাটি। তবে ড্রাইভারের বিশ্বাস অর্জনের জন্য তার কোম্পানিকে ফোন করে বলে দেয় তারা যেনো তাদের ড্রাইভারকে সব ধরণের সহযোগীতা করার নির্দেশ দেয়। কোম্পানি থেকে ফোন পাবার সঙ্গে সঙ্গেই ড্রাইভার সহযোগীতা করতে শুরু করে, তাদেরকে জানিয়ে দেয় মিসেস চৌধুরি এখন কোথায় আছে, কার সাথে আছে।

এরপর সে ড্রাইভারকে শিখিয়ে দেয় কি করতে হবে।

গ্যাস ভরার কথা বলে ড্রাইভার চলে আসে রিসোর্টের বাইরে। তারপর জেফরি আর সৈকত ড্রাইভারকে রেখে সেই ক্যাবে করে ঢুকে পড়ে রিসোর্টের ভেতরে।

ড্রাইভারের কথামতো জায়গায় আসতেই তারা দেখতে পায় মিসেস চৌধুরি ছাতা হাতে দাঁড়িয়ে আছে লেকের পাড়ে। আর একই ছাতার নীচে দাঁড়িয়ে আছে বাবলু।

তাদেরকে দেখে মিসেস চৌধুরি অবাক হলেও বাবলুর বিস্ময় এতোটাই তীব্র যে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেছে কয়েক মুহূর্তের জন্য।

"আপনি সরে যান, মিসেস চৌধুরি!" বৃষ্টির কারণে চিৎকার করে বলতে হলো জেফরি বেগকে। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সৈকত। "মিসেস চৌধুরি, সরে দাঁড়ান! আমরা পুলিশের লোক," আবারো বললো হোমিসাইডের চিফ ইনভেস্টিগেটর।

জেফরি এক পা এগোনোর চেষ্টা করতেই মেঘলা চিৎকার করে বলে উঠলো, "না! আমি ওকে ধরা পড়তে দেবো না!"

তার পেছনে বাবলু এখনও বরফের মতো জমে আছে। সে বুঝতেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারছে না এ দু'জন কিভাবে এখানে চলে এলো! মেঘলা যে ট্যাক্সি ক্যাবটা নিয়ে এখানে এসেছে সেই ক্যাব ড্রাইভার কি তাহলে পুলিশের লোক? কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব? কোনোভাবেই হিসেব মেলাতে পারছে না।

"ও আমার মেয়ের জীবন বাঁচিয়েছে...কিডন্যাপারদের হাত থেকে উদ্ধার করেছে..." কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো মেঘলা। "আপনারা ওকে ভুল বুঝছেন।"

"আমি জানি, মিসেস চৌধুরি," জেফরি বেগ বললো। "সবটাই জানি।"

"...ও ভালো হয়ে গেছে। আর কোনোদিন ওসব কাজ করবে না, বিশ্বাস করুন। ও ভালো হয়ে গেছে। ওকে ভালো হবার সুযোগ দিন, প্লিজ।"

"এরকম সুযোগ দেবার ক্ষমতা কিংবা এক্তিয়ার আমার নেই। আমি সামান্য একজন ইনভেস্টিগেটর।"

"প্লিজ," হাত জোড় করে বললো মেঘলা।

"গতকাল রাতে ও আমাদের হেফাজত থেকে পালিয়েছে।"

মেঘলা দু'পাশে মাথা দোলাতে লাগলো।

"আপনি সরে দাঁড়ান। ওর কাছে অস্ত্র থাকতে পারে!" জেফরি বেগ লক্ষ্য করলো বাবলু আস্তে করে কী যেনো বললো মেঘলাকে। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে উঠলো সে।

"মিসেস চৌধুরি!"

বাবলু আস্তে করে এক পা পিছিয়ে ডান দিকে সরে গেলো। "মেঘলা, তুমি চলে যাও।"

বিশগজ দূর থেকেও প্রবল বৃষ্টির মধ্যে কথাটা শুনতে পেলো জেফরি আর সৈকত।

মেয়েটা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো তার সাবেক প্রেমিকের দিকে।

"বাবলু! পালানোর চেষ্টা কোরো না!" চিৎকার করে বললো জেফরি বেগ। "প্লিজ!"

মেঘলা এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইলো। যেনো তার নড়াচড়া করার শক্তি লোপ পেয়ে গেছে।

আস্তে করে আরো ডানে সরে গেলো বাবলু কিন্তু তার দৃষ্টি আটকে আছে বিশগজ দূরে দাঁড়িয়ে থাকা অস্ত্রধারী দু'জনের উপর। "মেঘলা, তুমি

www.BanglaBook.org

চলে যাও!" বেশ শান্তকণ্ঠেই বললো এবার।

"মিসেস চৌধুরি, আপনি সরে দাঁড়ান," জেফরিও তাড়া দিলো তাকে।

একবার বাবলুর দিকে আরেকবার অস্ত্রধারী দু'জনের দিকে তাকালো মেঘলা। "না!" চিৎকার করে বললো সে। দু'হাত সামনের দিকে তুলে আকুতি জানালো, "ওকে গুলি করবেন না, প্লিজ! ওকে গুলি করবেন না!"

"আপনি সরে দাঁড়ান, আমরা গুলি করবো না।" জেফরি দেখতে পেলো মিসেস চৌধুরি আবারো বাবলুকে আড়াল করার চেষ্টা করছে। দু'পা সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে সে। চিৎকার করে বললো জেফরি, "এখান থেকে পালাতে পারবে না তুমি। খামোখা বোকামি কোরো না। আমাদেরকে গুলি করতে বাধ্য কোরো না।"

অমূল্য বাবু টেলিফোনটা কানে চেপে রেখেছে। ওপাশ থেকে ম্যানেজার যা বলছে তা একেবারেই অবিশ্বাস্য। যে ক্যাবে করে মিসেস চৌধুরি এসেছে সেই একই ক্যাবের ভেতরে দু'জন অস্ত্রধারী ছিলো! তারা এখন পিস্তল বের করে বাবলুর দিকে তাক্ করে রেখেছে। যেকোনো মুহূর্তে রিসোর্টের ভেতরে গোলাগুলি শুরু হয়ে যেতে পারে। এ মুহূর্তে ম্যানেজার তার অফিসরুমের তিনতলার উপর একটি ঘরের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বহু দূরে লেকের পাড়ের দৃশ্যটা দেখছে আর ফোনে তার সাথে কথা বলছে।

ভদ্রলোক রিসোর্টের রেপুটেশন নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেও অমূল্য বাবু সে-সব নিয়ে মোটেও ভাবছে না। তবে একটু আগে ম্যানেজারকে যে নির্দেশ দিয়েছে সেটা ঠিকমতো করা গেলে ছেলেটা এ যাত্রায় বেঁচে যাবে।

চোখ বন্ধ করে গভীর করে নিঃশ্বাস নিলো বাবু।

"স্যার, ঐ দু'জন কারা?" উদ্বিগ্ন ম্যানেজার জিজ্ঞেস করলো।

অমূল্য বাবু কিছু বললো না। সে এখনও বুঝতে পারছে না, ওই দুই অস্ত্রধারী কারা। পুলিশ কিংবা হোমিসাইডের হলে তো ইয়েলোক্যাবে করে আসতো না, তাও আবার মিসেস চৌধুরির সাথে।

"পরিস্থিতি তো ভালো মনে হচ্ছে না," বললো ম্যানেজার। "এখানে যদি গোলাগুলি হয় তাহলে বুঝতে পারছেন কি হবে?"

ম্যানেজারের উদ্বিগ্নতাকে আমলে নিলো না অমূল্য বাবু। "ঐ ছেলেটার যেনো কিছু না হয়।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"জি, স্যার। আমি সেভাবেই বলে দিয়েছি।" একটু থেমে আবার বললো, "পাঁচ-ছয়জনকে পাঠিয়েছি...ওদের সবার কাছে অস্ত্র আছে..."

ফোনের ওপাশে শুধুই মৌনতা।

"স্যার!" উদ্বিগ্ন হয়ে বললো সৈকত। সেও বুঝে গেছে বাবলু কি করতে যাচ্ছে।

অবিশ্বাসের সাথে জেফরি দেখতে পেলো আস্তে করে এক পা পিছু হটে গেলো বাবলু।

"না!" চিৎকার করে বললো হোমিসাইডের চিফ ইনভেস্টিগেটর। "বাবলু...প্লিজ!"

বাবলুর মধ্যে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। আবারো পিছু হটলো সে।

"বাবলু-!" জেফরির চিৎকারটার সঙ্গি হলো একটা গুলির শব্দ।

লেকের পাড়ে হুরমুরিয়ে পড়ে গেলো বাবলু।

সৈকত গুলি চালিয়েছে!

শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে মুহূর্তেই আবার উঠে দাঁড়ালো সে।

ঘটনার আকস্মিকতায় ভড়কে গেলো জেফরি। কিছু বলার আগেই দ্বিতীয় গুলিটা করে বসলো সৈকত।

"না!" সৈকতের উদ্দেশ্য চিৎকার করে বলে উঠলো হোমিসাইডের চিফ ইনভেস্টিগেটর। "গুলি কোরো না!"

বাবলুর শরীরটা গড়িয়ে পড়ে গেলো লেকের পানিতে।

দু'হাতে কান চেপে ধরে বসে পড়লো মেঘলা। চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে দিলো সে।

জেফরি আর সৈকত দৌড়ে চলে এলো লেকের পাড়ে। নীচের জলরাশির দিকে তাকালো তারা। বাবলুকে দেখা যাচ্ছে না। তলিয়ে গেছে নীচে। সৈকত পিস্তলটা তাক্ করে রাখলো সেদিকে। ভেসে উঠলেই গুলি চালাবে।

মেঘলা কেঁদেই চলেছে।

সৈকত তাকালো জেফরির দিকে। ইনভেস্টিগেটর এখনও পানির দিকে তাকিয়ে আছে।

"প্রথমটা পায়ে..." বললো সৈকত। "...পরেরটা মনে হয় বুকে লেগেছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জেফরি বেগ শুধু তাকালো সঙ্গির দিকে, কিছু বললো না। যেনো ভাষা হারিয়ে ফেলেছে।

মেঘলার কান্না এবার ফোঁপানিতে পরিণত হলো।

জেফরি আবারো লেকের পানির দিকে তাকালো কিন্তু বাবলু আর ভেসে উঠলো না।

সৈকত কিছু একটা টের পেয়ে পেছন ফিরে দেখতে পেলো একদল অস্ত্রধারী বৃষ্টির মধ্যেই তাদের দিকে দৌড়ে আসছে। ওদের সবার হাতে অস্ত্র।

"স্যার!"

সৈকতের কথায় জেফরি তাকালো, তারপরই দেখতে পেলো দৃশ্যটা। সঙ্গে সঙ্গে হাতের পিস্তলটা মাটিতে রেখে দিয়ে বাম হাতটা তুলে অস্ত্রধারীদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো। "সৈকত, অস্ত্র নামাও!" চাপাকণ্ঠে বললো সে।

সৈকত তার অস্ত্রটা নামিয়ে রাখার আগেই একদল অস্ত্রধারী তাদেরকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেললো।

"এরা কারা?" দু'হাত উপরে তুলে চাপাকণ্ঠে বললো সৈকত।

জেফরি বেগ তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অস্ত্রধারীদের উদ্দেশ্যে বললো, "আমরা পুলিশ।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উপসংহার

সারাদিন বৃষ্টির পর সন্ধ্যা থেকে খারাপ আবহাওয়া কেটে গেছে। এখন রীতিমতো তারাভরা আকাশ। ফুরফুরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। কিছু মেঘ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালেও বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই।

কতোক্ষণ ধরে কংক্রিটের বেঞ্চে বসে আছে সে জানে না। লেকের পাড়ে সারি সারি গাছপালা। ঝিঁঝিঁপোকা ডাকছে। আশেপাশের ঝোঁপঝাড় থেকে দুয়েকটা ব্যাঙের ডাকও ভেসে এলো। কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হলো সে বুঝি গ্রামের পুকুর পাড়ে বসে আছে। তার গ্রামের শৈশবটা অতো দীর্ঘ ছিলো না। কিন্তু এখনও স্মৃতিতে উজ্জ্বল।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে এলো ভেতর থেকে। শান্ত-সুস্থির জলের দিকে একমনে চেয়ে রইলো সে।

ছেলেটার লাশ পাওয়া যায় নি।

এখানে যখন গোলাগুলি হয় তখন ম্যানেজারের সাথে টেলিফোন লাইনে ছিলো, রিসোর্টের নিজস্ব সিকিউরিটি গার্ডদের মুভ করার আদেশ দিলেও দেরি হয়ে যায়। সিকিউরিটি গার্ডরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে ঘিরে ফেলে দু'জন অস্ত্রধারীকে। তারা নিজেদেরকে পুলিশের লোক বলে পরিচয় দেয়। পরে দেখা যায়, ঐ দু'জন আসলে হোমিসাইডের কর্মকর্তা। তাদের একজন জেফরি বেগ। যে কিনা অনেক দিন থেকেই বাবলুর পেছনে লেগে ছিলো।

সিকিউরিটি গার্ডরা ঐ দু'জনকে বাধ্য করে রিসোর্ট থেকে বের হয়ে যেতে। জেফরি বেগ অবশ্য খুব একটা জোরাজুরি করে নি। সে চেয়েছিলো বাবলুর লাশটা উদ্ধার করতে। কিন্তু তার নির্দেশ পেয়ে ম্যানেজার ঐ ইনভেস্টিগেটরকে জানায়, এ কাজটা তারাই করবে। কোনো রকম পুলিশী কর্মকাণ্ড আর বরদাশত করা হবে না এখানে। পারলে তারা উপর মহলের সাথে যোগাযোগ করে দেখতে পারে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিঃ বেগ আর তার সঙ্গি কথা না বাড়িয়ে চলে যায় মিসেস চৌধুরিকে সঙ্গে নিয়ে।

ওরা চলে যাবার পর ম্যানেজারকে ডুবুরি এনে বাবলুর লাশটা পানি থেকে তুলতে বলে সে। বিকেল থেকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ডুবুরিরা লাশটা খুঁজে পায় নি। তারা জানিয়েছে, লাশ খুঁজে পাবার সম্ভাবনা খুবই কম। এই লেকটার সাথে সংযোগ রয়েছে কাছের মেঘনা নদীর। রঙধনুর মতো বাঁকা হয়ে লেকের দুটো প্রান্ত মিশে গেছে মেঘনার সাথে। কৃত্রিম লেক হলেও নদীর মতোই স্রোত থাকে এখানে। বৃষ্টির সময় স্রোত ছিলো। সেই স্রোতে লাশটা ভেসে গেছে নদীতে।

পরিহাসের ব্যাপার হলো, এই লেকটা তার নিজের পরিকল্পনায় বানানো হয়েছিলো। সে চেয়েছিলো চমৎকার একটি লেখ থাকবে এই রিসোর্টে। কৃত্রিমভাবে বানানো হলেও দেখে যেনো বোঝার উপায় না থাকে। সেজন্যে নিকটবর্তী মেঘনার সাথে সংযোগ করা হয় দু'দিক থেকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তবে কি এটাই ছেলেটার নিয়তি?

অমূল্য বাবু জানে না। সন্তান হারানোর বেদনা কেমন তাও জানা নেই তারা।। অকৃতদার মানুষ সে, সন্তান তো দূরের কথা, মা-বাবার একমাত্র সন্তান হিসেবে আপন ভাই-বোনের অভিজ্ঞতাও নেই। তবে এখন মনে হচ্ছে, তার যদি সন্তান থাকতো তাকে হারিয়ে হয়তো ঠিক এমন অনুভূতিই হতো।

অনেকদিন পর আশ্চর্য হয়ে টের পেলো তার চোখ দিয়ে আস্তে করে একফোটা জল গড়িয়ে পড়ছে। সে-জল হাত দিয়ে মুছলো না। শুধু চোখ দুটো ক্ষণিকের জন্য বন্ধ করে রাখলো।

বাবলু হাত থেকে ফস্কে যাবার পর ভীষণ মুষড়ে পড়েছিলো জেফরি বেগ, অদ্ভুত ব্যাপার হলো ছেলেটা নিহত হবার পরও তার একই রকম অনুভূতি হচ্ছে। যদিও সৈকত আর জামান মনে করছে তাদের ব্যর্থতার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করা গেছে এর মাধ্যমে কিন্তু জেফরির মধ্যে অদ্ভুত এক শূন্যতা তৈরি হয়েছে। কোনো কিছুই ভালো লাগছে না।

বাবলুর লাশটা ভেসে ওঠার অপেক্ষা করছিলো যখন তখনই একদল অস্ত্রধারী ছুটে আসে তাদের দিকে। প্রথমে সৈকত আর সে ভ্যাবাচাকা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খেয়ে গেছিলো কিন্তু পরক্ষণেই জেফরি বুঝতে পারে এরা রিসোর্টের নিজস্ব সিকিউরিটি। মারমুখি অস্ত্রধারীদের সামলাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিলো। নিজেদের পরিচয় দেবার পরও তারা আশ্বস্ত হতে পারছিলো না। অস্ত্রের মুখে তাদের দু'জনকে আটকে ফেলে তারা। অবশেষ ম্যানেজার ভদ্রলোক এলে পরিস্থিতি শান্ত হয়। জেফরি তাকে সব খুলে বলার পর ভদ্রলোক তাদেরকে রিসোর্ট থেকে চলে যেতে বলে।

সে চেয়েছিলো ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি এনে বাবলুর লাশটা উদ্ধার করতে কিন্তু ম্যানেজার কোনো কথাই শোনে নি। অবশেষে মিসেস চৌধুরিকে নিয়ে রিসোর্ট থেকে চলে আসে তারা।

ওখান থেকে ফিরে আসার পর এক রকম চুপচাপই আছে। কারো সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। এমনকি রেবা ফোন করে দেখা করতে বলেছিলো, সে রাজি হয় নি। বলেছে তার শরীরটা একটু খারাপ। বিশ্রাম নেবে। এ কথা শুনে রেবা তার বাসায় আসতে চেয়েছিলো কিন্তু তাতেও রাজি হয় নি। বলেছে দরকার নেই। একটু বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। আগামীকাল দেখা করবে তারা। আসলে সে একটু একা থাকতে চাইছে এখন।

হোমিসাইডের মহাপরিচালক ফারুক আহমেদকে সব ঘটনা খুলে বলার পর তাকে অবাক করে দিয়ে ভদ্রলোক একদম ভিন্ন আচরণ করে। বাবলু তাদের হাত থেকে ফস্‌কে গেছে, এটার চেয়েও তার কাছে জরুরি অধস্তনদের নিরাপত্তা। প্রাণহানি হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিলো, তা যে হয় নি সেটাই বড় কথা। কেউ দশ বার পালিয়ে গেলে তারা দরকার হলে দশবারই তাকে ধরতে পারবে কিন্তু জীবন তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

এমন প্রতিক্রিয়ায় ফারুক আহমেদের প্রতি জেফরির শ্রদ্ধা অনেক গুন বেড়ে গেছে।

বাবলুর মেঘলা, মিসেস চৌধুরির মুখটা মনে পড়ে গেলো তার। যখন জানতে পারলো তার সাবেক প্রেমিক আর বেঁচে নেই তখন মহিলা পাথরের মতো জমে গিয়েছিলো। যেনো বাবলুর মৃত্যুর জন্যে সে-ই দায়ি। তার কারণেই আজ বাবলুকে বেঘোরে প্রাণ দিতে হলো।

জেফরি নিজে মিসেস চৌধুরিকে গাড়িতে করে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। তাকে কোনোরকম পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় নি। তার স্বামী-সন্তান আর সংসার আছে, এসব ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে সমস্যা হতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারে, এই বিবেচনা কাজ করেছে জেফরির মধ্যে।

ঘড়ির দিকে তাকালো সে। রাত দুটো বেজে গেছে। ঘুমের লেশমাত্র নেই চোখে। এতোক্ষণ জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসবই ভেবে যাচ্ছিলো। জানালার পর্দা টেনে দিয়ে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো এবার। দু'চোখ বন্ধ করে ঘুমাবার চেষ্টা করলো কিন্তু চোখ বন্ধ করতেই ভেসে উঠলো বাবলুর মুখটা। ছেলেটার জন্যে খুব মায়া হলো তার। এরকম একটা জীবন সে ইচ্ছে করে বেছে নেয় নি।

তারা দুজনেই রাস্তায় পড়ে ছিলো, দু'জন ভিন্ন প্রকৃতি আর ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ তাদেরকে কোলে তুলে নেয়। পরম মমতায় লালন-পালন করে। অথচ পরিবেশ আর পরিস্থিতি বাবলুকে বাস্টার্ড বানিয়েছে। স্বাভাবিক জীবন থেকে ছিটকে ফেলে দিয়েছে তাকে। আর জেফরি বেগের বেলায় ঘটেছে ঠিক উল্টো ঘটনা—সুরক্ষিত শৈশব, নিশ্চিত জীবনযাপন, নীতি-আদর্শ, শিক্ষা সবই পেয়েছে।

ভাবলো, তার জায়গায় বাবলু আর বাবলুর জায়গায় সে হলে কি হতো—জেফরি বেগ খুন করে বেড়াতো আর তাকে ধরার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াতো বাবলু!

এই প্রথম জেফরি বেগ বিশ্বাস করতে শুরু করলো, হয়তো নিয়তি বলে সত্যি কিছু আছে তবে সেটা কিভাবে তৈরি হয় সে এখনও জানে না।

ওদিকে ঢাকা শহরের অন্যপ্রান্তে ঠিক একই সময় ঘুমহীন রাত কাটাচ্ছে মেঘলা। বৃষ্টিতে ভিজে নাকি প্রচণ্ড শোকে সে জানে না, বাড়ি ফিরে আসার পর থেকেই তাকে জ্বরে পেয়ে বসে, সেইসাথে তীব্র মাইগ্রেনের ব্যথা।

রিসোর্ট থেকে ফিরে আসার পর তার মায়ের বাড়ির কেউ কিছু বুঝতে পারে নি। হয়তো ভেবেছে একটু মুডঅফ। তবে তার স্বামী এহসান চৌধুরি যখন সন্ধ্যার পর এসেছিলো তখন স্ত্রীর ভাবভঙ্গি দেখে কিছু একটা বুঝতে পারলেও মুখ ফুটে কিছু বলে নি। তার স্ত্রী যেনো অন্য ভুবনে চলে গেছে। চারপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন একজন। উদাস আর বিষন্ন।

আজরাতে দিহানের বাবা শ্বশুরবাড়িতে থাকলেও স্বামীকে এড়িয়ে যাবার জন্য মেয়ের সাথে ঘুমাচ্ছে মেঘলা, অজুহাত হিসেবে বলেছে, দিহান নাকি একা একা ঘুমাতে ভয় পাচ্ছে।

www.BanglaBook.org

তারা এখন এক বিছানায় শুয়ে আছে কিন্তু মেঘনার দু'চোখে ঘুম নেই। মেয়ের দিকে তাকালো। টেডি বিয়ারটা আকড়ে ধরে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। ফুলের মতো ফুটফুটে একটা মেয়ে। হঠাৎ তাকে চমকে দিয়ে দিহান মুচকি হেসে উঠলো। হয়তো ঘুমের মধ্যে কোনো মজার স্বপ্ন দেখছে।

তাই দেখুক। যে দুঃস্বপ্নের মধ্যে সে ছিলো সেটা যেনো ভুলেও তার স্বপ্নে হানা না দেয়, মনে মনে এই কামনাই করলো সে। মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো মেঘলা।

দিহানকে ফিরে পাবার জন্যে বাবলুকে ব্যবহার করেছিলো। ছেলেটা তাকে কথা দিয়েছিলো তার মেয়েকে তার কোলে ফিরিয়ে দেবে। বাবলু তার কথা রাখলেও এরজন্যে চরম মূল্য দিতে হয়েছে।

তার মুখটা আবারো ভেসে উঠলো চোখে। মিটিমিটি হাসছে। সেই মুখটায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে কিন্তু কী নিষ্পাপ শিশুর মতোই না দেখাচ্ছিলো তাকে।

তারপরই আরেকটা দৃশ্য ভেসে উঠলো।

গুলি খেয়ে পড়ে গেলো বাবলু, তবুও বেঁচে থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা। সর্বশক্তি দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, লেকটা পাড়ি দিয়ে চলে যেতে চাইলো কিন্তু পারলো না। প্রাণঘাতি বুলেটের আঘাতে লুটিয়ে পড়লো তার দেহটা।

মাথা ঝাঁকিয়ে এসব ভাবনা থেকে মুক্তি পেতে চাইলো মেঘলা কিন্তু তীব্র যন্ত্রণা আরো বেড়ে গেলো। মাইগ্রেনের ব্যথায় মাথার শিরাগুলো যেনো ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হচ্ছে। সহ্য করতে পারলো না। বিছানা থেকে উঠে ভ্যানিটি ব্যাগটার খোঁজ করলো। তার ব্যাগে সব সময় মাইগ্রেনের ওষুধ থাকে।

ডিমলাইটের আলোয় ঘরের এককোণে কফি টেবিলের উপর ব্যাগটা দেখতে পেলো। স্বল্প আলোতে ওষুধের কৌটাটা হাতরাতে গিয়ে মোবাইলফোনটা পেয়ে গেলো সে। এটা সেই মোবাইলফোন যেটা দিয়ে বাবলুর সাথে যোগাযোগ করতো। বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থার কারণে ফোনটা আর বন্ধ করা হয় নি।

ফোনটা হাতে তুলে নিলো মেঘলা। পাওয়ার বাটনটা অফ করতে গিয়ে থমকে গেলো। একটা ইনকামিং মেসেজ এসেছে তার ফোনে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সারা গা কাটা দিয়ে উঠলো তার। এটা কখন এসেছে সে জানে না। তার এই ফোনটা সাইলেন্স মোডে ছিলো।

ওপেন করলো মেসেজটা। মাত্র একটা শব্দ!

মেঘ?

কেঁপে উঠলো মেঘলা। এ নামে তাকে কেউ ডাকে না শুধু একজন ছাড়া। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, সে কি স্বপ্ন দেখছে?

না। এটা স্বপ্ন নয়। দু'চোখ বন্ধ করে আবার চোখ খুলে মেসেজটার দিকে তাকালো। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো এক শব্দের মেসেজটার দিকে। তারপর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো, সেইসাথে এক অনির্বচনীয় আনন্দে ঠোঁটে ফুটে উঠলো হাসি। চিৎকার করে একটা কথা বলতে ইচ্ছে করলো : *হ্যা। আমি তোমার মেঘলা!*

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG